শ্রীগৌরবিধুর্জয়তি।

ব্রজলীলা সুধাসরিৎ

বা

ভক্তের ভাবনামৃত।



রাধাকৃষ্ণ পদদ্বন্দ্ব ধ্যানে সুনীতজ্ঞ যাঁরা
উজ্জ্বল মধুর রসে যার উপাসনা।
ভক্তের ভাবনামৃত পাঠ কর অবিরত,
সে ভাবে গৌরাঙ্গে যদি করেছ বাসনা॥

শ্রীআশুতোষ বর্ম্মা সরকার

প্রণীত

সাং ঝারদা, পোঃ বিনপুর,
মেদিনীপুর।

গৌরাব্দ—৪৫৫

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীআশুতোষ বর্ম্মা সরকার,
হারদা, মেদিনীপুর।

প্রিণ্টার—
শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার,
কাত্যায়নী মেসিন প্রেস
২৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী পর্ব্বে নন্দ-নন্দিশ্বরপুরে।
বর্ষে বর্ষে চ যা লীলা অত্র গ্রন্থে বিলিখ্যতে

মুখবন্ধ।

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ঘনীভূত-সচ্চিদানন্দ-রসময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং বিশ্বের প্রধান উপাস্য। গোপাল গোবিন্দ নন্দ-নন্দন, হরি যশোদা-দুলাল রাধানায়ক গোপীনাথ ইত্যাদি ব্রজজনগণের সম্বোধিত নামই তাঁহার অধিক প্রীতিপ্রদ ও মুখ্য নাম। বাসুদেব শঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটি তাঁহার প্রধান পুরুষাবতার। ইহা ব্যতীত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অবতার ও অনন্ত নাম আছে। সেই সকল নামধারী পুরুষাবতারগণ ভগবৎ তত্ত্ব বা ভগবান বটেন কিন্তু স্বয়ং ভগবান নহেন। ভগবৎ তত্ত্ব হইলেও শাস্ত্র বিচারে গুণ ও শক্তির তারতম্য আছে শ্রীবৃন্দাবনের গোপবেশী দ্বিভুজ শ্যাম-সুন্দর মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর। ইনি অনাদি আদি সর্ব্ব-কারণের কারণ নিরাকার সাকার নির্ব্বিশেষ সবিশেষ নির্গুণ সগুণ অরূপ পরম রূপবান অসীম সসীম অনু অনন্ত সর্ব্বরসময় সর্ব্বগুণময় সর্ব্বরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়াও অবিদ্য এবং নির্লিপ্ত। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণানন্দময় ও সর্ব্ব বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।

ব্রহ্ম সংহিতার ৫।১ শ্লোক ব্রহ্মস্তুতি

যথা। ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণম্॥

উক্ত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন

অহং হি বিশ্বস্য চরাচরস্য
বীজং প্রধানং প্রকৃতি পুমাংশ্চ।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন

আমিই বিশ্ব চরাচরের বীজ স্বরূপ প্রধান পুরুষ ও প্রধানা প্রকৃতি।

ইনি জগতে তিনরূপে প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥
জ্ঞান মার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে
যোগ মার্গে অন্তর্য্যামী স্বরূপেতে ভাষে॥

উক্ত গ্রন্থেই লিখিয়াছেন

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন
অঙ্গ প্রভা, অংশ, স্বরূপ তিন বিধেয় চিন্
অনুবাদ কহি, পরে বিধেয় স্থাপন
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব
পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥

শব্দমাত্রেরই অনুবাদ এবং বিধেয় এই দুইটি বিভাগ আছে। অগ্রে অনুবাদ পরে বিধেয় স্থাপন বা প্রকাশ হয়। অনুবাদ প্রকাশিত বস্তু, বিধেয় গুপ্ত বস্তু। অনুবাদ দ্বারা তাহা বুঝিয়া

লইতে হয়। এখানে স্বয়ং ভগবানের ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান এই তিনটি অনুবাদ। আর শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব তাহাই বিধেয়, অর্থাৎ অপ্রকাশিত বস্তু বা গুপ্ত তত্ত্ব। ব্রহ্মোপাসকগণ ভগবানকে নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার বলেন। কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ হইতে পারেন না, হইলেও উক্ত বস্তু ধারণাতীত, উপাসনার বিষয় হইতে পারেন না। সবিশেষ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বের আদি কারণ অর্থাৎ বীজ স্বরূপ। ব্রহ্ম সবিশেষ—হইতে পারেন না,—ইহা বলিলে, ভগবান যে সর্ব্বশক্তিমান তাহা অস্বীকার ও তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। ব্রহ্মা ও পরমাত্মার বিষয় শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদী তদপস্য তণুভাঃ
যঃ আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ বিভব
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণো যঃ ইহ ভগবান্ স্বয়ময়ম্

অস্যার্থ

উপনিষদ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা শ্রীকৃষ্ণের তনু আভা মাত্র। যিনি আত্মা অন্তর্য্যামী তিনি তাঁহার অংশের অংশ। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিনিই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।

ভগবান্ কাহাকে বলে, শাস্ত্রে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

অস্যার্থ—

সমগ্র ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশ শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য যাঁহার নিজের তিনিই ভগবান স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

যাঁর ভগবত্ত্বা হৈতে অন্যের ভগবত্ত্বা
স্বয়ং ভগবান্ শব্দে তাহাতেই স্বত্ত্বা

অর্থাৎ যাঁহার ভগবত্ত্বা হইতে অন্যের ভগবান খ্যাতি, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। আর যাঁহাদের ভগবত্ত্বা নিজের নয়, অন্যের নিকট প্রাপ্ত তাঁহারা ভগবান বটেন কিন্তু স্বয়ং ভগবান নহেন।

পরব্যোম নাথ নারায়ণ আদি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বিলাস বিগ্রহ ভগবৎ তত্ত্ব হইলেও স্বয়ং ভগবান নহেন। ঐশ্বর্য্য-বিলাসবিগ্রহ ভগবান হইতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চারিটি গুণ অধিক তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

যথা। রূপ মাধুর্য্য, প্রেম মাধুর্য্য
লীলা মাধুর্য্য, ও বেণু মাধুর্য্য

অতএব নন্দনন্দন শ্রীরাধানায়ক ব্রজজন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শাস্ত্রগণ বলিয়াছেন—

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ॥

(শ্রীরাধাতত্ত্ব)

সেই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি

প্রধান যথা—১। সচ্চিদানন্দরূপাশক্তি ইহাকে অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তিও বলে।

২য়। ক্ষেত্রজ্ঞা বা জৈবীশক্তি ইহাকে তটস্থা শক্তিও বলে।

৩য়। কর্ম্ম সংজ্ঞা বিশিষ্ট অবিদ্যা বা—বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। ইহার প্রমাণ যথা—

বিষ্ণুশক্তি পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥
বিষ্ণুপুরাণে।

সচ্চিদানন্দ রূপা বা স্বরূপশক্তি আবার তিন প্রকায় সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিত, এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী শক্তি।

সন্ধিনী শক্তি তাপকরী, হ্লাদিনী আনন্দদায়িনী ও সম্বিত, উভয় মিশ্রিতা শক্তি।

যথা—বিষ্ণুপুরাণে—ভগবান প্রতি প্রহ্লাদ বলিয়াছেন

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্বয্যেকা সর্ব্ব সংশ্রয়ে
হ্লাদ তাপকারী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ বর্জ্জিতে ॥

চৈতন্য চরিতামৃতে—

যথা। সৎ চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ।
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি ॥

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখ রূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ॥
হলাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী।
গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্ব কান্তা শিরোমণি॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যাম-রস মধু পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম॥

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ জননী রূপা মহাশক্তিই রাধা সেই আনন্দময়ের শ্রীরাধা লইয়াই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও আনন্দ লীলা।

মদ্ রূপ গোস্বামী পাদুক্ত শ্লোক

যথা—

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয় বিকৃতি হর্লাদিনী শক্তি রস্মা
দেকাত্মা না বপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ

অর্থাৎ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় বিকার প্রাপ্ত মূর্ত্তিমতী

হলাদিনী শক্তি ও একাত্মা। পুরাকালে লীলা রসাস্বাদ হেতু দুই দেহ ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
তনন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥
জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥
রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ
মৃগ মদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ—
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥
অতএব সর্ব্ব পূজ্যা পরম দেবতা
সর্ব্ব পালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা ॥

তথাহি বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দেবতা
সর্ব্ব লক্ষ্মী ময়ী সর্ব্ব কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

তথাহি গোপী প্রেমামৃতে

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী
তত্রাপি গোপিকা পার্থ যত্র রাধা ভিধা মম—

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন হে পার্থ! যাহাতে বৃন্দাবন পুরী

অধিষ্টিতা ত্রিভুবন মধ্যে সেই পৃথিবীই ধন্যা গোপিকারা বৃন্দাবন অপেক্ষা ধন্যা, কারণ সেই গোপিকানিকর মধ্যে আমার প্রিয়তমা শ্রীরাধা বিরাজিতা।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন অবতারী অর্থাৎ সমস্ত অবতারের বীজ, এবং নন্দ, বৃষভানু, সুবল, শ্রীদামাদি গোপগণ তাঁহার কায়ব্যূহ, অংশিনী শ্রীরাধা সেইরূপ যাবতীয় লক্ষ্মীগণের বীজস্বরূপিনী, এবং সমস্ত সখী গোপীগণ তাঁহারই কায়ব্যূহ।

গোলক ব্রজাদি ধাম ও পরব্যোম ধাম সকল শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ বিভূতির অন্তর্গত এবং তদস্থিত লীলা পরিকরাদি যাবতীয় পদার্থ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট তাহাকে ব্রহ্ম সৃষ্টি কহে।

স্বরূপ শক্তির অন্তর্ভুক্ত যোগমায়া বা লীলা শক্তির প্রভাবে তথাকার লীলা খেলা। বহিরঙ্গামায়া অর্থাৎ জড়া প্রকৃতি সেই সকল স্থান স্পর্শ করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের অবশিষ্ট একপাদ বিভূতিতে চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক অনন্ত কোটি জগৎ, উহাই ব্রহ্মার সৃষ্ট। ব্রহ্মার সৃষ্ট জগৎকে দেবীধাম বা মায়া রাজ্য কহে।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতার (১০। ৪২) শ্লোকে তদ বিষয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহ মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ

অস্যার্থ

হে অর্জ্জুন! তোমার অধিক জানিবার আবশ্যক কি? তুমি ইহাই নিশ্চিত অবগত থাক, যে আমার চতুষ্পাদ বিভূতির মধ্যে একাংশে এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জগৎ অবস্থিত॥

ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতির অন্তর্গত ধামের সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন শতকম্ নামক গ্রন্থে শ্রীগৌর ভগবানের পারিষদ শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী যে আভাস দিয়াছেন সেই শ্লোক ও তাহার পদ্যানুবাদ বৃন্দাবনবাসী ভক্ত কবি শ্রীমৎ কৃষ্ণপদ দাস মহশয় উক্ত গ্রন্থে যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(৮১ শ্লোক)

প্রকৃত্যুপরি কেবলে সুখ নিধৌ পরব্রহ্মণি
শ্রুতি প্রথিত বৈভবং পরপদং বিকুণ্ঠাভিধম্
তদন্তরখিলোজ্জ্বলং জয়তি মাথুরং মণ্ডলং
মহারসময়ং সখে! কলয় তত্র বৃন্দাবনম্

পদ্যানুবাদ।

বিধাতার নিরমিত জগৎ উপরে হে! সুখের সাগর এক
পরব্রহ্মনাম।
তাহে শ্রুতি নিগদিত সম্পদ ভাণ্ডার হে! অনুপ পরমপদ
শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥

তাহার উপরে নিজ তেজে উজ্জোলিত হে নয়নের দুরগম
মাথুর মণ্ডল।

তাহে মহারসময় ধাম শিরোমণি হে! বিরাজিত বৃন্দাবন
পরম মঙ্গল॥

চিদানন্দ ঘন বৃন্দাবনের স্বরূপহে! ফল মূল সকলি অমিয়
রসময়।

এই অবধারি সখে! অনুরাগভরে হে! মনোস্মুখে বৃন্দাবন
করহ আশ্রয়॥

অর্থাৎ—বিধাতা ব্রহ্মার নির্ম্মিত চতুর্দ্দশ ভুবনের উপর ব্রহ্মধাম। তৎপরে সম্পদ ভাণ্ডার শ্রীবৈকুণ্ঠধাম তাহার উপরে মাথুর মণ্ডল, তন্মধ্যে ধাম শিরোমণি শ্রীবৃন্দাবন বিরাজিত।

সেই গোলক বা বৃন্দাবনের শ্রীরাধাই অধীশ্বরী। রাধা নিকেতন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কোথাও গমন করেন না।

যথা

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য—নৈব গচ্ছাম্যহং ক্বচিৎ॥

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী উক্ত বিষয়ে তাঁহার বৃন্দাবন শতক গ্রন্থে যে শ্লোক লিখিয়াছেন তাহার পদ্যানুবাদ ভক্ত কবি শ্রীকৃষ্ণ পদ দাস মহাশয় যাহা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদান করিলাম—

যথা—

রাধা বৃন্দাবনে বনে পুরানের প্রবচনে
দুন্দুভির রবে বিঘোষিত এই বাণী।

পীরিতির পরভাগে অতুলিত অনুরাগে—
নিরমিত মুরতি আমার রাধা-রাণী ॥
তদঙ্গন পরিহরি কোথাও না যান হরি
তিনি মোর রাধার বচনাদেশ ভাজী।
অদরশ কালে তাঁরে দরশন করিবারে
কোথা যাবে রাধাঙ্গন বৃন্দাবন তাজি ? ॥

কবি মনের প্রতি বলিয়াছেন।

রাধার বাক্যাধীন হরি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না। যদিও বৃন্দাবনে তাঁহার অদর্শন ঘটে তাহা প্রেম সংবর্দ্ধন লীলা মাত্র। অতএব মন! তুমি কৃষ্ণের দর্শন জন্য রাধাঙ্গন-বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? অর্থাৎ কোথাও যাইও না নিশ্চয় দর্শন পাইবে ॥

পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা কি তদঙ্গন বৃন্দাবন ত্যাগ করিলে তাঁহার পূর্ণতমত্ব থাকিবে কি? অর্থাৎ থাকিবে না ॥

তৎ প্রমাণ যথা—

রাধা সঙ্গে যদাভাতিঃ তদা মদন মোহনং
অন্যথা বিশ্ব মোহপি স্বয়ং মদন মোহিতং ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন ও পূর্ণতম। শ্রীরাধার সঙ্গ ছাড়া হইলে তিনি স্বয়ং মদন মোহিত হন এবং বৃন্দাবন ব্যতীত অন্যত্রে তিনি পূর্ণতম নহেন। মন্মথ মোহন

কৃষ্ণ প্রেম ময় হইলেও প্রেমময়ী বা প্রেম স্বরূপা শ্রীরাধাই তাঁহার প্রেম শিক্ষার গুরু শ্রীকৃষ্ণ বলেন ।

যথা

রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট

চরিতামৃত ।

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার বৃন্দাবনই নিত্য নিকেতন । মৎস্যে লিখিত আছে—

বৈকুণ্ঠে কমলাদেবী দ্বারাবত্যাঞ্চ রুক্মিণী—
জানকী দণ্ডকারণ্যে রাধা বৃন্দবনে বনে ॥

শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা একমাত্র শ্রীরাধাই সম্পূর্ণরূপে অবগত । শ্রীকৃষ্ণের প্রধানারাধিকা হেতুতেই রাধা নামের উৎপত্তি । শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩০।২৩)

যথা

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বর ।
যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥

রাসস্থল হইতে গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকে লইয়া অনত্রে গমন করেন তখন গোপীগণ বলিয়াছিলেন । এই নারী সম্পূর্ণরূপে ভগবান হরির আরাধনা করিয়াছিলেন । নতুবা কি কৃষ্ণ আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইঁহাকে লইয়া প্রসন্ন মনে বিজন প্রদেশে গমন করেন ।

গোপী প্রেমামৃত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন

অহমেব পরং তত্ত্বং নান্যো জানন্তি কশ্চন।
জানাতি রাধিকা পার্থ অংশানর্চ্চন্তি দেবতা॥

অস্যার্থ। হে অর্জ্জুন! আমার পরম তত্ত্ব ও অর্চ্চনা এক মাত্র রাধিকাই জানেন। অন্যান্য দেবতা অংশ মাত্র অবগত।—

।রাধার সেবা না করিলে ব্রজরাজ নন্দন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা সিদ্ধ হইবার নহে।

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেবকে বলিয়াছেন

যো মামেব প্রপন্নশ্চ মৎ প্রিয়াংন মহেশ্বর
ন কদাপি স প্রাপ্নোতি মামেবংতে ময়োসিতং॥

অর্থাৎ—যিনি আমার অর্চ্চণ করেন, আমার পরম প্রেয়সী ।রাধার অর্চ্চন করেন না, তিনি কদাপি আমাকে প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহেন॥

অতএব শাস্ত্র প্রমাণে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলেই যে পরতত্ত্ব ও সাধ্য শিরোমণি তাহা নিঃসংশয়। উক্ত রসিক মিথুনের লীলার প্রধান সহায় সখী-গোপীগণ যে শ্রীরাধার দেহ বৃত্তির মূর্ত্তি স্বরূপা তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।—

রাধামাধবের মধুর লীলার—সহায়, সঙ্গিনী গোপীগণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। গোলকেও যে সেই অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহারা নিত্যাবস্থিত তদ্বিষয়ে—

ব্রহ্ম সংহিতার ৫।৩৭ শ্লোকে লিখিত আছে

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতি ভাবি তা ভি-
স্তাভির্য এব নিজ রূপতয়া কলাভিঃ

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্ম ভূতো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

অস্যার্থ ব্রহ্মা বলিতেছেন

যাঁহারা পরম প্রেমময় উজ্জ্বল শৃঙ্গাররসদ্বারা ভাবনাযুক্ত এবং যাঁহারা নিজ কান্তারূপে হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি স্বরূপিণী তাঁহাদের সহিত যে অখিলাত্মা গোলোকে অবস্থান করিতেছেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ॥

গোলক ব্রজ বৃন্দাবন গোকুল একই তত্ত্ব। এই সকল ধামে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কান্তাগণ পিতা মাতা সখা সখী দাস দাসী আদি পরিকর লইয়া নিত্য লীলা করিতেছেন ঐ সকল ধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপাভিমানী ও গোপবেশী তাঁহার লীলা পরিকরগণ সুতরাং গোপ গোপী।—

গোলোকের উজ্জ্বল রস স্বকীয়ভাবাপন্ন পারকীয় রস অভিমান রূপে বর্ত্তমান

গোপী প্রেমামৃত গ্রন্থের (৩২ শ্লোকে)

ব্রজ-গোপীগণ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন দেখ—

সহায়া গুরবঃ ভুশিষ্যা জিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ
সত্য বদামিতে পার্থ! গোপ্যঃ কিং মেভবন্তি ন ॥

অস্যার্থ—

হে পার্থ! গোপিকাগণ আমার সর্ব্বস্ব আমার সহায়, গুরু স্বরূপা অর্থাৎ গুরুতুল্য—স্নেহ-কারী; শিষ্য স্বরূপা—অর্থাৎ প্রিয়তম শিষ্যবৎ সেবিকা, জননীতুল্যা অর্থাৎ মাতার ন্যায়

পালয়ন্ত্রী তাহারাই আমার বান্ধব তাহারাই আমার স্ত্রী অর্থাৎ পরিণীতা রমণীবৎ ব্যবহার করে। চৈ চরিতামৃতে—

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন

কাম গন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী প্রেম
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম
কৃষ্ণের সহায় গুরু, বান্ধব প্রেয়সী—
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেম সেবা পরিপাটি ইষ্ট সমীহিত॥

গোপী প্রেমামৃত গ্রন্থের আর একটি শ্লোক যথা—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ! নিগুঢ় প্রেম ভাজনম্

অস্যার্থ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে পার্থ! গোপীগণ আপনাদিগের সঙ্গে, কেবল মদীয় ভোগ্য বলিয়া যত্ন করিয়া থাকে। সেই সমস্ত গোপিকা অপেক্ষা আমার প্রেম পাত্র অন্য কেহ নাই।

পুনঃ বলিয়াছেন—

ন তথা মে প্রিয়তমা ব্রহ্ম রুদ্রাশ্চ পার্থিব
ন চ লক্ষ্মী র্নচাত্মা চ যথা গোপীজনো মম

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন!

গোপীগণ আমার যেরূপ প্রিয়তমা; ব্রহ্মা রুদ্রাদি লক্ষ্মী, অধিক কি আমার আত্মাও তেমন প্রিয় নয়।

পুনরায় বলিয়াছেন

ন মাং জানন্তি মুনয়ো যোগীনশ্চ পরন্তপ
ন চ রুদ্রাদয়ো দেবা যথা গোপ্যো বিদন্তি মাং

অর্থাৎ হে পরন্তপ! আমাকে গোপীগণ যেমন জানেন, সেরূপ মুনি যোগী কি রুদ্রাদি দেবগণও জানেন না।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্পলতা
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়
নিজ সেক হৈতে লতাবাজের কোটি সুখ হয়
নিজেন্দ্রিয় সুখ, হেতু কামের তাৎপর্য্য
কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য্য গোপী ভাব বর্য্য—
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গে ত বিহার॥

পুনরায় লিখিয়াছেন

রাধা কৃষ্ণ লীলা এই অতি গুঢ়তর
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।

সখী বিনা এই লীলায় নাহি অন্যের গতি
সখীভাবে তাঁহা যেই করে অনুগতি
রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥

গোপী আনুগত্য ও গোপী ভাবাশ্রিত না হইলে শ্রীবৃন্দাবনে যুগল সেবা লাভের উপায়ান্তর নাই।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—ব্রজ গোপীগণ রমণী, তবে স্ত্রীদেহ না হইলে শ্রীশ্রীযুগলের প্রেম সেবায় কি পুরুষের অধিকার নাই? তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যথা—গোপী প্রেমামৃতে।

গোপী ভাবেন যে ভক্তা মামেকং সমুপাসতে
তেষু তাম্বিব তুষ্টোহস্মি সত্য সত্য বদাম্যহং

অর্থাৎ স্ত্রীই হউক আর পুরুষই হউক গোপী ভাবাশ্রয় করিয়া যে ভক্ত ভজনা করে আমি বা আমরা তাহার প্রতি নিজ সখীর তুল্যই সন্তুষ্ট হই, ইহা তোমাকে সত্য সত্য বলিলাম।

কবিরাজ গোস্বামীও চরিতামৃতে লিখিয়াছেন

সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥
সখী বিনা এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখী ভাবে তাহা যেই করে অনুগতি ॥

রাধা-কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিন চিন্তে রাধা কৃষ্ণের বিহার।
সিদ্ধ দেহে চিন্তি করে তাহাই সেবন
সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ॥

এই সাধ্য-সাধনতত্ত্ব, শ্রীরাধা কৃষ্ণের মিলিত তনুকলি পাবনাবতার-স্বয়ং ভগবান-গুরু ও ভক্ত রূপী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব, শ্রীল রামানন্দ রায়কে শক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক প্রচার করাইয়া স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক জগৎ জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

তাঁহার উপদেশ যথা—

আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যাকাচিদুপাসিনা ? ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা ইত্যাদি
চৈতন্য মত-মঞ্জুষা নামক ভাগবৎ টীকা॥

ধামতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণের নিত্য নৈমিত্তিক
লীলা সম্বন্ধে দুই একটি কথা

বেদাঙ্গজনিত-স্বেদবারি-শোভনা-বিরজা নাম্নী নদী; শ্রীগোবিন্দের-নিজধাম-গোলোক বৈকুণ্ঠাদির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া প্রবাহিত হইতেছেন

যথা—লঘু ভাগবতামৃতের পূর্ব্বখণ্ডে পাদ্মোত্তর খণ্ডোদ্ধৃত বচন

প্রধান পরমব্যোম্নোঽন্তরে বিরজা নদী
বেদাঙ্গ স্বেদ জনিতৈ স্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতাশুভা

সেই বিরজা নদীর তটপ্রান্তে ভগবানের ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য সমন্বিত অমৃত নিত্য অনন্ত পরমোৎকৃষ্ট পরব্যোম ধাম শোভা পাইতেছে। যথা উক্ত গ্রন্থোদ্ধৃত পাদ্মোত্তরে।

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং।

আবার ব্রহ্মসংহিতার (৫।৪৩) শ্লোক যথা

গোলোকনাম্নি নিজ ধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী মহেশ হরিধামসু তেষু তেষু
তে তে প্রভাব নিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

অস্যার্থ। গোলোক নামক স্থানই শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম। সেই গোলোকের অধোভাগে হরি বা বিষ্ণুধাম মহেশধাম দেবী-ধাম যিনি উক্ত ধাম সকলে তত্তৎ সংজ্ঞক দেবতা স্থাপিত করিয়া-ছেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি—

গোলোকের ব্যাপ্তি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া। ভগ-বানের দেহ ও ধাম, তত্বতঃ একই বস্তু। উভয়ই অপ্রাকৃত-চিন্ময়। প্রাকৃত জ্ঞানে বা প্রাকৃত চক্ষে তাহা দর্শনীয় নহে। এই হেতু ঈশ্বর ও তদীয় ধামকে প্রাকৃত লোকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্যাখ্যা করে। জীব শুদ্ধ সত্ত্বে যখন অবস্থিত হয়, তখনই তাঁহার স্বরূপ দর্শন করেন। গোলোকের প্রকটাবস্থাই

বৃন্দাবন বা ব্রজধাম। প্রকটকালেও প্রাকৃতলোকে তাহা প্রাকৃতের প্রায়ই দর্শন করে। বিনা সাধনে ভগবান কি ভগবদ্ধামের স্বরূপ অনুভব হইবার নহে। সেই রসিক শেখর সর্ব্ব-রসময় শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের স্বকীয়া পরিকরগণকে অর্থাৎ মাতা পিতাদি গুরুগণ কান্তাগণ সখা-সখীগণ ও দাস-দাসীগণকে লইয়া পারকীয় রসাস্বাদহেতু ভুতলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ং পরমানন্দ উপভোগ ও তদ্দ্বারায় স্বীয় ভক্তগণকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আনন্দিত করিবার হেতুই বৃন্দাবনের প্রকট-আনন্দলীলা। ভগবান-আনন্দরসময়, আনন্দেই তাঁহার অবস্থিতি, আনন্দেই জন্ম, সেই কারণে তিনি নন্দ নন্দন। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরস মধ্যে মধুর রসই শ্রেষ্ঠ॥

কবিরাজ গোস্বামী চৈঃ চঃ লিখিয়াছেন

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
সেইমত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বদাধিক্যে করে চমৎকার॥

সেই মধুর রস স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ। স্বকীয়াগণের ভাবকে রূঢ় ও পরকীয়া ব্রজদেবীগণের ভাবকে অধিরূঢ় মহাভাব কহে॥

বিধির বিধানে বা শাস্ত্রানুসারে বিবাহিত স্ত্রীকে স্বকীয়া কহে। তাহাতে নায়ক নায়িকাকে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয় এই কারণে মধুর রস কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবধারণ

করে। পারকীয় মধুররসে অর্থাৎ উপপতি উপপত্নী ভাবে মিলিত নায়ক নায়িকার মিলনের, অনুরাগই মূল, কোন বিধি বিধানের অধীন নহে। অসঙ্কোচ প্রীতি। পারকীয় রস—ব্রজধাম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের গোলোক দ্বারকাদি ধামে নাই। পারকীয় প্রেমরস অসীম অনন্ত।

কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে লিখিয়াছেন

পারকীয় ভাবের অতি রসের উল্লাস
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

লীলা পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোক ও ব্রজধামে শ্রীরাধাদি বহু কান্তাগণ লইয়া নিত্য বিহার করিতেছেন। বহু কান্তাগণের তাৎপর্য্য কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥

শ্রীকৃষ্ণের বহু কান্তা মধ্যে শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলীই শ্রেষ্ঠা উক্ত দুইটির মধ্যে আবার শ্রীরাধাই প্রধানা—

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহা ভাব স্বরূপেযং গুণৈরতি বরীয়সী॥

চৈঃ চঃ লিখিত আছে—

ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥

ব্রজের কৃষ্ণকান্তাগণ ও সখীমঞ্জরী আদিগোপীগণ,

।রাধারই কায়-ব্যুহ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রস বিস্তার হেতুতেই ভিন্ন ভিন্ন দেহ ও ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব লইয়া প্রকাশ।

চৈতন্য চরিতামৃতে যথা—

আকার স্বভাব ভেদে ব্রজ দেবীগণ
কায়ব্যুহ রূপ তাঁর রসের কারণ॥

উক্ত গ্রন্থেই—স্বয়ং ভগবানের এই ভূ বৃন্দাবনে প্রকট লীলা করিবার কাল—লিখিত আছে।

যথা—

পূর্ণ ভগবান-কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার
ব্রহ্মার এক দিনে তিহোঁ একবার।
অবতীর্ণ হঞা করে প্রকট বিহার॥

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোকস্থ নিত্য-পরিকরগণ সহ ব্রহ্মার প্রতি এক এক দিনে এই ভূ বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট বিহার করেন। ব্রজের পারকীয় রসাস্বাদন ও সেই উজ্জ্বল রস—তাঁহার ভক্তগণকে অবগত কারানই লীলার হেতু।

ব্রহ্মার এক দিনের পরিমাণ

চৈতন্য চরিতামৃতে এইরূপ লিখিত আছে—

যথা।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে এক দিব্যযুগ মানি॥

একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥

অর্থাৎ—সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারিযুগে এক দিব্য যুগ হয়। এইরূপ একাত্তর দিব্য যুগে বা ২৮৪ যুগে এক মন্বন্তর। অর্থাৎ এক মনুর অধিকার কাল গত হইয়া অন্য মনুর অধিকৃত কাল আইসে। উপরোক্ত নিয়মে চৌদ্দ মনুর অধিকৃত কাল গত হইলে ব্রহ্মার একদিন হয়।

পুনরায় বলিয়াছেন—

বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেল তাহার অন্তর।
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

অর্থাৎ বৈবস্বত নামক মনুর অধিকৃত বৈবস্বত নামে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। উক্ত মনুর শাসন কালের সাতাইশ চতুর্যুগ গতে আঠাইস চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষ ভাগে আমাদিগের ভূ-বৃন্দাবনে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সপরিকরে আসিয়া লীলা করিয়াছেন পুনরায় কাল উপস্থিত হইলে করিবেন॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের, প্রতি জগতেই বৃন্দাবনধাম বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক লীলাই নিত্য। সেই সকল লীলা, ব্রহ্মাণ্ডের কোন না কোনও জগতের বৃন্দাবনে, ক্রমে ক্রমে উদয় হইতেছেন। গ্রহগণের রাশিচক্র পরিভ্রমনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের লীলা

এক জগৎ হইতে অন্য জগতে গমনপূর্ব্বক নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

পুতনা নিধন, গোবর্দ্ধন ধারণ, কালীয়াদমনাদি লীলা, নৈমিত্তিক হইলেও নিত্য-লীলা মধ্যে শাস্ত্রকারগণ গণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ঐ সকল লীলাও প্রত্যহ কোন না কোন বৃন্দাবনে হইতেছে। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলাই নিত্য। রাধা কৃষ্ণের জন্ম-তিথ্যুৎসব বা তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত লীলার স্মৃতি রক্ষার্থ যে উৎসবাদি হয় তাহাই নৈমিত্তিক লীলা। ভূভার হরণ জন্য প্রতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন তিনি পশুপেন্দ্রনন্দন নহেন, যুগাবতার বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুগাবতারের কথাই বলিয়াছেন।

যথা—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ভূভার হরণ স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে তাঁহার অংশ বা কলাবতার দ্বারা যুগে যুগে ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়॥

কবিরাজ গোস্বামী চৈঃ চঃ লিখিয়াছেন।

নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারি লীলা কেমনে নিত্য হয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোক সব জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য জ্যোতিশ্চক্র পরমাণে॥

জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য, যেন ফিরে রাত্রি দিনে
সপ্ত দ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥

* * * * *

ঐছে কৃষ্ণের লীলা মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥

* * * * *

আলাত চক্রের প্রায় লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥
কোন ব্রাহ্মাণ্ডে কোন লীলা হয় অবস্থান।
তাতে নিত্য লীলা কহে নিগম পুরাণ ॥
গোলোক গোকুল ধাম বিভু কৃষ্ণ সম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥
অতএব গোলোক স্থানে নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে ক্রমে প্রকট তাহার ॥
ব্রজে কৃষ্ণে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ণতম।
পুরদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ ॥

যথা—

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরাদিষু ॥

ভক্তি রসামৃত সিন্ধু।

অস্যার্থ। গোকুল মণ্ডলে কৃষ্ণ পূর্ণতম শক্তিমান। মথুরা ও দ্বারকায় পূর্ণতর। পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি ধামে পূর্ণ ॥

মায়া ও জৈবী শক্তি কি ? এবং তাহাদের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ বিষয়ে কিঞ্চিৎ—

লীলা পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

যথা—

১। অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তি।

২। মায়াশক্তি।

৩। জৈবী শক্তি বা জীব শক্তি—

আবার হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিত এই শক্তিত্রয় অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তির অন্তর্ভুক্ত। মায়াশক্তি অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা ভেদে দ্বিবিধ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট নিত্যধাম গোলোক ব্রজ মথুরা দ্বারকা ও বৈকুণ্ঠাদিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কায়ব্যূহ স্বরূপ-শক্তিগণ ও পার্ষদগণ লইয়া লীলার হেতু যে মায়া, ঐ মায়াকে যোগমায়া বা লীলাশক্তি বলে উহা চিৎ বা অন্তরঙ্গা শক্তি প্রসূত।

আর ব্রহ্মার সৃষ্ট চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জগৎ যাহা ভগবানের একাংশে অবস্থিত অর্থাৎ জৈব জগৎ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় লোক যে মায়ার অধীন তাহাই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। এই হেতু ব্রহ্মার সৃষ্ট চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জগৎকে দেবীধাম বা মায়ারাজ্য কহে। স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটনাই মায়ার কার্য্য স্বরূপ বিস্মৃতি না ঘটিলে ভগবানের লীলারূপ নাটক অভিনয়ের আসর ভাল জমকাল হইত না। মনে কর রাম বনবাস নাটক অভিনয়

হইতেছে তাহাতে যদু মুকুয্যে রাম, হরিদত্ত লক্ষণ, কৃষ্ণ বসু দশরথ, সরলাবালা সীতা, মনোরমা কৌশল্যা, বৃন্দা কৈকেয়ী, ও দুর্ম্মুখী কুব্জা, সাজিয়া আসরে উপস্থিত। আসরে নামিয়া সেই সজ্জিত ব্যক্তিগণ নিজকে ভুলিয়া যে যতটা সজ্জিত ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে তাহারই অভিনয় তত ভাল হইতেছে।

সেইরূপ বিশ্ব-নাট্য-মঞ্চের অধিপতি লীলাময় ভগবান তাঁহার কায়ব্যূহ পার্ষদগণ ও জীবাদিরূপ অভিনেতা অভিনেতৃ দ্বারা যে বিশ্বাভিনয় চালাইতেছেন—তাহাতেও স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটান আবশ্যক। স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটাইবার হেতুই মায়া। মায়া না থাকিলে লীলার মধুরত্ব থাকিত না। মায়ার সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

দৈবীহ্যেষাগুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাংতরন্তিতে॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা (৭।১৪)

অস্যার্থ। আমার অত্যদ্ভুতা-মায়া; গুণময়ী ও দুস্তরা। যে সকল ব্যক্তি আমার একান্ত শরণাগত হয় তাহারা মদীয় ঐ মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ পায়॥ অর্থাৎ মায়া তাহাদের বন্ধনের হেতু হইতে পারে না।

চিদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ গোলোক, বৃন্দাবন, মথুরা ও বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-পরিকরগণ যদিও যোগমায়া প্রভাবে সরূপ বিস্মৃত। ফলে তাঁহাদের কৃষ্ণ বিস্মৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই কৃষ্ণ সুখে পর্য্যবসিত।

এই কারণে মায়া তাঁহাদের অনিষ্টকারিণী না হইয়া উপকারিণীই হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐ মায়া চিচ্ছক্তি ও বিশুদ্ধ সত্ত্ব সঞ্জাত লীলাশক্তি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

যোগমায়া চিচ্ছক্তি
বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি।

আর বহিরঙ্গা মায়া, যোগমায়া বা লীলাশক্তির দাসী স্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হইলেও উহা বিভিন্ন প্রকৃতি—বহিরঙ্গা। জড়ে আত্ম বুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়। ঐ মায়াকে ঘৃণাপূর্ব্বক শাস্ত্রকারগণ পিশাচী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন উহার প্রভাবে কৃষ্ণ স্মৃতি থাকে না।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥

চৈঃ চরিতামৃত।

অন্যত্রে আছে—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥

আর এক স্থানে আছে—

সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

ইহা দ্বারা বুঝা যায়, জীবের ভগবৎ স্মৃতি লুপ্ত হওয়া যেন মায়ার ইচ্ছা নয়; কেননা বহিরঙ্গা হইলেও মায়া শ্রীকৃষ্ণের দাসী। জীব, কৃষ্ণ বিস্মৃত হয় বলিয়াই মায়া তাহার দণ্ডার্থে ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জ্জরিত করে। যে আটটি ভিন্না প্রকৃতি, মায়া শক্তি নামে কথিত তাহা লিখিত হইতেছে।

যথা—

শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার (৭।৪) শ্লোক।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরে ব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ংমে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা॥

অস্যার্থ—

ভূমি, বারি, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার এই আটটি ভগবান হইতে পৃথক্ হইয়া ভিন্না প্রকৃতি রূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে উক্ত আটটি ভিন্না প্রকৃতিই বহিরঙ্গা মায়া,

পুনরায় বলিয়াছেন—

অপরেয়মিত স্বন্যাং প্রকৃতি বিদ্ধি মে পরান্
জীব ভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ (৭।৫)

অস্যার্থ।

হে মহাবাহো! উক্ত অষ্টধা প্রকৃতি অপরা নামে কথিত হয়, কেন না উহা জড়ত্বাৎ প্রযুক্ত নিকৃষ্টা। এই অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, জীব রূপী শ্রেষ্টা প্রকৃতি, সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছে। সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ইচ্ছাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ,

স্বরূপেও শক্তিরূপে অবস্থিত। তিনি লীলা হেতু স্বাংশ ও বিভিন্নাংশরূপে বহু হইয়া অনন্ত বৈকুণ্ঠাদিতে ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিহার করিতেছেন চতুর্ব্ব্যূহ অবতারগণ তাঁহার স্বাংশ বিস্তার, অর্থাৎ ভগবৎতত্ত্ব। আর জীব চিৎকণ হইলেও বিভিন্নাংশ শক্তিতে গণিত। সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই প্রকার এক নিত্যমুক্ত ও অন্য নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীবগণ, কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ। তাঁহারা কৃষ্ণ পরিষদরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখ ভোগ করিয়া আনন্দিত হয় এবং কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবগণ নিত্য বদ্ধ। তাহারা সংসারে নিত্য নরকাদি দুঃখ ভোগ করে।

নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুখ॥

সেই নিত্য বদ্ধজীব মায়ার দণ্ড স্বরূপ ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত ও পাপভয়ে ভীত হইয়া যখন ভগবানের শরণ গ্রহণ বাসনায় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ করে, তথন সেই সাধুর উপদেশে কৃষ্ণ ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া মায়া মুক্ত হয় ও কৃষ্ণের শরণাগত হওয়ায় তাহার পূর্ব্বকৃত সর্ব্ববিধ পাপ ধ্বংস হইয়া যায়॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

অস্যার্থ।

তুমি সর্ব্ব ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার

শরণাগত হও। আমি তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিত্রাণ করিব।

ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে বলার তাৎপর্য্য এই যে, উহা কাম্য কর্ম্ম, কাম্য-কর্ম্ম হইতে সংসারে পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেই জন্য নিষেধ করা হইয়াছে।

ভগবানের নামাপেক্ষা পাপের মহৎ প্রায়শ্চিত্ত আর কিছুই নাই। নামাভাষে মহাপাপী উদ্ধার হইয়া যায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের অজামিল উপাখ্যান তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে—

এক কৃষ্ণ নামে জীবের যত পাপ হরে।
পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে॥

কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য নিশ্চয় ঐরূপ, তাহা বহু শাস্ত্রে লিখিত আছে। তবে পাপ প্রবৃত্তি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকিলে নামের ফল, হস্তীস্নানবৎ হয়।

কৃষ্ণের নাম ও স্বরূপ অভিন্ন তত্ত্ব তথাপি কৃষ্ণের স্বরূপ অপেক্ষা কৃষ্ণ নামের কৃপা ও শক্তি অধিক। তবে তাহা দশ অপরাধ বর্জ্জিত ও সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত উদয় হওয়া আবশ্যক।

নামাপরাধ দশ প্রকার।

১। সাধু নিন্দা।

২। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সদাশিবাদি দেবতাকে তুল্য জ্ঞান

কি কৃষ্ণ বিগ্রহকে, কৃষ্ণের নাম রূপ গুণাদি হইতে পৃথক জ্ঞান করা।

৩। গুরুনিন্দা বা শাস্ত্রদর্শীকে দীক্ষাগুরু হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা।

৪। শ্রুতি শাস্ত্রের নিন্দা বা শ্রুতি বাক্যে অবহেলা অর্থাৎ বেদে ও উপনিষদে যে নাম-মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয় তাহাতে অবিশ্বাস করা।

৫। হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ নামের ফল শ্রুতি শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা প্রকৃত নয়, নামে শ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্য লিখিয়াছেন,এইরূপ মনে করিলে নামাপরাধ হয়।

৬। ভগবানের নামকে কল্পিত মনে করা।

৭। নাম বলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি।

৮। হরিনামের সহিত অন্য অন্য সৎ-কার্য্যের তুলনা করা।

৯। হরিনামে শ্রদ্ধা রুচিহীন ব্যক্তিকে অর্থাৎ অনধিকারীকে অর্থলোভে বা যশঃ লোভে হরিনাম মহামন্ত্র দান করিলে নামাপরাধ হয়।

১০। নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নামে যে প্রীতি করা উচিত তাহা না করা।

এই দশ অপরাধ শূন্য হইয়া নিরন্তর হরিনাম করিলে নাম শীঘ্রই কৃপা করিয়া প্রেম দান করেন। অন্যাভিলাষ থাকিলে নাম শুদ্ধ হয় না। শুদ্ধ নাম না হইলে তাহাকে নামাভাস

বলে। সেই নামাভাস কোন অবস্থায় নামাভাস এবং কোন অবস্থায় নামাপরাধ বলিয়া উক্ত হয়। যিনি হরির অর্চ্চনা করেন কিন্তু তাঁহার ভক্তের অর্চ্চনা করেন না তাহাকে প্রাকৃত ভক্ত বা বৈষ্ণবাভাস কহে।

যথা—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৪৫

অর্চ্চয়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে
নতদ্ভক্তেষু চান্যেষু সভক্ত প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ

তথাহি। লঘু ভাগবতে আদিপুরাণে ধৃত অর্জ্জুন প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য—

যে মে ভক্ত জনা পার্থ নমে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতা॥

অর্থাৎ। হে পার্থ যে সকল ব্যক্তি কেবলমাত্র আমার প্রতি ভক্তি করেন কিন্তু আমার ভক্তের প্রতি ভক্তি করেন না তাঁহারা সর্ব্বথা আমার ভক্ত মধ্যে পরিগণিত নহেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি আমার ভক্তের প্রতি ভক্তিমান তাঁহারাই শ্রেষ্ট ভক্ত।

অতএব ভগবানের অর্চ্চনার সহিত তাঁহার ভক্তের সেবা অর্চ্চনা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। ভক্তাধীন ভগবান যদিও ভক্তের আসন অতি উচ্চে স্থাপন করাইয়াছেন কিন্তু ভক্ত কখনই আপনাকে বড় বা ঈশ্বরের সমান মনে করেন না। যিনি করেন, তিনি ভক্ত পদবাচ্য নহেন পাষণ্ডী মধ্যেগণ্য।

চরিতামৃতে লিখিত আছে।

যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম ॥

তথাহি ভগবৎ সন্দর্ভে—

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীব সংক্লেশ নিকরাকরঃ ॥

অস্যার্থ। পূর্ণ হ্লাদিনী এবং সম্বিৎ শক্তিযুক্ত ঈশ্বর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, কিন্তু জীব মায়া শক্তিতে আবৃত হইয়া অশেষ ক্লেশের আকর হইয়াছে।

ঈশ্বর মায়ার নিয়ন্তা ও মায়ার অধীশ্বর জীব মায়া জড়িত ও মায়ার বশীভূত ॥ কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব। দাসের প্রভু সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য। চীৎকর্ণ জীব জড়ও নয় এবং হরি বা কৃষ্ণও নয়। সেই হেতু শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব জীবের সহিত ভগবানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং শ্রীমুখে বলিয়াছেন

যথা—

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিও
জীবে কৃষ্ণ জ্ঞান কভু না করিও
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণ কণ সম
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম
জীবে ঈশ্বর তত্ত্বে কভু নহে সম
জ্বলদগ্নি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ

সাধারণ জীবকে গৌরাঙ্গদেব চিৎকণ না বলিয়া চিৎ কিরণের কণ ও ভক্ত সন্ন্যাসীকে চিৎকণ বলিয়াছেন। জীবের কথা দূরে থাকুক, নারায়ণের সহিত ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতাকেও তুল্য জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়।

তথাহি হরিভক্তি বিলাসে—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দৈবতৈঃ
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং ॥

অস্যার্থ। যে ব্যক্তি ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণের সহিত নারায়ণ দেবকে তুল্য জ্ঞান করে সে নিশ্চয় পাষণ্ডী বলিয়া অভিহিত হয়। অহং ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান জীবের মহৎ অপরাধের হেতু স্বরূপ আমি বড় এইরূপ জ্ঞান যাহার জন্মে সে কখনই বড় হইতে পারে না। সেই কারণে মহাপ্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ তাঁহার ভক্তগণকে উপদেশ দিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মান দেয় কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ ॥

অর্থাৎ। নিজকে তৃণাপেক্ষাও হীন মনে করিবে। বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইবে, অমানী অর্থাৎ নীচ ব্যক্তিকেও মান প্রদান ও নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন করিবে। ইহাই বৈষ্ণবের লক্ষণ ও কর্ত্তব্য।

সৎ শাস্ত্রের এবং সদ্গুরুর উপদেশ গ্রহণ জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু ভগবদ্ কৃপায় জীবের যতক্ষণ পর্য্যন্ত, কে আমি আমারে কেন জারে তাপত্রয় অর্থাৎ—আত্মতত্ত্ব জানিবার

প্রবৃত্তি না হয় ততক্ষণ অবধি কোন উপদেশ তাহার পক্ষে কার্য্য কর হয় না তাহার কারণ এই—ব্রহ্মার সৃষ্টি দুই প্রকার এক দৈব সৃষ্টি ও এক অসুর সৃষ্টি। যথা পাদ্মে—

দ্বৌ ভূত সর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ
বিষ্ণুভক্ত স্মৃতো দৈব আসুর স্তদ্বিপর্য্যয় ॥

ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব মাত্রই সর্ব্বস্থানে সমানরূপে ভব তাপে জর্জ্জরিত হইতেছে। তাহার প্রমাণ বিষ্ণু পুরাণে যথা—

যা যা ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসার তাপানখিলা নবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥

অস্যার্থ। হে রাজন যে সকল ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি আর্থাৎ জৈবী শক্তি সংসার ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহা সর্ব্বস্থানে সমান রূপে ভবতাপ অনুভব করিতেছে। অর্থাৎ কি দৈব কি আসুর, ব্রহ্মার সৃষ্ট উভয় প্রকার জীবই সর্ব্বত্র ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতেছে তন্মধ্যে দৈব সৃষ্টির অন্তর্গত জীব ভবতাপে জর্জ্জরিত হইয়া বা অনুভব করিয়া আত্মতত্ত্ব সন্ধান করেন ও আত্মোন্নতির চেষ্টা করেন অসুর সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত জীব দেহকেই আত্মজ্ঞানে যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া থাকে।

সাধু শাস্ত্র উপদেশকে অবজ্ঞা করে, তাহারা বুঝেনা যে ভগবান যেমন নিত্য বস্তু; মায়াজড়িত—তাঁহার চিদংশকণা জীব ও নিত্যবস্তু, ভগবানের লীলাস্রোত অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্যই জীবের সৃষ্টি। উহার বিলয় বা বিনাশ নাই—কেবল দেহান্তর

গ্রহণ করে মাত্র শ্রীমদ্‌ভাগবৎগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাহা বলিয়াছেন যথা (২।১৭)

অবিনাশিতু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্ব মিদং ততম্‌
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তু মর্হতি ॥

অস্যার্থ। যে আত্মা অর্থাৎ জীব এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চে সত্বারূপে পরিব্যাপ্ত আছেন তাঁহার কিছুতেই বিনাশ নাই কেহই সেই অব্যয় স্বরূপের বিনাশ সাধনে সমর্থ হয় না।
উক্ত গ্রন্থের (২।২২) শ্লোকে বলিয়াছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহ পরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

অস্যার্থ—

মানবগণ যেমন জীর্ণ-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেই প্রকার জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নব দেহান্তর পরিগ্রহ করেন। ইহারই নাম মৃত্যু। মৃত্যুকালে জীব—স্বীয় কৃত কর্ম্মফল লইয়া দেহান্তর গ্রহণ করে, কখন স্থাবর কখনও জঙ্গম কভু স্বর্গে কখনও নরকে কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে কাম্য-কর্ম্মদ্বারা স্বর্গ কি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও জীবকে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ ও সংসারে পুনরাবৃত্তি করিতেই হইবে। সেই পুনরাবৃত্তি নিবারণের এক মাত্র

উপায়, সাধন। সাধনের প্রয়োজন কৃষ্ণভক্তি লাভার্থে। কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের নিত্য ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি।

সেই ভক্তি দুই প্রকার। বৈধী ভক্তি ও রাগানুগাভক্তি, বৈধী ভক্তির বিবিধাঙ্গ, তন্মধ্যে নয়টি প্রধান। তাহা যথা। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য ও আত্ম নিবেদন।—

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী সাধনভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ লিখিয়া পঞ্চ অঙ্গকে শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়াছেন

যথা—

সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥

বিধি ভক্তি ও রাগভক্তির পার্থাক্য এইরূপ লিখিয়াছেন যথা—

রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুই রূপ
স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রকাশ দুইত স্বরূপ
রাগভক্তে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায়
বিধিভক্ত্যে পার্শ্বদদেহে বৈকুণ্ঠেতে যায়

ভক্তি ব্যতীত কোন সাধনেই ফল লাভ হয় না।

যথা—

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥

ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল বস্তু উহা জ্ঞান যোগাদির অপেক্ষা করে না, কিন্তু জ্ঞানী কি যোগীর ও ভক্তি না থাকিলে সাধনে ফললাভ হয় না। ভক্তি ও প্রেম দ্বারাই ভগবান প্রকাশিত হয়েন ও কৃপা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।১৪।২০) শ্লোকে উদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন

যথা—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্য ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন। হে উদ্ধব! মদ্ বিষয়ক ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, সেরূপ বশীভূত, যোগ, সাঙ্খ্যং, ধর্ম্ম, তপ, ত্যাগ কিম্বাদানাদিতে করিতে পারে না॥

এক্ষণে ভক্তি কাহাকে বলে তাহাই লিখিত হইতেছে যথা নারদ পঞ্চরাত্রে।

অন্যান্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম সঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ

অস্যার্থ। শরীরাদি কি অন্যান্য দেবাদির বিষয়ে মমতা না করিয়া প্রেমের সহিত একমাত্র ভগবানে মমতাধিক্য হইলেই ভীষ্ম প্রহ্লাদ উদ্ধব নারদাদি ভক্তগণ তাহাকে ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

প্রেম কাহাকে বলে? তদ্‌যথা ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে

সম্যঙ্ মসৃণিতো স্বান্তো মমত্বাতি শয়াঙ্কিতঃ
ভাব স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥

অর্থাৎ। যাহাতে মন সম্যক প্রকারে বিশুদ্ধ হয় এবং যাহা ঘণীভূত স্নেহাতিশয্যযুক্ত, তাদৃশ ভাবকে পণ্ডিতগণ প্রেম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য প্রেম মহাবল ॥

ব্রজবাসীগণের ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে। কেননা তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতি স্বভাবোৎপন্ন।

ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

ইষ্টে স্বারসিকীরাগঃ পরমাবিষ্টতাভবেৎ
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তি সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥

অর্থাৎ ১। বাঞ্ছিত বস্তুর প্রতি যে অনপেক্ষিত স্বাভাবিক প্রেমময় প্রগাঢ় পিপাসা তাহাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। ২। ব্রজবাসীগণের কৃষ্ণানুরাগ শ্রবণে লোভোৎপত্তি হেতু তাহার অনুসরণ করিলে সেই ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলে—

যথা— বিরাজন্তীমভিব্যক্তং
ব্রজবাসী জনাদিষু।

রাগাত্মিকা মনুসৃতা যা
সা রাগানুগোচ্যতে ॥

ভঃ র সিন্ধু

উক্ত গ্রন্থেই লোভোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়াছেন

তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্য্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং।

অর্থাৎ শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া ব্রজভাবে ভাবিত সাধুজনের মুখে অথবা শাস্ত্র প্রমুখাৎ ব্রজের ভাব মাধুর্য্য শ্রবণে তত্তৎ ভাব মাধুর্য্য লাভের যে বাসনা, তাহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ।

সাধন বিষয়ে বলিয়াছেন।

সেবা সাধক রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সু না কার্য্যা ব্রজ লোকানু সারতঃ ॥

অর্থাৎ ব্রজবাসীজনের অনুসরণ করতঃ ব্রজ ভাবেচ্ছু সাধক, বহিঃ শরীরে ও সিদ্ধরূপ মানসদেহে ভগবানের আরাধনা করিবেন।

চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে—

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥

অন্যত্রে বলিয়াছেন।

* বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিন করে রাধা কৃষ্ণের সেবন ॥

শ্রীকৃষ্ণ পরিকর—

ব্রজবাসীগণের ভাবে ভাবিত ভক্তকুল সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

পতি পুত্র সুহৃদ্ ভ্রাতৃ পিতৃবন্মিএবদ্ধরিং
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তা স্তেভ্যোঽপিহনমোনমঃ

ব্রজে দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই চারি রসের ভক্ত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ কেহ কেহ কান্তারূপে কেহ কেহ বাৎসল্যভাবে কেহ কেহ সখ্যভাবে ও কেহ কেহ বা দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা বা উপাসনা করেন। তাঁহাদের ভক্তিই রাগাত্মিকা যথা চরিতামৃতে—

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীরগণ।
রাগ মার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন ॥

উক্ত ভাব চতুষ্টয় মধ্যে যে ভক্তের মন যে ভাবে আকৃষ্ট হইবে সেই ভাবই আশ্রয় করা ও তত্তৎ-ভাবাশ্রিত ব্রজবাসীর আনুগত্য গ্রহণ কর্ত্তব্য দাস্যভাবে রক্তক পত্রকাদি, সখ্যভাবে শ্রীদাম সুবলাদি, বাৎসল্যভাবে নন্দ যশোদাদি ও মধুরভাবে রাধা চন্দ্রাবলী আদিই প্রধান।

ভাব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

যার যেই ভাব সেই সে উত্তম
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম ॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সর্ব্ব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥

উক্ত ভাব বা রস চতুষ্টয় মধ্যে শৃঙ্গার অর্থাৎ মধুর রসেই মাধুরী অধিক।

ভক্তি রসামৃত গ্রন্থে সাধকের প্রেম প্রাদুর্ভাবের ক্রম শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্টা রুচিস্ততঃ
অথাসক্তি স্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানাময়ং প্রেম্ন প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

অস্যার্থ। প্রথমে ভগবদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস। পরে সাধুসঙ্গ অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ তৎপরে ভজন ক্রিয়া অর্থাৎ সাধন প্রবৃত্তি তদনন্তর সাধনের অনর্থ নিবৃত্তি অর্থাৎ অলস অকাল নিদ্রা কাপট্য ও অসৎক্রিয়াদি দূর করিবার চেষ্টা তৎপরে নিষ্ঠা জন্মে। নিষ্ঠা হইলে ভগবানের রূপগুণ লীলাদি শ্রবণের প্রবল অভিলাষ হয়। তদনন্তর শুদ্ধভাব-উদয় ও ভাব শুদ্ধ হইলে প্রেমলাভ হয়। কৃষ্ণ প্রেমলাভ করাই সাধনের উদ্দেশ্য বিনা প্রেমে প্রেমময়ী শ্রীরাধা ও বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত মদন-প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা হয় না।

প্রেম প্রাপ্তির ও প্রেমের লক্ষণ বিষয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু কাশী-বাসী সন্ন্যাসীগণকে বলিয়াছেন। যথা—

কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঁই তার কিবা বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণ বিষয়ে প্রেম পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারিটি মোক্ষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥
কৃষ্ণনামের ফল, কৃষ্ণপ্রেম শাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেম তোমার করিল উদয়॥

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে দ্বাদশ শ্লোক

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥

অস্যার্থ। যে সাধকের হৃদয়ে নব-প্রেমের সঞ্চার হইয়া তার্থ করিয়াছে তদীয় চিত্ত কথা ও মুদ্রা (ভজন ব্যবহার) তীব সুদুর্গম অর্থাৎ সহজে বোধগম্য হইবার নহে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৯)

এবং ব্রত স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুত চিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদতি রৌতি
গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ ॥

অস্যার্থ—

এইরূপে ভক্ত প্রিয়তম হরির নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমোৎপত্তি বশতঃ উন্মাদবৎ কখন ক্রন্দন কখন উচ্চ হাস্য কখন গান কোন সময়ে বা নৃত্যাদি করেন। তাহাতে লোকাপেক্ষা থাকে না।

এত ভাবে প্রেম ভক্তগণের নাচায়
কৃষ্ণ আনন্দ-সুখ-সাগরে ডুবায় ॥

চৈঃ চঃ মৃত

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।২৪ শ্লোকে শৌনক মুনি সুতকে বলিয়াছেন—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
মদগৃহ্যমাণৈ র্হরিনাম ধেয়ৈ ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
দেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ ॥

অস্যার্থ। হে সুত! শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকারের উৎপত্তি না হয় এবং বিকার জন্মিলেও যদি চক্ষুতে অশ্রু ও দেহে রোমাঞ্চ উদ্গত না হয় তাহা হইলে সেই হৃদয় প্রস্তরসম কঠিন ॥

॥চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে।

এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামে ফল পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তথা না হয় অঙ্কুর॥

নানাপরাধ কি বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিলে নামের সম্পূর্ণ ফললাভ হয় না। নামাপরাধ অপেক্ষা—(১) বৈষ্ণব অপরাধ প্রবল। নাম দ্বারাই নামাপরাধ ক্ষয় হয় কিন্তু প্রকৃত অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইলে নাম সে অপরাধ ক্ষমা করেন না। ভগবানের নাম দেহাদি সমস্তই অপ্রাকৃত-চিন্ময় বস্তু অর্থাৎ জড়কণা শূন্য। মায়াবরণে আবৃত প্রাকৃত জীবের প্রাকৃতেন্দ্রিয় অর্থাৎ জড়েন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার স্বরূপ দর্শন হইবার নহে। যখন জীব তাঁহার কৃপা বা সাধন দ্বারা শুদ্ধ সত্ত্বে অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিত হয় তখন সেই জীবের তৎস্বরূপ দর্শন লাভ হয় ভগবান তাঁহার ভক্তের নিকট আত্মগোপন করিতে পারে না। কুন্তি দেবী বলিয়াছেন—

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্য ভীক্ষ্ণশঃ।
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ ॥
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং।
ভব প্রবাহোপরমং পদাম্বুজং ॥

(১।৮।৩৫)

হে কৃষ্ণ! যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিত্র শ্রবণ কীর্ত্তন উচ্চারণ অথবা সর্ব্বদা স্মরণ করেন কিম্বা অন্য কেহ কীর্ত্তন করিলে তাহাতে আনন্দিত হয়েন তাঁহারা শীঘ্রই তোমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপ কি তোমার ভয়প্রবাহ নিবর্ত্তক পদাম্বুজ দর্শন করিয়া থাকেন।

ভগবান যে মনুষ্যদেহধারী তদবিষয়ে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা মানবের ভগবান মানবরূপী না হইলে ভগবানের সহিত মানবের আশানুরূপ প্রীতি সঞ্জাত হইত না। এইহেতু সেই সর্ব্বজ্ঞ দয়াল শিরোমণি মানব সমাজে মানবরূপে শুভাগমনপূর্ব্বক বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৩৬) লিখিত আছে

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহ মাশ্রিতং
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বাতৎপরোভবেৎ ॥

অস্যার্থ—

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিতের সন্দেহ হইলে শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছিলেন হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ

আপ্তকাম হইয়াও কেন যে উক্তরূপ নিন্দিতাচরণ করিয়াছেন তাহা অবধান করুন। তিনি আপ্তকাম হইলেও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ নিবন্ধন মানবদেহ অবলম্বনপূর্ব্বক তাদৃশী ক্রীড়া করিয়া থাকেন যাহা শ্রবণ করত লোকে তৎপর হয় অর্থাৎ সেই সকল ক্রীড়া শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণকেই নিশ্চয় শ্রেষ্ট গতির উপায় বুঝিয়া ভজনা—করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বপতি তাঁহার রাসাদি লীলা নিন্দনীয় হইতে পারে না।

কোন কোন অশাস্ত্রজ্ঞ অসৎলোক উক্ত শ্লোকের ভজতে ও তৎপর শব্দের রাসাদি লীলার অনুকরণ আচরণ অর্থ ব্যাখ্যা করতঃ নিরীহ মূর্খ-জনগণকে তদ্রুপ ক্রিয়া করিতে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মকে কলঙ্কিত ও নিরয় গমনের পথ প্রশস্ত করে অতএব সাধু! সাবধান।

উক্ত গ্রন্থেই শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন বিষপান করা মহাদেবেরই সম্ভব অন্যে করিলে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ রাসলীলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেই সম্ভবে, অন্যে তাহা কদাচ করিবে না, ইহাই তাৎপর্য্য।

আমি শাস্ত্রার্থ বোধহীন, তথাপি শ্রীগুরু গৌরাঙ্গদেবের কৃপায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব বৃন্দাবনাদিধামতত্ত্ব মায়াতত্ত্ব জীব-তত্ত্ব ও উপাসনা সম্বন্ধে দুই একটি করিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক আমার জ্ঞানমত শ্লোক গুলির সরলার্থ প্রদান করিলাম। ইহাতে যদি শাস্ত্র জ্ঞানহীন কোন ভজন প্রয়াসীর

কিঞ্চিন্মাত্রও উপকারে আইসে তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। শ্লোকার্থগুলির; সরলার্থে কি লিখিত বিষয়ে ভ্রম প্রমাদি দোষ দৃষ্টে কোন মহাত্মা যদি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে অবগত করেন তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

মূল গ্রন্থখানিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথ্যুৎসব এই নৈমিত্তিক লীলাবলম্বনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা সরল ভাষায় বর্ণিত আছে। যে সকল মহাত্মা যুগলের অষ্টকালীয় লীলাস্বাদনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহারাই তাহা বুঝিবেন। স্থানে স্থানে পূর্ব্ব মহাজনগণের নিত্যলীলা গ্রন্থের সহিত যে দুই চারিটি লীলার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য বা স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাবের নূতনত্ব ঘটিয়াছে, তাহা কেবল নৈমিত্তিক লীলার সহিত নিত্যলীলার সামঞ্জস্য রক্ষার্থে এবং আনন্দোদ্বেগেই হইয়াছে। সেই নবাবিভূর্ত লীলার বিষয়গুলি সঙ্গত কি অসঙ্গত হইয়াছে, আমি রসজ্ঞানহীন, আমার বুঝিবার শক্তি নাই। যাঁহারা কৃপা করিয়া লিখাইয়াছেন সেই রস কলেবর রস প্রদাতা শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ এবং তাঁহাদের কৃপাপাত্র ভক্তগণই বলিতে পারেন। অসঙ্গত বা রসাভাষ হয় সে দোষ আমার। সঙ্গত বা আনন্দপ্রদ হয়; তাঁহাদেরই কৃপা-প্রাদুর্ভূত বুঝিতে হইবে, গ্রন্থে আমার কিছুমাত্র কৃতিত্ব নাই। যাঁহারা অনন্য শরণে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার পরাশক্তি আনন্দরূপিনী শ্রীরাধার আরাধনার একান্ত

অনুরাগী ; এই গ্রন্থখানি পাঠে তাঁহাদেরই অধিকার ! কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ বা অনধিকারীর পাঠ না করাই সুখের বিষয়।

গ্রন্থ রচিত হইবার হেতু এই জন্মাষ্টমী পর্ব্বের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমার পরম হিতৈষী লীলারসাভিজ্ঞ গৌরগত প্রাণ কৃষ্ণপুর নিবাসী পরমার্চ্চনীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমার বাটিতে শুভাগমন করেন, তাঁহার সহিত জন্মাষ্টমী পর্ব্বের লীলা সম্বন্ধে দুই একটি কথা হইলে তিনি এই অযোগ্যাধমকে উক্ত লীলার আস্বাদন যোগ্য একখানি গ্রন্থ লিখিতে উৎসাহিত করেন। তিনি পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমার রচিত লীলাবিষয়ক গীতে অতিশয় আনন্দিত হইতেন তাহাই আদেশের কারণ। আমি আমার দুর্ব্বাসনা পূর্ণ হৃদয়ের সংশোধনার্থে তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া গ্রন্থারম্ভ করিলাম বটে, কিন্তু উক্ত দুরুহ কার্য্যে লীলারসাভিজ্ঞ তাদৃশ শিক্ষিত কোন মহাত্মার উপদেশ বা সাহায্য পাইবার সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটিল না। কাতর হইয়া কলি কল্মষহারী কাঙ্গালের ঠাকুর অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা—ভগবান গৌর সুন্দর ও তাঁহার অভিন্ন কলেবর প্রভু নিত্যানন্দের শরণ গ্রহণ করায় তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এই অজ্ঞানের হৃদয়ে উপবেশন করিয়া যাহা লিখাইলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রার্থনা করি যেন জন্মে জন্মে উৎসাহদাতা ও উপদেষ্টা প্রভুদ্বয়ের কৃপায় বঞ্চিত না হই। পরিশেষে বক্তব্য এই। কাল-মাহাত্ম্যে ভগবানের নামে বা ভগবানের লীলা বিষয়ক গ্রন্থে শিক্ষিত সমাজের রুচি নাই। বিশেষতঃ

গ্রন্থখানিতে ভাব ভাষাদির ও ছটাহীন। এই সকল কারণে যদি কেহ ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া অপরাধী করেন, সেই ভয়ে সহধর্ম্মিনীর হস্তে অর্পণ করিয়া গোপনে পাঠ করিবার উপদেশ দিলাম। অলমিতি বিস্তরেণ ॥

সনৎকুমার সংহিতায় সদাশিব অষ্টকালীয় নিত্যলীলা বিষয়ে যে সেবাসূত্র নিরূপণ করিয়াছেন তদনুসারে পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য ঋষি প্রণীত লীলা সূত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অষ্টকাল নির্দ্দেশ

নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্নো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নকঃ
সায়ং প্রদোষ রাত্রিশ্চ কালাষ্টৌ চ যথাক্রমং
মধ্যাহ্নো যামিনী চোভৌ যন্মুহূর্ত্তমিতো স্মৃতো
ত্রিমুহূর্ত্তমিতো জ্ঞেয়া নিশান্ত প্রমুখাহ পরে ॥

নিশান্ত প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ন মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন সায়ং প্রদোষ ও রাত্রি লীলা ভেদে লীলা অষ্টকালীন। মধ্যাহ্নলীলা ও রাত্রিলীলা ছয় ছয় মুহূর্ত্ত। অন্য সকল লীলাই তিন তিন মুহূর্ত্ত। দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত হয়।

১। **নিশান্তলীলা।**

বৃন্দা উবাচ

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎ কুঞ্জ মণ্ডিতে
কল্পবৃক্ষ নিকুঞ্জেষু দিব্য রত্নময়ে গেহে।

নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌ মিথঃ।
সদাজ্ঞাকারিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভি র্বোধিতা বপি।
গাঢ়ালিঙ্গন নির্ভেদ মাপ্তৌ তদ্ভঙ্গ কাতরৌ।
নো মতিং কুরুতস্তল্পাৎ সমুত্থাতুং মনাগপি।
ততশ্চ শারিকা শব্দৈঃ শুক শব্দৈশ্চ তৌ মুহুঃ।
বোধিতৌ বিবিধৈর্বাক্যৈঃ স্বতল্পাদুদতিষ্ঠতাং।
উপবিষ্টৌ ততো দৃষ্ট্বা সখ্যস্তল্পে মুদান্বিতৌ।
প্রবিশ্য চক্রিরে সেবাং তৎকালস্যোচিতাং তয়োঃ।
পুনশ্চ শারিকা বাক্যৈরুত্থায় তৌ স্বতল্পতঃ।
আগতৌ স্ব স্ব ভবনং ভীত্যুৎকণ্ঠাকুলৌ মিথঃ।

২। প্রাতলীলা।

প্রাতশ্চ বোধিতো মাত্রা তল্পাদুত্থায় সত্বরঃ।
কৃত্বা কৃষ্ণো দন্ত কাষ্ঠং বলদেব সমন্বিতঃ॥
মাত্রানুমোদিতো যাতি গোশালং দোহনোৎসুকঃ।
রাধাপি বোধিতা বিপ্র বয়স্যাভিঃ স্বতল্পতঃ॥
উত্থায় দন্ত কাষ্ঠাদি কৃত্বাহভ্যঙ্গং সমাচরেৎ।
স্নান বেদীং ততো গত্বা স্নাপিতা ললিতাদিভিঃ॥
ভূষণৈ বিবিধৈর্দিব্যৈ গন্ধ মাল্যানুলেপনৈঃ।
ততশ্চ স্বজনৈস্তস্যাঃ শুশ্রূষাং প্রাপ্য যত্নতঃ॥
পক্তুং মাহূয়তে স্বন্নং সা সখী সা যশোদয়া।

* * * * *

স্বশ্রানুমোদিতা সাপি হৃষ্টা নন্দালয়ং ব্রজেৎ
সসখী প্রকরাস্তত্র গত্বা পাকং করোতি চ।
কৃষ্ণোপি দুগ্ধং গাঃ কাশ্চিৎ দৌহয়িত্বা জনৈঃ পরা
আগচ্ছতি পিতূর্ব্বাক্যাৎ স্বগৃহং সখিভির্বৃতঃ
অভ্যঙ্গ মর্দ্দনং কৃত্বা দাসৈঃ সংপ্লাবিতো মুদা
ধৌত বস্ত্রধরঃ স্রগ্বী চন্দনাক্ত কলেবরঃ
দ্বিবস্ত্র বদ্ধকেশশ্চ গ্রীবা লোভাপরিস্ফুরৎ
চন্দ্রাকার স্ফুরদ্ভাল স্তিলকালোক-রঞ্জিতঃ
কঙ্কনাঙ্গদ কেয়ূর রত্নমুদ্রা লসৎকরং
মুক্তাহার স্ফুরদ্বক্ষঃ মকরাকৃতি কুণ্ডলঃ
মুহুরাকারিতো মাত্রা প্রবিশেদ্ভোজিনালয়ং
অবলম্ব্য করং সুখ্য বলদেব মনুব্রতঃ
ভুক্ত্বাচ বিবিধান্নানি মাত্রা চ সখিভির্বৃতঃ
হাসয়ন্ বিবিধৈর্হাসৈঃ সখীং স্তৈ র্হসতি স্বয়ং
ইত্থং ভুক্ত্বা তথাচম্য দিব্য খট্টোপরিক্ষণং
বিশ্রমেৎ সেবকৈর্দত্তং তাম্বুলং বিভজন্নদন্

৩। পূর্ব্বাহ্ন লীলা

গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো ধেনুবৃন্দ পুরঃসরঃ।
ব্রজবাসীজনৈঃ প্রীত্যা সর্ব্বৈরনুগতঃ পথি।
পিতরং মাতরং নত্বা নেত্রান্তেন প্রিয়াগণং।
যথাযোগ্যং তথাচান্যন্ স নিবর্ত্ত্য বনং ব্রজেৎ

বনং প্রবিশ্য সখিভিঃ ক্রিড়য়িত্বা ক্ষণং ততঃ
বঞ্চয়িত্বা চ তান্ সর্ব্বান্ দ্বিত্রৈঃ প্রিয় সখৈর্যুতঃ
সাঙ্কেতকং ব্রজেদ্ধর্ষাৎ প্রিয়া সন্দর্শনোৎসুকঃ

৪। মধ্যাহ্ন লীলা সূত্র

ঋষি প্রণীত লীলা সূত্র—অতি বিস্তারিত সেই হেতু গোস্বামী প্রণীত সংক্ষিপ্ত লীলাসূত্র অবশিষ্ট পাঁচটি প্রদান করিলাম।

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্য সঙ্গোদিত বিবিধ বিকারাদি ভুষা প্রমুগ্ধৌ বাম্যোৎকণ্ঠাতি লোলৌ স্মরমখ ললিত্যাদ্যালি—সম্পাপ্ত শাস্তৌ।

দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতি রতি মধুপানাক পূজাদি লীলৌ-রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পবিজন ঘটয়াসেব্যমানৌ স্মরামি॥

৫। অপরাহ্ন লীলা সূত্র

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজ রমণ কৃতে কৢপ্ত নানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয় মুখকমলালোকপূর্ণ প্রমোদাং
কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্নে ব্রজমনু চলিতং ধেনুবৃন্দৈবয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোক তৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি

৬। সায়ং লীলা সূত্র

সায়ং রাধাং স্ব সখ্যা নিজ রমণ কৃতে প্রেরিতানেক ভোজ্যাং
সখ্যনীতেশ শেষাশন মুদিত হৃদাং তাঞ্চতঞ্চ ব্রজেন্দুম্।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনু জননী লালিতং প্রাপ্ত গোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োঽস্রালি দোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি

৭। প্রদোষ লীলা সূত্র।

রাধাং সালিগণাং তামসিত নিশাযোগ্য বেশাং
প্রদোষে দূত্যা বৃন্দোপদে শাদভিসৃত যমুনাতীর কল্পাগ কুঞ্জাং
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিত গুণি কলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িত মথ নিভৃতং প্রাপ্ত কুঞ্জং স্মরামি

৮। নিশা লীলা সূত্র

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহু পরিচরণৈ বৃন্দয়া রাধ্যমানৌ
গানৈর্নর্ম্ম প্রহেলী সুলপন-নটনৈঃ রাস লাস্যাদি রঙ্গৈঃ।
প্রেষ্টালীভি র্লসন্তৌ রতিগত মনসৌমৃষ্ট-মাধ্বীক পানৌ
ক্রীড়া চাতুর্য্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধ রতিরণৌদ্ধত্য বিস্তারিতা
তাম্বুলৈর্গন্ধ মাল্যৈর্ব্যজন হিম পয়ঃ পাদসম্বাহনাদ্যৈঃ
প্রেম্নাসংসেব্যমানৌ প্রণয়ি সহচরী সঞ্চয়েনাপ্তশাতৌ।
বাচা কান্তৈরণাভি র্নিভৃত রতিরসৈঃ কুঞ্জ সুপ্তালিসঙ্ঘৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি।

মূলগ্রন্থের নিত্যলীলাংশগুলি উক্ত আটটি সূত্রের বিবৃতি-মাত্র। নৈমিত্তিক লীলাংশ বাদদিয়া নিত্যলীলাংশ নিত্যই আস্বাদ্য।

* স্তৌ।

প্রকাশিকার নিবেদন

নত্বাগুরূন্ নমস্কৃত্যং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু
নিত্যানন্দ সহাদ্বৈতং নমামি তদ্ গণৈঃস
বন্দে নন্দ-ব্রজাধীশ বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরীং
শ্রীরাধা সঙ্গিনীং বন্দে, সাষ্টাঙ্গ ভূমিলুণ্ঠিত

দেব ! এদাসী ভজন বিষয়ে অনভিজ্ঞা এবং অযোগ্যা হইলেও আপনি ভালবাসিয়া আপনার পবিত্র হৃদয়-কন্দরে প্রবাহিত, শ্রীব্রজলীলা সুধাসরিতের পীযুষাঞ্জলি নিভৃতে পান করিবার আদেশ ও অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। আমি নারীস্বভাব-সুলভ-দোষে, সংগোপনে রাখিতে অক্ষম হইয়া প্রচার করিয়া ফেলিলাম। কৃপা করিয়া অধিনার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি।

আপনার শ্রীচরণ সেবিকা দাসী
প্রফুল্ল নলিনী—
হারদা।

নমঃ গুরবে

পাঠক পাঠিকাগণের প্রতি প্রকাশিকার নিবেদন।

গ্রন্থের অক্ষর যোজনাকালে প্রুফ সংশোধন অভাবে গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ও অশুদ্ধ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ছাপা শেষ হইবার পর তাহা দৃষ্ট করিলাম। অনন্যোপায় হেতু অশুদ্ধ গুলির যথা সাধ্য শুদ্ধিপত্র গ্রন্থ শেষে প্রদান করা হইল। ত্রুটি মার্জ্জনা পূর্ব্বক পাঠকালে সন্দেহ স্থলগুলি কৃপাপূর্ব্বক দেখিয়া লইবেন।

গ্রন্থ সূচনায়।

(শ্রীশ্রীগৌরহরি বিজয়তে।)—ইষ্টদেব স্মরণ

গীত—তাল আড়াকাওয়ালী।

শুনি প্রেমদাতা, প্রেমধাম, শ্রীগৌরাঙ্গ নাম
সেই গৌর সেই শ্রীনাম, গৌররূপী শ্রীরাধাশ্যাম
নাম নামী ভিন্ন নয় একথা সকলে কয়
নামের ভিতর প্রেমের বাসা নাম জপ মন অবিরাম ॥
ব্রজে যেই প্রেমের খেলা খেলি প্রেমময়ীর সনে
বিকাইলেন প্রেমময় প্রেমময়ীর শ্রীচরণে
শ্রীরাধার সেই প্রেমের সাধন প্রচারিতে প্রেমের সদন
প্রেমের তনু প্রেমে মিশি হ'ল গৌর গুণধাম ॥
কলির কলুষ বিষে দিশে হারা দেখে জীবে
দয়ার নিধান প্রেমের-নিদান-নামৌষধি দিতে ভবে
সুখ ধাম পরিহরি সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করি
নদীয়ায় হয়ে অবতরী বিলালেন নাম প্রাণারাম ॥
রসময় গৌর নামে পশু পাখী প্রেম পেয়েছে
আশুরি আসুরী ভাবে দয়াল গৌর বাম হয়েছে
বুঝি অপরাধ অতি শ্রীনামে হ'লনা মতি—
ভব খেলায় নাইকো বেলা কি হইবে পরিণাম ? ॥

নমঃ গুরবে।

ব্রজ-লীলা সুধাসরিৎ

বা

ভক্তেরভাবনামৃত।

নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথি মহোৎসব।

প্রথম লহরী।

প্রথম উল্লাস।

মঙ্গলাচরণ।

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ, শ্রীরূপং সাগ্রজাতং
সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং—
কৃষ্ণ চৈতন্য দেবং শ্রীরাধা কৃষ্ণ পাদান্—
সহগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

বন্দেগুরূনীশ ভক্তা নীশমীশাবতারকান্
তং প্রাকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণ চৈতন্য সংজ্ঞকম্

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্
হরিঃ পুরট সুন্দরত্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতুবঃ শচীনন্দনঃ ॥

জয় গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥
জয় বাঞ্ছা কল্পতরু বৈষ্ণবমণ্ডলী ।
কৃপা করি অকিঞ্চনে দেহ পদধুলি ॥
গাইতে বাসনা রাধা কৃষ্ণ লীলাগান্ ।
স্বগুণে নির্গুণে শক্তি করহ প্রদান ॥

গ্রন্থ সূচনা ।

ভাদ্র কৃষ্ণ পঞ্চমীতে পূরব স্মরিয়া ।
ভাবে গর গর গোরা ডগমগ হিয়া ।
পারিষদগণ সহ আনন্দে নদীয়ায় ।
বিহরয়ে নন্দোৎসব উদিল হিয়ায় ॥
মুখে মৃদু মৃদু হাসি নয়নেতে বারি ।
রাধাভাবে বিভাবিত মহান্-মাধুরী ॥
ভক্তগোষ্ঠীসহ গিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে ।
আদেশিল সাজাইতে শ্রীবাস-ভবনে ॥

প্রভুর আদেশ পেয়ে ভক্তগণ যত।
সাজাইতে আরম্ভ করিল মনোমত॥
জন্মাষ্টমী তিথিতে হইবে মহোৎসব।
ভক্তবর্য্য শ্রীবাস আয়োজে দ্রব্য সব॥
চারিদিক্ হইতে প্রভুরগণ আসে।
উৎসবের দ্রব্য লয়ে শ্রীবাসের বাসে॥
আরম্ভ হইল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
নন্দপুর-অনুরূপ শ্রীবাস-ভবন॥
অন্তরঙ্গে ভক্তগণে নদিয়া বিহারী।
কৃষ্ণ-জন্ম-তিথ্যুৎসব কহিছে বিথারি॥

গ্রন্থারম্ভ

জয় বৃন্দাবন-ধাম ধাম-শিরোমণি।
জয় শ্রীব্রজমণ্ডল সর্ব্বরস-খনি॥
জয় বৃষভানুপুর জয় নন্দিশ্বর।
জীবিত-ঈশ্বরী জয় জীবিত-ঈশ্বর॥
জয় নন্দরাজ জয় জয় নন্দরাণী।
জয় বৃষভানুরাজ কীর্ত্তিদা রোহিণী॥
নিরন্তর-ভদ্র শুভ ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী।
রোহিণী-নক্ষত্র-যুক্ত, জয়-যুক্ত তুমি॥

কৃষ্ণ-আবির্ভাব-তিথি আগত জানিয়া।
নন্দিশ্বর-অধিশ্বর আনন্দে মাতিয়া॥
কৃষ্ণ-জন্ম-তিথ্যুৎসব করিবার তরে।
বন্ধুবর্গ সহ বসি পরামর্শ করে॥
শুন বন্ধুগণ ! গোপালের জন্মতিথি—
মহোৎসব-দিন সন্নিকট হ'ল অতি॥
কালি প্রাতে নগরেতে করহ ঘোষণা।
দধি দুগ্ধ বেচিবারে করে দেহ মানা॥
সাজাইতে রাজপুর তোরণ চত্বর।
নিযুক্ত করহ উপযুক্ত কারুকর॥
রাজমার্গ ক্ষুদ্রমার্গ প্রতি গৃহদ্বারে।
রোপণ করহ রম্ভাতরু থরে থরে॥
পূর্ণকুম্ভ আম্রসার পুষ্পমাল্য দিয়া।
সাজাইতে আদেশহ সুন্দর করিয়া॥
আত্মীয় কুটুম্ব আর ব্রাহ্মণ সজ্জনে।
নিমন্ত্রণ পত্র দেহ বিশেষ যতনে॥
পৌর্ণমাসী দেবী সর্ব্ব ব্রজের বন্দিতা।
সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদায়িনী মহাশক্তি যুতা॥
তিনি না আইলে কোন কার্য্য সিদ্ধ নয়।
সর্ব্বাগ্রে তাঁহারে আনা যুক্তিযুক্ত হয়॥
বৃষভানু রাজা মম পরম-সুহৃৎ।
নিমন্ত্রণ-পত্র তাঁরে লিখহ ত্বরিত।

সুভদ্র যাউক দাস দাসী সঙ্গে ল'য়ে।
সপরিবারেতে তাঁরে লইতে আলয়ে॥
যথা যথা নর্ত্তকী গায়ক বাদ্যকর
মল্ল ঐন্দ্রজালী যাদুকর শিল্পকর।
তথা তথা অবিলম্বে উপযুক্ত জনে
করহ প্রেরণ যেন আনে সযতনে॥
শুন ভ্রাতৃ-বন্ধুগণ মম নিবেদন
যাহা হ'তে, যে কার্য্য, হইবে সম্পাদন।
করিবে অবশ্য বলা বাহুল্য আমার
তোমাদের নিজ কার্য্য কি বলিব আর॥
মোদক পাচক আর দাস দাসীগণে
এক এক কার্য্যভার দেহ জনে জনে॥
প্রাণের গোপাল দেখ তোমা সবাকার।
তাহার মঙ্গল কার্য্য সকলের ভার॥
নন্দরাজ-বাক্য শুনি যত গোপগণ
মহানন্দে জয়ধ্বনি করিল তখন॥
চিন্তা নাই সবকার্য্যে হইব তৎপর।
ইহা বলি ব্রজবাসী আনন্দ অন্তর॥
নগরেতে নন্দোৎসব কথা প্রচারিল।
শুনি ব্রজ-পুরজন আনন্দে মাতিল॥
আশু ভনে কৃষ্ণজনে দয়া কি করিবে।
এ অধমে সে আনন্দ-কণা পরশিবে॥

পঞ্চ-কল-হীন শশী অস্তাচল গত।
নন্দিশ্বরবাসী সবে আনন্দে উন্মত্ত॥
শীঘ্র শয্যা ত্যজি প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া।
বাল, বৃদ্ধ, যুবা, নারী, নন্দালয়ে গিয়া—
উপনীত হ'ল সবে কৃষ্ণ-প্রেম-বশে,
রাজারাণী যথাযোগ্য সবারে সম্ভাসে॥
তুষ্ট করি মিষ্টবাক্যে কহে জনে জনে।
গোপালের জন্মোৎসব কৃষ্ণাষ্টমী দিনে॥
এ উৎসব মোর নহে, তোমা সবাকার।
যে কার্য্য করিতে হবে তোমাদের ভার॥
মনোযোগী হ'য়ে সবে কর সমাধান।
ইহা বলি জনে জনে দিল গুয়াপান॥
ব্রজবাসিগণ প্রেমে হারায়ে আপন।
উৎসব-কর্ত্তব্য-কর্ম্মে নিবেশিল মন॥
যাহা হ'তে যে কার্য্য হইবে সম্পাদন।
বিনাদেশে নিযুক্ত হইল ব্রজজন॥
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম করিয়া স্মরণ।
আশু ভনে নন্দ-মহোৎসব বিবরণ॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

নন্দরাজ ও নন্দরাণীর কথোপকথন।

নন্দরাজ কহে শুন রাণী যশোমতী।
অতি সন্নিকট গোপালের জন্মতিথি॥
আসিবে এ মহোৎসবে বহু মহামতি।
সাবধান হবে যেন না হয় অখ্যাতি॥
বৃষভানু মহারাজে আনিবার তরে।
সুভদ্র গিয়াছে বৃষভানু-রাজপুরে॥
কন্যাদ্বয় তাঁহার আছয়ে সেইখানে
তাহাদেরে আনিবারে জটিলার স্থানে।
লইয়াছি অনুমতি উচিত ভাবিয়ে
আসিবেন রাজারাণী কন্যাপুত্র লয়ে॥
আসিবে তাঁদের সনে বহু বহু জন।
কন্যাদ্বয় সঙ্গে আসিবেক সখিগণ॥
উপযুক্ত বাসস্থান পুর সন্নিধানে
রম্য-অট্টালিকা যাহা আনন্দ-উদ্যানে।
তাহাই তাদের হেতু নির্ব্বাচন করি
রাখিয়াছি আছে যাহে অসংখ্য কুঠরি॥
উপযুক্ত দাস দাসী নিযুক্ত রাখিয়া।
সদা তত্ত্ব নিতে হবে বিশেষ করিয়া॥
রাণী কহে স্ত্রী-মহলে যত কিছু ভার।
সকলি রহিল মম কি চিন্তা তোমার॥

পুরুষগণের তত্ত্বাবধান কারণ।
থাকিল তোমার ভার শুনহ রাজন॥
রমণী সমাজে নিন্দা সে ত্রুটি আমার।
পুরুষের কাছে নিন্দা সে দোষ তোমার॥
এত কহি রাজারাণী কার্য্যে দিল মন।
আশু ভণে কৃষ্ণজনে চিন্তা অকারণ॥

নন্দীশ্বরপুরী বর্ণন।

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু-সর্ব্বেশ্বর।
জয় নিতানন্দ প্রভু দেব হলধর॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত মহা-বিষ্ণু-অবতার।
জয় গদাধর প্রভু প্রেম-পারাবার॥
জয় জয় শ্রীবাস ভকত চূড়ামণি।
জয় রূপ সনাতন প্রেম-রস-খনি॥
জয় গৌর পারিষদ জয় ভক্তগণ।
কৃপাকর সর্ব্বজনে লইনু শরণ॥
দেব-অগোচর কৃষ্ণ-লীলা ধাম আদি।
আমি শাস্ত্রজ্ঞানহীন ষড়রিপুবাদি॥
কেবল শ্রীগুরু-পদ করিয়া ভরসা।
রাধা-কৃষ্ণ-লীলা গান করিবার আশা॥
পদধূলি দাও শিরে বৈষ্ণব সকল।
আশীর্ব্বাদ কর আশা হউক সফল॥

কৃমি কীট হ'য়ে করি স্বর্গেতে কামনা।
পর্ব্বত হইতে চাই হ'য়ে ধূলিকণা ॥
গুরু গৌর বৈষ্ণবের চিন্তিয়া চরণ।
যেন তেন মতে করি হৃদয়-শোধন ॥
কলপনা নহে নন্দপুরীর বর্ণন
প্রেমাঞ্জনে রঞ্জিতাঁখি পূর্ব্ব-মহাজন।
প্রেমচক্ষে নিরখিয়া লিপিবদ্ধ করি
রাখিয়াছে তার দিগ্ দরশন করি ॥
সর্ব্বধাম শিরোমণি মাথুর-মণ্ডল।
বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-লীলা স্থল ॥
বর্ণনীয় নহে তাহা কহে শাস্ত্রগণ।
অবিচিন্ত্য প্রভাবে হেরয়ে ভক্ত-মন ॥
প্রাপঞ্চিক লোক দর্শনীয় কভু নয়।
প্রকট কালেও দেখে প্রাপঞ্চিকময় ॥
প্রকট প্রকাশগত যে সমুহ গ্রাম।
তার শিরোমণি নন্দিশ্বর-নন্দধাম ॥
শ্রীকৃষ্ণের ধাম, লীলা, পরিকর আদি।
শাস্ত্রের প্রমাণে সব সিদ্ধত্ব অনাদি ॥
শোভে পুরী নন্দিশ্বর গিরি সানুদেশে।
ত্রিদিব-বিভব বৈকুণ্ঠের শোভা নাশে ॥
নীলমণি রচিত প্রাচীর রাজি শোভে।
তোরণ-শোভাতে ত্রিলোকের মণ লোভে ॥

মরকত মনির নির্ম্মিত গৃহরাজি।
সারি সারি মণি-স্তম্ভ রহিয়াছে সাজি
পঞ্চ সপ্ত নব তল অট্টালিকা রাজে,
কার মন নাহি হরে সে গৃহের সাজে ?
অলিন্দ সকলে মণি মুক্তার ঝালর।
কি বিচিত্র কারুকার্য্য মোহে দেবনর ॥
পুরী-চতুর্দ্দিকে শোভে গৃহ সারি সারি।
তাহে আবশ্যক মত অসংখ্য কুঠরি ॥
পুষ্পোদ্যান ফলোদ্যান বিবিধপ্রকার।
স্থানে স্থানে লতা-কুঞ্জ কিবা চমৎকার ॥
সরোবরে কুমুদ কহলার কমলিনী।
বিবিধ বরণে শোভে জলের সঙ্গিনী ॥
সপ্তপ্রস্থ সে নগর পদ্মের আকার।
কর্ণিকায় নন্দপুর শোভে চমৎকার ॥
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য-সারে রচিত যে পুরী
কিবা সাধ্য সে মাধুর্য্য লিপিবদ্ধ করি !
কোটি-সরস্বতী বর্ণে লিখে গণপতি।
সম্যক প্রচারে তবু নাহিক শকতি
চিন্তামণি-ভূমি কল্পতরু-লতাগণ
নব নব ভাবে সদা হয় দরশন ॥
চিন্ময় সকল তার নাহি জড়কণা।
দৃষ্ট শ্রুত যত কিছু সবি অতুলনা ॥

াক্বত কিছুই নহে প্রাকৃতের প্রায়।
তথাপি গোচর হয় কৃষ্ণের মায়ায়॥
ষড়-ঋতু বর্ত্তমান যদিও তথায়।
শরৎ বসন্ত সদা মূর্ত্তিমান প্রায়॥
নব-কিশলয়-দল নব-তরুলতা।
গুঞ্জরিছে অলিকুল গেয়ে প্রেমগাথা॥
নাচিছে শিখণ্ড-দল শিখণ্ডীর সনে।
পালে পালে মৃগ সহ ভ্রমে মৃগীগণে॥
কত শত গোষ্ঠ-ভূমি অসংখ্য গোধন।
মেষ ছাগ মহিষাদি কে করে গণন॥
অপরূপ পশু পাখী আনন্দে বিচরে।
হিংসা দ্বেষ ভয় নাহি কাহারো অন্তরে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিজাতি।
কার্য্য অনুযায়ী ধরে নিজ নিজ খ্যাতি॥
বৈশ্যবর্ণ গোপজাতি অধিকাংশ বাস।
এইহেতু গোপ-পল্লী জগতে প্রকাশ॥
রাজ ভবনের তুল্য অসংখ্য আলয়।
বিরাজে শ্রীনন্দগ্রামে শোভা অতিশয়॥
জগতের সর্ব্বদ্রব্য আছে নন্দিশ্বরে।
বিবিধ বিপনী-শ্রেণী শোভে থরে থরে॥
চারিটি প্রধানমার্গ রাজপুর হ'তে।
ঋতুভাবে চারিদিকে নগর প্রান্তেতে॥

গিয়াছে তাহাতে কত ক্ষুদ্রমার্গ আসি।
মিলিয়াছে পথিকের মার্গ-জ্ঞান নাশি ॥
অবনত তরু-লতা ফল-ফুলভরে।
নন্দিশ্বরে বৃহৎ মার্গের দুইধারে ॥
সজ্জিত অনাদি-সিদ্ধ রয়েছে সকল।
অমরনগরী গর্ব্ব করিয়া বিফল ॥
তথাপি নগরবাসী রাজার আদেশে।
বিশেষতঃ স্বভাবজ কৃষ্ণ-প্রীতিবশে ॥
সাজায় নগর-মার্গ তোরণ ভবন।
বহু শিল্পী সহ বহু করিয়া যতন ॥
পূর্ণকুম্ভ আম্রসার কদলীর তরু।
বিবিধ-কুসুম-মালে জড়িত সুচারু ॥
নানাবর্ণ পতাকা বাঁধিছে সারি সারি।
যথা তথা নহবৎ-খানা মনোহারী ॥
স্থানে স্থানে বিচিত্র সুচিত্র-চন্দ্রাতপ।
টাঙ্গাইয়া সুসজ্জিত করিছে মণ্ডপ ॥
মনি-বিরচিত কোটি কোটি দীপাধার।
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বাঁধিছে চারিধার ॥
রাজপুরী-সিংহদ্বারে যে অদ্ভুত সজ্জা।
অলকা শ্রীবৈকুণ্ঠ-বৈভবে দেয় লজ্জা ॥
পাবন নামেতে সর রাজে নন্দিশ্বরে।
দরশে পরশে যার সর্ব্ব-পাপ হরে ॥

নানাজাতি তরু লতা ফল পুষ্প ধ'রে।
কুঞ্জরূপে সরসীর শোভে চারিধারে॥
রতন-সোপান-শ্রেণী ঘাটে শোভা পায়।
নির্ম্মল সরসীবারি সাধু-হৃদি প্রায়॥
উৎসবে তাহার শোভা বাড়াবার তরে।
রাজাজ্ঞায় শিল্পীগণ কত যত্ন করে॥
বিচিত্র আলয় তথা শোভে স্থানে স্থানে।
সুপ্রশস্ত-তীর শোভে ফলপুষ্পোদ্যানে॥
জলেতে জলজ-লতা কুমুদ কমল।
কোলে লয়ে কত পুষ্প, শোভিয়াছে জল॥
জলচর পক্ষী তাতে আনন্দে বিচরে।
কার আঁখি না জুড়ায় সে সরসী হে'রে॥
নগর-ঈশান-কোণে খেলা বন রয়।
রাধাকৃষ্ণ নানাক্রীড়া সেখানে করয়॥
নন্দিশ্বর-মহাদেব স্বরূপ যাহার
সেই নন্দিশ্বরপুর বর্ণে সাধ্য কার?
কোন জনকৃত নহে শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায়।
নন্দিশ্বরে যত বস্তু স্বভাবে জন্মায়॥
অজ ভব যে ধামের সদাগুণ গায়।
অনন্ত চিন্তিয়া যার অন্ত নাহি পায়॥
কেবল শ্রীকৃষ্ণজন সুধীভক্তগণ।
ভকতি প্রভাবে তাহা করেন দর্শন॥

আমি মূঢ় জ্ঞান-শূন্য ভক্তি-হীনঅতি ।
কবি নহি ত্রিতাপে চঞ্চল সদা মতি ॥
কেমনে স্ফুরিবে সেই ধাম-শিরোমণি ।
ভাষাজ্ঞান-হীন মূর্খ লিখিতে না জানি ॥
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পদ করিয়া স্মরণ ।
কথঞ্চিৎ করি মাত্র দিক্-দরশন ॥
আপনা শোধিতে তাহা জানিবে নিশ্চয়
দোষ দৃষ্টে শোধিবেন সাধু মহাশয় ॥
দোষাকর হইলেও ভরসা বিশেষ ।
কৃষ্ণলীলা গানে কেহ না করিবে দ্বেষ ॥
বৈষ্ণবের পদধূলি লইয়া মাথায় ।
নন্দগ্রাম-ধাম তত্ত্ব দাস আশু গায় ॥

তৃতীয় উল্লাস ।

নন্দরাজের অন্তঃপুর দৃশ্য ।

ত্রিলোক ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ নন্দের ভবন ।
কার সাধ্য বর্ণিবেক তার এক কণ ॥
বিফল প্রয়াস ত্যজি যার যথা স্থিতি ।
তাহাই লিখিব মাত্র সংক্ষেপেতে অতি ॥
কল্পময় সবি তার চিন্তামণি স্থল ।
চিন্তা-অনুরূপ-রূপ ধরে অবিকল ॥

বাহির-চত্বর তার সুপ্রশস্ত অতি ।
শ্রীকৃষ্ণ-আলয় দক্ষিণেতে তার স্থিতি ॥
প্রকাণ্ড সে অট্টালিকা অসংখ্য কুঠরী ।
অলিন্দেতে শোভে মণি-স্তম্ভ সারি সারি ॥
দ্বারবন্ধ কপাটাদি সুবর্ণ-নির্ম্মিত ।
তাহে খোদা লতাপুষ্প মণিতে খচিত ॥
পুরব পশ্চিমে দীর্ঘ অট্টালিকা হয় ।
প্রয়োজন মত তাহে প্রকোষ্ঠ নিচয় ॥
বেশ শয্যা ভোজন বিশ্রাম স্নানাগার ।
প্রমোদ-আলয় আর সামগ্রী ভাণ্ডার ॥
পর পর উপর উপরি সপ্ত-তলে ।
একি রূপে সুশোভিত সামগ্রী সকলে ॥
ভোজনালয়ের পরে পশ্চিমে কুঠরী ।
শ্রীরাধা-বিশ্রাম-গৃহ খ্যাতি বরাবরি ॥
তারপরে রন্ধন আলয় শোভা পায় ।
নিত্য নিত্য রাই আসি রান্ধেন তথায় ॥
পৌর্ণমাসী আদেশে যশোদা অনুরোধে ।
রন্ধনে পাঠায় বধূ জটিলা অবাধে ॥
বিচিত্র কৌশলে পাকশালার নির্ম্মাণ ।
পাচিকাগণের সর্ব্বসুখের নিধান ॥
ধূম তাপ নাহি লাগে আলয়ের গুণে ।
আবশ্যক দ্রব্য সবি নির্ম্মিত রতনে ॥

সে গৃহের দক্ষিণে সুগন্ধি-পুষ্পোদ্যান।
পুষ্পোদ্যান মাঝে কুণ্ড বিচিত্র সোপান॥
উদ্যানের পূর্ব্বে কৃষ্ণ-গৃহ অগ্নিকোণে।
মনোহর অট্টালিকা বিরাজে সেখানে॥
সেই অট্টালিকায় বর্ষাণ-নরপতি।
নিমন্ত্রণে আসে যবে করে অবস্থিতি॥
উদ্যানের স্থানে স্থানে লতা-কুঞ্জ কত।
যুগল-মিলন-সেবা তাহাদের ব্রত॥
শ্রীকৃষ্ণের রম্য-হর্ম্ম্য অঙ্গেতে মিলিয়া।
অন্তঃপুর-পশ্চিমাংশ শোভিত করিয়া—
বিরাজে ভাণ্ডার গৃহ বিশাল হৃদয়,
জগতের যত বস্তু দৃষ্ট শ্রুত হয়,
সে ভাণ্ডারে স্বভাবতঃ পরিপূর্ণ রহে।
অফুরন্ত—ভাণ্ডার সে সর্ব্বলোকে কহে॥
আর এক বিশেষত্ব আছে এই তার।
পূরব-পশ্চিম-প্রস্থ একই প্রকার॥
অন্তঃপুরে আবশ্যক দ্রব্য লাগে যাহা।
পূর্ব্বপ্রস্থ-গেহ হ'তে লওয়া হয় তাহা॥
পশ্চিমে পশ্চাতে তার পৃথক্ ভাণ্ডারে।
পৃথক্ ভাণ্ডারী দ্রব্য বিতরণ করে॥
অন্তঃপুরে কেবল রমণী অধিকার।
রমণী ভাণ্ডারী গণে আছে তার ভার॥

কোন গৃহে রন্ধনের বিবিধ মসলা।
কোনটিতে তৈল ঘৃত স্নেহ দ্রব্য গুলা॥
কোন গৃহে গোধুমের বিবিধ বিকার।
কোন গেহে রবিশস্য অনেক প্রকার॥
চিনি মিষ্ট দধি দুগ্ধ ভোজ্য পেয় যত।
এক এক কুঠরীতে সুসজ্জিত কত॥
ভাণ্ডারের দ্রব্য পরিবেশনের কালে।
ব্রজেশ্বরী আসিয়া বসেন যেই স্থলে॥
ভাণ্ডারের মধ্যস্থলে তাহা অবস্থিত।
সেগেহের আস্‌বাব কে বর্ণিবে কত॥
তাহার উত্তরে যত প্রকোষ্ঠ আছয়।
বস্ত্র অলঙ্কার রত্ন আদি তাহে রয়॥
ভাণ্ডারের পশ্চিমাংশে, চিড়িয়াখানাতে।
নানাবিধ জীব জন্তু আছে আনন্দেতে॥
বলদেব আলয় উত্তরে শোভা পায়।
সপরিবারেতে তাঁর বসতি তথায়॥
পূর্ব্ব পার্শ্বে যত গৃহ নন্দনরাজ তথি।
রাণী দাস দাসী ল'য়ে করেন বসতি॥
তার পূর্ব্বে দেবালয় বৈঠকাদি রয়।
প্রকাণ্ড প্রাচীর ঘেরা ভিত্তি মণিময়॥
পূরের উত্তর পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকেতে।
রাজাত্মীয় বসে নিজ নিজ আলয়েতে॥

রাজভবনের তুল্য বিস্তর ভবন।
বিরাজিত নন্দিশ্বরে নয়নমোহন॥
গোপপুরী বহিঃপ্রান্তে মণির নির্ম্মিত।
চারিদিকে অলঙ্ঘ্য-প্রাচীর বিরাজিত॥
রতন-তোরণ আর রতন-ভবন।
পুর মধ্যে কত রহে কে করে গণন॥
সুদীর্ঘ প্রাচীর প্রান্তে চারিদিকে ঘেরি।
দ্বারপালগণগৃহ অতি মনোহারী॥
তারপর পুরোহিতগণের বসতি।
যাজক-ব্রাহ্মণ বলি তাহাদের খ্যাতি॥
যাজক-পুরের পরে পুররক্ষিগণ।
চারিদিকে বসতি করয়ে অগণন॥
অনন্তর ক্রমে ক্রমে তাম্বুলী তৈলিক।
আদি ব্যবসায়িগণ বৈসে চারিদিক॥
সারি সারি মণিমুক্তা প্রবাল বিপণি।
বস্ত্র অলঙ্কার আদি হয় বিকি কিনি॥
পক্কান্ন মিষ্টান্ন ফল ফুলের দোকান।
বিবিধ সুগন্ধে সুগন্ধিত সর্ব্বস্থান॥
চারিটি প্রধান-মার্গ, সংখ্যাতীত গলি।
রহিয়াছে দিগ্‌বিদিকে চারি মার্গে মিলি॥
হিংসা, দ্বেষ, ভয়, রোষ—সে ধামে না রয়।
নাহি দোষ নাহি দণ্ড আধি-ব্যাধিচয়॥

রজঃ তমঃ গুণ তথা নাহি বিদ্যমান।
গমনই নৃত্য সাহজিক-কথা গান ॥
কামধেনুগণ ফিরে সামান্য গোরূপে।
বর্ণনীয় নহে নন্দিশ্বরের স্বরূপে ॥
সৎচিদানন্দময় সর্ব্ব বস্তু তথা।
প্রাকৃত চক্ষেতে দৃষ্ট প্রাকৃতই যথা ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-পদ করিয়া ভাবনা।
আশু চিন্তে নন্দিশ্বর শোধিতে আপনা ॥

দ্বিতীয় লহরী।

প্রথম উল্লাস।

সুভদ্রের বৃষভানুপুর প্রবেশ।

জয় গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ অধমত্তারণ।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু পতিত-পাবন ॥
জয় প্রভু শ্রীঅদ্বৈত বিষ্ণু-অবতার।
জয় জয় গদাধর ভক্তি-রস-সার ॥
শ্রীবাস আচার্য্য আদি গৌর ভক্তগণ।
কৃপা করি এ অধমে দেহ শ্রীচরণ ॥
তোমাদের পাদ পদ্ম করিয়া ভরসা।
পঙ্গু হয়ে গিরি লঙ্ঘিবার করি আশা ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতিথি মহোৎসব—
রস কণা আস্বাদন আশা অসম্ভব ॥
জাগিয়াছে, ভক্তিহীন পামরের মনে ।
দাও শক্তি অহৈতুকী কৃপা বিতরণে ॥
নন্দিশ্বরপুর হ'তে বৃষভানুপুর ।
দক্ষিণেতে সার্দ্ধ তিন ক্রোশ হবে দূর ॥
নন্দের আদেশে-উপানন্দের নন্দন ।
সুভদ্র যাইছে লয়ে দাসদাসীগণ ॥
অশ্বযানে যায় বৃষভানু রাজপুরে ।
নন্দোৎসবে ভানুরাজে নিমন্ত্রণ তরে ॥
শোভে বৃষভানুপুর অপরূপ প্রভা ।
অন্যের কি কথা দেবতার মনলোভা ॥
রাজার নামানুরূপ নাম ধরে গিরি ।
ভানুপুর বিরাজিত তাহার উপরি ॥
ব্রজরাজ বলি যথা নন্দরাজ খ্যাতি ।
বৃষভানু-মহারাজ ব্রজরাজ তথি ॥
নন্দিশ্বর-গিরি তুল্য বৃষভানু-গিরি ।
নন্দিশ্বরপুর সম বৃষভানুপুরী ॥
মণিময় প্রাচীরে বেষ্টিত চারিধার ।
সমসূত্রে চারি মার্গ চারি সিংহদ্বার ॥
নগরের শোভা নন্দিশ্বর অনুরূপ ।
নন্দসম ভাগ্যবান বৃষভানুভূপ ॥

শ্রীনন্দ-নন্দন কৃষ্ণ সর্ব্বসারাৎসার।
বৃষভানুনন্দিনী অভিন্ন দেহ তাঁর॥
শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য।
বিদগ্ধাদিগুণ লীলা রাধাতেই ধার্য্য
মাদনাখ্য মহাভাব মহা পারাবার
সর্ব্বশক্তি বরীয়সী হলাদিনীর সার॥
কৃষ্ণানন্দ-প্রদায়িনী শ্রীকৃষ্ণ-মোহিনী,
সেই শ্রীরাধিকা হয় যাহার নন্দিনী—
ভানুর স্বরূপ তাই বৃষভানুনাম,
বৃষভানুপুর বা বর্ষাণ তাঁর ধাম॥
পুরের উত্তর দ্বারে সুভদ্র প্রবেশে।
নগরের শোভা হেরি মহানন্দে ভাসে॥
প্রকাণ্ড সরসী এক দেখয়ে অদূর।
উজ্জ্বল অক্ষরে লিখা ভানুর পুকুর॥
নানাবিধ তরুলতা দেখে তার কুলে।
শোভিত সে সব নবপত্র-পুষ্পফলে॥
সরসীর চারিদিকে বিচিত্রসোপান।
মণির নির্ম্মিত তাহা জল হয় জ্ঞান॥
বিবিধ বিহঙ্গ গান করে তরুপরে।
কমল কুমুদ আদি জল শোভা করে॥
জলচর কত পক্ষী ক্রীড়া করে জলে।
সসঙ্গিনী-শ্রীরাধিকা ভ্রমে তার কুলে॥

কত হাবভাবে ধীর গজেন্দ্র গমনে।
ফুটায়ে হাসিরফুল চলে সখীসনে॥
শ্রীরাধা কহয়ে সখি! সরসীর শোভা।
ভূতলে অতুল দেবতার মনলোভা॥
বিকসিত হয়ে হাসে কমলিনী-দল।
ভ্রমিতেছে অলি দেখ হইয়া পাগল॥
ললিতা কহিছে হাসি কুলে যে কমল।
অর্দ্ধবিকসিত হয়ে হাসে নিরমল॥
মোদের এ রাধা-হেমকমলিনী কাছে।
জলের কমলকুল পরিহার যাচে॥
অদৃশ্যেতে ও কমলে বিন্দু মধু রয়।
রাধাপদ্মে কত শত মধুসিন্ধু বয়॥
ধায় সাধারণ অলি ও ফুলের বাসে।
অসামান্য অলিরাজ বাঁধা এর পাশে॥
দেখ অই ত্যজি অলি বিকচ-নলিনে।
উনমত্ত হয়ে আসে তব সন্নিধানে॥
কমলিনী বলে সখি! ছাড়হ ছলনা।
পুন্নাগে মাধবী-বেড়া, কেমন দেখনা॥
ললিতা বলিল পুন্নাগের শিরোমণি।
মোদের মাধবী দিয়ে জড়াব অমনি॥
অনুরাগে মাধবী বেঁধেছে পুন্নাগেরে।
ও পুন্নাগ মাধবীকে আদর না করে॥

আমাদের নবীন পুন্নাগ-তরুবর।
লতা প্রায় আচরণ করে নিরন্তর॥
তরু-লতা জড়াজড়ি আমরা যা দেখি—
তেমন কোথাও তুমি দেখেছ কি সখি?
ললিতার পরিহাসে ভুরু ভঙ্গী করি।
মৃদু হাসে সুহাসিনী তার করে ধরি॥
মিলনের সুখ জাগরিত হয়ে মনে।
অধীরা করিল, ধারা বহে দুনয়নে॥
ঘামিল সোণার অঙ্গ না চলে চরণ।
প্রিয় দাসী আসি করে চামর ব্যজন॥
দূর হতে সুভদ্র করিয়া দরশন।
মোহিত স্তম্ভিত হ'য়ে ভাবে মনেমন॥
আহা মরি কিবা রূপ! মরি কি মাধুরী।
কোন্ বিধি রাধানিধি গড়েছে কি করি।
মরি কি সুঠাম অঙ্গ মরি কিবা ছাঁদ॥
পদ নখে পড়ে আছে যেন কত চাঁদ॥
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য-সার করিয়া গ্রহণ।
গড়েছে কি নববিধি এ নব রতন?
এইখানে গোপনে দাঁড়ায়ে কিছুক্ষণ।
ও রূপ-মাধুরী হেরি জুড়াই নয়ন॥
ইহা ভাবি অশ্ব সহ গোপনে থাকিয়া।
নিরখয়ে রাই-রূপ নয়ন ভরিয়া॥

পুনঃভাবে আমার প্রেয়সী কুন্দলতা।
রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ে বলয়ে যত কথা॥
নিশ্চয় নিশ্চয় তাহা অতীব নিশ্চয়।
দেব-অগোচর তত্ত্ব রাধাকৃষ্ণ হয়॥
গোলোক-সম্পত্তি দুটি ত্রিলোকের নহে।
যখন তখন এই উপদেশ কহে॥
তার কথা গুরুবাক্যরূপে মানি বটে।
কি জানি তথাপি কেন মতিভ্রম ঘটে॥
কৃষ্ণকে সদাই ভাবি পরাণের ভাই।
আর কোন তত্ত্বকথা মনে আসে নাই॥
শুভক্ষণে যাত্রা আজি করেছি নিশ্চয়।
নহিলে কি রাই দরশন অগ্রে হয়॥
এত চিন্তি অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ভানুপুর অভিমুখে করিল গমন॥
ধরণীতে হয় শব্দ অশ্বপদাঘাতে।
সহ-সখী শ্রীরাধিকা হেরে আচম্বিতে॥
দেখে কোন মহাশয় আসে অশ্ব যানে।
অমনি ঘোমটা টানি দাঁড়াল গোপনে॥
অশ্বারোহী তথা হ'তে করিল গমন।
আলয়ে চলিল রাধা ল'য়ে সখিগণ॥
সুভদ্র আনন্দে গেল রাজদরবারে।
সসম্ভ্রমে রাজপদে প্রণিপাত করে॥

সুভদ্রেরে আশীর্ব্বাদ করিল রাজন্ ।
শিরেতে চুম্বিয়া কহে সস্নেহ বচন ॥
সুখেতে আইলে বৎস ! নন্দিশ্বর হ'তে ।
কুশলেতো আছে রাজা সপরিবারেতে ॥
তব পিতা মাতা আদি সর্ব্বপরিজন ।
সবান্ধবে মঙ্গলে তো আছেন এখন ॥
অথবা বাহুল্য মাত্র আমার একথা ।
অশুভ কি থাকে কৃষ্ণ বিরাজয়ে যথা ॥
সুভদ্র কহয়ে তাত ! ভবৎ-প্রসাদে ।
ঈশ্বর ইচ্ছায় সবে আছে নিরাপদে ॥
আগামী পরশ্ব শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি ।
আসিয়াছি ল'য়ে রাজ নিমন্ত্রণ পত্রি ॥
সপরিবারেতে তথা হইবে যাইতে ।
অন্যথায় রাজা রাণী দুঃখ পাবে চিতে ॥
এত বলি দিল পত্রি রাজার গোচরে ।
আগ্রহ করিয়া রাজা পত্র নিল করে ॥
সুভদ্রকে বসাইয়া উত্তম আসনে ।
পাদ্য অর্ঘ দিতে আজ্ঞা দিল ভৃত্যগণে ॥
ধনিষ্ঠা চন্দন-কলা নন্দপুর দাসী ।
বৃষভানু অন্তঃপুরে প্রবেশিল আসি ॥
প্রণাম করিয়া মাতা কীর্ত্তিদা চরণে ।
প্রণমিল অন্য যত পুজনীয়াগণে ॥

নন্দোৎসব নিমন্ত্রণ জানাইল তথা
নন্দরাজ নন্দরাণী বলিল যে কথা ॥
সকলি বলিল রাণী কীর্ত্তিদার পাশে।
শুনি সে বারতা রাণী আনন্দেতে ভাসে ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ আরাধিয়া মনে।
ভানুপুরে নিমন্ত্রণ দাস আশু ভণে ॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

নন্দিশ্বরের কথা।

(তিথি কৃষ্ণা-সপ্তমী)

জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত জয় গৌরচন্দ্র।
জয় গদাধর আদি ভক্ত বৃন্দ ॥
সবে মিলি অধমে করহ কৃপাদৃষ্টি।
নন্দ-মহোৎসব রস হয় যেন পুষ্টি ॥
জয় জয় গুরুদেব ভরসা তোমার।
স্ফুরাইতে লীলা কর শকতি সঞ্চার ॥
একে নন্দিশ্বর-পুর-শোভা মনলোভা।
সাজাইতে বিথারিল শতগুণ প্রভা ॥
উড়িছে পতাকারাজি বিবিধ বরণ।
মণিরত্নে উজ্জ্বলিত যতেক তোরণ ॥

পূর্ণকুম্ভ আম্রসার প্রতি গৃহ দ্বারে।
মার্গে পুষ্পমাল্য, রম্ভাতরু থরে থরে ॥
বৈকুণ্ঠ-বৈভব তুচ্ছ করিবার ছলে,
আজি কিহে নন্দপুর এরূপে সাজিলে?
নগরের পশু পাখী তরুলতাগণ।
কৃমি কীট ইত্যাদির আনন্দ স্ফুরণ
হতেছে যখন, নর নারীর কি কথা
কে বলিবে সে আনন্দ-সিন্ধুকুল কোথা?
ভাসিছে নগরবাসী আনন্দ-হিল্লোলে।
সচ্চিদানন্দের জন্ম-তিথ্যুৎসব বলে ॥
কৃষ্ণপ্রেমে গড়া তনু ব্রজবাসী যত।
কৃষ্ণেচ্ছা স্মরণ মাত্র তাহাদের ব্রত ॥
রাধা-কৃষ্ণ-লীলা গান করে শুক শারী।
ময়ুর ময়ুরী নাচে উর্দ্ধপুচ্ছ করি ॥
পঞ্চমে তুলিছে তান পুংস্কোকিলগণে।
বিবিধ বিহঙ্গ যোগ দেয় তার সনে ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটিয়াছে ফুল
মধুপানে মত্ত হয়ে গুঞ্জে অলিকুল ॥
মৃগ, মৃগী, বৃষ, গাভী, বানর, বানরী।
পালে পালে ধাইতেছে আনন্দ বিথারি ॥
নন্দ-নিমন্ত্রণে আসে গুণগণ যত
ভট্টাচার্য্য পুরোহিত ভাট বন্দী কত ॥

নানা বাদ্যযন্ত্র লয়ে বাদ্যকরগণ।
আরম্ভিল ঐক্যতানে সর্ব্বেব বাদন ॥
আইল নর্ত্তকীবৃন্দ নর্ত্তক গায়ক।
গণক জ্যোতিষী এল পুরাণ পাঠক ॥
ঐন্দ্রজালী যাদুকর কত নরনারী।
বিবিধ পশুর ক্রীড়া-প্রদর্শন-কারী ॥
আইল নগরে আরো মল্লযোদ্ধা কত।
স্থানে স্থানে চাতুরী দেখায় যার যত ॥
মোদক পাচক কত এল রাজপুরে।
পক্কান্ন মিষ্টান্ন অন্ন ব্যঞ্জনাদি করে ॥
ভারে ভারে দধি ঘৃত ক্ষীর সর ননী।
আনিতেছে গোপগণ কেবা কত গণি ॥
নানাবিধ শাকসব্জী ফল মূল কত।
চারিদিক হ'তে পুরে আসে অবিরত ॥
কেহ নিমন্ত্রণে কেহ আইসে আপনি।
কৃষ্ণ-জন্ম-তিথি-মহোৎসব বার্ত্তা শুনি ॥
বাদ্যভাণ্ড-কোলাহলে কর্ণে লাগে তালি।
কেবা কোথা ফিরে তার কে পায় লাগালি ॥
বাজিছে মৃদঙ্গ খোল ঢাক ঢোল কাঁশী।
তুরী ভেরী তম্বুর সানাই বীণা বাঁশী ॥
গাইছে গায়কবৃন্দ নাচিছে নর্ত্তকী।
উৎসবাঙ্গে যা হবার কিছু নাহি বাকি ॥

বিলাসের বহুবিধ বসন ভূষণে।
সুসজ্জিত হইয়াছে নাগরিকগণে ॥
দীয়তাম্ ভুঞ্জতাম্ ধ্বনি রাজপুরে।
কে দেয় কে খায় তার অন্ত কেবা করে ॥
রাজারাণী নগরেতে দিয়েছে ঘোষণা।
ভোজ্যদ্রব্য লইবার কারো নাহি মানা ॥
স্থানে স্থানে নগরের হয়েছে ভাণ্ডার।
বিপণিতে খাদ্য নিলে খরচ রাজার ॥
দীন দুঃখী জনে অর্থ বস্ত্র বিতরণ।
করিবার ভার পাইয়াছে কত জন ॥
নন্দোৎসবে আনন্দে ভাসিছে সর্ব্বজনা।
যে আনন্দ তার আর নাহিক তুলনা ॥
সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধে আমোদিত পুরী।
হরিদ্রা তৈলের কুণ্ড পুরে সারি সারি ॥
জাতি নির্ব্বিশেষে তার বিভাগ আছয়।
বিশেষত্ব এই মাত্র সেচ্ছামতে লয় ॥
অন্য গ্রামে বৈসে যত গোপ-গোপীগণ।
আসিয়াছে নন্দালয়ে পেয়ে নিমন্ত্রণ ॥
নগরের প্রতি গৃহ পরিপূর্ণ লোকে।
কেহ বা আত্মীয় কেহ বাসা পেয়ে থাকে ॥
যাবট মুখ্‌রাই গ্রাম আর সখীস্থলী
গোকুল রাবল বৃষভানুপুর পালি—

আদি গ্রামবাসী গোপ গোপীগণ যত,
আসিয়াছে নন্দালয়ে নাম করি কত ।
আইলেন পৌর্ণমাসী যোগমায়া যিনি ।
লীলার সহায় মহাশক্তি-স্বরূপিনী ॥
মহাতপস্বিনী বলি ব্রজে মান্যা তিনি ।
সঙ্গেতে আইল নান্দী তাঁহার নাতিনী ॥
ভার্গী গার্গী আদি পুরোহিত-পত্নীগণ ।
রাজ-অন্তঃপুরেতে করিল আগমন ॥
কেহ কোন আদেশের অপেক্ষা না করে ।
নিজ নিজ কার্য্য ভাবি সবে কার্য্য করে ॥
কেন না করিবে ব্রজবাসী জনগণ ।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যে গঠিত জীবন ॥
যদিও বিপক্ষভাব করে কেহ কেহ ।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রস-পুষ্টি হেতু সেহ ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা ।
দাস আশু গায় নন্দ-মহোৎসব ভাষা ॥

তৃতীয় উল্লাস।

(বৃষভানুপুরের কথা)

জয় গৌরচন্দ্র প্রভু নিত্যানন্দ
জয়াদ্বৈত সনাতন ।

জয় জয় রূপ ভকতির ভূপ
জয় গৌরভক্তগণ ॥
জয় গুরুগণ দেহ শ্রীচরণ
এ অধম শিরে তুলি ।
ভকতি বিহিনে জ্ঞানহীন জনে
কৃপাবলে কর বলী ॥
বৃষভানুপুরে কি হইল পরে
চিন্ত দেখি এবে মন ।
তুচ্ছ চিন্তা ত্যজ ব্রজ-রসে মজ
নিকটে এলো শমন ॥
কামিনী-কাঞ্চন লোভে এ জীবন
বৃথায় কাটালি ভাই !
শুন না রে মানা মায়ার বঞ্চনা
বুঝেও বুঝিলে নাই ॥
ক্ষণ-সুখ তরে আজীবন ফিরে
কি ফল লভিলি বল ?
নিত্যধন ভুলি অনিত্যে মজিলি
দুঃখের হেতু কেবল ॥
এত যে করিলে সুখ কি পাইলে
কেবল মরিলে জ্বলে ।
আনন্দ-আস্পদ রাধাকৃষ্ণ পদ
আর থেকো নাক ভু'লে ॥

ভু'লে ছিলে ব'লে এত দুঃখ পেলে
আবার মরিবে কেন ?
দয়ার অবধি গৌর গুণনিধি
তাঁর উপদেশ শুন ॥
সুভদ্রে নিরখি রাধা চন্দ্রমুখী
আসিবার কালে পুরে—
কহে সখিগণে অশ্ব আরোহণে
কে যায় চিনিলে ওরে ?
করি অনুমান পিতা সন্নিধান
গেল সেই মহাশয় ।
নন্দিশ্বর হ'তে আসিল নিশ্চিন্তে
অশ্ব দেখি মনে হয় ॥
নয়নের কোণে চাহিনু যে ক্ষণে
লজ্জায় ফিরিল আঁখি ।
আসিল না মনে পুনঃ সেইজনে
বদন তুলিয়া দেখি ॥
কহে ইন্দুরেখা রাজার বালিকা !
তোমার কর্ত্তব্য যাহা ।
স্বভাবে তোমার করাবে বেভার
আপনা আপনি তাহা ॥
ললিতা বলিল কেহ না দেখিল
বদন ফিরায়ে সখি !

তব দাসী যত প্রায় তব মত
নির্লজ্জ কারে না দেখি ॥
রাজসভা মুখে ফিরায়ে অশ্বকে
দেখিলাম লয়ে গেল।
জানিব এখনি কে এল সজনি !
মার অন্তঃপুরে চল ॥
যাইয়া সেখানে হেরিল নয়নে
প্রিয়সখী ধনিষ্ঠায়।
মৃদু মৃদু হেসে জননীর পাশে
নন্দপুর-গাথা গায় ॥
শ্রীরাধায় হেরি প্রিয় সহচরী
ধনিষ্ঠা উঠিল ত্বরা।
প্রণতি করিয়ে পদধূলি লয়ে
পুলকে হইল ভরা ॥
নিজ গণেশ্বরী ললিতা-সুন্দরী
বন্দিল তাঁহার পায়।
বাকি সখীচয়ে ক্রমে প্রণমিয়ে
আনন্দে ভাসিয়া যায় ॥
শ্রীরাধা সকলে লয়ে কুতুহলে
বসিল গৃহের মাঝে।
ধনিষ্ঠা তখন করে নিবেদন
আসিয়াছে যেই কাজে ॥

নন্দোৎসব কথা রাজা-রাণী যথা
করিয়াছে নিমন্ত্রণ।
প্রকাশি সকল আনন্দে বিহ্বল
করিল সবার মন॥
উপানন্দ-পুত্র লয়ে রাজ-পত্র
গেল রাজ-সন্নিধানে।
মোরা অন্য পথে আইনু পুরেতে
সে আইল অশ্বযানে॥
রাণীর নির্ভর মোদের উপর
লয়ে যেতে তোমা সবে।
সুভদ্র আইল সে ভার লইল
রাজায় লইয়া যাবে॥
ধনিষ্ঠার বাণী শুনি বিনোদিনী
অশ্বারোহী পরিচয়।
পাইয়া ইঙ্গিতে কহে লো ললিতে!
সেই সে গেল নিশ্চয়॥
ছিঁড়ি বীণা-তার মধুর ঝঙ্কার
উঠয়ে যেমন তায়।
মৃদু হাসি হাসি সে রূপে রূপসী
পুনঃ কহে ধনিষ্ঠায়॥
লইয়াছ ভার লইয়া যাবার
না যাইলে মোরা সবে।

বল দেখি শুনি পরাণ স্বজনী
সে ভার কোথায় রবে ॥
চরণের দাসী রয়েছি সাহসী,
তাইতো লয়েছি ভার।
রাগের মঞ্জিষ্ঠা * কহিল ধনিষ্ঠা
হাসিয়া উত্তর তার ॥
এইরূপ কত রঙ্গ নানা মত
ধনিষ্ঠা সহিত করি।
বঁধুর বারতা সুধাইল তথা
কতই ছলনা ধরি ॥
পরে বিনোদিনী লইয়া সঙ্গিনী
গেল নিজ-নিকেতনে।
সময়-উচিত হয়ে সেবারত
সেবিল কিঙ্করীগণে ॥

পয়ার

ওথা সভাস্থলে বৃষভানু মহাশয়।
সুভদ্র বচনে হ'য়ে তুষ্ট অতিশয় ॥
পত্র পাঠ করে পরে বসিয়া তলায়।
নন্দরাজ এই কথা লিখিয়াছে তায় ॥

* রাগের মঞ্জিষ্ঠা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অনুরাগ যাহার

বন্ধুবর বৃষভানু-পুরের রাজন।
সানুনয় নমস্কার করহ গ্রহণ।
উপস্থিত আমি যাহা করি নিবেদন
আশা করি কৃপা করি করিবে পূরণ॥
বর্ত্তমান মাসের আগামী কৃষ্ণাষ্টমী—
গোপালের জন্ম তিথি ; সেই হেতু আমি·
করিবারে মহোৎসব করিয়াছি আশা।
কার্য্য সম্পাদনে করি তোমার ভরসা—।
অতএব সবান্ধবে অনুগ্রহ ক'রে।
শুভ আগমন করি সুখী কর মোরে॥
বিশেষ করিয়া আরো করি নিবেদন।
ব্রজেশ্বরী-যশোদার একান্ত মনন॥
রাণী যেন আইসে লইয়া কন্যাদ্বয়।
আনিতে আমার পুরে নাহি কিছু ভয়॥
আমি তাহাদের শ্বশ্রূশাশুড়ী নিকটে।
লইয়াছি অনুমতি যাইয়া যাবটে॥
সঘণে তাহারা যেন করে আগমন।
অনুমতি দিয়াছে সবার গুরুজন॥
অবশিষ্ট পুরবাসী গ্রামবাসী আর।
রহিল তোমার প্রতি নিমন্ত্রণ ভার॥
সুভদ্র ও দাসীদ্বয় যাইতেছে পুরে।
বিস্তারিত অবগত হইবে গোচরে॥

শুভকার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে আগমন।
করি সুখী কর সবে ইতি নিমন্ত্রণ॥
রাজপত্র পাঠে রাজা হয়ে হরষিত।
কৃষ্ণ-জ্যেষ্ঠ-শিষ্ঠতায় বিশেষ বাধিত॥
নন্দালয়ে যেতে হবে করিয়া নিশ্চয়।
সভাসদ্‌জনগণে আদেশ করয়॥
শুন ভ্রাতা বন্ধুগণ কালি শুভক্ষণে।
যাব সবে নন্দিশ্বরে রাজ-নিমন্ত্রণে॥
নগরের দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা সর।
প্রতিগৃহে আছে যত আনাহ সত্বর॥
উদ্যানের ফল মূল শাক সব্জী যত।
সংগ্রহ করহ সবে হয়ে ত্বরান্বিত॥
নরযান অশ্বযান যাবে রাজপুরে।
চালকগণের সহ রাখ স্থির ক'রে॥
গো-শকট চাহি বহু আনহ এখানে।
শকটে অনেক দ্রব্য যাইবে সেখানে॥
গো-শকটে অধিকাংশ যাবে নর-নারী।
নগর-রক্ষক রক্ষা করিবেক পুরী॥
এতেক আদেশি রাজা সুভদ্রকে লয়ে।
হৃষ্ট মনে রাজপুরে প্রবেশিল গিয়ে॥
তথায় কীর্ত্তিদারাণী লয়ে নারীগণ
একত্রে বসিয়া নানা কথা আলাপন—

করয়ে ধনিষ্ঠাসনে, হ'য়ে আনন্দিত।
সুভদ্রে লইয়া রাজা হ'ল উপনীত ॥
কহিল, শুনহ রাণি ! সপরিবারেতে।
নন্দিশ্বরে যাইতে হইবে কল্য প্রাতে ॥
ভোজ্যদ্রব্য বহুমূল্য বসন-ভূষণ।
ল'য়ে যেতে হবে কৃষ্ণে করিতে অর্পণ ॥
সে সকল দ্রব্য পরে হবে আয়োজন।
সুভদ্র বৎসেরে অগ্রে করাহ ভোজন ॥
সুভদ্র করিল রাণীর চরণ বন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি রাণী করিল চুম্বন ॥
বসাইয়া গৃহে রত্ন পালঙ্ক উপরে।
জিজ্ঞাসে কুশল মিষ্টবাক্যে অতি ধীরে।
বহুমূল্য আসন পাতিয়া সেই খানে,
দাসী ল'য়ে বহুবিধ ভোজ্যদ্রব্য এনে—
অতি যত্নে শ্রীসুভদ্রে করায় ভোজন।
তার সহ করে বহু কথা আলাপন ॥
শ্রীরাধা শ্রীরূপে ল'য়ে থাকিয়া গোপনে
জননীর সঙ্গে সুভদ্রের কথা শুনে ॥
তারপর ভোজনান্তে সুভদ্র শুইল।
বৃষভানুপুর-রাণী কার্য্যান্তরে গেল ॥
শ্রীরাধা সঙ্গিনী সঙ্গে রবি পূজা ছলে।
রাধাকুণ্ডে গমন করিল যথাকালে ॥

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশু গায় নন্দ-মহোৎসব ভাষা ॥

(সুভদ্রের স্বপ্ন ও ভানুপুর দর্শন)

এখানে সুভদ্র শুয়ে ভানুরাজ গেহে।
পুরের ঐশ্বর্য্য দেখি স্বগতঃতে কহে ॥
শ্রীরাধার উপযুক্ত পিত্রালয় বটে।
দেবতার এ সম্পদ কখনো কি ঘটে ॥
লক্ষ্মীগণ-শিরোমণি শ্রীরাধা নিশ্চয়।
মোদের কৃষ্ণ ও পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্যময় ॥
ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা হ'ল আকর্ষণ।
স্বপ্নে দেখে রাধাকৃষ্ণ অপূর্ব্ব মিলন ॥
কখনো শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গে রাধা প্রবেশয়।
কখনো রাধার অঙ্গে কৃষ্ণ মিশি রয় ॥
নন্দরাজ যশোমতী দেব বলরাম।
রোহিণী কীর্ত্তিদা বৃষভানু শ্রীশ্রীদাম ॥
সখী সখা পৌর্ণমাসী আদি ব্রজজন।
গিরি-গোবর্দ্ধন আর ব্রজের গোধন ॥
রবি শশী গ্রহ তারা অনল সাগর।
বন উপবন নদী প্রাণী চরাচর ॥
রাধাকৃষ্ণ মিলিতাঙ্গ হ'তে বাহিরায়।
ক্ষণ পরে পুনঃ গিয়া প্রবেশয়ে তায় ॥

স্বপ্ন দেখি সুভদ্র হইল হতজ্ঞান।
নিদ্রা ভঙ্গে বিস্ময়ে পুরিল মনপ্রাণ॥
ভাবিল শ্রীরাধা কৃপা করিয়া আমারে।
নিজতত্ত্ব জানাইল এই স্বপ্ন দ্বারে॥
উঠি প্রক্ষালন করি নয়ন বদন।
বাহিরিল করিবারে পুরী দরশন॥
শ্বেতবর্ণ মণিময় পর্ব্বত উপরি।
দেখে বিরাজিত বৃষভানু-রাজপুরী॥
নীলকান্ত পদ্মরাগ মরকত মণি।
নির্ম্মিত ইষ্টকে রাজপুরীর গাঁথনি॥
অতি উচ্চ অট্টালিকা শোভে চারিদিকে।
পঞ্চ সপ্ততল তাহে রহে থাকে থাকে॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত স্তম্ভ সারি সারি।
ঝালরে শোভিত অলিন্দেরে আছে ধরি॥
নন্দিশ্বর পুরী মাঝে যত কিছু আছে।
বৃষভানুপুরে যেন ঢালা এক ছাঁচে॥
পুষ্পোদ্যান সরোবর তোরণ চত্বর।
রাজমার্গ ক্ষুদ্রমার্গ সবি মনোহর॥
বর্ণনীয় নহে তাহা অনুভব হারে।
দিগ্ দরশন করে কৃষ্ণ কৃপা যারে॥
বৃষভানুরাজ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়।
প্রাণাপেক্ষা কোটিগুণ বাসে শ্রীরাধায়॥

স্নেহবশে কন্যারত্নে সুখী করিবারে।
সতত চেষ্টিত রাজা আছেন অন্তরে॥
সেই হেতু যাবট ও বৃষভানুপুরে,
রাধা নিবসতি তরে মনোমত ক'রে—
করায়েছে নব-পুরী অতি মনোহর,
রাজপুর মাঝে নাই সেরূপ বাসর॥
গৃহের সৌন্দর্য্য দেখি সুভদ্র বিস্ময়।
ভাবে এই গৃহ বুঝি প্রহেলিকালয়॥
অন্তঃপুর-বায়ুকোণে সে পুরীরাজিত।
রাধা-নিকেতন বলি লোকে আছে খ্যাত॥
সে পুরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকদ্বয়।
অতীব অগম্য হেরিলেই ভয়হয়॥
গিরিগাত্রে গুপ্তমার্গ গিয়াছে নামিয়া।
স্বর্গের সোপান প্রায় রয়েছে পড়িয়া॥
সসঙ্গিনী-শ্রীরাধিকা সেই মার্গ দিয়ে।
অভিসারে যায় সর্ব্বজনেরে বঞ্চিয়ে॥
যদিও সে মার্গ বটে দেখিতে দুর্গম।
অভিসার কালে হয় অতীব সুগম॥
নিম্নাংশে দক্ষিণে শোভে কদম্ব-কানন।
পশ্চিমে অদূরে সুবিস্তৃত কাম্যবন॥
রাজপুরী পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব দিকে।
দরশনে সুভদ্র চলিল মন সুখে॥

সুভানু বিভানু রত্নভানুর আলয়,
চন্দ্রভানু মহিভানু রাজাত্মীয় চয়,
একে একে সবার আলয় নিরখিয়া,
নন্দরাজ নিমন্ত্রণ বারতা কহিয়া—
প্রত্যাগত সুভদ্র হইল রাজপুরে,
তথা ভানুরাজ দ্রব্য আয়োজন করে।
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গপদ করিয়া ভরসা।
দাস আশু গায় নন্দমহোৎসব ভাষা॥

চতুর্থ উল্লাস।

জয় জয় গুরুদেব প্রেমের মূরতি।
কৃপা করি দেহ দাসে বিমল ভকতি॥
জয় রাধা-রস-তনু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ প্রেম-কলেবর॥
জয় শ্রীঅচ্যুত তাতঃ জয় গদাধর।
জয় শ্রীবাসাদি-প্রভু-ভকত নিকর॥
তোমাদের কৃপামাত্র ভরসা আমার।
সাধন-ভজন-হীন আমি দুরাচার॥
ব্রজের নির্ম্মল রসে নহি অধিকারী।
তথাপি সে রস লয়ে টানাটানি করি॥

তোমারা আইলে বিতরিতে প্রেম-সুধা
মূঢ়জনে বিন্দুদানে ঘুচাও সে ক্ষুধা ॥
দোষের আকর আমি অতি অপরাধী।
নিজ গুণে অহৈতুকী কৃপা কর যদি ॥
গাইব ভক্ত-আরাধ্য রাধাকৃষ্ণলীলা।
দাও শক্তি, দাও ভক্তি, দাও পদধূলা ॥
রাধাকুণ্ডে যত লীলা করিয়া যুগলে।
পরস্পর ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যথাকালে ॥
কৃষ্ণ গেল গোষ্ঠে, অতি ব্যথিত অন্তরে
বিরহ-বিধুরা-রাই এলো ভানুপুরে ॥
কহিতেছে বিশাখায় শুন প্রাণসখি।
প্রাণনাথ বিনা সবি শূণ্যময় দেখি ॥
এখানেতে আছি বটে স্বাধীনতা-সুখে
যাবৎ অপেক্ষা মরি অদর্শন দুঃখে ॥
গোচারণ করি নাথ আইসে যখন।
সে সময়ে সেখানেতে হ'তো দরশন ॥
আলয়ে থাকিয়া তার চন্দ্রশালা হ'তে।
মোর চন্দ্রশালা দৃষ্ট হয় অদূরেতে ॥
চন্দ্রশালা হ'তে দেখিতাম সে বদন।
এখানে সে সুখে আছি বঞ্চিত এখন ॥
জরজর হ'ল তনু বিরহের বিষে
প্রাণ যায় প্রাণসখি! বাঁচি বল কিসে।



ব্যাকুল হইল প্রাণ কাঁপিছে শরীর ।
প্রত্যঙ্গ অবশ হ'ল মন নহে স্থির ॥
দারুণ তাপেতে অঙ্গ অগ্নিসম জ্বলে ।
নয়ন ভরিল জলে দৃষ্টি নাহি চলে ॥
বলিতে বলিতে ধনি হয়ে মুরছিত ।
পড়িল কদলী-তরু যেন বাতাহত ॥
সখিগণ আস্তে ব্যস্তে তুলিল শয্যায় ।
শীতলিতে অঙ্গ দেয় চামরের বায় ॥
নয়নে বদনে দিল সুশীতল বারি ।
চীন চেলে শ্রীমুখ মুছায় ধীরি ধীরি ॥
বিরহের তাপ অঙ্গে বাড়িতেছে দেখি ।
কস্তুরী চন্দন অঙ্গে দেয় কোন সখী ॥
বৃন্তহীন করিয়া কুসুম রাশি রাশি ।
শয্যায় বিছায়ে দেয় কোন কোন দাসী ॥
শুখায় চন্দন পুষ্প অঙ্গতাপে ত্বরা
তাহা হেরি যত সখী হ'ল দিশেহারা ॥
কেহ কর্ণ নিকটে শুনায় কৃষ্ণ নাম ।
ললিতা কহিছে সখি এলো তব শ্যাম ॥
নাম শুনি ভাবাবেশে নয়ন মুদিয়া ।
অতি ধীরে ইতি উতি গ্রীবা ফিরাইয়া ।
মৃদুভাবে কহে সখি কোথা সে রতন ॥
আনহ হৃদয়ে ধরি যুড়াই জীবন ॥

বিশাখা কহিছে এত অধৈর্য্য হইলে।
চলিবে কি প্রাণসখি ভয় রাখ কুলে॥
পুনঃ বাহ্যজ্ঞানহত হলো কমলিনী।
প্রলাপিয়া কহে মৃদুভাষে এই বাণী॥
নিরদয় নিঠুর, কোথায় বল ছিলে।
ওখানে দাঁড়ায়ে কেন হেথা যদি এলে॥
এস নাথ! এস বঁধু! এস হৃদয়েশ!
হৃদয়ে পেতেছি শয্যা হৃদে এসে ব'স॥
এইরূপ কহে কভু কাঁদে কভু হাসে।
কভু তর্জ্জে কভু অঙ্গে বেপথু প্রকাশে॥
সেইকালে ইন্দুপ্রভা শ্রীকৃষ্ণের দাসী।
যশোদা প্রেরিতা হয়ে দাঁড়াইল আসি॥
সে কহিল রাজবালা নিবেদন করি।
আমি ইন্দুপ্রভা তব কৃষ্ণের কিঙ্করী॥
বিশেষ সংবাদ ল'য়ে আসিয়াছি হেথা।
সম্বরি ও ভাব শুন প্রাণেশ-বারতা॥
অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় ইন্দুর সেই বাণী।
শ্রীরাধা পাইল যেন মৃত-সঞ্জীবনী॥
বিরহ-দগধ-প্রাণ শীতল হইল।
মৃগ-দর্প-হারী-নেত্র ধীরে উনমিল॥
কৃষ্ণের কিঙ্করী হেরি আনন্দিতা হয়ে।
অঙ্গ মোড়া দিয়ে রাই বসিল উঠিয়ে॥

তাহা হেরি সখিদের আনন্দ অপার।
শুষ্ক মুখপদ্মে হলো হাসির সঞ্চার ॥
বিনোদিনী সুস্থা হয়ে ইন্দু প্রতি বলে।
কি সংবাদ বল ইন্দু! কেমনে আইলে ॥
ইন্দুপ্রভা কহে শুন রাজার নন্দিনি!
তোমার সমীপে পাঠাইল ব্রজরাণী ॥
ভগবতী পৌর্ণমাসী আদেশিল তাঁরে।
তব কর-পক্ক দ্রব্য কৃষ্ণে ভুঞ্জাবারে ॥
অনুরোধ বিশেষ রাণীর তোমা প্রতি।
পক্কান্ন-মিষ্টান্ন কিছু পাঠা'তে সম্প্রতি ॥
আর এক নিবেদন করি শ্রীচরণে।
গোকুল-আনন্দ মোরে কহিল গোপনে ॥
যাইতেছ ইন্দু তুমি প্রিয়ার নিকট।
জানাইবে এ উৎসবে আমার সঙ্কট ॥
নিরন্তর হৃদে উদি তার চন্দ্রানন।
সুখী না করিয়া করে অনল বর্ষণ ॥
যদবধি প্রিয়া, মুখ-চন্দ্র সুধা দান।
না করিবে কোনমতে জুড়াবেনা প্রাণ ॥
মিলিতে বিহিত চেষ্টা করিতেছি আমি।
এ সংবাদ প্রিয়ায় জানায়ে রেখো তুমি ॥
দয়া যেন করে এই চিরাশ্রিত জনে।
নতুবা বিরহে তার মরিব পরাণে ॥

ইন্দুপ্রভা মুখে শুনি এ সব বারতা।
কৃষ্ণময়ী-কৃষ্ণ দুঃখে হৃদে পেল ব্যথা॥
নিজ দুঃখ দূরে গেল কৃষ্ণ দুঃখে দুঃখী।
চিন্তা মাত্র কি উপায়ে কৃষ্ণে করি সুখী॥
কৃষ্ণসেবা সামগ্রীর প্রস্তুত কারণে।
ব্যস্ত হ'য়ে বিনোদিনী কহে দাসীগণে॥
ত্বরায় করহ চুল্লী অগ্নি সংযোজিত।
পক্কান্নাদি প্রস্তুতের দ্রব্য আন যত॥
ইঙ্গিত পাইয়া শ্রীরাধার দাসীগণ।
সত্বরে করিল সব দ্রব্য আয়োজন॥
তবে রাই বিধুমুখী সখিগণে ল'য়ে।
রত্নাসনে বসিল রন্ধনশালে গিয়ে॥
উপদেশমত পাক সামগ্রী সকল।
প্রস্তুত করিয়া দিল কিঙ্করীর দল॥
অমল কটাহ আনি বহু চুল্লী পরি।
সঘৃত বসায়ে দিল ক্রমে সারি সারি॥
শ্রীরাধিকা সখী সঙ্গে পাকেতে বসিয়া।
বিরচিল নানাদ্রব্য বঁধুর লাগিয়া॥
অনঙ্গবটিকা আর অনঙ্গগুড়িকা।
শিখরিণী, রসালা ও অমৃতকেলিকা॥
রচিল কর্পূরকেলি কর্পূর-বাসিত।
বিবিধ লড্ডুক যাহে বঁধুয়ার প্রীত॥

খাজা, গজা, বালুসাই, মোহন-কচুরী।
জিলাপি, মিঠাই, মণ্ডা, রসগোল্লা, পুরি ॥
ছানা, নারিকেল-ক্ষীর, সর, দধি, ঘৃত।
গোধুমাদি-চূর্ণ পক্ক-কদলী-মথিত ॥
পক্ক আম্ররস নেবু আনারস-রস।
যার মিষ্টতায় গন্ধে রসনা সরস ॥
এই সব উপাদান আবশ্যক মতে।
মিশ্রিত মথিত করি একেক দ্রব্যেতে ॥
কারে বা ভর্জ্জিত কারে রাখি অভর্জ্জিত।
সিতপল শর্করার রসে করি সিক্ত।
মোদক বটক তাহে কৈল কতরূপ।
কতক করিল ফল ফুল অনুরূপ ॥
সুবর্ণ রজত:পাত্রে সেবাদ্রব্য ভরি।
প্রতিপাত্রে প্রদানিল তুলসী মঞ্জরী ॥
রাখিয়া সকল দ্রব্য অতি সযতনে।
বসিল শ্রীরাধা আসি রত্ন-সিংহাসনে ॥
দাসী আসি চীন-চেলে মুছাইল গায়।
কেহ নিবারয়ে ঘর্ম্ম চামরের বায় ॥
কোন দাসী করি দিল হস্ত প্রক্ষালন।
সুগন্ধি বারিতে ধৌত করিল বদন ॥
এইরূপে সখিগণে সেবন করিয়া।
সেবিকার দল গেল আনন্দে ভরিয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণ-সেবিকা ইন্দুপ্রভায় তখন।
শ্রীরূপমঞ্জরী যত্নে করা'ল ভোজন ॥
ইন্দুপ্রভা সঙ্গে নানা কথার প্রসঙ্গে,
ক্ষণকাল বিনোদিনী কাটাইয়া রঙ্গে—
কনকমঞ্জরী আর রতিমঞ্জরীরে,
আদেশ করিল যাইবারে নন্দিশ্বরে ॥
অনুমতি পেয়ে দোঁহে, ইন্দুপ্রভা সনে।
ভোজ্যদ্রব্য লয়ে চলে আনন্দিত মনে ॥
এখানে শ্রীরাধায় লইয়া কোন দাসী।
খসাইয়া বেণী এলাইল কেশরাশি ॥
কার মন নাহি মোহে সে কেশ হেরিয়া।
যেই কেশ-পাশে বাঁধা শ্যাম-বিনোদিয়া ॥
ভূষণাঙ্গী-অঙ্গ হ'তে খুলিয়া ভূষণ।
সুবাসিত তৈল অঙ্গে করিল মর্দ্দন ॥
মণিময় ঘটে পূর্ণ সুবাসিত বারি।
স্নান বেদিকায় ল'য়ে যোগায় কিঙ্করী ॥
তারপর সখিগণ শ্রীরাধায় লয়ে।
বেদিকার রত্নাসনে বসাইল গিয়ে ॥
মহানন্দে সবে মিলি করাইল স্নান।
আঁখিভরি সেরূপ-মাধুরি কার পান—
কেশের দেহের বারি মুছি চীন-চেলে,
মনোহর ঘাঁগরা পরাল কুতূহলে ॥

নীলাম্বরী উড়নিতে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া।
অঙ্গনে লইয়া গেল পুষ্প বরষিয়া॥
সেখানে বসায়ে মণিময় সিংহাসনে।
কেশ অঙ্গ পুনঃ মুছাইল সযতনে॥
সুগন্ধি অগুরু-ধূপে অগ্নি সংযোজিয়া।
পৃষ্ঠদেশে রতন ঝাঁজরী বিছাইয়া,
তদুপরি সুদীর্ঘ কুটিল কেশরাশি—
বিথারিয়া দিল তার আর্দ্রতা বিনাশি॥
সুকুসুম সুবাসিত তৈল মাখাইয়া,
সুদিব্য চিরুণী দিয়ে ধীরে আঁচরিয়া—
ভুবনমোহন ছাঁদে বিনাইল বেণী,
শোভায় পলায় লাজে কালীয়া নাগিনী॥
এইরূপে একে একে ষোড়শ শৃঙ্গার। *
করিল কিঙ্করী সুষ্টুকান্ত স্বরূপার॥ †

* ষোড়শ শৃঙ্গার। যথা—

স্নান, নাসাগ্রে মণির উজ্জ্বলতা, নীলবসন পরিধান, কটিতটে নীবি, বেণী, কর্ণে উত্তংশ, অঙ্গে চন্দনলেপন, কেশমধ্যে পুষ্পবিন্যাস, গলদেশে মালা, হস্তে পদ্ম, মুখে তাম্বুল, চিবুকে কস্তুরীবিন্দু, কজ্জলাক্ষি, গণ্ডদেশ চিত্রিত, চরণে অলক্তক, ললাটে তিলক।

† সুষ্টুকান্ত স্বরূপ। অর্থাৎ—

স্বরূপের শোভা এত যে শৃঙ্গার ও অলঙ্কার তাহাতে আবশ্যক হয় না; সুকুঞ্চিত কেশরাশি, চঞ্চল বদন-কমল, দীর্ঘ নেত্র, বক্ষে

অঙ্গটি যাহার হয় ভুষার ভূষণ।
পরাইল সে অঙ্গে দ্বাদশ আভরণ ॥ *
বেশ করি সখীসবে নিরখি মাধুরী।
মণির মুকুর দিল সুমুখেতে ধরি ॥
নিজের মাধুর্য্য হেরি মোহিতা হইয়া।
ব্যাকুল হইল রাই বঁধুর লাগিয়া ॥
গুণমালা শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ দিল আনি।
প্রসাদ পাইয়া সুখী হ'ল বিনোদিনী ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশু গায় নন্দ-মহোৎসব ভাষা ॥

কুচদ্বয় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে; মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্কন্ধদেশ শোভনীয়, কর-নখর মনোহর রত্ন তুল্য। এরূপ রূপোৎসব ত্রিজগতে আর নাই।

* দ্বাদশ আভরণ। যথা—

শিরোচূড়ায় অপূর্ব্ব মণি, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলদেশে সুবর্ণ-পদক, কর্ণদ্বয়ে স্বর্ণশলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠ-ভূষা, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী, গলে তারাহার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে নূপুর; পদাঙ্গুলিতে অঙ্গুরী। এই দ্বাদশ আভরণ শ্রীরাধার অঙ্গ শোভা করে।

পঞ্চম উল্লাস।

(শ্রীরাধা ও সখিগণের কথোপকথন)

শ্রীরাধা সঙ্গিনীগণে কহে আনন্দিত মনে
অপরাহ্ণে বসিয়া ভবনে।
কুন্দলতা ভাগ্যবতী পাইয়াছে যোগ্য পতি
মিলিয়াছে মণি ও কাঞ্চনে॥
দুহুঁ হৃদি নিরমল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
রূপে গুণে দোহেঁ সমতুল।
দোঁহে বশ দোঁহাকার দুহুঁ মন নির্ব্বিকার
এ মিলন ভূতলে অতুল॥
প্রিয়সখী কুন্দলতা যা বলে স্বামীর কথা
তাহা শুনি জুড়াতো জীবন।
কিছু মিথ্যা নহে তার স্বভাবটি চমৎকার
কৃষ্ণ-জ্যেষ্ঠ পুরুষ রতন॥
মরি কিবা মিষ্টভাষী কথা যেন সুধারাশি
মুখে হাসি বিনয়ের খনি।
দেখি বটে নন্দিশ্বরে কখনো এমন ক'রে
মুখ তু'লে চাহিনা সজনি॥
পুরে আসিয়া ভোজনে আজি জননীর সনে
যখন কহিতেছিল কথা।
রূপমঞ্জরী সনে গিয়া আমি সংগোপনে
সন্নিকটে রয়েছিনু তথা॥

মনে কিছু ছিল সন্দ ঘুচিয়া গিয়াছে দ্বন্দ্ব
কুন্দ যাহা বলে সত্য অতি।
দেখিলাম স্বনয়নে বাক্য শুনিনু শ্রবণে
বটে তার মনোমত পতি॥
কৃষ্ণ-কথা সদা মুখে মত্ত যেন কৃষ্ণ-সুখে
কৃষ্ণ বৈ নাহি জানে আন।
কহিল যতেক কথা একটিও নহে বৃথা
শুদ্ধ কৃষ্ণ-যশোগুণ গান॥
লয়ে যাবে নন্দিশ্বরে বলিল এমন ক'রে
মনে হ'লো উড়ে যাই সখি!
বিধাতা করেছে নারী বয়স হয়েছে বৈরী
রূপ কুল প্রতিকুল দেখি॥
বলিল সে মহাশয় মাতা তব কন্যাদ্বয়
নিশ্চয় হইবে লয়ে যেতে।
যাবটেতে অনুমতি লইয়াছে নরপতি
ভয় কিছু না করিহ তাতে॥
বৃষভানুপুর গত যাবটের বধু যত
তব কন্যাদ্বয়ের সঙ্গিনী।
এ উৎসবে যাইবারে যাবটের প্রতিঘরে
অনুমতি লয়েছে নৃমণি॥
অতএব কালি প্রাতে সকলে লইয়া সাথে
তোমায় করিতে আগমন।

বহু অনুরোধ করি বলিয়াছে ব্রজেশ্বরী
তাঁর আশা করহ পূরণ ॥
তব কন্যা শ্রীরাধিকা রাণীমার প্রাণাধিকা
স্বীয় পুত্রসম বাসে তায় ।
তার পাক দ্রব্য ভিন্ন কৃষ্ণে না ভুঞ্জাবে অন্য
আশা-পূর্ণ ভার মা তোমার ॥
এইরূপে একে একে কত কথা জননীকে
সবিনয়ে কৈল নিবেদন ।
আবার বলিল—মাতা প্রাণকৃষ্ণে ছাড়ি হেথা
আসিয়াছি চঞ্চল জীবন ॥
বিশাখা কহে সজনি আমি ভাল মতে জানি
কুন্দলতা-পতির স্বভাব ।
নৈলে কি সে রসবতী অনায়াসে ত্যজে পতি
আমাদের পুরাতে অভাব ॥
ও কথা থাকুক এবে নন্দিশ্বর যেতে হবে
রাণী মাতা ডাকিয়া আমায় ।
বলিল বিশেষ ক'রে যাও বাছা বিশাখারে
অবগত কর শ্রীরাধায় ॥
খাইবার আয়োজন যে যে দ্রব্য প্রয়োজন
আজিই করহ গিয়া সবে ।
রাজা বলিয়াছে মোরে কালি সর্ব্ব পরিবারে
প্রাতে নন্দিশ্বরে যেতে হবে ॥

বিশাখার শুনি বাণী ছলে কহে সুবদনী
ছিল ইচ্ছা যাইতে উৎসবে।
শরীর অসুস্থ হ'ল কেমনে যাইব বল
নন্দিশ্বরে যাও তোমা সবে॥
ললিতা বলিল সখি! বিধি প্রতিকূল দেখি
কাহারও যাওয়া তো হবে না।
যাবটের প্রতি ঘরে বাদ অনুবাদ ক'রে
বধূ যেতে করিয়াছে মানা॥
আইল জনেক লোক শুনিয়া পাইনু শোক
পত্র লয়ে রাজ সন্নিধানে।
যাবটের নববধূ শ্রীরাধিকা নহে শুধু
কেহ যেন না যায় সেখানে॥
ললিতার এই বাণী সত্য মানি বিনোদিনী
বিশাল নিঃশ্বাস খেদে ছাড়ে।
ব্যাকুলা হইয়া অতি নিন্দে বিধাতার প্রতি
দুই গণ্ড বহি ধারা পড়ে॥
কহিল দারুণ বিধি! একি রে তব অবিধি
কেন নারী করিলি সৃজন।
যদি বা সৃজিলি সাধে বল্ কোন অপরাধে
পরাধীনা করিলি এমন॥
সখিগণ প্রতি কয় তোমাদের দোষ নয়
আমি অভাগিনী সঙ্গ-দোষে।

পাও সবে মনস্তাপ কত যে করেছি পাপ
সকলে বঞ্চিত কৃষ্ণরসে ॥
রাধার নয়ন জল দিয়ে বসন অঞ্চল
মুছাইল ললিতা-সুন্দরী ।
কান্দিতে কান্দিতে বলে ভাল লাগে নিজ ছলে
বুক ফাটে অন্যে যদি করি ॥
তোমার অসুখ কথা কেন বা বলিলে হেথা
প্রাণে ব্যথা কেন প্রদানিলে ।
হইলে তুমি অসুখী মরে যে তোমার সখী
জান নাকি তুমি চারুশীলে !
পরাণে হইলে ব্যথা কে সুখী হয়েছে কোথা
তুমি তব সখীর জীবন ।
কভু কি দেখেছে কেহ জীবন রাখিয়া দেহ
কোন স্থানে করেছে গমন ॥
করিলাম পরিহাস ত্যজ সখি মন-ত্রাস
আনন্দময়ের জন্মোৎসবে ।
ব্রজের কি কব কথা কৃষ্ণনাম আছে যথা
কেহ নাহি নিরানন্দে রবে ॥
চল যাই পুষ্পোদ্যানে লইয়া সঙ্গিনিগণে
তুলিব কুসুম ভরি ডালা ।
আজি মনোমত ক'রে পরাণ বঁধুর তরে
গাঁথিব যতনে সবে মালা ॥

ইহা বলি করে ধরি শ্রীললিতা আগুসরি
রাই লয়ে চলে পুষ্পোদ্যানে।
চলিল সঙ্গিনী যত নাম বা বলিব কত
তুষিতে সে জীবনের ধনে॥
শ্যাম চকোরের ফাঁদ রাই অকলঙ্ক চাঁদ
যায় ধীরে গজেন্দ্র-গমনে।
অগণিত সখী-তারা বেড়িয়া যাইছে তারা
ভৃঙ্গ এক এলো সেইখানে॥
রাধা-মুখ-পদ্ম-গন্ধে ত্যজিয়া কুসুম-বৃন্দে
ব্যাকুল হইয়া অলি আসে।
লঙ্ঘিয়া সখী-মণ্ডলী গুন্ গুন্ রব তুলি
রাই-মুখ-পদ্মে গিয়া বশে॥
বিনোদিনী পুনঃ পুনঃ করে করে নিবারণ
ভৃঙ্গবর বাধা নাহি মানে।
মধুর ঝঙ্কার করি রাই কাছে ঘুরি ফিরি
পুনঃ পুনঃ পরশে বদনে॥
বসন-অঞ্চলে ধনি আচ্ছাদিয়া মুখখানি
সকাতরে বিনয় বচনে।
ষট্‌পদ প্রতি কহে যাহা শুনি প্রাণ দহে
গীতে তাহা প্রকাশি এখানে॥

শ্রীরাধার উক্তি।

গীত—একতালা।

যাও হে মধুকর, সেই মধুর-আকর,
(আমার) শ্যাম-ইন্দিবর শোভে যেই সরে।
(আমায়) করোনা দগ্ধ করোনা হে বধ,
(এখন) বিদগধ-রাজ রাজে নন্দিশ্বরে॥
(আমার) নাম কমলিনী, কোথা পাব মধু,
এ কমলাধারে মধু দেয় বঁধু।
(এখন) বিরহ-অনল হৃদে জ্বলে ধু ধু,
(তোমার) পু'ড়ে যাবে পাখা পরশিলে মোরে॥
যাও মধুরিপু, মধুরিপু যথা,
মাধব-বান্ধব, রাখ মম কথা,
গুন্ গুন্ স্বরে গেয়ে প্রেম গাথা,
দিয়ে প্রেম-ব্যথা আন গিরিধরে॥
এ নয় নিধুবন, নহে বংশিবট,
নয় কুঞ্জ-কুল-কালিন্দির তট,
এখন এ রাধার বিষম সঙ্কট,
তীব্র হলাহল ঢালে তব স্বরে॥
আশু বলে অলি, কর উপকার,
প্রাণেশ্বরীর দুঃখ সহে নাকো আর,
যত মধু খাবে দিব পুরস্কার,
যুগলের মধুর-মিলন বাসরে॥

তৃতীয় লহরী।

প্রথম উল্লাস।

জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু কৃপা-অবতার।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ অভিন্ন তাঁহার ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রেমদাতা-শিরোমণি।
জয় প্রভু গদাধর ভক্তি-রস-খনি ॥
জয় শ্রীবাসাদি যত প্রভুভক্তগণ।
জয় জয় জগদ্‌গুরু রূপ সনাতন ॥
জয় রামানন্দরায় জয় দামোদর।
গণসহ কর কৃপা মো অতি পামর ॥
না জানি ভজন পূজা নাহি জানি তত্ত্ব।
কামাদির দাস আমি বিষয়েতে মত্ত ॥
শুনেছি সাধুর মুখে, অধম তারিতে।
তোমাদের আগমন এই অবনীতে ॥
আমার সমান মূঢ় না পাইবে আর।
কেমন দয়াল সবে জানিব এবার ॥
ভকতি বিহীন নাহি বুঝি শুদ্ধাশুদ্ধি।
নিষ্ঠা রুচি নাহি নামে জড়প্রায় বুদ্ধি ॥
তোমাদের কৃপা মাত্র করিয়া ভরসা।
আপনা শোধিতে গাই নন্দোৎসব ভাষা ॥

গুরু গৌরভক্ত-পদে কোটি নমস্কার।
তোমাদের পদধূলি সম্বল আমার ॥

যাবটের কথা।

নন্দিশ্বর অদূরে ঈশান কোণে গ্রাম।
সুবিস্তৃত গোপপল্লী শ্রীযাবট্ নাম ॥
শ্রীরাধার শ্বশুর আলয় তথা হয়।
এই হেতু সে গ্রামের প্রসিদ্ধি আছয় ॥
শ্রীরাধা-শ্বশুর গোলগোপ অতি ধন্য।
শাশুড়ী জটিলা পতি নাম অভিমন্যু ॥
আয়ান অপর নাম খ্যাত ধরাতলে।
কুটিলা আয়ান-ভগ্নী, কৃষ্ণ নামে জ্বলে ॥
আয়ানের সহোদর দুর্ম্মদের সহ।
শ্রীরাধার ভগিনীর হয়েছে বিবাহ ॥
ললিতা, চম্পকলতা, চিত্রা, ইন্দুরেখা।
তুঙ্গবিদ্যা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, বিশাখা ॥
এই অষ্ট সখী আর মঞ্জরীরগণ।
শ্রীরাধা-সঙ্গিনী যত কে করে গণন ॥
তার মধ্যে কয়টির নামমাত্র করি।
যাহারা শ্রীরাধিকার প্রসিদ্ধা মঞ্জরী ॥
রূপ, রতি, রস, গুণ, রঙ্গ, রাগ, কোল।
লবঙ্গ, কস্তুরী, গন্ধ, জ্যোতি, মঞ্জু, লীলা ॥

মণি পদ্ম অশোকাদি যতেক আছয় ।
বৃষভানু-নগরে সবার জন্ম হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা শক্তি যোগমায়া বলে ।
যাবটের পাত্রসহ পরিণয় ছলে ॥
হইয়াছে মাত্র তাহা মায়িক নিশ্চয় ।
স্বরূপেতে সকলেই কৃষ্ণ কান্তা হয় ॥
পারকীয়-রস করিবারে আস্বাদন,
সেই দ্বারে ভক্তবাঞ্ছা করিতে পুরণ ।
ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান,
অবতীর্ণ ব্রজ-পুরে জানে ভাগ্যবান ॥
গোলেকের পরিকর ব্রজে গোপকুলে ।
জনম লভিল আসি লীলা অনুকূলে ॥
এ সকল গুঢ় তত্ত্ব নান্দিমুখী কাছে ।
যোগমায়া পৌর্ণমাসী প্রকাশ ক'রেছে ॥
মহাপ্রভু-কৃপা-পাত্র গোস্বামীর গণ ।
নিজ নিজ গ্রন্থে করিয়াছে বিজ্ঞাপন ॥
ব্রজ, বৃন্দাবন আর মাথুরমণ্ডল ।
এক ধাম, তিন নাম প্রকাশ কেবল ॥
যদিও স্বরূপে কৃষ্ণ সকলের পতি ।
গোপী ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে নাহিক আসক্তি ॥
রাধাকৃষ্ণ সেবায় গোপীর অধিকার ।
উন্নত উজ্জ্বল রসে গোপী দেহ সার ॥

গোপরূপধারী কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
ব্রজে গোপ গোপী তাঁর পরিকরগণ ॥
সে রস সেবিতে যার হইবে বাসনা ।
গোপী আনুগত্য বিনা কদাচ হবে না ॥
আপনাকে ভাবিতে হইবে গোপীরূপে ।
ভাবিতে ভাবিতে সিদ্ধ হইবে স্বরূপে ॥
রাগাত্মিকা নাম ব্রজ গোপীর ভজন ।
তার অনুগত্য রাগানুগায় গণন ॥
অনুরাগ মাত্র এই ভজনের মূল ।
শাস্ত্রে কহে এ ভজনে নাহি সমতুল ॥
রাধাকৃষ্ণ সহ লীলা-পরিকর সবে ।
স্বরূপ বিস্মৃত যোগমায়ার প্রভাবে ॥
আপনাকে মানে সবে প্রাকৃতের প্রায় ।
রসপুষ্টি হেতু তাহা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥
গোপীগণ ভাবে কৃষ্ণে উপপতি ভাবে ।
গোপীগণে বধূভাব যাবটের সবে ॥
আছে নিজপতি মাত্র ভাবে গোপীগণ ।
সঙ্গম রহুক দূরে না করে স্পর্শন ॥
থাকুক সে তত্ত্ব কথা কিবা আমি জানি ।
লিখিনু আভাস মাত্র সাধু মুখে শুনি ॥
এ দুর্ভাগ্যে অনুরাগ উদিল না হায় ।
বহি ভার চিনিবাহী বলদের প্রায় ॥

সাধু ভক্তগণ দোষ ক্ষমিবে আমার।
অধিকারী নহি, করি তত্ত্ব পরচার॥
যাবট-নিবাসী সবে নন্দরাজ প্রজা।
উৎসবেতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে রাজা॥
বহু বহু গোপ বৈসে যাবটের মাঝ।
সুবিস্তৃত পল্লী সেই গোপের সমাজ॥
তার মধ্যে দশ বিশ নাম মাত্র বলি।
যাদের রমণী হয় শ্রীরাধার আলি॥
ভৈরব, বাহিক আর পিঠর, চণ্ডাক্ষ্য,
বালিশ, দুর্ব্বল গোপ গৃহকার্য্যে দক্ষ—
রক্তেক্ষণ, বক্রেক্ষণ, ভৈরবের ভ্রাতা,
পৃথক্ পৃথক্ গৃহে বাস করে তথা॥
বাহিকের অনুজ কপোত নাম হয়।
পিঠরের কনিষ্ঠ পতত্রি নাম কয়॥
গরুড়, বিদূর, গোপ, দুর্ম্মদ, বর্দ্ধন।
এ সবার পত্নী শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠাগণ॥
কিল, কেল, কারুণ্ড, তিলাট, সনবীর,
মঙ্গল, পিঙ্গল, গোণ্ড, দুর্লভ, সুধীর,
আয়ানের পড়সী নিকটে বাস করে।
গ্রামে যত বসে নাম কে কহিতে পারে॥
জটিলার গৃহের উত্তরে নাতিদূরে,
বৃষভানু-মহারাজ শ্রীরাধার তরে—

করায়েছে পুরী এক অতি চমৎকার।
অপূর্ব্ব পুরের শোভা, বর্ণে সাধ্যকার ॥
প্রকাণ্ড আলয় চারি পাশে শোভা করে।
মণির প্রাচীর আছে চারিদিক ঘে'রে ॥
মণি, মুক্তা, ঝালর, অলিন্দে শোভা পায়।
বিবিধ বরণ সারি সারি স্তম্ভ তায় ॥
হেমময় দ্বারবন্ধ প্রতি গৃহদ্বারে।
রতন-কপাট-যুগ্ম রহিয়াছে ধ'রে ॥
প্রতিগৃহ সুসজ্জিত রয়েছে এমনি।
হেরিলেই মনে হয় বিলাস বিপনী ॥
ভাবিবে ভাবুক দ্রব্য নামে কিবা কাজ।
কিনা আছে শ্রীরাধার আলয়ের মাঝ ॥
বিলাসিনী-শিরোমণি আমাদের রাই।
তাঁর গৃহে নাহি যাহা ত্রিলোকে তা নাই ॥
এক এক অট্টালিকা বহুত কুঠরী।
দ্বিতল ত্রিতল তার উপরি উপরি ॥
সপ্ততলা পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধেতে শোভা পায়।
চন্দ্রশালা শোভে অট্টালিকার চূড়ায় ॥
নন্দিশ্বরে শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রশালা যথা।
যাবটে শ্রীরাধিকার চন্দ্রশালা তথা ॥
গৃহে থাকি হ'লে দোঁহে বিরহ-কাতর।
চন্দ্রশালা হইতে দেখয়ে পরস্পর ॥

বিচিত্র সোপান শ্রেণী সুন্দর কৌশলে।
নির্ম্মিত হ'য়েছে ঊর্দ্ধে প্রতি তলে তলে ॥
শ্রীরাধার সঙ্গিনীর সংখ্যা করা ভার।
সখী দাসী মঞ্জুরী এ তিন আখ্যা তার ॥
তার মধ্যে বহু বহু দলভেদ আছে।
উজ্জ্বলেও গনোদ্দেশে উল্লেখ রয়েছে ॥
কোটি কোটি বরাঙ্গনা শ্রীরাধার দাসী।
রাধার আলয়ে সবে রহে দিবানিশি ॥
শ্রাবণ মাসের শুক্লা তৃতীয়া দিবসে।
সগণে এসেছে রাই জনক-নিবাসে ॥
এখন যাবট গৃহে আছে মাত্র দাসী।
গৃহাকাশ অন্ধকার, বিনে রাই-শশী ॥
পুরের উত্তরে বহে যমুনা অদূরে।
অমরের মন মোহে তীর শোভা হে'রে ॥
নানাজাতি তরুলতা শোভে দুই কুলে।
তরুলতা অঙ্গে কত ফল ফুল দোলে ॥
ফুলের সৌরভ ল'য়ে বহে সমীরণ।
গুঞ্জরিছে অলি, গান করে পাখীগণ ॥
গোধনাদি-ধনে ধনী অধিবাসী সবে।
রাধা যথা তথা কোথা অভাব থাকিবে ॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, নবনীত সর।
রহিয়াছে ভরপুর প্রত্যেকের ঘর ॥

স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত রয়েছে গোময় ।
দূরে হ'তে পর্ব্বত বলিয়া ভ্রম হয় ॥
গোধনের হাম্বারবে নগর কম্পিত ।
বৎস-কণ্ঠধ্বনি প্রতি গৃহে শত শত ॥
যাবটের দধি দুগ্ধ মন্থন শব্দে ।
পথিকের কর্ণে তালি লাগে পদে পদে ॥
গ্রামে হইয়াছে নন্দরাজ নিমন্ত্রণ ।
প্রতি গৃহে করে দধি দুগ্ধ আয়োজন ॥
নিমন্ত্রণে গিয়া তথা শ্রীকৃষ্ণে ভেটিতে ।
বহুবিধ সামগ্রী করয়ে সাধ্যমতে ॥
সর্ব্ব সুখে সুখী যাবটের অধিবাসী ।
এক মাত্র দুঃখ মনে জাগে দিবানিশি ॥
বৃষভানুপুরের যতেক কন্যাগণ ।
নববধূ তাহাদের হয়েছে এখন ॥
রূপে বাক্যে বধূগণ লোকাতীত বটে ।
পতি সহ কাহারও প্রীতি নাহি ঘটে ॥
এই দুঃখে তাহাদের হৃদি সদা ঝরে ।
কি আশ্চর্য্য বধূ বাধ্য নহে কারো ঘরে ॥
পরস্পর যথা তথা করয়ে মন্ত্রণা ।
কিরূপে ঘুচাবে সেই মনের যন্ত্রণা ॥
কন্যাগণ উপযুক্ত পাত্রগণ নহে ।
স্বামী-অনুরক্তা বধূ হয় কি উপায়ে ॥

নন্দরাজ-পুত্র হয় অতীব সুন্দর।
শুনিয়াছে আছে তার উপর নজর॥
যদি বধূগণ পড়ে তাহার নজরে।
কিম্বা বধূগণ হেরে সে সুন্দর বরে॥
পরস্পর নিশ্চয় হইবে বিমোহিত।
কুলমান আমাদের করিবেক হত॥
সেই দুঃখে সে চিন্তায় কাল কাটে তথি।
বিশেষতঃ যাবটের যতেক জরতি॥
পিত্রালয়ে যদিও গিয়াছে বধূগণ।
সেখানে হয়েছে নন্দরাজ নিমন্ত্রণ॥
কন্যাগণ ল'য়ে বৃষভানুপুরবাসী।
নন্দরাজ নিমন্ত্রণে যোগ দিবে আসি॥
নন্দরাজ নন্দরাণী যাবটের লোকে।
আপনার ভাবিয়া দেখয়ে প্রীতি চোখে॥
আনিবে তাদের বধূগণে নিজপুরে।
অনুমতি লইয়াছে প্রতি ঘরে ঘরে॥
উপরোধে অনুমতি দিয়াছে সবাই।
কিন্তু অন্তরেতে তাহে কেহ সুখী নাই॥
রাজপুত্র কৃষ্ণ অতি চঞ্চল হৃদয়।
বধূগণ যাইবেক তাহার আলয়॥
স্বভাবতঃ বধূগণ কৃষ্ণানুরাগিনী।
উন্মাদিনী প্রায় হয় কৃষ্ণ নাম শুনি।

সদা কৃষ্ণ নাম গুণ যথা তথা গায় ।
সুযোগ পাইলে পাছে অনর্থ ঘটায় ॥
উৎসবে যাইবে সবে আলয়ে তাহার ।
হ'তে পারে পরস্পর প্রণয় সঞ্চার ॥
এই আশঙ্কায় স্থানে স্থানে হয় যুক্তি ।
প্রকাশ্যেতে প্রতিবাদে কারো নাই শক্তি ॥
শ্রীরাধার ননদিনী কুটিলা প্রখরা ।
গালি দেয় জননীরে হইয়া অধীরা ॥
পোড়ামুখী চোক্-খেকী না শু'নে বচন ।
নন্দরাণী যশোদার যোগাইতে মন ॥
বধূ যেতে নন্দপুরে দিল অনুমতি ।
জানে না বধূর গুণ, বধূ খুঁকী অতি ॥
যার নাম রূপ গুণে বধূ পাগলিনী ।
সে কৃষ্ণের করে দেয় স'পিয়া আপনি ॥
আমি না থাকিলে বধূ থাকিত কি কুলে ।
ঢুলিত ধরিয়া সেই কেলে, ছোঁড়ার গলে ॥
দাদাও হ'য়েছে ভেড়ো কি হইবে আর ।
ভুলে যায় চাঁদমুখ দেখিলেই তার ॥
একবার স্বচক্ষেতে দেখে এনু বনে ।
মুখোমুখি বুকোবুকি রয়েছে দুজনে ।
আর যত ছুঁড়ীগুলো রয়েছে অদূরে ।
যুগলে মিলায়ে কারো আনন্দ না ধরে ॥

বৃষভানুপুর হয়, বেশ্যাপুর হ'তে।
আসিয়াছে যত বধূ যাবট্‌ গ্রামেতে॥
ছুটে এসে সব কথা বলিনু দাদায়।
শুনে দাদা ক্রোধে হ'ল অগ্নিশর্ম্মা প্রায়॥
চলিল আরক্ত আঁখি অসি ল'য়ে হাতে।
দেখাইতে আমিও চলিনু সাথে সাথে॥
কি আশ্চর্য্য—ছোঁড়াটা কি যাদুমন্ত্র জানে।
কালী হ'য়ে কালুটে ছোঁড়া রয়েছে সেখানে॥
বধূগুলো তার পদে দেয় পুষ্পাঞ্জলি।
দেখি দাদা আমারে উলটা দিল গালি॥
আরবার সাক্ষাৎ দেখিনু দুনয়নে।
পোড়ামুখো চুপি চুপি এসে এইখানে॥
ঢুকিল বধূর ঘর বসিল শয্যায়।
চুমিল বধূর মুখ, বধূ ধ'রে তায়॥
শোয়াইল বুকে লয়ে, রতনের খাটে।
দেখি সেই ব্যবহার বুক গেল ফেটে॥
আইনু দাদার কাছে বলিনু সে কথা।
লগুড় লইয়া দাদা ছুটে গেল তথা।
মিছে সেই গরজন শুধু এলো ফিরে।
আমাবে মারিতে গেল করে যষ্টি ধ'রে॥
কহিল রে পাপীয়সি, তুই মোর কুলে।
কলঙ্ক রটাস মিছে, মিছে কথা ব'লে॥

কোথা সে কুটিল কালা রাধার আগারে।
দেখিনু শুইয়া আছে মূষিকে মার্জ্জারে ॥
শয্যাগেহে প্রবেশিনু আমারে দেখিয়া।
পলাইল শয্যা হ'তে মোর কাছ দিয়া ॥
অন্য গেহে বধূ আছে সঙ্গিনীর সহ।
তথাপি খুঁজিনু তন্ন তন্ন করি গেহ ॥
দেব নয়, যক্ষ নয়, মানুষ সে কালা।
দেখিতে তো পাইতাম পলাবার বেলা ॥
অবাক্ হইনু, শুনি দাদার সে কথা।
মিছে কথা বলি যদি, খাব তোর মাথা ॥
বুঝিয়া না বুঝে দাদা, দেখিয়া না দেখে।
ছুঁড়ী ছোঁড়া ভেল্কি দিয়া, ভুলায় দাদাকে ॥
কি মন্তর জানে ওরা মনে করে যাহা—
করিতে হইতে পারে ইচ্ছামত তাহা ॥
তাই আর ভাল মন্দ কিছু নাহি বলি।
দেখিবে দুদিন পরে কুলে দিবে কালি ॥
জটিলা বলিছে বাছা শুনি লোকমুখে।
কোনটিতো একদিনো দেখিনু না চোখে ॥
কতবার দেখাইতে লোকে লয়ে যায়।
একবারো একত্রে না দেখি দুজনায় ॥
একবার পদ্মা মোরে লয়ে গেল বনে।
বলিল দুজনে আছে কদম্ব-কাননে ॥

তাড়াতাড়ি গেনু আমি কদম্বের বন,
কত গালি দিনু দেখি বধূর মতন—
বধূ বেশে সেজেছিল সুবল তথায়।
কৃষ্ণ-সহ ছিল ব'সে কদম্ব-তলায় ॥
ধরিয়া আনিনু তারে বধূ মনে ক'রে।
আসিয়া দেখিনু বধূ রহিয়াছে ঘরে ॥
বসন খুলিয়া তবু দেখিলাম তায়।
সত্য সত্য সুবল সে, মরিনু লজ্জায় ॥
আর একবার শৈব্যা কত দিব্য ক'রে।
বলিল আমায় চল আজি দিব ধ'রে ॥
সূর্য্যের মন্দিরে তব বধূ কৃষ্ণ ল'য়ে।
কত লীলা করিতেছে দেখাইব গিয়ে ॥
আয়ানে লইয়া আমি যাইনু ত্বরায়।
মাতা পুত্রে রহিলাম নিভৃতে তথায় ॥
দেখিলাম কৃষ্ণ নাই নিষ্ঠাবতী বধূ।
আরাধয়ে সূর্য্যদেবে আঁখি মুদে শুধু ॥
কিছুক্ষণ পরে গিয়ে দেবতা সম্মুখে।
হইনু পরম সুখী আরাধনা দেখে,
বধূপ্রতি প্রসন্ন হইয়া দিনমণি,
পুষ্প হ'তে উচ্চৈঃস্বরে অশরীরী বাণী—
বলিল মধুর কণ্ঠে, "শুন ভাগ্যবতি,
সুপ্রসন্ন হইলাম আমি তব প্রতি ॥

পুরিবে তোমার বাঞ্ছা তুমি পুণ্যবতী।
ত্রিজগতে তব সম নাহি কেহ সতী” ॥
সেই দৈব বাণী শুনি সন্দেহ ঘুচিল।
পাপ পুণ্য সাক্ষী রবি মিথ্যা কি বলিল ?
কুটিলা কহিল কাল্’টে কি কুহক জানে।
মোরা কি বুঝিব মাগো মোহে জগজ্জানে ॥
নাচিল সাপের মাথে, গ্রাসিল অনল।
বাম করাঙ্গুলে বলে তুলিল অচল ॥
না পুড়িল দাবানলে, না খাইল সাপে।
না মরিল গিরিবর গোবর্দ্ধন-চাপে ॥
অমর হইয়া সেটা ল’য়েছে জনম।
বিনাশিতে আমাদের কুলের ধরম ॥
শ্রীরাধার দাসী এক শুনিয়া গোপনে।
ক্রোধান্বিতা হয়ে এলো তার সন্নিধানে ॥
কহিল কুটিলে ! কেন নিন্দিস্ স্বামিনী।
তুই যত সতী তাহা সকলে তো জানি ॥
ছিদ্র কুম্ভে বারি আনা জানে জগজ্জন।
তুই কত সতী রাধা অসতী কেমন ॥
কুটিলা সভয়ে কহে বাছা আমোদিনি।
ক্ষমা কর ওরে ও বালিকা অবোধিনী ॥
না শুনে ও কথা যেন রাণী যশোমতী।
আমার মাথার দিব্য দিনু তব প্রতি ॥

কাহাকেও না বলিবে করি অনুরোধ।
এই শুভ কালে যেন না ঘটে বিরোধ ॥
তুমি ও তো যাবে বাছা উৎসব দেখিতে।
বধূকেও একথা না ব'লো কোন মতে ॥
যাবটের বহুলোক উৎসবে যাইবে ॥
তোমারা বধূর প্রতি নজর রাখিবে ॥
কেহ কোন কুকথাটি কহিতে না পারে।
বিশেষ করিয়া ভার দিলাম তোমারে ॥
আমোদিনী বলে মাতা কেন কর ভয়।
বধূর চরিত্র তব শুদ্ধ অতিশয় ॥
আসিয়াছি এবাটির তত্ত্ব লইবারে।
ত্বরা বৃষভানুপুরে যেতে হবে ফিরে ॥
তোমার মাথার দিব্য দিয়াছ যখন।
কাহাকেও একথা না বলিব তখন ॥
তোমার কন্যায় তুমি কর সাবধান।
মিছে কথা ব'লে যেন না ঘুচায় মান ॥
ইহা বলি দাসী তথা হইতে চলিল।
জটিলা গৃহের কার্য্যে মন নিবেশিল ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশু গায় নন্দমহোৎসব ভাষা ॥

চতুর্থ লহরী।

প্রথম উল্লাস।

মধ্যাহ্নে যুগলকুণ্ডে মিলিয়া যুগলে।
নিত্য নিয়মিত লীলা করি কুতুহলে॥
কৃষ্ণ গেল নিজালয়ে লইয়া গোধন।
নন্দিশ্বরে উৎসবাঙ্গ, অপূর্ব্ব তখন॥
যথাকালে শ্রীরাধা আইল ভানুপুর।
দাসীগণ সেবা করি শ্রম কৈল দূর॥
নন্দরাজ নন্দরাণী অতিশয় স্নেহে।
লালন করিয়া রাম-কৃষ্ণে নি- গেহে॥
কালোচিত সেবিতে কিঙ্করে আদেশিল।
স্নানাদি করায়ে দাস-বেশ করি দিল॥
রত্নাসনে শ্রীকৃষ্ণে বসায়ে নন্দরাণী,
ধুপ দীপ গন্ধ মাল্য স্বর্ণ থালে আনি,
বিপদ বিদূর হেতু করি নির্ম্মঞ্ছন—
রাম কৃষ্ণ বটু তিনে করালো ভোজন॥
শ্রীকৃষ্ণে নিকটে ডাকি যশোদা জননী।
শিরে কর দিয়ে চুম্বে চাঁদ মুখখানি॥
কহিল আদরে শুন প্রাণের গোপাল।
কালি হ'তে চরাইতে যেও না গোপাল॥

পরশ্ব হইবে তোর জনমের তিথি।
ওসময়ে যাইতে নিষেধ ইতি উতি॥
দাসগণ চরাইতে যাইবে গোধন।
নগরে করিবে খেলা লয়ে সখাগণ॥
দেখহ নগর-সজ্জা হ'তেছে কেমন।
কতলোক আসিতেছে মোদের ভবন॥
তিন দিন মহোৎসব হইবে এ পুরে।
কত যে কৌতুক হবে দেখিবে নগরে॥
আসিবে মোদের গৃহে ভানুপুর-রাজা।
আসিয়াছে আসিবেক বহু বহু প্রজা॥
কৃষ্ণ সখাগণে বলে শুন বৎসগণ।
তোমাদের বাড়ীতে হয়েছে নিমন্ত্রণ॥
কৃষ্ণের সহিত হেথা ভোজন করিবে।
তিন দিন কেহ নাহি গোচারণে যাবে॥
বলিয়াছি তোমাদের মাতা-পিতা-স্থানে।
নিযুক্ত করিতে লোক গোধন-চারণে॥
তোমরা গোপাল সঙ্গে এখানে থাকিয়া।
বেড়াবে নগরে সবে কৌতুক দেখিয়া॥
শ্রীমধুমঙ্গল বলে শুন রাণীমাতা।
চিরদিন যত্নে সবে পালি তব কথা॥
সখা কিন্তু তোমার আদেশ নাহি মানে।
আমাদের ভুলাইয়া লয়ে যায় বনে॥

কতরূপে আমিও তাহারে করি মানা।
থাকিতে না পারি মা কদমতলা বিনা॥
চপল বাগালি লয়ে সদা করে খেলা।
কে বুঝিতে পারে তব গোপালের লীলা॥
আমিও ভুলিয়া যাই ওর একগুণে।
মণোমত ভোজ্যদ্রব্য পাই মা কাননে॥
উহার কৃপায় আমি বনে যাহা খাই।
এখানে সেরূপ খাদ্য চক্ষে দেখি নাই॥
কত শত নর নারী আসে ওর স্থানে।
নব নব ফল মূল মিষ্টান্নাদি আনে॥
সে সব দ্রব্যের মাগো অদ্ভুত আস্বাদ।
অল্পেতে উদর ভরে এইটি প্রমাদ॥
এখানে এখন তুমি খাওয়াইলে যাহা।
খাইনু কি না খাইনু মনে নাই তাহা॥
ক্ষুধায় জ্বালায় মম জ্বলিছে অন্তর।
আবার ভোজন কিছু করাহ সত্বর॥
কালি যদি ভাল ভাল ভোজ্য পাই প্রাতে।
কদাচ সখায় বনে না দিব যাইতে॥
বলদেব বলে ওরে পেটুক ব্রাহ্মণ।
ফাটিবে উদর তব যে দেখি লক্ষণ॥
এই মাত্র ষোড়শোপচারে পূজা নিলে।
পুনঃ বল ক্ষুধায় অন্তর গেল জ্বলে॥

সূর্য্য পূজা ক'রে এলে সূর্য্যের মন্দিরে।
মিষ্ট ফল মূল কত পুরিলে উদরে॥
আবার এখনি তব ক্ষুধা হ'ল কিসে ?
দূর হও, পেটুক-ব্রাহ্মণ সর্ব্বনেশে॥
বটু বলে রাণীমাতা দিব্য করে বলি।
পাইয়াছিলাম সূর্য্য পূজায় যে গুলি॥
না খাইয়া বাঁধিয়া লইয়া গেনু বনে।
বলা দাদা বলে হরি খাইল সেখানে॥
স্বর্ণাঙ্গুরী পেয়েছিনু সাক্ষ্য দেখ তার।
কেড়ে লয়ে পরিয়াছে অঙ্গুলে উহার॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া কিছু ভয় নাই মনে।
আবার দিতেছে বাধা ব্রাহ্মণ-ভোজনে॥
মারিব উহায় আজি কে রাখিতে পারে।
ইহা বলি ভঙ্গী করি যায় মারিবারে॥
হাসি বলরাম করে ধরিল যখন।
ব্রহ্মহত্যা হ'ল বলি করয়ে ক্রন্দন॥
কতরূপ অঙ্গ-ভঙ্গী তর্জ্জন গর্জ্জন।
কভু ভূমে গড়াগড়ি কভু উল্লম্ফন॥
আদি প্রহসন দিয়া হাসাইল সবে।
বড় মাতা রোহিণী ডাকিয়া বলে তবে॥
রাম বড় দুষ্ট মম এস বাছা হেথা।
যা চাহিবে খাওয়াইব ইচ্ছা তব যথা॥

শুনিয়া আনন্দে বটু করতালি দিয়া।
করি কত অঙ্গ-ভঙ্গী চলিল নাচিয়া॥
কৃষ্ণ কহে ভোজনে যেতেছ সখা একা।
ডাকিলে না আমায় এবার যাবে দেখা॥
বটু বলে তোমার হয়েছে অগ্নিমান্দ্য।
পারিবে না খাইতে মিছাই কর দ্বন্দ্ব॥
আমার উদরে সদা ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে।
সে অগ্নির তেজে ভস্ম করয়ে সকলে॥
বলদেব বলে তবে ভাল দ্রব্য কেন।
এস আমি সে অনলে যোগাব ইন্ধন॥
বটু বলে ব্রাহ্মণে করহ পরিহাস।
রাম বলে তবে ত হইল সর্ব্বনাশ॥
পুনঃ বটু বলে বৃথা কথা না বলিব।
চলিলাম বড় মার কাছে আগে খাব॥
এত বলি চলে বটু রোহিণীর স্থানে।
কৃষ্ণ কহে জননীরে মধুর বচনে॥
কালি হ'তে নিষেধিলে গোচারণে যেতে।
শ্যামলী ধবলী তবে বাঁচিবে কি মতে॥
কি আশ্চর্য্য জননি গো, মোরে না দেখিলে।
তৃণ জল নাহি খায় প্রাণান্ত হইলে॥
পশুজাতি কি স্বভাব, কিরূপে বা চিনে।
নিজ বৎসে দুগ্ধ নাহি দেয় আমা বিনে॥

রাণী বলে গাভী দুটি রাখালে না দিবে।
আলয় নিকটে আনি বাঁধিয়া রাখিবে॥
পরে কৃষ্ণ জননীর ল'য়ে অনুমতি।
গেল ভগবতী পদে করিতে প্রণতি॥
রাধার বিরহানলে তনু মন জরে।
প্রণতি করিয়া পদে নিবেদন করে॥
শুন দেবি, আজিকার বিষম সঙ্কটে।
শ্রীরাধার সঙ্গলাভ ঘটে কি না ঘটে॥
দহিছে অন্তর নিরন্তর সেই দুঃখে।
যে যাতনা পাই তাহা কি বলিব মুখে॥
অন্তর-যামিন্ তুমি, জান তো সকল।
করহ উপায় তব ভরসা কেবল॥
দেবী কহে যাও তুমি বিশ্রাম ভবনে।
দূতী শান্তিদায় আমি পাঠাব সেখানে॥
প্রেরিবে তাহায় ভানুপুরে রাই কাছে।
করিব উপায় পরে, পরে যাহা আছে॥
তবে বিদ্যাধররাজ গেল শয্যালয়ে।
বিশ্রামের ছলে দেবী পদে প্রণমিয়ে॥
শান্তিদায় ভগবতী পাঠাইল তথা।
নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণ তারে বলিল কি কথা॥
তারপর সুবলাদি সখা লয়ে সঙ্গে।
গাভী দোহনের হেতু চলিল সুরঙ্গে॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

সায়াহ্ন সময়ে রাধা প্রমোদ-উদ্যানে।
ভ্রময়ে সঙ্গিনী লয়ে প্রসূন-চয়নে॥
তুলিছে বিবিধ ফুল গাঁথিবারে মালা।
দহিছে অন্তর কিন্তু বিরহের জ্বালা॥
ফুটিয়াছে সে উদ্যানে নানাজাতি ফুল।
করবী, কেতকী, যুথি, মল্লিকা, বকুল॥
গন্ধরাজ, চম্পক, মালতী, নাগেশ্বর।
কুটজ, সেফালি, বেলা, গোলাপ, টগর॥
যতেক সুগন্ধি পুষ্প রয়েছে জগতে।
সকলেরি তরুলতা আছে উদ্যানেতে॥
হাসিছে রঙ্গণ, জবা, অশোক, কিংশুক।
পলাশ, ধাতকী, স্থল-পদ্ম, পঞ্চমুখ॥
কোন স্থানে তমালে বেষ্টিত স্বর্ণলতা।
রসিক রসিকা ল'য়ে আলিঙ্গয়ে যথা॥
কোথাও মাধবী বেড়িয়াছে সহকারে।
কোথাও বা মালতী বেঁধেছে পুন্নাগেরে॥
এইরূপে যুগল যুগল তরুলতা।
নবকিশলয়-দলে সুশোভিত তথা॥
তখনও লতা কুঞ্জে পাপিয়ার গান।
হইতেছে ক্বচিৎ পিকের কুহু তান॥

শিখীসহ শিখিনী সুখিনী হ'য়ে অতি।
সহকার শাখে উঠে পোহাইতে রাতি ॥
শুক শারি সারি সারি উড়ি বসে শাখে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গান করি করি সুখে ॥
বক বকী বকাবকি করে ডালে বসি।
চকা চকী চখাচখী কাঁদে হেরি নিশি ॥
তুই মোর তুই মোর বলি পাখীকুল।
প্রতি তরুশিরে রব তুলেছে তুমুল ॥
নিরখিয়া তাহাদের সান্ধ্য-সম্মিলন।
বিনোদিনী বিরহে ব্যাকুলা প্রতিক্ষণ ॥
নয়নে বহয়ে নীর সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে।
সখী কর ধরি কহে অতি অনুতাপে ॥
এই তো তুলিনু ফুল করিয়া যতন।
কোথায় আমাব সখি, সে নীল রতন ॥
এ ব্রজের পশু পাখী সবে এই কালে।
বিরাজে পরমানন্দে যুগলে যুগলে ॥
আমি হতভাগিনী হইয়া ব্রজবালা।
সহিছি কেবল কান্ত-বিরহের জ্বালা ॥
যাঁরে সঁপিয়াছি এই জীবন যৌবন।
আঁখিভরি সে ধনে না হেরিনু কখন ॥
এ হেন জীবন বল কি কাজ রাখিয়ে।
ইহা বলি পড়ে ধরা মুরছিতা হ'য়ে ॥

খুলিল নীবির বাঁধ এলাইল বেণী।
থামিল নাসার শ্বাস, পলক-বিহীনী ॥
ব্যস্ত হয়ে শ্রীললিতা তুলি ধরে বুকে।
সুশীতল বারি দিল নয়নে ও মুখে ॥
চারিদিকে যত সখী করে হায় হায়।
কেহ কেহ দেয় অঙ্গে চামরের বায় ॥
কোন কোন সখী পুষ্পশয্যা বিরচিল।
ধরাধরি করি তাহে শোয়াইয়া দিল ॥
উচ্চ শব্দে শ্রবণে শোনায় কৃষ্ণনাম।
কেহ বলে হের সখি, আসিয়াছে শ্যাম ॥
পাদ-সম্বাহন কেহ করে ধীরে ধীরে।
স্বামিনীর দশা হেরি ভাসে আঁখিনীরে ॥
কিছুকাল পরে রাই দীর্ঘশ্বাস ফেলি।
প্রলপয়ে মৃদু মৃদু এইরূপ বলি ॥
এই যে উরসে মম করিয়াছ ক্ষত।
নিরখিয়া সখীগণ হাসিবেক কত ॥
দিয়াছ বিনোদ-বেণী করি উন্মোচন।
পুনঃ ত্বরা করি দেহ করিয়া বন্ধন ॥
ক্ষণ পরে বলে আরো অতি দৈন্য করি।
এস রসময় এস একবার হেরি ॥
দয়া করে যদি মনে পড়িয়াছে দাসী।
ওখানে দাঁড়ায়ে কেন আছ কালোশশী ॥

মান ক'রে তোমার করেছি অপমান।
তার কি এখনো মনে আছে অভিমান॥
তুমি বাড়ায়েছ মান তাই মান করি।
গুণ-হীনা জ্ঞান-হীনা আমি গোপনারী॥
ক্ষম অপরাধ নাথ! এস কৃপা করি।
দাও ও শীতল পদ তপ্ত হৃদে ধরি॥
কর যুড়ি ঊর্দ্ধে তুলি আধ আঁখিতারা।
ব্যাকুলা হইয়া বলে পাগলিনী পারা॥
যেওনা যেওনা বঁধু! বারেক দাঁড়াও।
মরে চিরদাসী তব চক্ষে হেরে যাও॥
পুনঃ অতি ক্রোধে কহে করিয়া তর্জ্জন।
নিঠুর, লম্পট, যাও করি না বারণ॥
কখনো মুচকি হাসি কহে এই মালা।
বল দেখি কে গেঁথেছে—আমি কি শ্যামলা?
এইরূপ নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভাবিনী।
প্রাণেশ বিরহে জ্ঞানহীনা উন্মাদিনী॥
হইয়া রয়েছে পড়ি প্রমোদ-উদ্যানে।
হেনকালে শান্তিদা আইল সেইখানে॥
ব্রাহ্মণ-দুহিতা শান্তি সুদক্ষা মিলনে।
নারদের উপদেশে রহে বৃন্দাবনে॥
নন্দিশ্বর, যাবট ও বৃষভানুপুরে।
তপস্বিনী বলি সবে সমাদর করে॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের হয় অতি আত্ম জন।
উভয়েই দূতীকার্য্যে করয়ে প্রেরণ ॥
পৌর্ণমাসী দেবীর একান্ত অনুগতা।
তাঁহার আদেশ মত বহয়ে বারতা ॥
শ্রীরাধার তদবস্থা হেরিয়া নয়নে।
কহে ব্যাকুলতা হয়ে রাধার শ্রবণে ॥
উঠ রাজবালা আমি শান্তিদা তোমার।
আসিয়াছি লইয়া কৃষ্ণের সমাচার ॥
শান্তিদাদূতীর মুখে কৃষ্ণনাম শুনি।
নয়ন মিলিয়া তারে হেরে বিনোদিনী ॥
কহিল বীণার স্বরে, এসেছ শান্তিদে।
কৃষ্ণের বারতা বলি শান্তি দাও হৃদে ॥
কুশলে তো আছে সেই গোকুল-রতন।
কোথায় কিরূপে কাল করয়ে যাপন ॥
শান্তিদা কহিল রাধে বলিব সকল।
চলহ আলয়ে তার সর্ব্বৈব কুশল ॥
এই গুঞ্জামালা কৃষ্ণ দিয়াছে তোমায়।
উঠ শান্ত হয়ে বসি পরহ গলায় ॥
অভিসার সঙ্কেতের মালা নিরখিয়া।
নববলে বলী রাই বসিল উঠিয়া ॥
কৃষ্ণের গ্রথিত মালা মহানন্দে পরি।
ললিতার স্কন্ধে বাহু আলম্বন করি ॥

ভানুপুরে নিজালয়ে করিল গমন।
কিঙ্করিয়া করি চলে চামর বীজন ॥
আলয়ের অলিন্দে বসিলে সিংহাসনে।
শ্রীরূপ প্রদানে বারি নয়ন-বদনে ॥
কোন দাসী করি দিল পাদ-প্রক্ষালন।
নিজাঞ্চল বস্ত্রে বারি করিল মুঞ্চন ॥
তারপর গৃহ মধ্যে শয্যার উপরে।
বসিল শ্রীরাধা, ল'য়ে শান্তিদা দূতীরে ॥
প্রিয় নর্ম্ম-সখী যত বসিল ঘেরিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ বারতা দূতী কহে বিথারিয়া ॥
শুন রসবতী, সে রসিক-চূড়ামণি।
তব সঙ্গ হেতু চিন্তে দিবস যামিনী ॥
কালি তার জন্মোৎসব দেখিবার তরে।
অসম্ভব জনতা হ'য়েছে সেই পুরে ॥
কত ক্রীড়া কৌতুক যে হয় কত স্থানে।
কাহারও সাধ্য নাই সম্যক বর্ণনে ॥
স্বামী পুত্র শোকাতুরা নৃত্যগীত বাদ্য।
দেখিয়া শুনিয়া দুঃখ ভুলিয়াছে সদ্য ॥
তার কিন্তু কিছুতেই মন নাহি ভুলে।
তুমি মাত্র জাগ সদা হৃদয়-কমলে ॥
ভগবতী নিকটে সে দুঃখ জানাইল।
দেবী মোরে ছলে কৃষ্ণ কাছে পাঠাইল ॥

কৃষ্ণের বিরহ দুঃখে আইলাম হেথা।
যে কষ্টে এসেছি তার কি বলিব কথা॥
বহুত মিনতি করি বলিল আমায়।
নিশি যোগে বৃন্দাবনে পাঠাতে তোমায়॥
যদিও জনতা পূর্ণ হয়েছে নগর।
কোনরূপে আসিবেক তোমার গোচর॥
তুমি যদি পূর্ণ নাহি কর তার আশ।
বুঝি তব বিরহে ঘটাবে সর্ব্বনাশ॥
দূতী মুখে শ্রীরাধাকান্তের দুঃখ শুনি।
উড়িয়া যাইতে বাঞ্ছা করিল তখনি॥
অবহিত্থা * স্বভাবে-ললিতা প্রতি কয়।
কি হইবে সখি, কর ইহার নিশ্চয়॥
ললিতা বলিল তবে পরিহাস ছলে।
মিছে কেন যাব ধনি সে গোবিন্দ-স্থলে॥
নন্দিশ্বরে তিথ্যুৎসবে যে সজ্জট্ট শুনি।
কিরূপে বাহির হবে সেই নীলমণি॥
সে মণির জ্যোতিঃ বল কেমনে লুকাবে।
বাহির হইলে বাধা অবশ্য পাইবে॥
শ্রীরাধা কাঁদিয়া কহে, মম ভাগ্য দোষে।
কত বাধা আছে সখি, তাহার দরশে॥

* অবহিত্থা—ভাব সংগোপন।

শান্তিদা সান্ত্বনা দিয়া রাই প্রতি কহে।
বৃথা চিন্তা কেন ধনি, যাবে নিঃসন্দেহে ॥
আমি পুনঃ নন্দিশ্বরে চলিলাম ফিরি।
যে কোন উপায়ে পাঠাইব গিরিধারী ॥
তাহার আশ্বাস-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া,
যতনে তাহাকে বহু ভোজ্য ভুঞ্জাইয়া,
নন্দিশ্বরে প্রেরণ করিল শীঘ্রগতি।
আন মনে স্নানাদি করিল রসবতী ॥
দাসীগণ শ্রীরাধা-আরতি আয়োজিল।
সখী সব সান্ধ্য-কৃত্য সারিয়া আইল ॥
হেম-থালে ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ জ্বালিয়া,
বিবিধ মাঙ্গল্য-দ্রব্য তাহে প্রদানিয়া,
সুগন্ধি কুসুম মালা গাঁথিয়া যতনে।
প্রাণাধিকা রাধায় বসা'ল সিংহাসনে ॥
গলদেশে পরাই কুসুমের হার।
নবেন্দু-ললাটে কৈল অলকা বিস্তার ॥
বাস, ভুষা, কেশ, বেশ-বিন্যাস করিয়া।
নির্ম্মঞ্ছন-পাত্র ললিতার করে দিয়া ॥
নৃত্য গীত বাদ্য আরম্ভিল কত জন।
কেহ কেহ করে অঙ্গে চামর বীজন ॥
আনন্দে ললিতা দেবী নির্ম্মঞ্ছন করে।
বিমোহিতা সবে রাই-মুখ-শোভা হেরে ॥

সেইকালে আসি রতি কস্তুরীমঞ্জরী।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ আনি দিল তথা ধরি ॥
নির্ম্মঞ্ছন সমাধিয়া ললিতা তখন।
শ্রীরাধায় সামগ্রী করায় দরশন ॥
কৃষ্ণাধরামৃত হেরি পাইয়া আঘ্রাণ।
পুলকে পুরিল কৃষ্ণ ভবানীর প্রাণ ॥

তৃতীয় উল্লাস।

[ক]

ভানুপুরে ভানুরাজ তেয়াগিয়া আন কাজ
নন্দিশ্বর যাইবার করে আয়োজন।
লয়ে ভ্রাতা বন্ধুগণে অতি হরষিত মনে,
সংগ্রহ করয়ে দ্রব্য যাহা প্রয়োজন ॥
দধি দুগ্ধ ছানা ঘৃত সর মাঠা নবনীত
নিজপুরে ভিন্ন গ্রামে যাহা যত ছিল।
আনাইল ভারে ভারে পৃথক্ পৃথক্ ক'রে,
পাত্র সহ শকটে তুলিতে আজ্ঞা দিল ॥
আহ্বানি মোদকগণে নানাবিধ উপাদানে
বহুবিধ পক্কান্ন মিষ্টান্ন করাইল।
রাখি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন শকটেতে
প্রচুর সকল দ্রব্য বোঝাই করিল ॥

আম জাম নানাজাতি অনারস নাশপাতি
নেবু, রম্ভা, কামরাঙ্গা, দাড়িম্ব, কাঁঠাল।
ুর, পেয়ারা, বেল, খরমোজা, নারিকেল,
আপেল, আঙ্গুর, আতা, দ্রাক্ষা, পিলু, তাল ॥
আদি নানাজাতি ফল সুমিষ্ট পক্ক সকল
উদ্যান হইতে আনি কৃষ্ণ সেবা তরে।
লইল যতন করি, কত তরিতরকারি,
আনাইল যথা তথা নাম কেবা করে ॥
মণি, মুক্তা, অলঙ্কার বস্ত্র বিবিধ প্রকার
কৃষ্ণে দিতে উপহার বহু মূল্য যার।
বাছিয়া বাছিয়া লয় মনোমত যত হয়
আনে আরো কতক বিপনি হ'তে তার ॥
নগরে অন্দরে বলে প্রস্তুত থাক সকলে
কালি অতি প্রাতঃকালে যাব নন্দালয়।
পুরের মহিলাগণে যাইবেক যে যে যানে
আজি তাহা দেখ, কালি বিলম্ব না হয় ॥
রত্ন চতুর্দ্দোলখানি রাখহ এখানে আনি
যাইবেক যাতে মম প্রাণের রাধিকা।
ডাকি কারুকরগণে সাজাইতে সযতনে
আদেশ যেমন তার হয় শোভাধিকা ॥
এইরূপে একে একে বিষয়ের পরত্তেকে
করিয়া উল্লেখ বিচক্ষণ ভানুরাজ।

লয়ে বন্ধু ভৃত্যগণ গমনের আয়োজন
কার্য্য সব সমাপন করিল অব্যাজ ॥
বিশ্রামান্তে কিছুক্ষণ স-সুভদ্র বন্ধুগণ
লয়ে পুর প্রবেশিয়া করিল ভোজন ।
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ ভোজনীয়
অপর্য্যাপ্ত প্রদানি তুষিল সর্ব্বজন ॥
আচমন করাইয়া তাম্বুল বিটিকা দিয়া
কিঙ্করেরা জনে জনে করিল সম্মান ।
রাজা মিষ্ট সম্ভাষণে তুষ্ট করি সর্ব্বজনে
বিশ্রামের অনুমতি করিল বিধান ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-পদ শিরে করি পরিচ্ছদ
দাস আশু গায় নন্দ-মহোৎসব ভাষা ।
নিতাই করুণা সিন্ধু পতিত জনের বন্ধু
কৃপা করি পূর্ণ কর অকিঞ্চন আশা ॥

[খ]

গোষ্ঠে কৃষ্ণ সখা সহ করি গো-দোহন ।
গাভী, গাভী-বৎসগণে করিয়া লালন ॥
গেহে আসি শালগ্রাম আরতি দেখিল ।
সখাগণে লয়ে দেব-প্রসাদ পাইল ॥
আচমন করি নিজ সখাগণ সঙ্গে ।
কিছুকাল কাটাইল কৌতুকাদি রঙ্গে ॥

পরে পিতা ভ্রাতা আদি বন্ধুগণ সনে।
অন্তঃপুরে প্রাবশিল ভোজন কারণে॥
তথা রাম কৃষ্ণ মাতা যশোদা রোহিণী।
সঙ্গে লয়ে যাতৃ আর অন্যান্য রমণী।
রাম কৃষ্ণ নৃপতি প্রভৃতি পরিজনে।
পুরাগত নিমন্ত্রিত কুটুম্বাদিগণে॥
আসন ও জল পাত্র সাদরে প্রদানি।
স্বর্ণথালে পক্বান্ন মিষ্টান্ন অন্ন আনি॥
প্রচুররূপে সবারে করায় ভোজন।
সামগ্রীর সুগন্ধেতে ভরিল ভবন॥
যার যাহা আবশ্যক পরিবেশে এনে।
সকলেই পরিতৃপ্ত হ'ল সে ভোজনে॥
ব্রজেশ্বরী উচ্চে নাহি কহে কোন কথা।
ইঙ্গিতে বলয়ে যার আবশ্যক যথা॥
এরূপে ভোজন-কার্য্য হলে সমাপন।
কৃষ্ণের মঙ্গল হোক বলে সর্ব্বজন॥
দাসগণ যোগাইল আচমন বারি।
তাম্বুল লইল সবে আচমন করি॥
সুখী হয়ে সর্ব্বজন বাহিরে চলিল।
বৈঠকে বসিয়া ক্ষণ-বিশ্রাম করিল॥
কৃষ্ণ প্রবেশিয়া স্বীয় বিশ্রাম ভবনে।
রতন পর্য্যঙ্কে বসে বিশ্রাম কারণে॥

ওথা স্নেহ মূর্ত্তিমতী রাণী যশোমতী।
আদেশিল রাম-মাতা রোহিণীর প্রতি ॥
যাও দিদি তল্লাসহ শ্রীরাধার দাসী।
কৃষ্ণ হেতু মিষ্ট দ্রব্য যারা দিল আসি ॥
ত্বরিতে তাদের যত্নে করায়ে ভোজন।
রাধা স্থানে মিষ্টন্নাদি করহ প্রেরণ ॥
ধনিষ্ঠা-সঙ্গিনী গুণমালা তথা ছিল।
ব্রজেশ্বরী নিকটেতে কহিতে লাগিল ॥
শুন রাণীমাতা জানি বিশেষ করিয়া।
রাধা-দাসী না খাইবে রাধায় ছাড়িয়া ॥
রাণী বলে তবে আর কি কাজ বলিয়া।
ত্বরায় সামগ্রী দাও যাউক চলিয়া ॥
আদেশ পাইয়া দেবী রোহিণী তখন।
ভোজ্য-দ্রব্য ভাণ্ডারে করিল আগমন ॥
গুণমালা শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ সংগোপনে।
লইয়া চলিল দেবী রোহিণীর সনে ॥
রন্ধনশালায় বহু সামগ্রী লইয়ে।
বৃহৎ সংপুটে দেবী দিল সাজাইয়ে ॥
গুণমালা শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ মিশাইয়া।
সমর্পিল রাধার কিঙ্করী আহ্বানিয়া ॥
তারপর পুর মাঝে নারী যত ছিল।
ব্রজেশ্বরী আদেশিয়া সবে ডাকাইল ॥

সাদরে প্রচুররূপে করায়ে ভোজন,
আচমনী দেওয়াইয়া তাম্বুল অর্পণ—
করি তুষ্ট করে সবে অতি মিষ্টভাষে।
নারীগণ হৃষ্টমনে রাণীরে প্রশংসে ॥
দাস দাসীগণে শেষে করা'য়ে ভোজন।
বিশ্রাম-আলয়ে রাণী করিল গমন ॥
ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া সেইখানে।
সেবিতা হইল স্বীয় কিঙ্করীর স্থানে ॥
অবশেষে পরিচারিকাদি যত ছিল।
সে সকলে লয়ে রাণী ভোজন করিল ॥
নগরে অতিথি আগন্তুক দীন দুঃখী।
যত ছিল ভোজন করিয়া হ'ল সুখী ॥
ভোজনান্তে অভিনেতা অভিনেত্রীগণ।
সুসজ্জিত রঙ্গভূমে দিল দরশন ॥
গোপরাজ ভ্রাতা বন্ধু স্বজনে লইয়া।
রঙ্গমঞ্চে রাজাসনে বসিলেন গিয়া ॥
বাজিছে মৃদঙ্গ বীণা মুরজ মন্দিরা।
নর্ত্তকীর অঙ্গ ভঙ্গী কিবা মনোহরা ॥
ঐক্যতান বাদনেতে সুর মিলাইয়া।
গায়ক গায়িকা গায় মন বিমোহিয়া ॥
কিছুপরে সভাস্থলে আইল শ্রীকৃষ্ণ।
হেরিয়া সভাস্থ সবে অতিশয় তুষ্ট ॥

সখাগণ লয়ে কৃষ্ণ আসনে বসিল।
গুণিগণ স্বীয় স্বীয় গুণ প্রকাশিল॥
হেরিছে নয়নে মাত্র তা সবার খেলা।
খেলিছে হৃদয়ে কিন্তু ভানুরাজবালা॥
কিছুতেই সুখ নাই রাধাসঙ্গ বিনে।
মুখে মাত্র বৃথা বাক্যে তুষে সর্ব্বজনে॥
এইরূপ আন মনে রহে সভাস্থলে।
যশোদামাতার ডাক এল হেনকালে॥
রক্তক নামক দাস রাজায় কহিল।
রাণীমাতা যুবরাজে নিতে পাঠাইল॥
আজ্ঞা দিল গোপরাজ কৃষ্ণে লয়ে যেতে।
চলিল স-সখা কৃষ্ণ রক্তক সহিতে॥
রোগী যাহা চায়, বৈদ্য করিলে ব্যবস্থা।
সুখী যথা রোগী, কৃষ্ণ হ[illegible] অবস্থা॥
চলিল গোকুলচন্দ্র আনন্দে ভাসিয়া।
জননী নিকটে উপনীত হ'ল গিয়া॥
কহিল জননী—বাছা প্রাণের কানাই।
রজনী হয়েছে আর জেগে কাজ নাই॥
যণাবর্ত্ত দুগ্ধ কিছু করিয়া ভোজন।
শীঘ্র শয্যাগেহে গিয়া করহ শয়ন॥
সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ দুগ্ধ পান কৈল।
রাণী কৃষ্ণ-সখাগণে গেহে পাঠাইল॥

রক্তক পত্রক দাসে করিল আদেশ।
শুন বৎসদ্বয় মম আদেশ বিশেষ॥
কেহ যেন কৃষ্ণের না নিদ্রা ভঙ্গ করে।
সাবধানে থাক দোঁহে কৃষ্ণের দুয়ারে॥
ইহা বলি কৃষ্ণে রাণী করায়ে শয়ন।
স্বকীয় শয়নগেহে করিল গমন॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশু গায় নন্দ-মহোৎসব ভাষা॥

[গ]

ভানুপুরে নিজালয়ে লইয়া সঙ্গিনী।
কৃষ্ণকথা আলাপনে আছে বিনোদিনী॥
ওথা রাজঅন্তঃপুরে, কীর্ত্তিদা-সুন্দরী।
কীর্ত্তিমতী-ভগিনীরে কহে পুরে হেরি॥
শুন বোন, প্রাণাধিকা রাধিকা আমার।
রজনীতে এখনও করে না আহার॥
ক্ষুধায় কাতর বুঝি হয়েছে নিতান্ত।
অতি সুকঠিনা আমি কার্য্যে আছি ভ্রান্ত॥
সে আমার শান্তিময়ী কোন দুঃখ হ'লে।
পাছে আমি হই দুঃখী সে হেতু না বলে॥
সাপিনী বাঘিনী মুখে সোণার পুতুলে।
বিধির নির্ব্বন্ধে সমর্পিনু শিশুকালে॥

বাক্য যন্ত্রণায় সদা হয় জ্বালাতন।
নিজ দুঃখ মম কাছে বলে না কখন ॥
লোকমুখে শুনি যার সঁপিয়াছি করে।
থাকে দিবানিশি গোষ্ঠে, না তিষ্ঠয়ে ঘরে ॥
কোন দিন বাছা কাঁরে বলে না সে কথা।
শুনিলে আমরা পাছে মনে পাই ব্যথা ॥
পঞ্চদশ বরষে করিল পদার্পণ।
বালিকা স্বভাব তবু রয়েছে এখন ॥
পোড়ামুখী বেহানী কুটিলা সর্ব্বনাশী।
তথাপি বাছায় মম করে সদা দোষী ॥
কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী ব'লে করিয়া ঘোষণা।
নিজেদের কুলে কৈল কলঙ্ক রটনা ॥
ধর্ম্ম করিলেন সেই লজ্জা নিবারণ।
অকস্মাৎ কৃষ্ণ যবে হলো অচেতন ॥
মায়ে ঝিয়ে সতী ব'লে অতি গর্ব্ব করি।
গিয়েছিল ছিদ্র কুম্ভে আনিবারে বারি ॥
বিন্দু না আইল জল গর্ব্ব হ'ল দূর।
দর্পহারী ভগবান দর্প কৈল চুর ॥
বিচক্ষণ বৈদ্যরাজ দেখি খড়ি পাতি।
বলিল এখানে আছে রাধা নামে সতী ॥
তবু পোড়ামুখীদ্বয় প্রতিবাদ করে।
সোণার বাছায় মম রেখেছিল ধরে ॥

ব্রজরাণী অনুরোধে বৈদ্যের ভর্ৎসনে
অবাগী সে মাগীদ্বয় ছাড়ে বাছাধনে।
ছিদ্র কুম্ভ লয়ে তবে যমুনায় গিয়ে ॥
অবহেলে কেশের নির্ম্মিত সেতু দিয়ে।
সহস্রেক ছিদ্র কুম্ভে দিল বারি এনে।
তাই সে দুর্ম্মুখীদ্বয় সতী নিল মেনে ॥
দেবের অসাধ্য কার্য্য রাধা মম সেধে।
মুখোজ্জ্বল মোদের করেছে অবিবাদে ॥
কীর্ত্তিমতী বলে দিদি! শুনিয়াছি সব।
প্রাণাধিকা রাধিকার গুণের গৌরব ॥
ভানুরাজ কুলোজ্জ্বল করিয়াছে রাই।
শ্রীরাধার সম মেয়ে, আছে শুনি নাই ॥
রাণী বলে শুন ছোট মেয়েটির পণ।
রাধার প্রসাদ নৈলে করে না ভোজন ॥
যতেক সঙ্গিনী তার বাঁধা আছে গুণে।
অয়ি রূপ পণ দেখি সবার ভোজনে ॥
চল যাই দুই বোনে রাধার আলয়ে।
আসি যত বাছাগণে ভোজন করায়ে ॥
কীর্ত্তিমতী বলে দিদি, রাধার বদন।
হেরিবার বাসনায় এসেছি এখন ॥
ক্ষণ যদি সে চাঁদ বদন নাহি হেরি।
কেমন করয়ে প্রাণ, রহিতে না পারি ॥

কনিষ্ঠার বাক্য শুনি কীর্ত্তিদা তখন।
ভোজন সামগ্রী যত করিয়া গ্রহণ॥
ভগিনীও পুরের কিঙ্করী চতুষ্টয়ে।
সংহতি লইয়া গেল ধারার আলয়ে॥
মাতা, মাতৃ-ষসায় করিয়া দরশন।
আসন হইতে উঠে শ্রীরাধা সগণ॥
প্রণমিল দোঁহার চরণে ভক্তিভরে।
চুমি মুখ, মাতা—মাসী আশীর্ব্বাদ করে॥
কতই আদরে ধরি চিবুকে রাধার।
ভুবন-ভুলানো-মুখ, হেরে বার বার॥
কহিল হায়রে মোর প্রাণের বাছনি।
কতই ক্ষুধিতা আজি হয়েছ না জানি॥
নন্দিশ্বর যাইবার দ্রব্য আয়োজনে।
ভোজন করাতে পুরাগত জনগণে॥
হইল উছুর রাত্তি, তাই মা আমার।
আজি কষ্ট হইল ক্ষুধায় তো সবার॥
চল ভোজনের গেহে ব'স ত্বরা করি।
আমরা দুবোনে দিব পরিবেশ করি॥
মৃদুভাষে মাতা প্রতি কহিল শ্রীরাধা।
কেন মা ভাবিছ দুঃখে, হয় নাই ক্ষুধা॥
অনঙ্গ লবঙ্গ রূপ আদি ভগ্নিগণে।
করিয়াছি বহু যত্ন ভোজন কারণে॥

ক্ষুধা নাই, এই কথা বলেছে সকলে।
পুরে লয়ে যাইতাম, ক্ষুধিতা জানিলে॥
কেন দুঃখ পেয়ে রাত্রে আইলে এখানে।
যাইতাম তব কাছে ভোজন কারণে॥
রাণী বলে হ'ল রাতি তোরা কাঁচি মেয়ে।
এত রাত্রে রাজপুরে কিবা কাজ যেয়ে॥
কি দুঃখ মোদের এতে এই তো মা সুখ।
ভোজন করাব আর নিরখিব মুখ॥
কয়দিন থাকিবি মা আমার এ পুরে।
মায়ে ছেড়ে চলে যাবি কিছু দিন পরে॥
পরস্পর লোক মুখে তোর দুঃখ শুনি।
মরমে মরিয়া থাকি দিবস রজনী॥
নয়নের তারা তুই, পরাণের ধন,।
তোরে রাখি পরগেহে, থাকে কি জীবন॥
মেয়ে হ'য়ে জনমিলে, সমাজের দায়ে।
পরে স'পি দিতে হয় কঠিনা হইয়ে॥
যে দিনে যাবট হ'তে এনেছি এ পুরে।
ভাসি সেই দিনাবধি আনন্দ-সাগরে॥
অনঙ্গের তরে চিন্তা করিনা মা আমি।
তাহার সকল ভার লইয়াছ তুমি॥
রাই বলে কাঁদ কেন, করুণার খনি।
জনমের ভাগী মাত্র জনক জননী॥

স্বকরম-ফল জীব ভুঞ্জে এ জগতে।
সুখ দুঃখ তার কে মা পারে খণ্ডাইতে॥
একমাত্র ভগবানে থাকে যদি মতি।
ভবের এ তুচ্ছ দুঃখে কি করিবে ক্ষতি।
আশীর্ব্বাদ কর, শিরে দাও পদধূলি
সম্পদে, বিপদে, যেন সে পদে না ভুলি॥
রাণী বলে, মা আমার তুই শুদ্ধমতী।
তোর গুণে বাঁধা আছে অখিলের পতি॥
তা ন হ'লে কেশ-সেতু অনায়াসে তরি।
ছিদ্র কুম্ভে আনিতে পারে কি কেহ বারি॥
প্রশংসা শুনিয়া রাই হইয়া লজ্জিতা।
অধোমুখী হয়ে রহে না কহিয়া কথা॥
রাণী মুছাইয়া মুখ তুলি নিল কোলে।
প্রদানিল কত চুম্ব বদন-কমলে॥
প্রসংসায় কন্যা-রত্নে সুলজ্জিতা জানি।
ত্যজিয়া প্রতিষ্ঠা-বাক্য কহে পুনঃ রাণী॥
চল মা ভোজন গেহে, করিবে ভোজন।
গেহে বহু কার্য্য আরো রয়েছে এখন॥
ললিতা বলিল মাতা যাও তুমি পুরে।
করিব ভোজন মোরা আরও কিছু পরে॥
সান্ধ্য-ভোজনের দ্রব্য প্রেরিলে প্রচুর।
তাহাতে মোদের ক্ষুধা হইয়াছে দূর॥

রাণী বলে তোদের না করায়ে ভোজন।
ভোজনে আমার সুখ হবে কি কখন ?
ভাবময়ী ভাবে বুঝি জননী অন্তর।
সগণে ভোজনালয়ে চলিল সত্বর ॥
আসন ও জলপাত্র যোগাইল দাসী।
সখীগণ সহ গিয়ে বসিল রূপসী ॥
আনীত-বিবিধ-দ্রব্য ভগিনীর সনে।
পাত্রে পাত্রে রাণী মাতা সাজায় যতনে ॥
শ্রীরূপ তখন বলে রাণীমার প্রতি,
শুন গো জেঠাই মাতা ! রাণী যশোমতী—
আজি বহুবিধ ভোজ্যদ্রব্য পাঠায়েছে।
দাও পাত্রে সাজাইয়া, আনি তব কাছে ॥
এতেক বলিয়া যত দ্রব্য আনি দিল।
বিভাগ করিয়া রাণী পাত্রে সাজাইল ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আর শ্রীরতিমঞ্জরী।
সুসজ্জিত পাত্র প্রতিজনে দিল ধরি ॥
কৃষ্ণ-প্রসাদের তাহে পাইয়া আঘ্রাণ।
কৃষ্ণগত-প্রাণার পুলকে পুরে প্রাণ ॥
ভোজন করয়ে রাই ল'য়ে সখীগণে।
করায় ভোজন রাণী পরম যতনে ॥
এটি খাও, ওটি খাও, বলে বার বার।
রাধা বলয়ে মাগো পারিনা যে আর ॥

তথাপি তাঁহারে রাণী নিজ দিব্য দিয়ে।
করায় ভোজন, কত আনন্দিতা হ'য়ে ॥
কিঙ্করীরা করে কেহ চামর বীজন।
কেহ আবশ্যক-দ্রব্য যোগায় তখন
বিবিধ কৌতুকে করি ভোজন সমাধা
উঠে আচমন হেতু স-সখী শ্রীরাধা ॥
কনকমঞ্জরী আদি ভরি স্বর্ণ-ঝারি।
লইয়া চলিল অগ্রে সুবাসিত বারি ॥
যথাস্থানে আচমনে সকলে বসিল।
কিঙ্করীরা করে ধীরে বারি প্রদানিল ॥
আচমন করাইয়া কোমল বসনে।
বারিল করের বারি, মুছিল বদনে ॥
জননীরে বিনয়ে বলিল বিনোদিনী।
কেন মা বিলম্ব আর, হয়েছে রজনী ॥
মাসী মায়ে ল'য়ে পুরে করিয়া গমন।
সর্ব্ব কার্য্য ত্যজি অগ্রে করিবে ভোজন ॥
কার্য্যের জঞ্জালে তব পূর্ব্বাহ্ন-ভোজনে
সুখ হয় নাই, আমি দেখিছে নয়নে ॥
মায়ে মাসীমায়ে রাধা প্রণতি করিল।
অন্যান্য সকলে দুহুঁ চরণ বন্দিল ॥
শ্রীরাধার মুখ চুম্বি অতি ভালবাসি।
কেশ বিন্যাসিয়া দিয়া রাণী কহে আসি ॥

শয়নের উপদেশ কন্যায় প্রদানি।
ভগিনী সহিত পুরে চলে ভানুরাণী॥
রতন-পালঙ্কে সুকোমল শয্যা'পরি।
শয়ন-কক্ষেতে পরে বসিল সুন্দরী॥
রতন সংপুটে ভরি তাম্বুলের বীটী
আনিল তুলসী রচি অতি পরিপাটি॥
ললিতাসুন্দরী করে সে তাম্বুল লয়ে।
শ্রীরাধার মুখে দিল অতিশয় লেহে॥
পরে রাই-প্রসাদী-তাম্বুল সখীগণ।
পরস্পর প্রদানিয়া করিল ভক্ষণ॥
দাসীগণ হরষে চামর লয়ে করে।
ব্যজন করিল সবাকার দেহে ধীরে॥
শ্রীরাধার পাদপদ্ম অতুল রতন।
কেহ কেহ বক্ষে ধরি করে সম্বাহন॥
এইরূপে সেবাকার্য্যে না পুরিতে সাধ।
শ্রীরাধার আজ্ঞা হ'ল পাইতে প্রসাদ॥
আদেশে কিঙ্করীদল গমন করিল।
অতি স্নেহে রূপ রতি প্রসাদ আনিল॥
বহুবিধ পক্কান্ন মিষ্টান্ন পরিবেশি।
দাসী শিরোমণিদ্বয় তুষে সব দাসী॥
অবশেষে তাহারাও প্রসাদ পাইল
কোন দাসী ভোজনের স্থল পাখালিল॥

কেহ কেহ ভোজ্যপাত্র করিল শোধন।
রাখিল সজ্জিত করি, করিয়া যতন॥
এইরূপে গৃহ কার্য্য করি সমাধান।
উপনীত হইল স্বামিনী সন্নিধান॥
তথা দয়াময়ী দাসী-বৎসলা কিশোরী।
চর্ব্বিত তাম্বুল সবে দিল লেহ করি॥*
দাসীগণ মহানন্দে করিয়া সেবন।
স্বামিনীর সেবাকার্য্যে নিয়োজিল মন॥
কেহ পাদ-সম্বাহন শ্রীঅঙ্গ-মর্দ্দন।
কেহ বা করিল অঙ্গে চামর বীজন॥
সখীগণ নিজ নিজ বিশ্রাম-ভবনে।
গমন করিয়া সবে শুইল শয়নে॥
এইরূপে নয় দণ্ড রাতি হ'ল গত।
অভিসার কাল প্রায় হ'ল সমাগত—
দেখি দাসীগণ অভিসার আয়োজন,
করিতে লাগিল হ'য়ে আনন্দে মগন॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশু গায় নন্দ-মহোৎসব ভাষা॥

*লেহ করি অর্থাৎ স্নেহ করিয়া

চতুর্থ উল্লাস

জয় গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ পতিত-পাবন ।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু জয় ভক্তগণ ॥
তোমাদের পাদপদ্ম ভরসা কেবল ।
অতি মূঢ়মতি আমি লেখনী দুর্ব্বল ॥
গাইতে বাসনা রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গান
কৃপা করি, দাও রস শুষ্ক মোর প্রাণ ॥
তথা নন্দিশ্বরে যোগমায়া পৌর্ণমাসী ।
নন্দরাজ নিমন্ত্রণে নন্দালয়ে আসি ॥
জনাকীর্ণ নিরখিয়া করেন ভাবনা ।
কিরূপে যুগল আজি করাব ঘোটনা ॥
কৃষ্ণলীলা-শক্তি-রূপা পৌর্ণমাসী দেবী ।
তাঁহার ইচ্ছায় অঘটন ঘটে সবি ॥
অপরাহ্ণে শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম ছলে তাঁয় ।
কহিয়াছে কর দেবী মিলন উপায় ॥
উৎসব হতেছে বটে এ উৎসব দিনে ।
কিছুমাত্র সুখ নাই শ্রীরাধা বিহনে ॥
কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা দেখি, মিলন উপায় ।
করিতে আদেশি দেবী দূতী শান্তিদায় ॥
কৃষ্ণ কাছে সংগোপনে পাঠাইয়াছিল ।
কৃষ্ণ যারে পূর্ব্বে ভানুপুর পাঠাইল ॥

সেই দূতী শ্রীরাধার হেরিয়া অবস্থা
ভগবতী কাছে পুনঃ নিবেদিল কথা ॥
উভয়ের অনুরাগ জানিয়া মিলনে।
পৌর্ণমাসী নান্দীরে কহিল সংগোপনে ॥
দেখ বাছা নান্দীমুখি, এ উৎসব দিনে।
রাধাকৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত হ'য়েছে মিলনে ॥
এখানে হয়েছে যে জনতা সংঘটন।
তাহাতে কিরূপে কৃষ্ণ করিবে গমন ॥
এই এক চিন্তা, আর চিন্তা জাগে মনে।
অদ্য মিলনের বার্ত্তা বৃন্দা নাহি জানে ॥
যদিও অভাবভার নাহি কিছু বটে।
না জানিলে কি জানি সেবায় বিঘ্ন ঘটে ॥
এই দুই চিন্তায় চিন্তিত আছি আমি।
ইহার উপায় শীঘ্র কর গিয়া তুমি ॥
ভগবতী আদেশ পাইয়া নান্দীমুখী।
বৃন্দা-স্থানে পাঠাইয়া দিল নিজ সখী ॥
ত্বরিত গমনে দূতী বৃন্দাবনে গিয়া।
বৃন্দার নিকটে জানাইল বিবরিয়া ॥
নিশিযোগে রাইকানু বিলসিবে জানি,
বৃন্দাদেবী অনুচরী লইয়া তখনি।
বিলাসী-যুগলে তুষ্ট করিবার তরে,
লীলা-উপযোগী দ্রব্য আয়োজন করে ॥

কুঞ্জালয় পত্র পুষ্পে সাজায় যতনে।
সাজাইল মনোমত চতুর অঙ্গণে॥
বিরচিল নৃত্যস্থলী অতি চমৎকার।
নাট্য শাস্ত্রগণ ভেদ না জানযে যার॥
রাস-বিলাসিনী সনে শ্রীরাস-বিলাসী।
বসিবে যে সিংহাসনে রাসারম্ভে আসি॥
সুশুভ্র সুগন্ধি-পুষ্প থরে থরে দিয়া
নৃত্যস্থলমধ্যে তাহা রাখে সাজাইয়া॥
চারিদিকে সখীদের বসিবার তরে।
বিচিত্র কুসুম-শয্যা রচে যত্ন ক'রে॥
নানারূপ পুষ্পমালা পুষ্পের ভূষণ।
রচিল বৃন্দার সহ সহচরীগণ॥
বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সুগন্ধি চন্দন।
নানাবর্ণ চামর করিল আয়োজন॥
নুপুর, ঘুঁঙুর, বেণু, মৃদঙ্গ, মন্দির,
চতুর্ব্বিধ বীণা যার স্বর মনোহর,
নৃত্যস্থলে সাজাইয়া রাখে থরে থরে।
যন্ত্রশোভা হেরি কার মন নাহি হরে॥
ভরিল তাম্বুল-বীটি সংপুটনিচয়।
যাহার সুগন্ধে সর্ব্ব-চিত্ত আকর্ষয়॥
অতি মিষ্ট যাহে নাই অষ্টি ও বল্কল।
কল্পতরু কাছে যাচি নিল বহু ফল॥

সহগণ-রাই-কানু সেবার কারণ।
সর্ব্ব-ঋতু-জাত ফল দেয় তরুগণ ॥
সরবৎ বানাইল বহু দ্রব্য দিয়া।
যাহার আস্বাদে হয় উলসিত হিয়া ॥
মণিময় কলসে ভরিয়া সে সকল।
রাখিল আবার স্নিগ্ধ সুবাসিত জল ॥
বৃন্দাবন-অধিষ্ঠাতৃ-রূপা বৃন্দাদেবী।
তরুলতা পশু পাখী বাধ্য তাঁর সবি ॥
বৃন্দার রক্ষিত তাই নাম বৃন্দাবন।
ভুবনে বন্দিতা বৃন্দা, সেবার কারণ ॥
সর্ব্বধাম গরীয়সী গোকুলমণ্ডল।
তাহার মুকুটমণি শ্রীগোবিন্দ-স্থল।
রসিক শেখর কৃষ্ণ সে ধাম ছাড়িয়ে।
একপদ নাহি যায় আছে বদ্ধ হ'য়ে ॥
বিলাসিনী-শিরোমণি-রাধা-নিকেতন।
কার সাধ্য বর্ণিবেক সেই বৃন্দাবন ॥
আনন্দ চিন্ময় রসে গঠিত সে ধাম।
স্বরূপতঃ ধাম ভেদ নহে রাধা শ্যাম ॥
শ্রীযমুনা বেষ্টিত রয়েছে চারিধার।
কল্প-বৃক্ষ সাধারণ-তরুগণ তার ॥
অমৃতই তোয়রূপে নদ নদী সরে।
বহে বহে তৃষিতের তৃষা দূর করে ॥

জলে স্থলে সর্ব্বত্র বিবিধ পুষ্প শোভে।
সুবাসে ব্যাকুল অলি আসে মধুলোভে॥
পুষ্পে পুষ্পে গুঞ্জরিছে মত্ত মধুপানে।
নানাজাতি পতত্রী-নিনাদে হর্ষ মনে॥
বহুবিধ পরভৃত তুলে কুহুতান।
বিরহিনী বিরহীর কাঁপাইয়া প্রাণ॥
শুক সারী গাইতেছে রাধাকৃষ্ণ-লীলা।
দলে দলে কুরঙ্গ সুরঙ্গে করে খেলা॥
নাচে যথা তথা শিখী শিখণ্ডিনী লয়ে।
কেকা-রব দূরদেশে প্রবেশয়ে গিয়ে॥
কোথাও অশোক-শাখে কোথাও বকুলে।
রতনের হিন্দোলিকা মন্দবায়ে দোলে॥
অপ্রাকৃত নিসর্গ-রাজিত বৃন্দাবনে।
রাধা-কৃষ্ণ যুগলের লীলার কারণে॥
আকারে সহস্রদল-কমলের প্রায়।
বিরাজিত বৃন্দাবন দিব্যসুষমায়॥
লীলা প্রয়োজন মত কভু সঙ্কুচিত।
কভু বা অশেষরূপে হয় প্রসারিত॥
যেই ভক্ত যে যে ভাবে ভাবে অনুক্ষণ।
সেই সেইরূপে নব হয় প্রকটন॥
সাধন-বিহীন আমি অতি কদাচারী।
অপরূপ বৃন্দাবন বর্ণিব কি করি॥

ভরসা কেবল মাত্র বৃন্দাবন নাম।
সে মানসে চিন্তে তার পূর্ণ হয় কাম॥
জয় গোবিন্দ-স্থল শ্রীরাস-মণ্ডলী।
জয়যুক্ত থাক তুমি কৃষ্ণলীলা-স্থলী॥
ওথা বৃন্দা-স্থানে নান্দী পাঠাইয়া দাসী।
বিরলে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে দেখা করে আসি॥
কহিল হে রসময়! দেবী ভগবতী।
চিন্তিতা হইয়া মোরে প্রেরিল সম্প্রতি॥
বৃন্দাবনে অভিসার করিবে শ্রীরাধা।
তোমার গমনে কিন্তু দেখিতেছি বাধা॥
চতুর্দ্দিক নন্দিশ্বর পরিপূর্ণ লোকে।
তাহাতে দিবস প্রায় হয়েছে আলোকে॥
কি উপায়ে পুরের বাহির হবে তুমি।
সেই পরামর্শ হেতু আইলাম আমি॥
পড়িলে লোকের চক্ষে গমনের বাধা।
অবশ্য ঘটিবে দুঃখ পাইবে শ্রীরাধা॥
এখনি তাহার যুক্তি স্থির না করিলে।
পড়িতে হইবে পরে বিষম জঞ্জালে॥
শ্রীকৃষ্ণ কহিল তুমি অতি বুদ্ধিমতী।
কৃপা করি স্থির কর ইহার যুকতি॥
নান্দি কহে তুমি চতুরের চূড়ামণি।
আমি বুদ্ধিহীনা নারী যুক্তি কিবা জানি॥

তবে যদি পরামর্শ সুধালে আমায়।
দেখিতেছি একমাত্র ইহার উপায়॥
এইবেলা যোগীবেশ ধরিবার সাজ।
সংগ্রহ করিয়া তুমি রাখ গৃহমাঝ॥
জটাজুট, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড, কমণ্ডলু।
বিভূতি, কৌপীন-বস্ত্র করিবে সম্বল॥
রক্তক পত্রক দাস অতি প্রিয় তব।
তাহাদের দিয়া আনাইবে এই সব॥
আনাইয়া রাখি দিবে অতি গুপ্তস্থানে।
সাবধান ইহা যেন জননী না জানে॥
ভোজনের পরে কেহ শয়ন করিবে।
কেহবা বাহিরে গিয়া কৌতুক দেখিবে॥
ব্রজেশ্বরী তোমায় শয়ন করাইলে।
জাগাইতে নিবারণ করিবে সকলে॥
সেইকালে খুলি নিজ বসন ভূষণ।
মুটকী বাঁধিয়া লবে করিয়া যতন॥
কৌপীন পরিয়া অঙ্গে বিভুতি মাখিবে।
দণ্ড কমণ্ডলুদ্বয় করেতে ধরিবে॥
মৃগচর্ম্ম, মুটকী রাখিয়া কক্ষদেশে।
বাহির হইবে গৃহ-নিভৃত-প্রদেশে॥
পথিমধ্যে কাহারও পাও দরশন।
যাইবে আপন মনে না কবে বচন॥

রক্তক পত্রকে গৃহ বাহিরে রাখিয়া।
যাইবে, থাকিতে নিশি আসিবে ফিরিয়া॥
এই যুক্তি নান্দীমুখী অপরাহ্নকালে।
পৌর্ণমাসী-আদেশে শ্রীকৃষ্ণে আসি বলে॥
নান্দী উপদেশ মতে শ্রীকৃষ্ণ তখনি।
যোগীবেশ উপযোগী দ্রব্য সব আনি॥
সংগোপনে রাখি নিজ শয়ন-ভবনে।
গিয়াছিল ভোজনাদি কার্য্য সমাধানে॥
এখন প্রদোষোচিত লীলা সমাপন।
করিয়া করেছে নিজ আলয়ে শয়ন॥
সতত জাগিছে মনে বৃষভানু-বালা॥
দহে তার মন প্রাণ বিরহের জ্বালা।
কভু উঠে কভু বসে করয়ে শয়ন।
এইরূপে কিছুকাল করিল যাপন॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশু গায় নন্দমহোৎসব ভাষা॥

পঞ্চম লহরী।

প্রথম উল্লাস

নিশি-লীলা।

বৃষভানুপুরে শয়ন-মন্দিরে
কহে দাসীগণে রাই।
দেখহ চত্বরে পুরে ও নগরে
নিদ্রিত কিনা সবাই॥
ললিতা বিশাখা চিত্রা ইন্দুরেখা
তুঙ্গবিদ্যা রঙ্গদেবী।
চম্পকলতিকা সুদেবী রসিকা
ইহারা কি করে সবি॥
আদেশ পাইয়া চলিল ধাইয়া
যথা তথা দাসীগণ।
বিরহে ব্যাকুলা ভানু রাজবালা
অতি উচটিত মন॥
কখনো শয়নে থাকয়ে শয়ানে
কখনো উঠিয়া বসে।
কভু বা উঠিয়া পদ বিক্ষেপিয়া
দেখে আসি দ্বার দেশে॥
কভু বা বিষাদে কহে অতি খেদে
শুন রূপ রঙ্গ রতি। *

* রূপ, রঙ্গ ও রতি ইঁহারা প্রধানা মঞ্জরী।

আমার মরণে বুঝি সখীগণে—
হইবে না কোন ক্ষতি ॥
জানে মম মন তবু সখীগণ
করিতেছে এত ছল ।
এখনো এলোনা প্রাণ যে বাঁচে না
করি কি উপায় বল ।
প্রাণের স্বরূপ শ্রীরূপ-স্বরূপ
রূপ শ্রীরাধায় কহে ।
ধৈর্য্য ধর দিদি, হেন হও যদি
আমাদের প্রাণ দহে ॥
তব সখীগণ জানে তব মন
উদ্বিগ্ন রয়েছে সবে ।
সময় বুঝিয়া মিলিবে আসিয়া
কেহ না নিশ্চিন্ত রবে ॥
হেন সময়েতে ললিতা সহিতে
বিশাখাদি সখীগণ ।
অভিসারোচিত বেশে সুসজ্জিত
হ'য়ে দিল দরশন ॥
যে যে অনুচরী পুর ও নগরী
গুপ্তভাবে গিয়াছিল ।
তাহারা ফিরিয়া কহিল আসিয়া
নগর নিস্তব্ধ হ'ল ॥

শ্রীরাধার হেরি নয়নের বারি
ললিতাসুন্দরী বলে।
ডুবু ডুবু তারা আঁখি জল ভরা
বুঝি সখী কেঁদেছিলে॥
ঘরে গুরুজন আছে দুরজন
তারা না নিদ্রিত হ'লে।
যাইবে কেমনে না ভাবহ মনে
কি হবে লোকে জানিলে॥
এতেক বলিয়া শ্রীমুখ মুছিয়া
চিরুণী লইয়া করে।
আচরিল কেশ সুষমার শেষ
বিনাইল বেণী পরে॥
মদনের বীথি শ্রীরাধার সিঁথি
তাহাতে সিন্দুর দানি।
চারু চন্দ্র ভালে অলকার জালে
আঁকে মৃগমদ আনি॥
নীলমণিযুত অলঙ্কার যত
পরাইল চারু অঙ্গে।
নীলাম্বর পারা সুদিব্য ঘাগরা
কটিতে আটিল রঙ্গে॥
মদনমোহন করয়ে দমন
শ্রীরাধার যেই বক্ষে।

বিশাখা-সুন্দরী অতি ত্বরা করি
ঢাকিল নীল কঞ্চুকে ॥
প্রদানি বেষ্টনী সুনীল উড়নি
গৌরীরে করিল কালা।
হেম কমলিনী করিল মলিনী
নীল কমলের মালা ॥
শুক্ল কৃষ্ণপক্ষ ইহা করি লক্ষ
বেশ করে সখীগণ।
আজি কালোচিত এবেশ অসিত
বুঝিবে ভাবুক জন ॥

পয়ার

এইরূপে শ্রীরাধার অঙ্গবেশ করি।
মণির দর্পণ সম্মুখেতে দিল ধরি ॥
নিজাঙ্গ মাধুরী হেরি শ্রীরাধা তখন।
ব্যাকুলিতা অভিসারে করিতে গমন ॥
দাসীগণ সেবা-দ্রব্য চন্দন তাম্বুল।
পক্কান্ন মিষ্টান্ন আদি আনিয়া অতুল ॥
রতন সম্পুটে ভরি যতনে লইল।
কয় জন সখী মাত্র শিবিরে রহিল ॥
বাহির হইল রাই লয়ে নিজজন।
হৃদয়ে চিন্তিয়া চিন্তামণির চরণ ॥

নিজপুর দক্ষিণের সুদুর্গম পথে।
ত্বরিত গমনে চলে হরষিত চিতে॥
রাই-তনু-পরিমলে ধায় অলিগণ
কর-ধৃত লীলাপদ্মে করে নিবারণ॥
শ্যাম দরশণ লাভ করিবার তরে।
ভাসিয়া চলিল ধনি রসের পাথারে॥
নাসায় প্রবেশে যদি চারু পরিমল
শ্যাম-অঙ্গ-গন্ধ ভাবি অন্তরে বিকল॥
দূরে কোন সুমধুর ধ্বনি যদি শুনে।
বঁধুর বাঁশরী রব অনুভবে মনে॥
অমন্দ অনিল ভরে পত্র উড়ি যায়।
হরিপদ শব্দ ভাবি চমকে তাহায়॥
এইরূপ নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণভাবিনী।
গমন করয়ে পথে যেন উন্মাদিনী॥
পীন-পয়োধর ভার, তবু বেগে ধায়।
সখীগণ দাসীগণ দূরে রহি যায়॥
শিরীষকুসুম জিনি সুকোমল পদে।
কঙ্কর কণ্টক কুশাঙ্কুর যদি বিঁধে॥
নাহিকো ভ্রূক্ষেপ তাহে না ভাবয়ে দুঃখ।
সুদারুণ আশা জাগে শ্যাম-সঙ্গসুখ॥
কত ফল-পুষ্পোত্থান দেখিতে দেখিতে।
শ্রীযমুনা পার হয় হরষিত চিতে॥

এইরূপে সঙ্কেত-সদনে উপনীত ।
হ'ল রাধাবিনোদিনী বিনোদবাঞ্ছিত ॥
বৃন্দাদেবী সহগণ হেরি শ্রীরাধায় ।
আনন্দ সাগরে পড়ি, কুল নাহি পায় ॥
কুশল জিজ্ঞাসা করি শ্রীকরে ধরিয়া ।
বকুল কানন পথে চলিল লইয়া ॥
ঋজুভাবে চারি পথ যমুনা হইতে ।
চারিদিকে মিলিয়াছে শ্রীযোগপীঠেতে ॥
পূরবের পথ দিয়া গমন করিল ।
শোভার আস্পদ বহু বন দেখাইল ॥
গিয়া যোগপীঠে দিব্যাসনে বসাইয়া ।
ধৌত কৈল বদন সুস্নিগ্ধবারি দিয়া ॥
সুগন্ধি তাম্বুল বীটি শ্রীমুখে প্রদানি
কৃষ্ণ-কৃত পুষ্প-ভূষা পরাইল আনি ॥
তাহাতে কি সুখ ; মাত্র কৃষ্ণ উদ্দীপন ।
করাইল, বাড়ে জ্বালা দ্বিগুণ তখন ॥
সখী সবে শ্রীবৃন্দার সহচরীগণ
তুষিল বিশেষ রূপে করিয়া সেবন ॥
দাসীদ্বয় রাধা-পাদপদ্ম ধরি বক্ষে ।
ধীরে ধীরে সম্বাহন করে মহাসুখে ॥
কেহ কেহ করে অঙ্গে চামর বীজন ।
কেহ বা করিছে মুখে তাম্বুল অর্পণ ॥

হা রাধে করুণাময়ী বল কত দিনে।
নিযুক্ত করিবে তব পদ-সম্বাহনে॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশুগায় নন্দ মহোৎসব ভাষা॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

হাসে তারাময়ী নিশি নন্দিশ্বর পুরে।
সুসজ্জিত দীপাবলী তমঃ নাশ করে।
নগরের সর্ব্বস্থলে অপরূপ প্রভা—
বিথারিছে, জ্ঞান হয় তাপহীন দিবা॥
তখনও আধ শশী আছে অনুদিত।
তবু দীপালোকে দিক্ অতি উজলিত॥
হতেছে নগরময় জন-কোলাহল।
নৃত্য গীত বাদ্যে সবে আনন্দ-বিহ্বল॥
নন্দরাজ বন্ধু সহ সভাস্থলে থাকি।
নর্ত্তকীর নৃত্যগীতে আছে অতি সুখী॥
অভিসার কাল দেখি শ্রীকৃষ্ণ তখন।
নিজ অঙ্গে যোগীবেশ করে বিচরণ॥
চূড়া, ধড়া, পীতবাস, উত্তরীয়, বেণু।
অঙ্গের ভূষণ আদি বাঁধি নিল কানু॥

ধরিল দীঘল জটা দৃঢ় আঁটি শিরে।
ঢাকাইল জগন্মনমোহন চিকুরে ॥
কটিতে বাঁধিল ডোর কটি ধটি হীন।
পীতবাস পরিবর্ত্তে পরিল কৌপীন ॥
নব জলধর অঙ্গে মাখিল বিভূতি।
বাহিরায় তবু তাহে নীলমণি-দ্যুতি ॥
জীর্ণ শীর্ণ বস্ত্রে ঢাকে শ্রীবাঞ্ছিত-বক্ষে।
করে দণ্ড, কমণ্ডলু, মৃগচর্ম্ম কক্ষে ॥
রাধাভাবে নিদাভাবে ঢুলু ঢুলু আঁখি
নিজে বিমোহিত—বেশ দরপনে দেখি ॥
রক্তক পত্রক দাসে ডাকি সাবধানে।
কহিল সতর্কে থাক কেহ নাহি জানে ॥
আমি যাই বৃন্দাবনে গুপ্ত কার্য্যবশে।
চিন্তা নাই ফিরিয়া আসিব নিশি শেষে ॥
এত বলি নিজ বাসভবন পশ্চাতে।
খিড়কীর দ্বার দিয়া বৃক্ষাচ্ছন্ন পথে ॥
বাহির হইয়া করে পাদবিক্ষেপণ।
ধরণী অমনি তাহা করিল ধারণ ॥
মনের গতির সঙ্গে যন্ত্রার্পিত প্রায়।
হৃদি-যন্ত্রে স্থাপি কৃষ্ণে কুঞ্জে লয়ে যায় ॥
কৃষ্ণ ভাবে আমি বৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন পথে
আইলাম, কান্তায় কি পাইব দেখিতে ॥

এখানে শ্রীরাধা থাকি নিকুঞ্জ ভবনে।
বিঘূর্ণিত হইতেছে দীপ্তভাব গণে॥
কখন প্রবেশে কুঞ্জে কখনো বাহিরে।
কভু কৃষ্ণ—অভিসার-পথ অনুসরে॥
কভু ভাবাবেশে কৃষ্ণ সহ কথা কহে।
কৃষ্ণ আগমনে কভু মগন সন্দেহে॥
কখন রচয়ে শয্যা কভু করে বেশ
বিকাশয়ে ভাবময়ী ভাবের অশেষ॥
হেমে বাঁধা মূলদেশ হেরিয়া তমালে।
কান্ত আগমন ভ্রমে সখী প্রতি বলে॥
দেখ সখি, আসিছে রসিক চূড়ামণি।
আমি কুঞ্জ মাঝে গিয়ে লুকাই এখনি॥
ইহা কহি কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিল।
ক্ষণপরে যোগীরাজ আসিয়া জুটিল॥
নব অনুরাগী যোগী করি দরশন।
সহসা চকিত প্রায় হ'ল সখীগণ॥
পরস্পর পরস্পরে ঠারাঠারি করে।
গ্রীবা ফিরাইয়া আড় আঁখিকোণে হেরে॥
যোগী কহে, কে তোমরা? ভাগ্যবতীগণ,
গভীর নিশীথে কেন বনে আগমন?
বৃন্দাবনবাসী আমি ক্ষুধার্ত্ত অতিথি।
ধ্যানমগ্ন থাকা হেতু হল বহু রাতি॥

ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে ফিরি বনে বনে
তোমাদের দরশন পেনু ভাগ্যগুণে
কণ্ঠস্বরে সখীগণ বুঝিল তখন।
যোগীবেশে আসিয়াছে রসিক-রতন ॥
চতুরা ললিতা কহে শুন যোগীবর ॥
শ্রীরাধার সখী মোরা ভানুপুরে ঘর ॥
আমাদের প্রিয়সখী দেবতার প্রতি।
বাল্যাবধি অনুরক্তা অতি ভক্তিমতী ॥
রজনীতে ইষ্টদেবে পূজিবে যতনে ॥
এসেছি আদেশে তার কুসুম চয়নে ॥
ভানুপুরে আছে আমাদের পথ চেয়ে।
দিতে হবে কুসুম, ত্বরায় লয়ে গিয়ে ॥
ক্ষুধিত হয়েছ তুমি বলিছ আসিয়া।
রজনীতে বনমাঝে তুষিব কি দিয়া ॥
যোগী কহে মম ক্ষুধা বারিবে যাহাতে।
নিশ্চয় সে বস্তু আছে তোমাদের সাথে ॥
যোগবলে জানিয়াছে অন্তর আমার
এই যে সুগন্ধ আসে আর সাক্ষ্য তার ॥
আনারস লুকাইয়া অতিথি বঞ্চনা।
ছিছি ভাগ্যবতীগণ, একি বিড়ম্বনা ?
ধ্যান ভঙ্গে আমি এক নিয়মের বশ।
শুষ্ককণ্ঠ সরসীতে খাই আনারস ॥

আনারস ছিল পূর্ব্বে স্বকীয় উদ্যানে।
রসপক্ক হেতু তাহা অরপিনু আনে ॥
পরহস্তগত হয়ে হইল অভাব।
নিত্য আনারসাস্বাদ আমার স্বভাব ॥
নিশিতে না পেয়ে তাহা এ অঙ্গ অবশ।
দয়া ক'রে তোমরা প্রদান আনারস ॥
বিশাখা কহিল আমাদের আনারসে
রস নাই, বল যোগী, কি হইবে চু'ষে ॥
উপদেশ করি, তুমি যাও সখীস্থলী
চন্দ্রকান্তি আনারস দিবে পদ্মা আলি ॥
আমাদের আনারসে আনা-রস নাই
সুখী হবে তাতে ষোল-আনা রস পাই ॥
তব কথা শুনি যোগী হাসি আসে মুখে।
শুষ্ক যোগ সাধি পুনঃ বাঞ্ছা নিজ সুখে ॥
আমাদের উদ্যানে যে আনারস রয়।
রসরাজ বিনা অন্য উদরে না সয় ॥
অনুমান করি তুমি হইবে লম্পট।
যোগী বেশে আসিয়াছ করিয়া কপট ॥
যোগী কহে, রাধা সখি! করিছ বড়াই।
যোগী প্রতি পরিহাস শাপে ভয় নাই ?
হাসিয়া ললিতা বলে রাধা-রাজ্য যথা
শাপ, পাপ, তাপ বলি নাহি কোন কথা ॥

চিত্রা কহে, কি সাধনা কর যোগীবর ?
যোগী বলে—নায়িকা সাধনা নিরন্তর ॥
করিয়া কপট ক্রোধ তুঙ্গবিদ্যা বলে।
যোগী নহে কোন চোর আসিয়াছে ছলে ॥
ধরিয়া উহারে দেখ পরীক্ষা করিয়া
কক্ষতলে কোন্ দ্রব্য রাখে লুকাইয়া ॥
তুঙ্গবিদ্যা বচনে তখন সখীগণ।
যোগীর যুগল করে করিল ধারণ ॥
রসবতী পরশে রসিকবর দেহ।
জড়ীভুত হইল পুলক, কম্প, মোহ ॥
কক্ষ হ'তে মুটকীটি ভূমেতে পড়িল।
ললিতা লইয়া তাহা খুলিয়া দেখিল ॥
কহিল, এ চোর ছদ্মযোগীবেশ ধরি।
আজি উৎসবেতে গিয়াছিল নন্দপুরী ॥
রাজকুমারের লয়ে বসন ভূষণ।
গোপনে এ বনে করিয়াছে পলায়ন ॥
পুনরায় আমাদের করিবারে চুরি।
আসিয়াছে নিশিযোগে ক্ষুধা ছল করি ॥
চল লয়ে যাই বৃন্দাবনেশ্বরী কাছে।
করুক বিধান এর শাস্তি যেবা আছে ॥
চোরের উচিত দণ্ড প্রদানি এখানে।
পরে পাঠাইব নন্দরাজ সন্নিধানে ॥

রোগী যাহা চায়, বৈদ্য প্রদানিছে তাই।
চলিল আনন্দে যোগী বিচারিকা ঠাঁই ॥
ওথা শ্রীরাধিকা কুঞ্জে থাকিয়া বিরলে ॥
সে রহস্য নিরখিয়া হাসে কুতুহলে ॥
কুঞ্জ দ্বারে যোগী সহ গিয়া সখীগণ।
উচ্চ কণ্ঠে শ্রীরাধায় করি সম্বোধন ॥
কহে কোথা ত্বরা এস বৃন্দাবনেশ্বরি!
ছদ্মবেশী এক চোর আনিয়াছি ধরি ॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে শ্রীরাধা তখন।
চেনা কি অচেনা চোর কর পরীক্ষণ ॥
রাধার ইঙ্গিতে সুচতুরা সখীগণ।
কৃষ্ণাঙ্গের যোগীবেশ করিল মোচন ॥
অঙ্গের বিভুতি চীন-চেলে মুছাইয়া।
পীতবাস চূড়া ধড়া দিল পরাইয়া ॥
বৃন্দাদেবী পুষ্প-ভূষা পুষ্প-মাল্য আনি।
কৃষ্ণে পরাইয়া কহে এইরূপ বাণী ॥
ধন্য রাধা প্রেম তুমি উত্তমর্ণ ভাল।
তব ঋণে ঋণী হ'লে সাজে যে কাঙ্গাল ॥
ললিতা বলিল শুন বৃন্দাবনেশ্বরী।
এই চোর যে যে দ্রব্য করেছিল চুরি ॥
সে সব বামাল দিয়া অঙ্গেতে ইহার।
সমর্পিনু তব কাছে লহ এ হার ॥

ইহা কহি কপাট প্রদান করি দ্বারে।
রাধাকৃষ্ণে কুঞ্জে রাখি আইল বাহিরে ॥
দুঃখী যথা দৈব যোগে পাইলে রতন,
সুশীতল বারি পেলে পিপাসিত জন,
আনন্দ-সাগর-মাঝে ডুবয়ে তখনি।
রাধাকৃষ্ণ পরস্পর হইল তেমনি ॥
সখীগণ গবাক্ষেতে রাখিয়া নয়ন।
যুগল-বিলাস হেরি আনন্দে মগন ॥
পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ হতেছে শরীরে।
যে যে হেরে সে সে জন কহিছে অন্যেরে ॥
শুন সখি! কুঞ্জ মাঝে কিশোর কিশোরী।
যেরূপে বিলসে তাহা কহি গীত করি ॥

কয়েকজন সখীর সমবেত গীত।

তাল—তেওরা।

ব্রজকিশোর সনে কিশোরী রে।
মরি মরি কি শোভা ভুবন-মনলোভা
নব জলদে যেন বিজোরী রে ॥
হেম বরণী মুখচন্দ্র-সুধা আশে—
শ্যাম চকোর ফে'লে বাঁশরী রে।
মৃদু চিবুকে সোহাগে কর দিয়ে
মোহিত মুখশ্রী নেহারি রে ॥

অধীর অধীরা রসিক রসবতী
পড়েছে ছেড়ে চূড়া মুরারি রে।
বিনোদিনীর বাস ছেড়েছে দেহবাস,
এলো হয়েছে চারু কবরী রে ॥
মিলিত শ্যাম-হৃদে নবীনা রাই-তনু
বিশ্বজন-মনোহারী রে।
নীল আকাশে যেন শরদ-বাঁকা-শশী—
বিহরে কিরণ বিথারি রে ॥
ভুজ-মৃণালে ধনি বেঁধে রসিকবরে
রয়েছে আপনা বিস্মরি রে।
ভুলে সকল জ্বালা মোহিতা রাজবালা
হেরে প্রাণেশ-রূপ-মাধুরী রে ॥
নীলাব্জ পদে হেম-কমল-পদ-বেড়া
ভ্রমে ভ্রমরা সহ ভ্রমরী রে।
আশুতোষ বলে, মন ভাব ঐ ভাবে পদ
ঐ পদ কালভয়-বারি রে ॥

তৃতীয় উল্লাস।

(ক)

এখানে নিভৃত কুঞ্জে কিশোর কিশোরী।
হৃদয়ের তিয়াস কতক দূর করি ॥

পরস্পর বেশ আদি বিন্যাস করিয়া।
সখীমণ্ডলীর সঙ্গে মিলিল আসিয়া॥
বিলাসের চিহ্ন হেরি যুগলের অঙ্গে।
রঙ্গদেবী শ্রীরাধায় কহে কিছু রঙ্গে॥
চোরে সমর্পিনু দণ্ডবিধান কারণ।
বিচারিকা অঙ্গে দেখি দণ্ডের লক্ষণ॥
ললিতা বলিল সখি, আছয়ে কারণ।
দয়ামযী রাধা বলি বিদিত ভুবন॥
চোরে দণ্ড দিয়া আস্বাদন হেতু তার।
নিজাঙ্গে ধরেছে পুনঃ সেই দণ্ডভার॥
ঐরূপে পরস্পর হাস্য পরিহাসে।
সখীগণ অপার আনন্দ-নীরে ভাসে।
বসাইয়া শ্রীযুগলে রত্ন সিংহাসনে।
সুশীতল বারি দিল নয়নে বদনে॥
সুগন্ধি তাম্বুল বীটি করিল অর্পণ
দাসীগণ করে অঙ্গে চামর বীজন॥
শ্রীরাসবিলাসী কৃষ্ণ রাস অভিলাষে।
গোপী-বিমোহন বেণু বাজায় হরষে॥
শুনিয়া বাঁশরী গান, গোপবালাগণ।
রাস হেতু সম্মতি প্রকাশে সর্ব্বজন॥
বীণা-বিনিন্দিত-কণ্ঠে রস-গীতি গায়।
শুনিয়া সে স্বর লাজে কিন্নরী পলায়॥

রাই কানু পরস্পর স্কন্ধে ভুজ দিয়ে।
কুঞ্জে কুঞ্জে বিলসয়ে সখীগণে ল'য়ে ॥
বঁধুর মধুর বাঁশী গোপী-কণ্ঠধ্বনি।
শুনিয়া মোহিল তথা চরাচর প্রাণী ॥
ফলে পুষ্পে সুশোভিত হ'ল তরু লতা
মঞ্জুরিল মৃত তরু অন্যের কি কথা ॥
ফুটিল বিবিধ পুষ্প ; লইয়া সুবাস
সর্ব্বত্র বিতরে তাহা দক্ষিণ বাতাস ॥
দ্রবিল কঠিন শিলা কর্দ্দম সমান।
যমুনার খর-স্রোত বহিল উজান ॥
নাচিল ময়ূর-কুল পেখম খুলিয়া।
সহ সখী রাইকানু বেষ্টন করিয়া ॥
পুষ্পদলে দলে দলে গুঞ্জরিল অলি।
পিককুল ধরে তান পঞ্চমেতে তুলি ॥
বৌকথাকও বৌ কথা কও বলে।
শ্রীরাধার মানলীলা জাগাইয়া ছলে ॥
শুক সারী শাখে বসি রাধাকৃষ্ণ লীলা।
গায় মনসুখে যাহা বৃন্দা শিখাইলা ॥
মৃগ মৃগী বেণু-গীতে মোহিত হইয়া।
চারিদিকে দলে দলে আইল ধাইয়া ॥
যমুনার জলে ফোটে কুমুদ কহ্লার।
জলচর পাখী কত করিছে বিহার ॥

রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা হেরিবার তরে।
আইল বিমান পথে অমর কিন্নরে ॥
যমুনার কূলে শ্যাম শ্যাম-বিমোহিনী।
ভ্রময়ে সুরঙ্গে সঙ্গে লইয়া সঙ্গিনী ॥
বসিল যাইয়া সবে বংশিবট মূলে।
যমুনা-লহরী নিরখয়ে কুতূহলে ॥
বৃন্দাদেবী বহুমত ফুল-ভূষা আনি।
সাজাইল রাধাকৃষ্ণ সহিত সঙ্গিনী ॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা বংশিবট মূলে।
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে কুতূহলে ॥
বংশিবট সন্নিকটে শোভে রাসস্থলী।
কুর্ম্মাকার পৃষ্টদেশ তিনটি মণ্ডলী ॥
একটি কিলকোপরে রাজে চক্রাকার।
ধরা হ'তে অর্দ্ধহস্ত উচ্চতা তাহার ॥
গোপীশ্বর মহাদেব আছেন তথায়।
গোপীদেহে রাসলীলা হেরে সাধনায় ॥
সহগণ রাধাকৃষ্ণ দিয়া দরশন।
তদুত্তরে রাসচক্রে কৈল আরোহণ ॥
রাধাকৃষ্ণ যুগলে দাঁড়াল কর্ণিকায়।
ত্রিমণ্ডলে সখী যত ঘেরিয়া দাঁড়ায় ॥
যুগলের আদেশ পাইয়া সখীগণ।
রঙ্গে হল্লিশক-নৃত্য কৈল আরম্ভণ ॥

পরস্পর স্কন্ধে হস্ত প্রদান করিয়া।
ত্রিমণ্ডলে ফিরে নাচি ত্রিদল হইয়া॥
এমন কৌশলে করে পদ বিক্ষেপণ।
সমভাবে ঘুরে চক্র ঘুরে সর্ব্বজন॥
কুলালচক্রের প্রায় রাসচক্র ফিরে।
কভু দ্রুত কভু মৃদু, নৃত্য অনুসারে॥
না টলে সে চক্র না টলয়ে সখীগণ।
প্রদর্শয়ে নৃত্যকলা যুগলে তখন॥
নাচিল অপূর্ব্ব রঙ্গে সঙ্গীগণ সহ।
নাচিছে চরণ ঘন নাহি নড়ে দেহ॥
ফিরিছে অদ্ভুত চক্র বিদ্যুতের বেগে।
কখনো দক্ষিণে যায় কভু বামভাগে॥
ঘুর্ণিত সে চক্র হ'তে কেহ বা সত্বর।
নামিয়া উঠয়ে পুনঃ চক্রের উপর॥
কভু কৃষ্ণ বিলসয়ে রাধা ল'য়ে রঙ্গে।
কভু বহু হ'য়ে নাচে প্রতি গোপী সঙ্গে॥
রসবতীগণ আর রসিক রতন।
পরস্পর দেয় রসে চুম্বনালিঙ্গন॥
হেম নীলমণি ভাতি উজলে ভুবন।
নিরখিয়া মুরছে বিমানে দেবগণ॥
ময়ূর ময়ুরী কত নাচে চারিদিকে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গান গায় সারীশুকে॥

কোকিলের কুহুতান পাখীর কাকলী
ঐক্যস্বরে কত শত গুঞ্জরিছে অলি ॥
অদূরে যমুনা সেই নৃত্য নেহারিয়ে !
আনন্দে করিছে নৃত্য স্ফীত-বক্ষা হয়ে ॥
তরঙ্গই নৃত্য তার হাস্য ফেণচয় ।
জলচর পক্ষীর কাকলী গীত হয় ॥
দাসীগণ ভূমে থাকি পুষ্প বরিষয়ে ।
ঘর্ম্ম নিবারণ করে চামরের বায়ে ॥
রাধাকৃষ্ণে সখীবর্গে তাম্বুল যোগায় ।
আনন্দে গাইয়া গীত নাচিয়া বেড়ায় ॥

দাসীর উক্তি ।

তাল—তেওরা ।

যমুনাকূলে একি রঙ্গ রে ।
কনক কমলিনী ইন্দ্র নীলমণি—
জড়িত লাবণী তরঙ্গে রে ॥
চপল গোপীকুল যেন চপলাদল
নাচিছে শ্যাম ঘন-সঙ্গ রে ।
ও শোভা দরশনে প্রেয়সী রতি সনে
ধুলাতে পড়েছে অনঙ্গ রে ॥

হাস্য পরিহাসে ফিরিছে রাসে রসে
মরম ভেদিছে অপাঙ্গ রে।
মিলন চুম্বন মরি কি মনোরম
উরু ভুরুর কি বিভঙ্গ রে॥
অঙ্গে হার মণি বলয় কিঙ্কিনী।
উজোর করিছে বরাঙ্গ রে।
স্থল-কমল-দল গঞ্জি করতল
দল চালন কিবা ঢঙ্গ রে॥
মকর কুণ্ডল শ্রবণে দলমল
পরশে অতুল গণ্ডাঙ্গ রে।
ঘুঁগুর নুপূর ধ্বনি কিবা মনোহর
খেলিছে জ্যোতির তরঙ্গ রে।
মুরজ মন্দিরা বীণা সপত-স্বরা
বাজিছে বাঁশরী মৃদঙ্গ রে॥
নাচিছে শিখীসহ শিখিনী সুখিনী
সুর দিতেছে কত ভৃঙ্গ রে।
গাইছে পিককুল ফুটিছে বনফুল
উজান তটিনী তরঙ্গ রে॥
রাসমণ্ডলে নাচিছে দলে দলে
সকলে করি কত রঙ্গ রে।
সেবিকা দাসীগণ করিছে সেবন
আশু মাগিছে সেই সঙ্গ রে॥

কত ভাবে রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে।
রাস চক্রোপরি তথা নাচিয়া সুরঙ্গে॥
চলিল বিশ্রাম হেতু সখীগণ লয়ে।
বসিল সগণে ধীর-সমীরে যাইয়ে॥
যমুনা-লহরী হেরি আনন্দিত মনে।
ক্ষণকাল ক্ষেপণ করিল সেইখানে॥
সেবিল সেবিকাদল সময় উচিত।
পরে যমুনায় গিয়ে হ'ল উপনীত॥
যমুনা যুগলরূপে মোহিতা হইয়া।
পাদপদ্ম ধৌত হেতু আইল ধাইয়া॥
তরঙ্গে আনিল কত কমল কহ্লার।
রাধাকৃষ্ণ পদ-পূজা বাসনা তাহার॥
সমর্পিল কত পুষ্প যুগল চরণে।
সেইরূপ সাদরে পূজিল সখীগণে॥
সেখানে শ্রীযমুনার আশাপূর্ণ করি,
সখীগণ সহিত চলিল হেম গোরী॥
ভাদ্র কৃষ্ণা-সপ্তমীর নিশীথ লীলায়
বৃন্দাবনে রাসোৎসব দাস আশু গায়॥

[খ]

দুহুঁ ভুজ দুহুঁ কাঁধে গমন বিবিধ ছাঁদে
করিছে রসিক রসবতী।

নানা হাস্য পরিহাসে কত রস পরকাশে
সঙ্গে চলে অসংখ্য যুবতী ॥
বৃন্দাদেবী আগুসরি লয়ে নিজ সহচরী
যুগলের গমন কারণ।
পথে কুসুমের রাশি ছড়ায় আনন্দে ভাসি
করি চলে পথ-প্রদর্শন ॥
লয়ে সেই নাথদ্বয়ে শ্রীরাধা কুট্টিমে গিয়ে
বসাইল রত্ন সিংহাসনে।
স্নিগ্ধ-গন্ধী বারি দিয়া মুখ নেত্র প্রক্ষালিয়া
শ্রম দূর করিল ব্যজনে ॥
সুমিষ্ট পানক আনি মণিময় পাত্রে দানি
যুগলে সেবন করাইয়া।
দিল যত সখীবৃন্দে সখী সব মহানন্দে
ভাসে সেই প্রসাদ পাইয়া ॥
তাম্বুল বীটিকা লয়ে যুগল শ্রীমুখে দিয়ে
সখী সবে করিল প্রদান।
আনে পুষ্প মাল্য গন্ধ সাজাইতে যুব-দ্বন্দ্ব
বৃন্দাদেবী সেবিকা প্রধান ॥
নটনটী বেশোচিত নানা মণি রত্নযুত
নব নব বসন ভূষণ।
প রায় যুগল গায় নিরখিয়া সে শোভায়
লাজে মরে রতি ও মদন ॥

রাধার সঙ্গিনীগণে দাসী যত সযতনে
সাজাইল নটিনীর বেশে।
কল্পতরু বাধ্য যার কি অভাব সে বৃন্দার
বাঞ্ছা মত দ্রব্য সব আসে॥
শ্রীরাসবিলাসী সনে রাসবিলাসিনীগণে
মনোহর বেশে সাজাইয়া।
অনঙ্গ-উল্লাস নামে রাসস্থলী রঙ্গভূমে
বৃন্দাদেবী চলিল লইয়া॥
তথায় রাসবিহারী বামে লয়ে রাসেশ্বরী
বৃন্দার প্রদত্ত সিংহাসনে।
বসিল পরমানন্দে চতুর্দ্দিকে সখীবৃন্দে
বেড়িয়া বসিল পুষ্পাসনে॥
হায় রে! অলকাবতী যখন অলকপতি
বামে লয়ে পুলোমা কুমারী।
তোমার নন্দন বনে বসে দিব্য সিংহাসনে
ঘেরি বসে যতেক অপ্সরী॥
হয় কি এমন শোভা ত্রিজগত-মনোলোভা
তবে কেন আজি সুরপতি।
বিমানে থাকি সগণে অপ্সরী অপ্সরা সনে
এ শোভায় বিমোহিত অতি॥
সখীগণ একে একে বাদ্যযন্ত্র পরতেকে
রাই কানু আদেশে লইয়া।

মৃদঙ্গ তবল সনে তার যন্ত্র সযতনে
ঐক্যতানে নিল মিলাইয়া ॥
চতুর্ব্বিধ বীণা বাঁশী বেহলা মৃদঙ্গ কাঁশী
তরঙ্গিনী তানপুরা।
বাজিল মধুর স্বরে কার না মানস হরে
বাজিল মন্দিরা মনোহরা ॥
সে অপূর্ব্ব বাদ্যধ্বনি শ্রীরাস-রসিক শুনি
মোহন বাঁশীতে ধরি গান
বিমোহিল চরাচর অমর কিন্নর নর
আকর্ষিল গোপীকার প্রাণ ॥
রাসবিহারীর সঙ্গে রাসেশ্বরী উঠি রঙ্গে
ঐক্যতানে মিলাইয়া সুর।
আরম্ভ করিল গান কণ্ঠস্বরে হরে প্রাণ
বীণা বেণু গর্ব্ব করি দূর ॥
যুগলে উঠিতে দেখি উঠে সব বিধুমুখী
চারি দিকে মণ্ডলী করিয়া
মেঘমুক্ত নীলাকাশে অকলঙ্ক শশী হাসে
যেন তারা-বেষ্টিত হইয়া ॥
শ্যাম ভুজ রাই কাঁধে রাই বাঁধে শ্যাম-চাঁদে
শ্রীযুগলে নৃত্য আরম্ভিল।
হেরিয়া সে নৃত্যকলা মোহিল অপ্সরা বালা
পারিজাত পুষ্প বরষিল ॥

নয়ন ভঙ্গিমা কিবা কর পদ কটি গ্রীবা
তালে তালে করিছে নর্ত্তন।
কভু আধ বুকে বুকে কভু পরশে চিবুকে
মুখে মুখে করিছে চুম্বন॥
কভু নিত্য করাকরি কভু দোঁহে ধরাধরি
করি ফেরা ফেরি কত ছাঁদে।
পুনঃ হয় সরাসরি আবার আসিয়া ঘুরি
মিলিত হতেছে চাঁদে চাঁদে॥
রাধাকৃষ্ণ কি কৌশলে নৃত্য করে রাসস্থলে
সখীগণে চমৎকার লাগে।
সেখানে যে সখী থাকে যুগলে সম্মুখে দেখে,
নাচে যেন প্রতি সখী আগে॥
নুপূর ঘুঁগুর পায় মধুর মধুর বায়
চরণ বিক্ষেপ অনুযায়ী।
সে সঙ্গীত সেই নৃত্য বরণিতে রীতিমত
ত্রিজগতে কারো সাধ্য নাই॥
রাই কানু সহগণ যত কলা প্রদর্শন
নৃত্যগীত বাদ্যেতে করিল।
না জানে কিন্নরাপ্সর শিব ব্রহ্মা অগোচর
শাস্ত্র দিক্ প্রদর্শন কৈল॥
শ্রীরাধার সখীচয় লয়ে প্রাণাধিকদ্বয়
রাসে নৃত্য গীত বাদ্য করি।

আপনাকে মানে ধন্য শ্রীরাধার সখী ভিন্ন—
অন্যে রাসে নহে অধিকারী ॥
অগ্রে দুই চারিজন পরে সর্ব্ব সখীগণ
রাধাশ্যামে ঘেরিয়া নাচিল ।
কৃষ্ণ সখীগণ প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অতি
অচিন্ত্য-শকতি প্রকাশিল ॥
দুই দুই মধ্যে থাকি গোপীস্কন্ধে বাহু রাখি
রাসস্থলে ফিরে নৃত্য করি ।
যত গোপী নাচে রাসে তত কৃষ্ণ গোপী পাশে
নাচিছে পৃথক্ দেহ ধরি ॥
এইরূপে গোপীকৃষ্ণ হয়ে রাস রসাকৃষ্ণ
মণ্ডলীতে করিছে নর্ত্তন ।
মাঝে পুনঃ বংশীধারী লয়ে বামে রাসেশ্বরী
সেই নৃত্য করিছে দর্শন ॥
হেম নীল মণিপ্রভা দিগন্ত ব্যাপিয়া কিবা
বিছুরিছে শ্রীঅঙ্গে সবার ।
সর্ব্বত্র তিমির নাশি সে অপূর্ব্বজ্যোতি রাশি
নাশিছে মনের অন্ধকার ॥
বৃন্দারকে * দেববৃন্দ পাইয়া পরমানন্দ
পুষ্পবৃষ্টি করে রাসস্থলে ।

বৃন্দারক — অমরাবতী, স্বর্গ ।

সুবাসেতে অতি ধায় পিক শুক সারী গায়
শিখীকুল নাচে কুতূহলে ॥
লয়ে কৃষ্ণ গোপীগণে কত কলা প্রদর্শনে
রাসস্থলে নৃত্য করে রঙ্গে ।
ঘন ঘন আলিঙ্গন করিছে মুখ চুম্বন
পরশিছে উরসাদি অঙ্গে ॥
বসন ভূষণ বেণী উন্মোচিতা কোন ধনি
নৃত্যাবেশে লইতে অমনি ।
অতি ত্বরা পুনরায় নৃত্য স্থলে সে জনায়
সাজায় রসিক চূড়ামণি ॥
কিঙ্করীরা চারিদিকে ব্যজন করিছে সুখে
কেহ কেহ তাম্বুল যোগায় ।
সেবাদ্রব্য লয়ে রঙ্গে নাচে গায় সেই সঙ্গে
আনন্দ তরঙ্গে ভাসি যায় ॥
বৃন্দার সঙ্গিনী যারা হইয়া আপন হারা
ভাসিতেছে পরম আনন্দে ।
কহে মোরা সবে ধন্য ধন্য এই বৃন্দারণ্য
ধন্য যারা সেবে রাইচাঁদে ॥
শ্রীরাধাদি ব্রজবালা নৃত্যগীতে যত কলা
প্রকাশে তা না জানে অপ্সরা
কণ্ঠে যে আলাপে রাগ করে যে স্বর বিভাগ
হারে তাহে বীণা-সপ্ত-স্বরা ।

এরূপে যত রূপসী রাসে গুণ পরকাশি
ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ সনে।
নানা হাস্য পরিহাসে উপভোগি রাসরসে
প্রবেশিল বিশ্রাম ভবনে ॥
তথা রতন পালঙ্কে শ্রীরাধায় লয়ে অঙ্কে
বসিল রসিক চূড়ামণি।
কেহ করিল বীজন কেহ পাদ-সম্বাহন
কেহ বারি যোগাইল আনি ॥
সখীগণে দাসীগণ এইরূপে সুসেবন
করি শ্রম দূর করাইল।
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে রস কথা কহি রঙ্গে
হেলা আদি ভাব প্রকাশিল ॥
বৃন্দাদেবী মন জানি মণিপাত্রে মধু আনি
দিল ধরি যুগল সম্মুখে।
শ্রীকৃষ্ণ লইয়া মধু করি হাস্য মৃদু মৃদু
পিয়া দিল প্রেয়সীর মুখে ॥
রাধা ফিরায় মুখ বঁধু তাহে পেয়ে সুখ
বলে ধরি করাইল পান।
এইরূপে সখীগণে পরে পরে জনে জনে
ধরি ধরি করে মধু দান ॥
মধু পানে হয়ে মত্ত রাধাকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত
গেল দোঁহে কুঞ্জের ভিতর।

উনমত্তা সখীগণে বৃন্দাদেবী সযতনে
লইয়া চলিল কুঞ্জান্তর ॥
শ্রীরাধার কর ধরি কুঞ্জে গিয়া বংশীধারী
যুগলে বসিল পালঙ্কেতে।
দোহেঁ দোহাঁ মুখ হেরি দুহুঁ গলে দোঁহে ধরি
পুলকাদি হয় চুম্বনেতে ॥
পরে সেই গিরিধারী বক্ষে ধরি প্রাণেশ্বরী
পুষ্পশেযে করিল শয়ন।
কহে শুন প্রাণেশ্বরী না হেরিলে প্রাণে মরি
তুমি মম দেহের জীবন ॥
পালিবারে জন্মতিথি পিতামাতা হর্ষে অতি
মহোৎসব করিতেছে পুরে।
হইতেছে বহুবিধ কৌতুকাদি গীত বাদ্য
জনপূর্ণ হয়েছে নগরে ॥
তব মুখ অদর্শনে সে উৎসবে মম মনে
বিন্দুমাত্র সুখ না হইয়া।
দগধ করিল প্রাণ সুখে হ'ল দুঃখ জ্ঞান
ছদ্মবেশে আইনু ধাইয়া ॥
তুমি আছ পিত্রালয়ে গন সুখে সখী লয়ে
মরি আমি তব অদর্শনে।
ভানুপুর হ'তে দূর মম নন্দিশ্বর পুর
সদা দেখা হইবে কেমনে ॥

যখন থাক যাবটে যদিও সঙ্কট বটে
নিকট মোদের পুর হ'তে।
উঠিলে গৃহের ছাদে হেরি তব মুখ চাঁদে
ঘাটে গোঠে দেখা নানামতে॥
তোমা সবে আনিবারে ভানুপুর রাজপুরে
গিয়াছে অগ্রজ মহাশয়।
কি শুনিলে তার কথা যাওয়া কি হইবে তথা?
পুরিবে কি মোদের আশয়॥
শ্রীরাধিকা একে একে প্রত্যুত্তর পরতেকে
করিতেছে হাসিয়া হাসিয়া।
বহুত-বল্লভ তুমি কুরূপা নির্গুণা আমি
মম হেতু ভাব কি লাগিয়া॥
মোর কিন্তু তোমা বই ত্রিগজতে কেহ নাই
এক মাত্র ভরসা তোমার।
যতক্ষণ কাছে থাকি বল মাত্র মন রাখি
তুমি দুঃখ ভাব কি রাধার?
শুনহে সুন্দর-শ্যাম শ্যাম-কলঙ্কিনী নাম
তব হেতু করেছি ধারণ।
লাজ ভয় পদে দলি কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি
লইয়াছি শ্রীপদে শরণ॥
অঙ্গের ভূষণ করি গুরু গঞ্জনায় ধরি
পথের বিপদ নাহি গণি।

কুলের রমণী হ'য়ে নারী ধর্ম্ম তেয়াগিয়ে
তব লাগি আসি গুণমণি ॥
প্রাণের করি না আশা কেবল তুমি ভরসা
ভাবি নাই দিবস কি নিশি ।
বাস কি না বাস ভাল বুঝি নাই চিরকাল
আমি চির চরণের দাসী ॥
হেরিলে তোমার মুখ পাসরিয়া যাই দুখ
প্রাণশূন্য দেহে আসে প্রাণ ।
যতক্ষণ নাহি দেখি মরমে মরিয়া থাকি
ক্ষণে শত যুগ হয় জ্ঞান ॥
পিতা ব'লেছেন পুরে যেতে হবে নন্দিশ্বরে
হইয়াছে আয়োজন সব ।
যাইব বটে সেখানে তুমি মোরে রেখো মনে
তোমা ল'য়ে আমার উৎসব ॥
শুনি প্রাণপ্রিয়া-বাণী রসিকের চূড়ামণি
চাঁদ মুখে চুম্বে শত শত
নিরুপম রূপ হেরি প্রেয়সীরে হৃদে ধরি
মদনে হইল উনমত ॥
খসাইল অঙ্গ বাস বলে ধরি পীতবাস
শ্রীরাধা করয়ে নিবারণ ।
অন্তরে অতি সুখিনী তবু বামা-শিরোমণি
বাহ্যে অবহিত্থা আচরণ ॥

যুগল-বিহার।

(গ)

লুবধ-ভ্রমরা কমল হেরি,
আথে ব্যথে দল উলট করি—
মধুকোষ মাঝে পশল সুখে।
কত তোষামোদ দেখায়ে মুখে॥
কমলিনী বহু করিছে ছলা।
না মানে মধুপ ভুখ-বিহ্বলা॥
টলমল ফুল মধুর ভরে।
মধুকোষে মধু নাহিক ধরে॥
তথাপি স্বভাবে রাখিতে চায়।
ভুখিত ভ্রমরা মানে কি তায়॥
কমল তখন মধুপে বাঁধে।
ধ'রল চাপিয়া উচল হৃদে॥
হৃদি-সরে যুগ্ম-কমল-কলি।
তাহার পীড়নে রসিক অলি।
পীড়িত হইয়া প্রসারি কর।
দলিল যুগল কলিকাবর॥
নিঙ্গাড়িয়া মধু লইছে লুটি।
বিখত হইল কলিকা দুটি॥
বাহিরায় মধু শ্রীমুখ দিয়া।
উনমত অলি পিয়ে চুমিয়া॥

ক্ষীণ কটিদেশ নাচল ঘন।
কমলিনী তাহে নহেত ঊণ ॥
নূপুর কিঙ্কিনী সময় বুঝি।
পুরাইছে আশা মধুর বাজি ॥
আকুলা পদ্মমী আকুল অলি।
কেহ পিয়ে কেহ দিতেছে ঢালি ॥
রসিকের চূড়া রসিকা-মণি।
সেই অলিরাজ সে পদ্মমিনী ॥
এইরূপে দোঁহে সমর মাঝ।
যুঝিয়া সাধল আপন কাজ ॥
দুহুঁক নিশ্বাস বহে সঘন।
সুথির হইল অলির মন ॥
শ্রমজল বহে দুহুঁক অঙ্গে।
দুহুঁ অঙ্গ দোহেঁ মুছল রঙ্গে ॥
কহিল রঙ্গিনী রসিকরাজে।
করেছ বিকৃত আমার সাজে ॥
খুলিয়া দিয়াছ বিনোদ বেণী।
দাও হে বিনায়ে রসিকমণি ॥
ললাটে মুছেছে অলকাবলী।
রচ পূর্ব্বমত ধরিয়া তুলি ॥
ছিঁড়িয়া গিয়াছে মুকুতা-মালা।
গেঁথে দাও ত্বরা চিকণ-কালা ॥

মদন-মন্দির-কুচ-কলসে—
নাহি চিত্রাবলী তব ঘরসে ॥
মৃগমদ আর চন্দনদ্রবে।
পুনঃ সেইরূপ করিতে হবে ॥
চরণ অলক্ত, নয়নাঞ্জন—
মুছিয়াছে আর নাহি তেমন ॥
সবি পূর্ব্বমত করি না দিলে।
হাসিবে আমার সঙ্গিনীদলে ॥
শুনিয়া রসিক-শেখর হাসি—
একে একে বেশ করল বসি ॥
দাসী আনি দ্রব্য যোগায়ে দিল।
বিশ্ব-শিল্পী সুখে বেশ রচিল ॥
একে রাই তনু সুষমা সার।
সে বেশে বাড়ল শোভা অপার ॥
যে রাধা অঙ্ঘ্রির ✝ নখর কোণে—
ইন্দিরা * সৌন্দর্য্য পরাস্ত মানে ॥
সেই অপরূপ রূপ কেমন
কেমনে তা তুমি ভাবিবে মন ?
গুরুরূপা সখী চরণ সার
কর আশু, রূপ হেরিবে তাঁর ॥

*ইন্দিরা=লক্ষ্মী। ✝ অঙ্ঘ্রি —পদ।

অবশ্য পাইবে চরণ সেবা।
তাহাতে সন্দেহ আছে বা কিবা॥

(ঘ)

রাধা অঙ্গে করি বেশ প্রেমানন্দে হৃষিকেশ
রাই মুখ করিল চুম্বন।
বহুবিধ সুসেবনে সেই রসিক মিথুনে,
সুখিত করিল দাসীগণ॥
শ্রীরাধা নাগরে কয় শুন শুন রসময়
মধুপানে মম সখীগণ।
বিহ্বলা হইয়া অতি অন্য কুঞ্জে আছে শুতি
তুমি তথা করহ গমন॥
আমার যতেক সখী মম সুখে সবে সুখী
নাহি বাঞ্ছে আপনার সুখ।
আমি যেন মূল লতা তারা মম পুষ্প পাতা
তাহাদের হেতু হয় দুখ॥
শুনি প্রাণ-প্রিয়া-বাণী রাসরস-চূড়ামণি
সখীগণে তুষিবার তরে।
ত্যজিয়া প্রিয়ার সঙ্গ অপ্রাকৃত সে অনঙ্গ
উঠিয়া চলিল ধীরে ধীরে॥
গিয়া সে কুঞ্জের দ্বারে অচিন্ত্য-শকতি দ্বারে
সেই নব নটবর বেশে।

এককালে প্রতি গেহে পৃথক পৃথক্ দেহে
প্রবেশি সখীর কাছে বসে ॥
রাধা-সঙ্গে যত রঙ্গ করিয়াছিল ত্রিভঙ্গ
প্রতি সখী সঙ্গে সেই মত ।
একরূপে আরম্ভিলা রমণীয়া রতিকলা
কুচাধর করিয়া বিক্ষত ॥
সখী সঙ্গে রঙ্গ করি অলক্ষ্যে রাসবিহারী
তথা হ'তে করিল গমন ।
পুনঃ রাধাকুঞ্জে গিয়ে বৃন্দাও শ্রীরাধা লয়ে
করয়ে বিবিধ আলাপন ॥
ওথা কুঞ্জে সখী যত রতি চিহ্নে বিভুষিত
হইয়া সলজ্জে অতিশয় ।
রাধা কৃষ্ণ আছে যথা গমন করিল তথা
শ্রীরাধা হাসিয়া সবে কয় ॥
একি হেরি সখীগণ রতি-চিহ্ন বিভূষণ
কে করিল তোমাদের অঙ্গে ।
বৃন্দা ও আমার কাছে নাগর নিয়ত আছে
তবে রতিরঙ্গ কার সঙ্গে ॥
ললিতা হাসিয়া কয় চৌরী দেখে চৌরীময়
নিজের সমান সবে ভাবে ।
হে সর্পি ! পতি ভুজঙ্গ—পাঠাইয়া কর রঙ্গ
সে কেন নকুলী কাছে যাবে ?

এইরূপ রসরঙ্গে সখীগণ রাধা-সঙ্গে
নানারূপ হাস্য পরিহাসে
ক্ষণেক যাপন করি লয়ে বঁধু নিজেশ্বরী—
যায় জল-বিহারের আশে ॥
রাধা-পদাশ্রয় বিনে রাসোৎসব বৃন্দাবনে
কেন নাহি পায় দরশন।
জনমে জনমে যদি ভজে হরি নিরবধি
তথাপি ও নহে কদাচন ॥
সখী অনুগত হ'য়ে রাধা-পদাশ্রয় লয়ে
করে যেই যুগল সেবন।
সেই পায় অধিকার দরশন করিবার
এই ব্যাখ্যা করে শাস্ত্রগণ ॥
এ নহে কামের খেলা কাম-বিজয়িনী লীলা
অপ্রাকৃত ভালবাসাবাসি।
প্রেমের পরানুভূতি জানাতে ভজনরীতি
শক্তি শক্তিমানে মিশামিশি ॥
শ্রীরাসের তাৎপর্য্য বুঝে মাত্র ভক্তবর্য্য
মর্ম্ম অর্থ অন্যে নাহি জানে।
কুবাখ্যা করিয়া তার বলে উহা ব্যভিচার
শাস্ত্রাদেশে সে যেন না শুনে ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গপদ যাহার ধন-সম্পদ
সে জন ভকতি অধিকারী।

বিনা ভকতিতে ভাই বৃন্দাবনাশ্রয় নাই
মন! তুমি অতি দুরাচারী॥
নাহি সেই আনুগত্য কেবল বিষয়ে মত্ত
নিত্যধন তত্ত্ব নাহি রাখ।
নাহি চিন্ত নিজ ইষ্ট নিরন্তর পাও কষ্ট
বুঝিয়া শুনিয়া ভুলি থাক॥
না মানহ কোন বাধা অর্থ চিন্তা কর সদা
কিবা ফল তাহাতে হইবে।
এ সংসার নহে নিত্য ধন জন দারা পুত্র—
দেহটিও সঙ্গে নাহি যাবে॥
হে দয়াল গৌর-হরি হা হা কিশোর কিশোরী
অহৈতুকী কৃপা যদি কর।
তবে ত তরিয়া যাই নতুবা উপায় নাই—
দাস আশু অতীব পামর॥

জলবিহার।

(৬)

নিজেশ্বর নিজেশ্বরী লয়ে সখীগণ
কুঞ্জ হ'তে যমুনায় করিল গমন॥
তথা গিয়া নামি সবে যমুনার জলে।
কৃষ্ণ সঙ্গে জল-ক্রীড়া করে কুতুহলে॥

শ্যামল যমুনা জলে শ্যাম নবঘন ।
নাবিতে যমুনা প্রেমে দিল আলিঙ্গন ॥
চারিদিক হ'তে আনি তরঙ্গের রাশি ।
বাঞ্ছা করে শ্যামলের শ্যাম অঙ্গে পশি ॥
গোপী-মুখ-হেম-পদ্ম বিকসিল জলে ।
কত শত ভাসে সেই তরঙ্গ-হিল্লোলে ॥
প্রেমবারিপূর্ণ শ্যাম-নবঘন হেরি ।
গোপীমুখ-হাস্যরূপে ছুটিছে বিজরী ॥
মেঘের বিজরী হেরি নয়ন ঝলসে ।
এ বিজরী হেরি আঁখি ভাসে প্রেমরসে ॥
মেঘ হাসে, পদ্ম হাসে, হাসিছে যমুনা ।
শশী-হাসি মিশি হ'ল অপূর্ব্ব জোছনা ॥
যমুনার জলে কৃষ্ণ গোপীগণ লয়ে
জলযুদ্ধ আরম্ভিল হরষ হৃদয়ে ॥
শত শত গোপী বারি বর্ষে কৃষ্ণঅঙ্গে ।
পরাজিত প্রায় কৃষ্ণ তাহাদের সঙ্গে ॥
অচিন্ত্য শকতি স্বীয় প্রকাশি তখন ।
যত গোপী তত দেহ করিল ধারণ ॥
যত গোপী বারি বর্ষে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ।
তত কৃষ্ণ জল যুদ্ধ করে গোপী সঙ্গে ॥
হেম, নীল, রক্তাম্বুজ ফুটিয়া মিশালে ।
হইল অপূর্ব্ব শোভা যমুনা সলিলে ॥

রক্তাম্বুজ-সম করতল সবাকার।
নীলাব্জ হেমাব্জ-মুখ কিবা চমৎকার ॥
নীলাম্বুজে হেমাম্বুজে হয় ঠেকাঠেকি।
রক্তাম্বুজে রক্তাম্বুজে কভু রোখারোখি ॥
হেম পদ্মবনে বহু চক্রবাক্ হেরি।
ধরিতে প্রসারে কর, হর্ষে কৃষ্ণ-করী ॥
কভু বাধা দেয়, কভু দেয় সরাইয়া।
যুগ্ম যুগ্ম বহু রক্ত-অম্বুজ মিলিয়া ॥
কভু জড়াজড়ি ভুজ মৃণালে মৃণালে।
আকর্ষণ বিকর্ষণ কমলে কমলে ॥
ক্রীড়াকালে এলাইয়া গোপীর কবরী।
বেণীগণ ফণী-সম খেলিছে সাঁতারি ॥
ভানে ভয় করি তাহে কালিয়দমন।
ধরি নিজ গলদেশে করিয়া বন্ধন—
কহে গোপীগণ প্রতি দেখ প্রিয়াগণ,
এ জগতে সর্প-গুনী আমি বা কেমন ॥
যাহার দংশনে নর মরয়ে অচিরে।
আমি সেই কাল-ফণী গলে বাঁধি ধ'রে ॥
স-সঙ্গিনী রাধাসহ রসিক-রতন।
বহুবিধ জলক্রীড়া করি কতক্ষণ ॥
নানা রঙ্গে সর্ব্ব সঙ্গে তীরেতে উঠিল
দাসীগণ কেশ অঙ্গ মুছাইয়া দিল ॥

যাহার যেমন বেশ, বাসভূষা দিয়া।
পূর্ব্বমত বনাইল যতন করিয়া॥
রাসেশ্বর রাসেশ্বরী লইয়া তখন।
নিকুঞ্জ-রাজভবনে চলে সখীগণ॥
কিঙ্করীরা আর্দ্রবস্ত্র লইয়া সবার।
পশ্চাতে পশ্চাতে চলে আনন্দ অপার॥
তথা গিয়া যুগলে যুগলে বসাইল।
চারিদিকে সখী সব ঘেরিয়া বসিল॥
পূর্ব্ব সংগৃহীত ফল মূল দেখাইয়া।
ভোজনের তরে বৃন্দা নিবেদে যাইয়া॥
গণসহ রাধাকৃষ্ণ করিয়া ভোজন।
আচমন অন্তে করি তাম্বুল সেবন।
বৃন্দা বিরচিত মনোহর পুষ্পশেষে।
বসিল যুগলে গিয়া সখীগণ মাঝে॥
দাসীগণ নানামত করিল সেবন।
স্বামিনী আদেশে করি প্রসাদ ভক্ষণ।
পুনরায় কিছু কাল সেবিয়া যুগলে —
শয়নের অনুমতি পাইল সকলে॥
সখী যত দাসী অনুদাসীগণ সহ
চলিল শয়ন হেতু; অলসিত দেহ॥
পৃথক পৃথক্ কুঞ্জে, লয়ে নিজগণ।
যথা যথা স্থানে সবে করিল শয়ন॥

ওথা কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ পরম কৌতুকে।
পরস্পর অঙ্গে অঙ্গ শুতিলেন সুখে॥
নানা রসালাপে করি বিবিধ বিলাস।
বিলাসী-যুগল পুরাইল মন আশ॥
রাস-শ্রমে রসবতী রসিক-রতন।
ক্ষণ পরে হ'ল সুখনিদ্রায় মগন॥
সখীগণ দাসীগণ নিদ্রিতা হইল।
বৃন্দা নিজ কুঞ্জে গিয়া শয়ন করিল॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-কৃপা করিয়া সম্বল।
আশু গায় রাসলীলা আভাস কেবল॥

চতুর্থ উল্লাস।

নিশান্তলীলা।

যুগলের সেবা মাত্র যাহাদের ব্রত।
সেই দাসীগণ ক্ষণ থাকি নিদ্রাগত—
জাগরিত হ'ল নিজ স্বভাবের গুণে।
শয্যা ত্যজি উঠে সবে আনন্দিত মনে॥
ছয় দণ্ড নিশি আছে অনুমান করি।
জাগাইল শ্রীরাধার অন্য সহচরী॥
মুখ প্রক্ষালন আদি করিয়া সকলে।
চলিল আনন্দে যথা নিদ্রিত যুগলে॥

কুঞ্জের গবাক্ষ-পথে রাখিয়া নয়ন।
আনন্দে যুগল-রূপ করে দরশন॥
হীনবাস-পীতবাস, বিবস্ত্রা শ্রীরাধা
দুহুঁ গলে দুহুঁ ভুজ প্রেমাবশে বাঁধা॥
শ্যাম উরুদেশে শ্রীরাধার এক পদ।
নীলমণি স্তম্ভে যেন রক্ত-কোকনদ॥
নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুহুঁ দুলিছে নোলোক।
সে শোভা হেরিলে না মোহয়ে কোন্ লোক॥
মণির প্রদীপ জ্বলে শয্যার দুধারে।
শ্যাম, হেম, অঙ্গভাতি তাহার উপরে—
পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা করিছে বিস্তার,
সে শোভার জগতে উপমা নাহি আর॥
অপরূপ দ্যুতি বিথারিয়া কুঞ্জমাঝে।
দর্শকবৃন্দের মন মোহে নব সাজে॥
সখীদের অঙ্গে উদি সাত্ত্বিক বিকার।
অশ্রুকম্প পুলকাদি আনে অনিবার॥
বিস্ময়ে মোহিত হয়ে রয়েছে নেহারি।
কুল ধর্ম্ম লাজ ভয় গিয়াছে বিস্মরি॥
বৃন্দাদেবী নিজ কুঞ্জে ছিল নিদ্রাগত।
জাগাইল গিয়া তার অনুচরী যত॥
জাগিয়া দেখয়ে বৃন্দা, নিশি প্রায় শেষ।
বিলাস-নিকুঞ্জে যায় না বাঁধিয়া কেশ॥

যাইয়া দেখয়ে যত রাধা-সহচরী।
মোহিতা রয়েছে হেরি যুগল-মাধুরী॥
বৃন্দা কহে রূপ প্রতি একি কর সখি!
রজনী অধিক কোথা? চেয়ে দেখ দেখি॥
বৃন্দার বচনে সচকিতা সখীগণ।
বৃন্দা প্রতি কহে এই মধুর বচন॥
শুন বনদেবি! এই জীবন থাকিতে।
পারি কি কখনো মোরা যুগল ভাঙ্গিতে॥
বৃন্দাদেবী সুচিন্তিতা হইয়া তখন।
বনপাখীগণে কহে আদেশ বচন॥
শুন বৃন্দাবনবাসী যত পাখীগণ।
আমাদের নাথদ্বয় নিদ্রায় মগন॥
ঘটিবে বিষম দায় প্রভাত হইলে।
জাগাহ সত্বর, সবে কলরব তু'লে॥
বৃন্দার আদেশ পেয়ে বনপাখী সব।
বৃন্দাবনে তুলিল তুমুল কলরব॥
সে নিনাদে যুগলের হ'ল নিদ্রাভঙ্গ।
ত্যজিতে না পারে শয্যা অলসিত অঙ্গ॥
ললিতা আদেশে তবে শ্রীরূপমঞ্জরী।
প্রবেশিল কুঞ্জমাঝে লয়ে অনুচরী॥
অলস করিতে দূর পীযূষ-বটিকা।
যুগলের মুখে দিল প্রথমা সেবিকা॥

বটিকা সেবনে সে অলস গেল দূরে।
আস্তে ব্যস্তে অঙ্গবাস অন্বেষণ করে॥
ব্যস্ততায় উত্তরীয় পরিবর্ত্ত হ'ল॥
রাধা, শ্যাম, সখী, কেহ লখিতে নারিল॥
শ্রীরূপের কিঙ্করীরা শ্রীরূপ আজ্ঞায়।
যুগলের সেবা কার্য্য করয়ে তথায়॥
যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া কুন্তলে।
নয়ন বদন প্রক্ষালিল স্নিগ্ধ জলে॥
মুছায়ে শ্রীমুখ দুহুঁ, তাম্বুল প্রদানি।
সাজায় যুগল অঙ্গ চতুঃসোম আনি॥
কোন দাসী করে দোহে চামর ব্যজন।
কেহ বা করয়ে পাদ-পদ্ম-সুসেবন॥
ললিতা বিশাখা আদি সখীর সমাজ।
হেন কালে প্রবেশ করিল কুঞ্জমাঝ॥
রত্নথালে সকর্পূর ঘৃতপূর্ণ বাতি।
জ্বালিয়া ললিতা করে যুগল আরতি॥
রাধাকৃষ্ণ-শ্রীঅঙ্গে বিলাস চিহ্ন হেরি।
সখীগণ পরস্পর করে ঠারাঠারি॥
করিয়া কপট ক্রোধ শ্রীরাধা তখন।
সখীগণ প্রতি কহে কপট বচন॥
শঠ, ধীট, লম্পটের করে সমর্পিয়া।
তোমরা রহিলে সবে স্থানান্তরে গিয়া॥

ভাগ্যে নিদ্রা-সখী মম সাহায্য করিল ॥
আজি নিশিযোগে তাই সতীত্ব রহিল ॥
ললিতা বলিল তুমি সতী-শিরোমণি।
কে না জানে ? আমরা বিশেষরূপে জানি ॥
বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী সহ যাপ নিশি।
তাহাতে তোমায় সখি, কে করিবে দোষী।
শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া কহে শুন সখীগণ।
মোদের চরিত্র যদি করহ দূষণ ॥
বহু সাক্ষ্য দিতে পারি নির্দোষ প্রমাণে—
একে একে লহ সাক্ষ্য দুহুঁ অঙ্গ গণে ॥
ইহা বলি উন্মোচিতে রাই বক্ষবাস।
মৃদু হাস্যে, আগ্রহ প্রকাশে পীতবাস ॥ *
কৃষ্ণ-হস্ত-স্পর্শ পেয়ে রাই সেই ক্ষণে।
ভূষিতা হইল বহু ভাব-ভূষাগণে ;
এককালে ক্রোধ হাস্য রোদন প্রকাশি।
গদ গদ বাক্যে কৃষ্ণে ভৎ সিয়া রূপসী—
সিংহাসন হ'তে উঠি চলে ঠমকিয়া।
ধাইয়া ধরিল গলে সে ধূর্ত্তরসিয়া ॥
রাই স্কন্ধদেশে ভুজ করি আরোপণ।
কুঞ্জের বাহিরে দোঁহে করিল গমন ॥

* পীতবাস — শ্রীকৃষ্ণ

যত যুগলের চলিল পশ্চাতে।
গণ শয্যা আদি তুলে হরষেতে॥
রাধাকৃষ্ণ-অঙ্গোৎক্ষিপ্ত চন্দন কস্তুরী।
পরস্পর আদানে প্রদানে শিরোপরি॥
যুগলের শ্রীমুখের চর্ব্বিত তাম্বুল।
ভক্ষণ করিয়া সুখী হইল অতুল॥
যথা স্থানে সেবা দ্রব্য রাখিয়া যতনে।
ত্বরায় চলিল স্বামী-স্বামিনীর স্থানে॥
নিশান্তের বনশোভা করি দরশন।
সসঙ্গিনী রাধাকৃষ্ণ করয়ে ভ্রমণ॥
রসাবেশে মোহিত হইয়া সবে ফিরে।
নিশান্ত হয়েছে কেহ মনে নাহি করে॥
বৃন্দাদেবী অতিশয় সচিন্ত্য হইয়া।
কক্ষটিরে পঠাইল উপদেশ দিয়া॥
বৃন্দার আদেশে সেই বানরী তখন।
রাধাকৃষ্ণ অগ্রে গিয়া দিল দরশন॥
জটিলা স্মরণ হেতু জটিলার ভাবে।
মুখভঙ্গী অঙ্গভঙ্গী দেখাইল সবে॥
কিচি মিচি করি এক যষ্টি লয়ে করে।
দ্রুত পদে চলিল যুগলে মারিবারে॥
বানরীর ভঙ্গী দেখি সকলের মনে।
দুর্ম্মুখী জটিলা নাম জাগিল স্মরণে॥

গণ সহ ভীত হয়ে ভুলিল বিলাস।
কেমনে যাইবে পুরে উপজিল ত্রাস ॥
ভয়ে ভয়ে চলে সবে পুর অভিমুখে।
বৃক্ষ লতা গুল্মে জনগণ প্রায় দেখে ॥
চমকি চমকি সবে যায় কত দূর।
নিকট হইল নন্দিশ্বর ভানুপুর ॥
বিচ্ছেদ ঘটন কাল, হইলে যুগলে।
দুহুঁ গলে দোঁহে ধরি ভাসে আঁখি জলে ॥
নাথদ্বয়ে সখীগণ বহু প্রবোধিয়া।
ভানুপুরে শ্রীরাধায় চলিল লইয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বের মত গুপ্ত পথ দিয়া।
শয়ন করিল নিজ শয্যা গেহে গিয়া ॥
শ্রীরাধিকা ভানুপুর নিজ নিকেতনে।
গুপ্ত পথে প্রবেশিল লয়ে নিজগণে ॥
দাসীদ্বয় করি দিল পদ প্রক্ষালন।
স্নিগ্ধ জলে শীতলিল নয়ন বদন ॥
বারি মুছাইয়া রত্নাসনে বসাইল।
সুগন্ধি তাম্বুল বীটি বদনে দানিল ॥
কেহ বা ব্যজনে কেহ পদ সম্বাহনে।
নিযুক্ত হইল কেহ শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দনে ॥
শয়ন করিল রাই কোমল শয্যায়।
সখীগণ রাধা স্থানে লইল বিদায় ॥

নিজ নিজ শয্যাগেহে করিয়া গমন।
দাসীর সেবিতা হয়ে করিল শয়ন॥
কিঙ্করীরা নিজ নিজ সেবা কার্য্য সারি।
স্বামিনী আদেশে গেল বিশ্রাম কুঠরী॥
এইরূপে সপ্তমীর নিশিগত প্রায়।
নিশা অন্তে নিদ্রাদেবী সেবিল সবায়।
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশু গায় নন্দ মহোৎসব ভাষা॥

ইতি নন্দোৎসবে নিশান্ত লীলা।

ষষ্ঠ লহরী।

প্রথম

জয়গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দ।
কৃপা করি এ অধীনে দাও সেবানন্দ ॥
হা হা প্রভু সীতা নাথ করুণার সিন্ধু।
পতিতে তারিতে হবে দিয়া কৃপা-বিন্দু ॥
জয় গদাধর, শ্রীবাসাদি, প্রভুগণ।
অহৈতুকী দয়া! মূঢ়ে কর বিতরণ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শরণ লইনু পদে কর আত্মস্যাৎ ॥
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাস।
তোমাদের পাদ-পদ্ম এ দাসের আশ ॥
রায় রামানন্দ শ্রীস্বরূপ দামোদর।
কৃপা দৃষ্টিপাত কর মো অতি পামর ॥
জয় গৌরভক্তবৃন্দ জয় শ্রোতাগণ।
এই অকিঞ্চন শিরে দাও শ্রীচরণ ॥
বিষম সংসার তাপে জুড়াইতে প্রাণ।
গাইতে বাসনা রাধা-কৃষ্ণ-লীলা গান ॥
মন কিন্তু অনিত্য বিষয় অন্বেষণে।
ব্যস্ত সদা কোন রূপে নিষেধ না মানে ॥

মৃত্যুগ্রস্ত রোগী যথা ঔষধ না খায়।
তেমতি নারকী মন সুপথ না চায়॥
তোমরা তারিতে এলে কলিহত জীবে।
কতদিন হতভাগ্য পড়িয়া রহিবে॥
কবি নই মূর্খ আমি নাহি ভাব ভাষা।
তথাপি লিখিতে লীলা জাগিল দুরাশা॥
পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-সুধাসিন্ধু মাঝে।
ডুবাইয়া উদ্ধারিলে কত পাপীরাজে॥
মো সম পামর তাঁরা নহে কদাচন।
আমায় তারিলে জানি পতিত পাবন॥
সেই লীলা-সুধা-সিন্ধু-বিন্দু বিতরণে।
না হবে কৃপণ নিজ নিজ দয়া গুণে॥
নন্দ মহোৎসব লীলা বিস্তারিতে আশা।
প্রভুগণ তোমাদের একান্ত ভরসা॥
জন্ম তিথ্যুৎসব লীলা উপলক্ষ্য ধরি।
অনুসঙ্গে অন্য লীলা কণা স্পর্শ করি॥
অবাধ্য উন্মত্ত করী প্রায় এই মনে।
নামাঙ্কুশাঘাতে মাত্র রাখিতে দমনে॥
লীলা শিল্পীগণ প্রতি অর্পিয়াছি ভার।
নামাঙ্কুশ প্রাপ্তিমাত্র উদ্দেশ্য আমার॥
ভক্তনামযোগ্য নহি, যশ নাহি চাই।
আপনা শোধিতে রাধাকৃষ্ণ লীলা গাই॥

অদোষ-দরশী সর্ব্ব বৈষ্ণব মণ্ডলী।
কৃপায় অধম শিরে দাও পদধূলি ॥
এই গ্রন্থ পাঠে যদি বিন্দু সুখ হয়।
এ পতিতাধম হবে কৃতার্থ নিশ্চয় ॥
অষ্টকাল চিন্তে যাহা শুদ্ধ ভক্তগণ।
তাহার আভাস মাত্র, এগ্রন্থ রচন ॥
প্রাতঃ কালোচিত লীলা লিখিব এক্ষণে।
দাও স্ফুরাইয়া সবে শক্তি সঞ্চারণে ॥

জন্মাষ্টমীর প্রাতল্লীলা।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথি-বারতা প্রচারে।
উপনীতা উষা দূতী পূরব দুয়ারে ॥
উষার সৌন্দর্য্যে আলোকিত পূর্ব্ব দিক্।
হেরি উষা গীতালাপ ধরে যত পিক ॥
পাখী সব ডা ক বলে যায় বিভাবরী।
এখনও নীড় মোরা ছাড়িতে না পারি ॥
সপ্তকলাউন শশী পশ্চিম আকাশে।
শরণ মাগিছে দুঃখে লুকাবার আশে ॥
ডুবিছে তারকারাজি আকাশের কোলে।
দীপ্তি হীন দীপাবলী নগরেতে জ্বলে ॥

হাসিছে বিবিধ ফুল ফুটি ডালে ডালে।
কেবল শেফালি ঝরি লুঠে ধরাতলে ॥
তখনও সর নীরে কুমুদিনী কুল।
প্রফুল্লিত শুভ্রকান্তি বিকাশি অতুল ॥
বহিতেছে মন্দানিল সুবাস লইয়া।
ধাইতে উদ্যত অলি সুগন্ধ পাইয়া ॥
প্রভাতী সঙ্গীত হেতু বাদ্যকরগণ।
অনিচ্ছায় জাগি উঠে ত্যজিয়া শয়ন ॥
উৎসব উৎসাহে যত ব্রজ শিশুগণ।
শয্যা ত্যজিবার হেতু করে আস্ফালন ॥
অষ্টমী উৎসব মাত্র নহে নন্দিশ্বরে।
সর্ব্বলোকে কৃষ্ণ-জন্মতিথি মান্য করে ॥
বৃষভানু মহারাজ উঠি সেইকালে।
দাসে ডাকি অন্য সবে জাগাইতে বলে ॥
রাজার আদেশ শুনি দাস সেইক্ষণে।
পুরেও নগরে জাগাইল জনগণে ॥
শয্যা ত্যজি উঠে সবে ত্বরান্বিত হয়ে।
নন্দরাজ নিমন্ত্রণ জাগিছে হৃদয়ে ॥
ত্বরা করি প্রাতঃকৃত্য করি সমাধান।
রাজা যাহা করিয়াছে আদেশ বিধান ॥
পূর্ব্ব রাত্রে যে কার্য্যে যে পাইয়াছে ভার!
অনুমতি অপেক্ষা না করে পুনঃ আর ॥

নিজ নিজ ভার প্রাপ্ত কার্য্য সবে করে।
জন কোলাহল পূর্ণ হইল নগরে ॥
চতুর্দ্দল শিবিকাদি লইয়া তখন।
সিংহদ্বারে উপনীত বাহকের গণ ॥
রথ অশ্ব এক্কা ডুলি নর যান যত।
উপনীত হ'ল তথা কে গণিবে কত ॥
শকট যোজিত করে চালক সকল।
শিক্কা ভার স্কন্ধে লয়ে এলো ভারীদল ॥
বন্দী ভাট দাস দাসী রাজদ্বারে আসি।
উপস্থিত, রাজ প্রতীক্ষায় রহে বসি ॥
রাজপুরে রাজা রাণী পুরজনগণ।
ব্যস্ত হয়ে প্রাতঃকৃত্য করে সমাপন ॥
শ্রীরাধার দাসী যত জাগিয়া সকলে।
প্রাতঃ কালোচিত কার্য্য করে দলে দলে ॥
রাস জাগরণে রাই হ'য়ে অলসিতা।
কেবল সে কালে মাত্র আছয়ে নিদ্রিতা ॥
প্রাতঃ সেবা প্রতীক্ষায় শ্রীরূপমঞ্জরী।
আঙ্গিনায় উপনীতা লয়ে সহচরী ॥
যদিও নিদ্রিতা রাধা, সুষুপ্তি না হয়।
নন্দিশ্বরে গমন উৎসাহ হৃদে রয় ॥
হেন কালে শ্যামলাদি সুহৃৎ সঙ্গিনী।
রাই দরশনে এলো হয়ে আমোদিনী ॥

নবীন যৌবনা সবে অতুল রূপসী।
রাই প্রীতি রসে ভাষে মুখে মৃদু হাসি ॥
ভাবে গর গর মন চঞ্চল নয়ন।
নুপূর ঘুঙুর রবে মুখর চরণ ॥
দ্বারে আসি সখি সখি! বলিয়া ডাকিল।
শ্যামলার কণ্ঠস্বরে রাই চমকিল ॥
জৃম্ভা তুলি অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠি বসে।
এস সখি! সুপ্রভাত বলি প্রেমে ভাসে ॥
দ্বার উদ্ঘাটন কৈল শ্রীরূপমঞ্জরী।
প্রবেশিল গেহ মাঝে শ্যামাদি সুন্দরী ॥
শ্রীরাধা আদর করি বসাইল তবে।
যথাযোগ্য সম্ভাষণে তুষ্ট করি সবে ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী রাধা সন্নিধানে গিয়ে।
কেশপাশ যথা স্থানে দিল বিন্যাসিয়ে ॥
স্নিগ্ধ বারি নয়ন বদনে প্রদানিল।
চীন চেলে চারু মুখ মুছাইয়া দিল ॥
শ্যামাদি লইয়া রাই বসিল তখন।
চারিদিকে ঘেরিয়া বসিল নিজগণ ॥
শ্রীরাধার অঙ্গে হেরি শ্যাম পীতবাস।
পরমা সুখিনী শ্যামা মুখে মৃদু হাস ॥
শ্রীরাধার প্রতি কহে; পরাণ-স্বজনি।
আজি পূর্ণানন্দে বুঝি যাপিলে যামিনী ॥

শ্রীরাধিকা কহে সখি ! আনন্দের কণা ।
মম মন্দ ভাগ্যে বিধি ব্যবস্থা করে না॥
অহরহঃ জ্বলে হৃদি বিরহ অনলে ।
যুড়ায় সে জ্বালা কিছু তোমায় হেরিলে ॥
বেড়ে যায় তৃষালতা না ফলিল ফল ।
এ গোকুলে গোপ কুলে জনম বিফল ॥
শ্যামলা কহয়ে, সখি ! তব তৃষালতা ।
হেরিতেছি আশাতীত ফলে সুশোভিতা ॥
শুধু সুশোভিতা নহে ফল আস্বাদনে ।
অঙ্গ তব ডুবিয়া রয়েছে রস-ঘনে ॥
রসাধিক্য হেতু অঙ্গে ব্রণ কত দেখি ।
তথাপি বলিছ ফল ফলিল না সখি ! ॥
ফলের আশ্চর্য্য গুণ আস্বাদিলে বটে ।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদনে সাধ নাহি মিটে ॥
শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ তব অঙ্গ ও বসনে
সাক্ষ্য দেয় অলসাঙ্গি ! কি কাজ গোপনে ?
শ্যামলার বাক্যে রাধা-হৃদয়দর্পণে ।
বিলাস লীলার ছায়া পড়িল সেক্ষণে ॥
বাষ্প বিজড়িত কণ্ঠে কহিল ; শ্যামলে !
আমার হৃদয় মাঝে যে অনল জ্বলে ॥
কে বুঝিবে ? বুঝি বা তুমিও জান নাই ।
অই রূপ পরিহাস কর তুমি তাই ॥

মেঘাচ্ছন্ন অমানিশা, চমকি চপলা।
পথিকের দুঃখ দূর করে কি শ্যামলা ?
বাড়ায় আঁধার মাত্র আমায় তেমনি।
দুঃখ দিতে দেয় দেখা শ্যাম গুণমণি॥
ক্ষণ হৃদে ধরিতে না পেনু সে রতন।
না মিটিল আশা সখি, হেরি সে বদন॥
শ্যামা কহে যাঁরে তুমি বলিছ বিজরী।
ক্ষনেক বিচ্ছেদ-হ্রদে ডুবি হেম গৌরী॥
তব কাছে নহে সে বিদ্যুৎ কদাচন।
অকলঙ্ক কলানিধি করি দরশন॥
এখনও কলা তার তোমার উরজে।
অধর ও গণ্ডদ্বয়ে অসংখ্য বিরাজে॥
অনুরাগে নীলাম্বরী পীতবাস হ'য়ে।
শোভা পায় তব অঙ্গে দেখ নিরখিয়ে॥
শ্যামলার বাক্যে রাই চাহে অঙ্গ পানে।
পীতাম্বরে বক্ষ বেড়া হেরিল নয়নে॥
পীন পয়োধর যুগে চন্দ্রকলা প্রায়।
কৃষ্ণ কর নখ চিহ্ন বহু শোভা পায়॥
স্মরণ হইল স্পষ্ট রজনী বিলাস।
লজ্জিতা হইল ধনি মুখে মৃদু হাস॥
শ্যামা কহে মনে কি হইল বিধুমুখী !।
দর্পণ লইয়া গণ্ডাধর দেখ দেখি ?

শ্রীরাধা বলিল, শ্যামে ! পড়িয়াছে মনে।
হয়েছিল সঙ্গ গত রাত্রে তার সনে ॥
অপূর্ব্ব যোগীর বেশে বৃন্দাবনে গিয়ে।
ক্ষণ রস রঙ্গ কৈল সখিগণ লয়ে ॥
শ্যামা কহে তব সঙ্গে হলো যে বিলাস।
অবহিল্মা ছাড়ি তাহা করহ প্রকাশ ॥
তোমার বিলাস শুনি যে আনন্দ পাই।
কিছুতেই সুধামুখী সে আনন্দ নাই ॥
তব সুখে সুখী আমি জান মম মন।
আমার নিকটে কেন কর সংগোপন ॥
শ্রীরাধা কহিল সখি ! শ্যামের বিচ্ছেদে।
যে অনল প্রজ্জ্বলিত হয় মম হৃদে ॥
তাহে ক্ষণ শ্যাম-সঙ্গ-সুখ-বিন্দুবারি।
শুকাইয়া যায়, সখি ! রাখিব কি করি ?
শ্যামা কহে আজি গিয়া নন্দিশ্বর পুরে।
নিভাইব সে অনল প্রাণ দান ক'রে ॥
শ্যামলার সনে হয় এইরূপ কথা।
মাতামহী মুখরা জরতী এলো তথা ॥
করে যষ্টি নড়ে, শিরে সর্ব্ব কেশ পাকা।
কহে, কোথা নাতিনী গো প্রাণের রাধিকা ॥
বেলা হয়, যাইতে হইবে নন্দিশ্বরে।
জননী কহিল শীঘ্র সজ্জা করিবারে ॥

কহিতে কহিতে বুড়ী গৃহে প্রবেশিয়া।
রাধার মুখে শত চুম্ব খায় গিয়া॥
নিরখিয়া রাই মুখ আনন্দে ভরিল।
শ্যাম পীত-বাস রাই-অঙ্গেতে হেরিল॥
লজ্জিতা হইবে রাধা ইহা ভাবি মনে।
বসনের বার্ত্তা বুড়ী মুখে নাহি আনে॥
শ্যামলায় কহে শ্যামা! আছ তো কুশলে।
নন্দিশ্বর যেতে হবে সবে আছ ভু'লে॥
শ্যামা কহে দিদিমাতা তব আশীর্ব্বাদে।
সম্প্রতি এখন সবে আছি নিরাপদে॥
উৎসবেতে যাইবার হেতু সখী পাশে।
জাগাইতে আইলাম উঠিয়া প্রত্যুষে॥
ইহা কহি সবে তারে করিল প্রণাম।
বুড়ী কৈল আশীষ, পুরুক মনস্কাম॥
পুনঃ কহে শুন যত নাতিনীর দল।
যাইতে প্রস্তুত হও বিলম্বে কি ফল॥
স্নান সমাপিয়া সবে বেশভূষা করি।
ত্বরায় যাইবে নন্দ মহারাজ পুরী॥
দেখিয়াছি, যে উৎসব হয় সেইখানে।
এমন কোথাও কেহ না হেরে নয়নে॥
চলিনু এখন আমি নন্দরাজ পুরে।
দেখি গিয়ে যশোদা-আমার কিবা করে

প্রত্যুষে সেখানে যেতে মাতা ব্রজেশ্বরী।
বলিয়াছে আমায় অনেক যত্ন করি॥
এত বলি বুড়ী তথা হ'তে বাহিরিল।
নন্দিশ্বর অভিমুখে গমন করিল।
তথা নন্দিশ্বরে শয্যা ত্যজি জনগণ।
সত্বরে করিল প্রাতঃকৃত্য সমাপন॥
উৎসবের কর্ত্তব্য, যে কার্য্যে যার ভার।
সম্পন্নে নিযুক্ত হ'ল উৎসাহ অপার॥
বাদ্যকরগণ যত বাদ্য আরম্ভিল।
তুমুল শবদে পুর পরিপূর্ণ হ'ল॥
বাজিছে বিবিধ বাদ্য কর্ণে লাগে তালি।
ঢাক ঢোল টিকরা মৃদঙ্গ-মরদলী॥
খোল করতাল শিঙ্গা বীণা বেণু বাঁশী।
জগঝম্প নাগরা সানাই আর কাঁশী॥
ঐন্দ্রজালী যাদুকর দেখায় চাতুরী।
মল্লরঙ্গ প্রদর্শয়ে মল্লক্রীড়াকারী॥
স্থানে স্থানে হয় নানা পশ্বাদির খেলা।
নর্ত্তকী প্রদর্শে কত হাব ভাব কলা॥
বন্দী ভাট যথা তথা স্তুতি পাঠ করে।
"জয় নন্দ দুলাল কি" বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
শিল্পীগণ নানা দ্রব্যে নগরের মাঝে।
সাজায় চত্বর মার্গ—যেখানে যা সাজে॥

নগরের বালক বালিকা নর নারী।
বেশ ভূষা করিয়া যাইছে নন্দপুরী॥
রাজ পুরবাসী যত নর নারীগণ।
কর্ত্তব্য সাধন করে আনন্দে মগন॥
নন্দ মহারাজ ব্যস্ত নানা আয়োজনে।
নন্দরাণী কার্য্যাদেশ করে দাসীগণে॥
শয়ন কক্ষেতে কৃষ্ণ আছয়ে নিদ্রিত।
অঙ্গে ধরি অজানিত শ্রীরাধার বস্ত্র॥
লীলা শক্তি পৌর্ণমাসী অন্তরে তা জানি।
বিমোহিতা করিবারে নন্দরাজ-রাণী॥
চলে ব্রজেশ্বরী স্থানে ত্যজি বাসালয়ে।
কহিল রাণীর প্রতি বহু আশীষিয়ে॥
কোথা তব পুত্র মাতা! দেখি গিয়ে চল।
রাণী প্রণমিয়ে তাঁরে আনন্দে চলিল॥
শ্রীকৃষ্ণ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া।
পৌর্ণমাসী দেবীকে আসন প্রদানিয়া—
প্রাণকৃষ্ণে জাগরিত করিবার তরে।
বসে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের পালঙ্ক উপরে॥
অর্দ্ধনত হয়ে কৃষ্ণ অঙ্গে হস্ত দিয়া।
কহে উঠ গোপাল। আমার দুলালিয়া॥
বেলা হ'ল দেখ বাছা! আঁখি পদ্ম নিলি
আসিয়াছে ভগবতী লহ পদধূলি॥

জননীর হস্তস্পর্শে আর মিষ্ট বোলে।
নিদ্রা ত্যজি অনিদ্র যুগল আঁখি মেলে॥
জৃম্ভা তুলি অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠি বসে।
ঢুলু ঢুলু আঁখি-পদ্ম বিলাস অলসে॥
জলধি উথলে যথা রাকেন্দু দর্শনে।
কৃষ্ণ-মুখ-চন্দ্র হেরি জননীর মনে॥
সেইরূপ স্নেহ সিন্ধু উথলিয়া বাড়ে।
স্নেহবারি যশোদার গণ্ড বাহি পড়ে॥
স্তনদ্বয়ে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইল।
পুত্র মুখে শত শত চুম্বন করিল॥
শ্রীরাধার নীলাম্বর কৃষ্ণ অঙ্গে হেরি।
কিঞ্চিৎ বিস্ময়ে চিন্তা করে ব্রজেশ্বরী॥
বুঝিয়া তাঁহার ভাব দেবী পৌর্ণমাসী।
মোহিতে রাণীর মন কহে মৃদু হাসি॥
দেখ রাণী মাতা তব চঞ্চল কুঙর।
ক্রীড়াকালে ভুলিয়া লয়েছে রামাম্বর॥
ভগবতী বাক্যে রাণী সন্দেহ ত্যজিয়া।
খেদিতা হইয়া কহে দুঃখ প্রকাশিয়া॥
দেবী তব আশীর্ব্বাদে পাইয়াছি পুত্র।
চঞ্চলের হেতু আমি সদা সশঙ্কিত॥
এই দেখ খেলার পাগল মম পুত্র।
অঙ্গ ও বদনে কত করিয়াছে ক্ষত॥

রাণীর নিকটে দেবী রোহিনী সহিত।
অম্বিকা ও মধুরিকা ছিল উপস্থিত॥
জুটিল তথায় মধুমঙ্গল আসিয়া।
রাণী প্রতি কহে দ্ব্যর্থে ভঙ্গী প্রকাশিয়া॥
দেখ রাণীমাতা বনে সখা বনমালী।
ক্রীড়া করে, সদা লয়ে চপল বালালি॥
নিষেধ না মানে এই চূড়ামণি শিষ্ট।
রঙ্গ ক্রীড়া ছাড়া—কিছুতেই নহে তুষ্ট॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে হেরি রাধার বসন।
আনন্দে কহিল এই কপট বচন॥
গত নিশিযোগে গেল আমায় বঞ্চিয়ে।
ক্রীড়া কৈল চপল বালালিগণ লয়ে॥
জানে না যে মধুর ধর্ম্মের কত জোর।
রামাম্বরে আজি ধরা পড়িয়াছে চোর॥
মধুরিকা প্রতি বটু ইঙ্গিতে কহিয়া।
রাখাইল রাই বস্ত্র গোপন করিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিত হয়ে ভাবে মনে মনে।
শয়নের কালে অঙ্গ না দেখিনু কেনে॥
ভাগ্যে ভগবতী দেবী সদয় হইয়া।
আইল জননী সঙ্গে অন্তরে জানিয়া॥
তাঁহার মায়ায় সবে মোহিত হইল।
প্রিয়ার বসন বলি লখিতে নারিল॥

মধুমঙ্গলের সেই শ্লেষ বাক্য গুলি।
সহজ বুঝিল রাণী বাৎসল্যেতে ভুলি ॥
রাণী কহে বটু প্রতি যা কহিলে বাছা।
অতি সত্য তব কথা নহে কিছু মিছা ॥
এবার তোমার যদি নিষেধ না মানে।
বলিবে আমার কাছে দণ্ডিব এখানে ॥
এত বলি রাণী বারি লইয়া তখন।
প্রক্ষালিল শ্রীকৃষ্ণের নয়ন বদন ॥
পরিধেয় বস্ত্রাঞ্চলে শ্রীমুখের বারি।
নিবারিল ধীরে ধীরে অতি যত্ন করি ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর চরণ ধোয়ায়।
গঙ্গা যাঁর পাদোদ্ভবা সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥
যাঁর শক্তি অংশ মাত্র দেবী যোগমায়া।
সেই কৃষ্ণ একে একে প্রণময়ে গিয়া ॥
অগ্রে পৌর্ণমাসী পদে নমস্কার করি।
মাতৃদ্বয়ে নমি পদধূলি শিরে ধরি ॥
প্রণমিল ধাত্রীমাতা অম্বিকার পায়।
সবে স্নেহে কৃষ্ণ মুখে শত চুম্ব খায় ॥
রাণী ক্রোড়ে লয়ে প্রাণগোপালে তখন।
রোহিনী দেবীরে কহে বিনয় বচন ॥
দেখ দিদি! কালি প্রাণগোপাল আমার।
রাত্রে ভাল করি কিছু করে না আহার ॥

রক্তক পত্রকে ডাকি মুখ প্রক্ষালন।
করাইয়া রাম সহ করাহ ভোজন ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কহে শুন রে গোপাল
আজি মম অতিশয় কার্য্যের জঞ্জাল ॥
তব বড় মাতা কাছে করিয়া ভোজন।
সখাগণ লয়ে গোষ্ঠে করিবে গমন ॥
গাভীগণে আজি নাহি দোহন করাবে।
যাইয়া বাছুরগণে দুগ্ধ পিয়াইবে ॥
জন্মতিথি দিনে তোর বৎসতরীগণ।
উদর পুরিয়া দুগ্ধ করুক ভক্ষণ ॥
চাঞ্চল্য না করি কোন, সখাগণে লয়ে
নগরে বেড়াও গিয়ে উৎসব দেখিয়ে ॥
আসিতেছে বৃষভানু-রাজা নিমন্ত্রণে।
আগমন করিলেই নমিবে চরণে ॥
যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিবে সকলে।
কেহ যেন উদ্ধত বালক নাহি বলে ॥
যাও বটু, কৃষ্ণ সঙ্গে করিবে ভোজন।
রামে লয়ে পরে গোষ্ঠে করিবে গমন ॥
জননী আদেশে কৃষ্ণ রাম-মাতা সনে
চলিল বটুর সহ ভোজন কারণে ॥
মধুরিকা শ্রীরাধার লইয়া বসন।
ভানুপুর অভিমুখে করিল গমন ॥

কার্য্যান্তরে অম্বিকা ও গমন করিল।
ব্রজেশ্বরী পৌর্ণমাসী দেবীরে পুছিল॥
কহ দেবি! আজিকার কার্য্যের বিধান।
কি করিলে গোপালের হইবে কল্যাণ?
তুমি ব্রজজনের কল্যাণ বিধায়িনী।
তব উপদেশ সর্ব্ব-সিদ্ধি-দেয় জানি॥
ভগবতী কহে শুন ভাগ্যবতী মাতা।
তব পুত্র কল্যানার্থে কহি যাহা কথা।
করাইতে হবে স্নান সর্ব্বতীর্থ জলে।
স্নান করাইবে কৃষ্ণে এয়োসী সকলে॥
যদি বল সর্ব্বতীর্থ বারি পাব কোথা।
তাহার সম্বন্ধে শুন এক গুহ্য কথা॥
বৃন্দারণ্যে আছে কুণ্ড অরিষ্ট নামেতে।
সর্ব্বতীর্থ বসতি করয়ে সে কুণ্ডেতে॥
কুণ্ডের আশ্চর্য্য শক্তি বহু শাস্ত্রে বলে।
সর্ব্বারিষ্ট নষ্ট হয় তাহে স্নান কৈলে॥
তব পুত্র সহিত লইয়া এয়োগণে।
পূর্ব্বাহ্ন সময়ে আমি যাইব সেখানে॥
বহুবিধ মাঙ্গলীয় কার্য্য তথা আছে।
সঙ্ক্ষেপে কর্ত্তব্য কিছু বলি তব কাছে॥
প্রাদক্ষিণ করাইতে হবে গোবর্দ্ধন।
গিরিরাজে সূর্য্যদেবে করিবে পূজন॥

শুদ্ধমতি এয়োগণ সঙ্গেতে রহিবে।
যাবতীয় শুভ কার্য্য তারাই করাবে॥
আর এক গুপ্ত কথা বলিয়াছি পূর্ব্বে।
স্মরণ না থাকে যদি পুনঃ বলি এবে॥
বৃষভানু রাজার নন্দিনী শ্রীরাধিকা।
নহে সে সামান্যা নারী লক্ষ্মীর অধিকা॥
সর্ব্ব এয়োগণ শিরোমণি সেই হয়।
তব নিমন্ত্রণে পুরে আসিবে নিশ্চয়॥
তার দ্বারা যে মাঙ্গল্য সাধন করাবে।
সেই শুভ ফল চির অক্ষুণ্ণ রহিবে॥
আজি কৃষ্ণ-অঙ্গে রাধা কুণ্ডবারি দিলে।
যে ফল ফলিবে তাহা রাখিতেছি ব'লে॥
বজ্রসম তব তনয়ের অঙ্গ হবে।
কোন অস্ত্রে কেহ অঙ্গ ভেদিতে নারিবে॥
নিত্য শ্রীরাধায় যথা করায়ে রন্ধন।
অন্ন ব্যঞ্জনাদি কৃষ্ণে করাও ভোজন॥
সেইরূপ আজিও রন্ধন করাইবে।
রাইকৃত দ্রব্য যত কৃষ্ণে ভুঞ্জাইবে॥
গণসহ শ্রীরাধায় করায়ে ভোজন।
কৃষ্ণ সঙ্গে কুঞ্জে যেতে করিবে যতন॥
নিত্য সূর্য্য পূজে রাই নিয়ম করিয়া।
সেই ছলে পাঠাইবে অন্যেরে বঞ্চিয়া॥

অভিষেকে যাবে কৃষ্ণ কারে না বলিবে।
গোপনে যানাদি যত প্রস্তুত রাখিবে॥
সুবল মধুমঙ্গলে লব কৃষ্ণ সনে।
পৌরহিত্য মধু গিয়া করিবে সেখানে॥
অভিষেকে আবশ্যক যে যে দ্রব্য হবে।
নান্দিমুখী সংগ্রহ করিয়া তাহা নিবে॥
কুন্দলতা, পুরবধূ, রাধা-সখীগণে।
কৃষ্ণ অভিষেক হেতু পাঠাবে গোপনে॥
ব্রজেশ্বরী বলে, আর্য্যে! কৃষ্ণ-শুভ হেতু।
তব বাক্য শিরোধার্য্য মঙ্গলের সেতু॥
কিন্তু এক চিন্তা, মনে জাগিল আমার।
জটিলা ঘটাবে বাধা বধূ যাইবার॥
নিমন্ত্রণ রক্ষাহেতু আসিবে এ পুরে।
তার বধূ কৃষ্ণ সঙ্গে পাঠাবে কি ক'রে?
ভগবতী বলে, তার না কর সন্দেহ।
দিবসে যাটববাসী না আসিবে কেহ॥
পূর্ব্বে তব নিমন্ত্রণ পাইয়া যাবটে।
গিয়াছিল জটিলাদি আমার নিকটে॥
কহিল আমায় যত যাবট জরতি।
নন্দরাজ নিমন্ত্রণ হয়েছে সম্প্রতি॥
কি করিব ভগবতি তাহার উপায়।
এ উৎসবে তথা যেতে মন নাহি চায়॥

আসিবেক বৃষভানু-পুর-বাসি গণ।
রাজায় রাজার আশি হইবে মিলন॥
আমরা গৃহস্থ গোপ—তাহাদের রীতে।
বল দেবি সমাবেশ হইবে কি মতে॥
মোদের আচার রীতি বেশ বার্ত্তা আদি।
হইবেক তাহাদের সম্পূর্ণ বিরোধী॥
ভানুপুর বাসী কাছে ঘৃণিত হইলে।
বড়ই লজ্জার কথা মান যাবে চ'লে॥
এইহেতু দিবাভাগে ব্রজেন্দ্র-ভবনে।
যাবটের কুটুম্ব না যাবে নিমন্ত্রণে॥
নিমন্ত্রণ রক্ষা হেতু সন্ধ্যাকালে গিয়া।
কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ করি আসিব ফিরিয়া॥
তুমি দেবী রাজপুরে অবশ্য যাইবে।
দুঃখিতা না হয় রাণী ছলে ভুলাইবে॥
জটিলা কহিল আরো অনুরোধ করি।
আসিবে আমার বধূ নন্দরাজপুরী॥
আদেশ দিয়েছ তারে সূর্য্য পূজিবারে।
সেইহেতু নিত্য নিত্য সূর্য্য পূজা করে॥
যাহাতে সে ব্রত তার ভঙ্গ নাহি হয়।
আর যাহাতে কুলের ভরম মোর রয়॥
কৃপা করি লইতে হইবে তার ভার।
ভরসা তোমার দেবি! কি বলিব আর॥

অতএব জটিলায় ভয় না করিবে।
নির্ব্বিঘ্নে এ শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইবে॥
রাণী কহে ভগবতি, ভরসা তোমার।
কেহ না করয়ে যেন অখ্যাতি আমার॥
এইরূপ পরামর্শ রাণীর সহিতে।
করি, দেবী পৌর্ণমাসী রহে আতন্দিতে॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা তরে পৌর্ণমাসীরূপে।
যোগমায়া দেবী আছে লুকায়ে স্বরূপে॥
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা ভঙ্গ পাছে হয়।
সে কারণ করে দেবী তাহার উপায়॥
কৃষ্ণ গেহ হতে পরে বাসালয়ে গেল।
রাণী ও কর্ত্তব্য কার্য্যে মন নিবেশিল॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশুগায় নন্দ মহোৎসব ভাষা॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

ভানুপুরে শ্রীরাধা শ্যামায় কহে, সখি।
উদিল নূতন চিন্তা পীতবাস দেখি॥
আমার বসন যদি নন্দিশ্বরপুরে।
প্রাতঃকালে বঁধু অঙ্গে ব্রজেশ্বরী হেরে॥

কি ভাবিবে কি বলিবে কি ঘটিবে তায়।
বুঝিতে না পারি সখি! ঠেকিলাম দায়॥
শ্যাম কহে, চিন্তা বটে যা কহিছ তুমি।
বসন লইয়া সচিন্তিত আছি আমি॥
হেনকালে মধুরিকা আইল তথায়।
হাস্যমুখে প্রণমিল শ্রীরাধার পায়॥
শ্রীরাধা জিজ্ঞাসে তায়—সখি মধুরিকে।
কোথা গিয়েছিলে কোন কার্য্য উপলক্ষে॥
মধুরিকা বলে শুন হে চাঁদ-বয়ানী।
বলিব সঙ্ক্ষেপে সেই রহস্য কাহিনী॥
তোমায় লইয়া এসে বৃন্দাবন হ'তে।
শয়ন করাতে যবে গেলাম গেহেতে॥
সেইকালে তব অঙ্গে শ্যামের বসন।
নিরখিয়া চিন্তাযুক্ত হ'ল মম মন॥
বুঝিলাম বসনের পরিবর্ত্ত হ'ল।
সেখানে সেকালে কারো লক্ষ্য না হইল॥
এখন এখানে ব'লে কি ফল ফলিবে।
কেবল মোদের সখী উদ্বিগ্ন হইবে॥
সখীর এ বাস নিরখিবে সখীগণ।
শ্যাম অঙ্গে বসন হেরিবে গুরুজন॥
যদি তার উপায় করিতে কিছু পারি।
নিদ্রা না যাইয়া যাব নন্দিশ্বর-পুরী॥

বাস পরিবর্ত্ত বার্ত্তা কারে না বলিয়া।
তখনই নন্দালয়ে গে'লাম চলিয়া॥
সুযোগ খুঁজিনু শ্যামে সতর্ক করিতে।
কিছুই উপায় তার না পেনু দেখিতে॥
প্রাতঃকালে ভগবতী ব্রজেশ্বরী সনে।
জাগাইতে গেল নাথে শয়ন ভবনে॥
সেই কালে আমি, মাতা রোহিণী সহিতে।
গমন করিনু তথা তাদের পশ্চাতে॥
বহু যত্নে রাণী, তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করি।
নির্ব্বাক হইয়া রহে অঙ্গবাস হেরি॥
ভাবিলাম শ্যাম অঙ্গে সখীর বসন।
না জানি কি আজি ঘটাইবে দুর্ঘটন।
ভগবতী তব বস্ত্র নিরীক্ষণ করি।
রাণী প্রতি কহিলেন করিয়া চাতুরী॥
দেখ রাণীমাতা তব পুত্র সুচঞ্চল।
রামাম্বর সহ বাস করেছে বদল॥
ভগবতী বাক্যে রাণী মুগ্ধা হয়ে গেল।
রামের অম্বর তাহা, বুঝিয়া লইল॥
কহিল আক্ষেপ করি ভগবতী প্রতি।
সেই ভয়ে ভীত আমি সদা ভগবতী॥
ক্রীড়ারঙ্গে সখা সঙ্গে নিয়তই মত্ত।
দেখ তাহে অঙ্গে, কত করিয়াছে ক্ষত॥

সুযোগ দেখিয়া বস্ত্র লইয়া তখন ।
বলদেবে দিব বলি করিনু গোপন ॥
এই দেখ সেই বস্ত্র কক্ষতলে করি ।
আনিয়াছি তথা হ'তে করিয়া চাতুরি ॥
মধুরার কর্ত্তব্যতা বুদ্ধিমত্তা শুনি ।
আর সেই বসন নিরখি বিনোদিনী—
অতিশয় হরষিত হইয়া অন্তরে ।
শ্যামলাদি সহ বহু প্রশংসে তাহারে ॥
কহে ধন্য বুদ্ধি তব, সখী মধুরিকে ।
কার্য্য হেরি ইচ্ছা হয় রাখি তোমা বুকে ॥
ভগবতী পদে করি কোটি নমস্কার ।
শঙ্কটে তরিতে মাত্র ভরসা তাঁহার ॥
আনন্দের দিনে বসনের বার্ত্তা তরে ।
বড়ই চিন্তিত আমি ছিলাম অন্তরে ॥
সে দারুণ চিন্তা মনে নিরানন্দ দান ।
করিতেছিল রে সখি ! কৈলে তুমি ত্রাণ ॥
দূরে গেল সে চিন্তা ; এখন চিন্তামণি ।
হৃদে উদি মন প্রাণ টানে লো স্বজনি ॥
সে লাবণ্য, সেই কেলি জলধির মাঝে ।
সে নারীর নয়ন-শফরী সদা রাজে ॥
সেই ধন্যতমা সখি ! তার ভাগ্যফল ।
রূপ গুণ আদি ধন্য সার্থক সকল ॥

বল মধুমুখী সেই রসিক রতন।
পরে কি করিল লীলা, কি হ'ল ঘটন ॥
মধুসম বঁধুকথা লাগে তব মুখে।
সেই হেতু মধুমুখী বলিনু তোমাকে ॥
মধুমুখী শুধু কেন বলি বা আমরা।
মধুময়ী অয়ি, তাই নামটি মধুরা ॥
মধুরিকা বলে, যা বলহ ভালবাসি।
আমি কিন্তু চির তব চরণের দাসী ॥
তার পর শুন সখি, সে লীলা-বিলাসী।
লজ্জা অবনত মুখে মৃদু মৃদু হাসি ॥
শয্যা ত্যজি উঠে ধীরে, অরুণিত আঁখি।
কে না মোহে সে মোহন-মাধুরি নিরখি ॥
কত যত্নে রাণীমাতা স্নিগ্ধবারি দিয়া।
প্রক্ষালিল আঁখি-পদ্ম আনন্দে পূরিয়া ॥
বস্ত্রাঞ্চলে চাঁদ মুখ মুছাইয়া দিল।
নাথ আসি দেবী পদে প্রণাম করিল ॥
মাতৃদ্বয়ে অম্বিকায় প্রণাম করিয়া।
মায়ের আদেশে গেল ভোজন লাগিয়া ॥
বসনের হেতু সচিন্তিতা রবে ব'লে।
অন্য লীলা না হেরিয়া আইলাম চলে ॥
শ্রীরাধা তখন শ্যামলায় কহে খেদে।
হায় সখি! চির দুঃখ রহি গেল হৃদে ॥

এ গোকুলে গোপকুলে জনম লভিয়া।
লীলা জলধির কূলে বসতি করিয়া॥
না পাইনু কণা তার আস্বাদ করিতে।
বিফল জনম মম এই গোকুলেতে॥
অত্যদ্ভুত কৃষ্ণ-প্রেম শ্রীরাধার দেখি।
শ্যামলা কহিল, ধন্য প্রেম তব সখি॥
যে কমল-মধুলোভে পেয়ে যার গন্ধ।
দূর হ'তে কুলাঙ্গনা-অলি হয় অন্ধ॥
তুমি সে অম্লান-পদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
অতিরিক্ত মধু পিলে, উনমত্তা হয়ে॥
সেই হেতু চিত্তভ্রম ঘটিয়া তোমার।
নাশিয়াছে স্মৃতি সেই বিলাস বার্ত্তার॥
শ্রীরাধা কহিল সত্য তব কথা সখি।
নিকুঞ্জ নিলয়ে যবে সে কমল আঁখি॥
কমল কোমল করে করিল ধারণ।
পরশে আপন হারা হইনু তখন॥
স্মৃতি-পথে কোন কথা আনিতে না পারি।
অবহিত্থা তব কাছে নহে সহচরী॥
ক্ষণেক বিচ্ছেদ হ'লে যুগ হয় জ্ঞান।
এমনে কেমনে শ্যামে! থাকে বল প্রাণ॥
শ্যামা কহে দুঃখ আর রবে না স্বজনি।
এখনি দেখিবে গিয়ে সে নয়নমণি॥

ত্বরায় স্নানাদি কার্য্য কর সমাপন।
আমরা বিদায় লয়ে চলিনু এখন ॥
একত্রে যাইব সবে নন্দিশ্বর পুরী।
স্নানাদি করিগে আর করিব না দেরি ॥
ইহা কহি শ্যামা ধরি কমলিনী-কর।
বাহিরিল স-সঙ্গিনী উল্লাস অন্তর ॥
সম্মানার্থে বিনোদিনী তাহাদের সাথে।
প্রেমাধিক্যে যায় ধরি শ্যামলার হাতে।
কিছু দূর তাহাদেন সঙ্গেতে যাইয়া।
গৃহালিন্দে রত্নাসনে বসিল আসিয়া ॥
দাসী আসি সম্মুখের রতন বেদিতে।
মুখ-প্রক্ষালন-বারি যোগায় ত্বরিতে ॥
কল্পতরু-ক্ষুদ্রশাখা, সুগন্ধি-চূর্ণিকা।
ধনুর আকৃতি রত্ন, রসনা শোধিকা ॥
গেহ হ'তে আনি দাসী যোগাইয়া দিল।
মুখ-প্রক্ষালনে রাই গমন করিল ॥
গন্ধচূর্ণে দন্তকাষ্ঠে মাজিয়া দশন।
বহিরন্ত শ্রীমুখের করে প্রক্ষালন ॥
কোন দাসী শ্রীকরেতে ঢালি দিল বারি।
যতনে বদন চন্দ্র শোধিল সুন্দরী ॥
রসনা-শোধন কালে দেহের কম্পনে।
কেলি-বিলাসের বার্ত্তা জাগাইল মনে ॥

সখীগণ সে কম্পনে মৃদু হাস্য করে।
ফুটিল হাসির রেখা শ্রীরাধা অধরে॥
সূক্ষ্ম চারু চেল আনি দিল এক সখী।
মুছিল শ্রীমুখ হস্ত তাহে বিধুমুখী॥
অনন্তর শ্রীরাধার স্নান আয়োজন।
করিতে লাগিল মহাসুখে সখীগণ॥
যে ভূষণ রাখা অনুচিত স্নানকালে।
ধীরে ধীরে শ্রীরাধার অঙ্গ হ'তে খুলে॥
মাথার ঘোমটা খুলি কনকমঞ্জরী।
এলাইয়া দিল বেণী অতি যত্ন করি॥
ধীরে ধীরে কেশমধ্যে করাঙ্গুলি দিয়া।
দিলেক জড়িত কেশ পৃথক করিয়া॥
এলোকেশ পৃষ্ঠদেশ অধিকার করি।
বাড়াইল রাধাঙ্গের অপূর্ব্ব মাধুরি॥
যদিও ভূষণহীন হইয়াছে দেহ।
কিবা ক্ষতি দেহ যার সৌন্দর্য্যের গেহ॥
চলাপাঙ্গী, চঞ্চলাক্ষ্য, বিক্ষেপ করিয়া।
কেহ আসিতেছে কিনা দেখে নিরখিয়া
পরে, সখীকরধৃত শুভ্র সূক্ষ্মবাস।
পরিধান করে তবু মনে আসে ত্রাস॥
স্নান উপযোগী বস্ত্র পরিধান করি।
বসিল সৌন্দর্য্যময়ী সুআসনোপরি॥

সখীদ্বয় সুকুসুম-সুবাসিত তৈল।
আনি মাখাইয়া অঙ্গমর্দ্দন করিল ॥
কেহ আমলকী দ্রব্যে গন্ধ দ্রব্য দিয়া।
কেশে মাখাইল মৃদু ঘর্ষণ করিয়া ॥
স্বভাবে যে কেশ হেরি মদন অধৈর্য্য।
বাড়াইল তাহে তার দ্বিগুণ সৌন্দর্য্য ॥
স্নান উপযোগী বারি সুগন্ধি করিয়া।
হেম মণিময় বহু কলসে ভরিয়া ॥
আনি কোন দাসী রাখে স্নান বেদিকায়।
বারির সদ্গন্ধে তথা কত অলি ধায় ॥
কেহ গাত্র মার্জ্জনার্থে চীনচেল লয়ে।
স্নান-বেদিকায় গিয়ে রহে দাঁড়াইয়ে ॥
গজেন্দ্রগমনে রাই চলিল তখন।
স্নান-বেদি উপরে করিল আরোহণ ॥
স্ফটিকের বেদিকায় রাধা অঙ্গ কান্তি।
পড়িয়া সুবর্ণবেদি বলি হয় ভ্রান্তি ॥
বেদিকার চারিদিকে উচ্চ ভিত্তি দিয়া।
বেষ্টিত করেছে শিল্পী সুন্দর করিয়া ॥
দাঁড়াইলে স্নানকালে মস্তকেতে বারি।
প্রদানার্থে নির্ম্মিত করেছে উচ্চ করি ॥
দাঁড়ায় মাধব-বাঞ্ছা বেদী মধ্যে গিয়া
প্রধানা কিঙ্করী যত দাঁড়াল ঘেরিয়া ॥

গোলাপ-সুগন্ধি বারি কেহ ঢালে শিরে।
কেহ দেয় কেশরাশি প্রক্ষালন ক'রে॥
নিখিলাঙ্গ একে একে করিয়া মার্জ্জন।
প্রাথমিক স্নান সমাপিল দাসীগণ॥
পরে ললিতাদি প্রিয় শ্রেষ্ঠ সখী যত।
লইয়া সুগন্ধি বারি সময় উচিত॥
মুহুর্মুহু মহানন্দে জয়ধ্বনি করি।
মহাস্নান করায় মস্তকে ঢালি বারি॥
সেইকালে অপরূপ যে অপূর্ব্ব শোভা।
হইল তথায় তাহা বর্ণিবেক কেবা॥
প্রতি মণিময় পাত্রে প্রত্যেকের ছায়া।
পড়িয়া প্রতীতি হয় যাদুকর মায়া॥
কত কত ললিতা বিশাখা আদি সখী।
কত শ্রীরাধিকা কত দাসী তাহে দেখি॥
কেশ অঙ্গ বস্ত্র ছায়া পড়িয়া কলসে।
নানাবর্ণে চিত্রিতের প্রায় পরকাশে॥
স্বভাবতঃ শুভ্র বর্ণ কলস সকল।
বিবিধ বরণ করি করে ঝলমল॥
স্নান সমাপণ হ'লে কিঙ্করী সকল।
শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গের মুছাইল জল॥
কোন দাসী কেশরাশি শুভ্র বস্ত্র দিয়া।
নিষ্পীড়ন করে ধীরে বেষ্টন করিয়া॥

সে কুটিল কেশপাশ নিপীড়িত হয়ে।
বারি উদ্গীরণ করে যেন ঠেকে দায়ে ॥
কেশের কতক বারি নিরাকৃত হ'লে।
এক দাসী সুন্দর বসন আনি দিলে ॥
বরাঙ্গী শ্রীরাধা সে বসন লয়ে করে।
আর্দ্রবাস পরিহরি পরিধান করে ॥
পরে মৃগদৃশী রাই বেদী-তলদেশে।
ইতস্ততঃ নিরখিয়া দাঁড়াইল এসে ॥
অঙ্গ মার্জ্জনীর দুই প্রান্ত করে ধরি।
স্বর্ণলতা তনুখানি কিছু বক্র করি ॥
সুচিক্কণ কেশগুচ্ছে আঘাত করিয়া।
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা দিল বিদূরিয়া ॥
প্রহারে কুন্তল-কান্তি বাড়িল দ্বিগুণ।
নিপীড়িনে ক্ষুব্ধ নহে ভক্তেরো এ গুণ ॥
এইরূপে নির্জ্জল করিয়া কেশ রাশি।
অঙ্গ-আচ্ছাদনী করে লইল রূপসী ॥
উড়নীতে সর্ব্ব অঙ্গ করি আচ্ছাদন।
তথা হ'তে বেশালয়ে করিল গমন ॥
বসিল আনন্দময়ী রত্নাসনে গিয়া।
অগুরুর ধূপ দাসী দিল যোগাইয়া ॥
অগ্নি সংযোজিয়া তাহে শ্রীরূপমঞ্জরী।
তার ধূমে কেশরাশি বিরল বিথারি ॥

রতি মঞ্জরীর সহ আর্দ্রতা নাশিল।
কেশের সংস্কার হেতু সুদেবী আইল ॥
মদনমোহন মোহে যে কেশ হেরিয়া।
বাম করে গুচ্ছ গুচ্ছ ধারণ করিয়া—
কনক কঙ্কতি দিয়া অতি ধীরে ধীরে।
মাজিল কুঞ্চিত কেশ কত যত্ন ক'রে ॥
আঁচরিয়া মনোমত বিনাইল বেণী।
বেণীর হেরিয়া শোভা সাপিনী তাপিনী ॥
তার অগ্রভাগে পট্ট-সূত্রের নির্ম্মিত।
কৃত্রিম গোলাপ পুষ্প হেম হীরা যুত ॥
বাঁধিল দুইটি তাহা অতি মনোহর।
পুষ্পভ্রমে বসিবারে বাঞ্ছে মধুকর ॥
ললাট উপর হ'তে শির মধ্য দেশে।
অতি সূক্ষ্ম সিঁথি কৈল বিন্যাসিয়া কেশে ॥
সুন্দর সিন্দুর রেখা প্রদানিল তায়।
কন্দর্পের বীথি-রূপে প্রতীতি জন্মায় ॥
পরে শ্রীললিতা দেবী তুলি লয়ে করে।
শ্রীরাধার ললাটে বিচিত্র চিত্র করে ॥
মৃগমদ, চন্দন, কস্তুরী দ্রব দিয়া।
সৌভাগ্য তিলক নামে তিলক রচিয়া ॥
কহিল তিলক প্রতি হে কন্দর্প-যন্ত্র।
সৌভাগ্য মন্ত্রেতে তোমা করিনু পুটিত ॥

করিবে একান্ত তুমি কান্ত-বিমোহন।
তবে ধন্য হব আমি করিয়া অঙ্কন ॥
স্নিগ্ধাঞ্জনে রঞ্জিত করিয়া আঁখিদ্বয়ে।
শোভায় মোহিতা হয়ে আঁখিদ্বয়ে কহে ॥
নয়ন ! তোমরা নিশিদিন যাহা চাহ।
সেই শ্যামরুচি-দ্রব উপহার লহ ॥
সহজে কটাক্ষ অস্ত্রে জার যায় প্রাণ।
সুতীক্ষ্ণ করিনু আরো প্রদানিয়া শাঁণ ॥
শ্রীরাধার গণ্ডযুগে বিশাখা সুন্দরী।
কন্দর্প আসনরূপ আঁকিল মকরী ॥
মৃদু হাসি কহে এস মকর-কেতন।
বৈসহ আসিয়া পাতি দিনু বরাসন ॥
যথাকালে অরুণ অধর-জবা দিয়া।
অর্চ্চিবে রসিক বর থাকহ বসিয়া ॥
চিবুকে কস্তুরী * বিন্দু করিতে প্রদান।
কেতকীর দলে অলি শিশু হ'ল জ্ঞান ॥
অনন্তর চিত্রা সখী তুলিকা লইয়া।
কস্তুরী চন্দনে করপূর মিশাইয়া ॥
শ্রীরাধার বক্ষবাস উন্মোচন করি।
সুকোমল চেলে † মুছি কুচ-হেমগিরি ॥

* কস্তুরী—মৃগমদ। † চেলে—পট্টবস্ত্রে।

তদুপরে রমণীয় পত্র পুষ্প লতা।
অঙ্কিত করিয়া বক্ষ কৈল সুশোভিতা ॥
পরিহাসে কহে কুচদ্বয়ে লক্ষ্য করি।
কঠিন তোমরা অতি যুগ্ম হেমগিরি ॥
কুসুম-কোমল-হৃদি লয়ে রসরাজ।
হৃদয়ে হৃদয় দিয়া করিবে বিরাজ ॥
তোমরা তাঁহার বক্ষ্য করিবে পীড়িত।
সে কারণ পত্র পুষ্পে কৈনু আচ্ছাদিত ॥
শ্রীরাধা হাসিয়া কহে শুন রসবতী।
তোমার অত্যন্ত দয়া রসরাজ প্রতি ॥
যে পত্র পুষ্পেতে গিরি কৈলে আচ্ছাদন।
তাহে কি করিতে পারে পীড়ন বারণ ॥
আজি তব সুকোমল গিরিদ্বয়োপরে।
শয়ন করাব—কোমলাঙ্গ গিরিধরে ॥
লজ্জিতা হইল চিত্রা শুনি সেই কথা।
হাসি প্রত্যুত্তর তার করিল ললিতা ॥
* কম সুমেরুর শৃঙ্গে যে করে শয়ন।
মৈনাকের শৃঙ্গ তারে রমে কি কখন ?
তারপর রঙ্গদেবী যাবক লইয়া।
রাধা পাদপদ্ম দিল রঞ্জিত করিয়া ॥

* কম = মনোহর।

সে দুর্লভ পাদপদ্ম হৃদয়েতে ধরি।
পুলকে পুরিল অঙ্গ চক্ষে বহে বারি।।
কহে গদ গদ ভাসে সখীগণ প্রতি।
হের সহচরীগণ মোরা ধন্য অতি।।
যে রাতুল শ্রীচরণ ধরিয়া মাধব।
কাতরে যাচয়ে দেহি শ্রীপদ-পল্লব।।
অনায়াসে অসাধনে আমরা সকলে।
সেই পাদপদ্ম ধরি হৃদয় কমলে।।
অলক্তকে রাঙ্গাপদ করিয়া সুরঙ্গা।
পরাইল সূক্ষ্ম পট্ট লোহিত-লহঙ্গা * ॥
অন্তর্বাস রূপে সেই রাঙ্গা পট্টবাস।
কৃষ্ণ অনুরাগ যেন করিছে প্রকাশ।।
তদুপরি ইন্দুরেখা নীল পট্ট সাটি।
পরিধান করাইল করি পরিপাটি।।
সুনীল কাঁচুলী দিয়া, বক্ষ আচ্ছাদন।
দিল করি, তুঙ্গ বিদ্যা ; জ্বলে মণিগণ ॥
তড়িৎ কি ঢাকা থাকে বস্ত্র আচ্ছাদনে।
অপরূপ রাইরূপ ঢাকিবে কেমনে ?
তারপর ভূষণের পেটারিকা খানি।
রূপমঞ্জরী দিল গেহ হ'তে আনি।।

* লহঙ্গা—ঘাঁগরা।

আচ্ছাদন উন্মোচন করিল ললিতা।
অলঙ্কার প্রভায় আলোক হ'ল তথা ॥
বহুবিধ মণিরত্ন জড়িত ভূষণ।
যে সকল সর্ব্বোত্তম বাছিল তখন ॥
কৃষ্ণ-সঙ্গ-সুখ উদ্দীপন করাইয়া।
নানা হাস্য পরিহাসে দেয় পরাইয়া ॥
স্বভাবতঃ রাধা সিঁথা মনোমথ বীথি।
পরাইয়া দিল তাহে মণিময় সিঁথী ॥
কহিল হে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
এ শরণি * তব নেত্রে পড়িবে যখন ॥
পূর্ব্বে সাবধান হয়ে গমন উচিত।
নতুবা নিশ্চয় তুমি হবে মুরছিত ॥
অলকা চুম্বিত রাই ললাট ফলকে।
সিঁথীর ঝালর পড়ি অপরূপ ঝকে ॥
শিরে শিব ফুলে জ্বলে স্যমন্তক মণি।
বেণী হেরি হয় ভ্রম ; মণি যুত ফণী ॥
নাসাগ্রে বৃহৎ গজমতি সুশোভিত।
শুভ্র পুষ্পে মুখ যেন হয়েছে অর্চ্চিত ॥
কর্ণ যুগে পরাইল মণির কুণ্ডল।
তার সঙ্গে চক্র শলা করে ঝলমল ॥

* শরণি — পথ।

বিচিত্র অঙ্গদ প্রদানিল দুই ভূজে।
মণিগণ ধক্ ধক্ জ্বলে তার মাঝে॥
ইন্দ্রনীলণিমচুড়ী মণিবন্ধ। দ্বয়ে।
শোভিত করিল কিবা কেনা তাহে মোহে॥
পরে পরাইল করে বলয় কঙ্কণ।
রুণু-রুণু শব্দ যার কর্ণ রসায়ণ॥
করদ্বয় অঙ্গুলিতে অঙ্গুষ্ঠিকা বাদে।
রত্নাঙ্গুরী প্রদানিল মনোহর ছাঁদে॥
গলে নয়নরী হার করিল অর্পণ।
খোদিত রত্নের ফুলে জ্বলে মনিগণ॥
মনোহর ভাবে তাহা হইয়া লম্বিত।
বক্ষোদর নাভি দেশে মন্দ আন্দোলিত॥
প্রতি থাকে মধ্য দেশে দোলিছে পদক।
পদকের মাঝে মণি জ্বলে ধক্ ধক্॥
কণ্ঠোপরি গ্রৈবেয়ক * পরাইয়া দিল
হেম কম্বু † বেড়ি যেন কে চিত্র করিল॥
শ্রীরাধার কটি আর নিতম্ব প্রদেশ
কাম ভবনের দ্বার ; প্রাঙ্গণ বিশেষ॥
হইবে উৎসব বুঝি কন্দর্প ভবনে।
সে হেতু পুষ্পের মালা তোরণে প্রাঙ্গনে॥

* গ্রৈবেয়ক—চিক † হেমকম্বু—সোণার শাঁক।

বন্ধন মালার রূপে করিল বন্ধন।
রত্নের রশণা * যুত মণি সারসন † ॥
মেখলা সংযুত সেই ক্ষুদ্র ঘণ্টা গুলি।
মোহেমন, মধুর অস্ফুট ধ্বনি তুলি ॥
রঙ্গ দেবী শ্রীরাধার চরণ কমলে।
পরাইল মণিময় নুপুর যুগলে ॥
কটক শোভিত পদ পাইয়া নুপুর।
কতই গৌরবে বাজে মধুর মধুর ॥
পদাঙ্গুলি দল আহা মরি কি সুঠাম।
একে একে পরায় পাশুলী ‡ যার নাম ॥
বাড়িল অদ্ভুত শোভা চরণ-সরোজে।
সুকৃতি সম্পন্ন কে না সে চরণ খুঁজে।
চতুঃসোম অনুলেপ অতি যত্নে করি।
শ্রীরাধাঙ্গে প্রদানিল তুলসী মঞ্জরী ॥
গাঁথিয়া রঙ্গণমালা, রঙ্গণ-মালিকা।
অর্পিল, রাধিকা গলে, প্রাণের অধিকা ॥
শ্রীকর-কমলে লীলা কমল প্রদানি।
মণির মুকুর অবিলম্বে দিল আনি ॥
সালঙ্কারা শ্রীরাধার প্রতিবিম্ব তাহে।
ফলিত হইয়া রাই আঁখিদ্বয়ে মোহে ॥

* রশণা—চন্দ্রহার † সারসন—ক্ষুদ্র ঘণ্টা বা বোর।
মেখলা—চন্দ্রহার ‡ পাশুলী পদাঙ্গুলীর অঙ্গুরীয়।

নিজাঙ্গের অত্যদ্ভুত সে সুষমা রাশি।
নিরখিয়া চমৎকৃতা হইল রূপসী ॥
কেমনে প্রাণেশে তাহা করিবে অর্পণ।
বুঝি এই চিন্তায় ব্যাকুল তাঁর মন ॥
ক্ষণ পরে বিনোদিনী প্রকৃতস্থা হয়ে।
ললিতা বিশাখা আদি সখী প্রতি কহে ॥
যাও প্রিয় সখীগণ! স্নানাদি করিয়া—
ত্বরায় আইস সবে সজ্জিতা হইয়া ॥
নিমন্ত্রন্নে যেতে হবে পূর্ব্ব হ'তে জানি।
বিলম্বেতে ক্ষুব্ধ হবে জনক জননী ॥
শ্রীরাধার আদেশ পাইয়া সখিগণ।
স্নানাদির হেতু সবে করিল গমন ॥
সেবা পরা তাহাদের দাসীগণ যত।
স্নানাদি করা'য়ে বেশ কৈল মনোমত ॥
একে লোকোত্তরা-রূপবতী সখীগণ।
বাড়িল দ্বিগুণ কান্তি সে বেশে তখন ॥
দাসীগণ প্রাতঃকৃত্য, বেশাদি করিয়া।
নিজ নিজ সখী সঙ্গে মিলিল আসিয়া ॥
স সঙ্গিনী সখিগণ শ্রীরাধাভবনে।
চলিল সহাস্যমুখে মরাল গমনে ॥
সে সবার অপরূপ রূপের মাধুরী।
হেরিলে লজ্জিতা হয় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরী ॥

কাঁচুলী ও বসনেতে মণিরত্ন জ্বলে।
বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র প্রতি সখী দ'ল॥
ভূষণ শিঞ্জনী-ধ্বনি কি মধুর হায়।
ঝম্ ঝম্ রুণু রুণু শব্দ বাহিরায়॥
সাহজিক গমন বচন হাব ভাব।
নৃত্য-গীত-পরা; পরাপ্সরায় অভাব॥ *
উপনীত হ'ল সবে রাই সন্নিধানে।
বিনোদিনী সবারে তুষিল আলাপনে॥
নন্দিশ্বরে প্রাণেশ্বরে নিরখিবে গিয়া।
স সঙ্গিনী শ্রীরাধার উলসিত হিয়া॥
দাসীগণ গমনের আয়োজন করে।
সেবার সামগ্রী যত লয় যত্ন ক'রে॥
সেই কালে গুণ মালা ধনিষ্ঠার দাসী।
কৃষ্ণের প্রসাদ লয়ে দাঁড়াইল আসি॥
প্রাতঃকালে সেই দাসী নিত্য নিয়মিত।
শ্রীরাধায় আনি দেয় কৃষ্ণাধরামৃত॥
গুণমালা প্রতি রাই কহে মিষ্টভাষে।
এনেছ প্রসাদ গুণ! এস মম পাশে॥
গুণমালা দেখাইল নিকটে যাইয়া।
পুলকে পুরিল প্যারি আঘ্রাণ পাইয়া॥

* পরাপ্সরায় — অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা অপ্সরাতে

পরে সে প্রসাদ ; রূপ গেহে লয়ে গেল।
স সখী শ্রীরাধা তরে বিভাগ করিল॥
এখানে শ্রীরাধা কহে গুণমালা প্রতি।
বল গুণ ! তথাকার কুশল সম্প্রতি॥
গুণ কহে, ব্রজগুণাকরের সহিতে।
পুর-জনগণ-সবে আছে কুশলেতে॥
ব্রজেশ্বরী, তোমায় লইতে পাঠাইল।
আমার নিকটে বহু স্নেহ জানাইল॥
কহিল, ত্বরায় গুণ ! এনো শ্রীরাধায়।
প্রাণ আন চান করে না হেরিয়া তায়॥
দুই দিন এখানের জনতা দেখিয়া।
কৃষ্ণে দিনু তার কৃত পক্বান্ন আনিয়া॥
কুন্দলতা বধূমাকে এ জন সংঘটে।
না পারিনু পাঠাইতে তাহার নিকটে॥
দুই দিন না হেরিয়া তার চাঁদ মুখ।
কেমন করিয়ে প্রাণ, বিদরয়ে বুক॥
নিত্য রন্ধনের ছলে মম গেহে আনি।
সে কেবল হেরিতে সে চাঁদমুখ খানি॥
এই পুরে এ উৎসবে শ্রীরাধা বিহনে।
কিছুমাত্র সুখ নাহি হয় মম মনে॥
কহিতে না জানি, রাণী যে করিল দৈন্য।
সত্য অতি, সুখ তাঁর নাই তোমা ভিন্ন॥

যত ভালবাসে রাণী প্রাণের কুমারে।
সেই ভালবাসা দেখি তোমার উপরে॥
অবিলম্বে গিয়া তাঁরে দিয়া দরশন।
সুখীকর সুখময়ী এই নিবেদন॥
এখানের রাণীমাকে বলেছেন যাহা।
তাঁহার সমীপে যেয়ে নিবেদিব তাহা॥
এত বলি গুণমালা গমন করিল।
সখীগণে লয়ে রাই ভোজনে বসিল॥
কৃষ্ণ ফেলালব সুখে করি আস্বাদন।
সখী সঙ্গে সুরঙ্গে করিল আচমন॥
কিঙ্করীরা কালোচিত সেবিয়া সকলে।
শ্রীরাধা প্রসাদ ভুঞ্জে অতি কুতুহলে॥
হা রাধে! করুণাময়ী! বল কত দিনে।
পাইব প্রসাদ তব তব দাসী সনে॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশুতোষ গায় নন্দোৎসব ভাষা॥

তৃতীয় উল্লাস।

বৃষভানু রাজার নন্দিশ্বরে গমনোদ্যোগ।

প্রত্যুষেতে প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন।
সিংহ দ্বারে ভানুরাজ দিল দরশন॥
পূর্ব্বদিনে নানাদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া।
রাখাইয়াছিল রাজা শকটে ভরিয়া।
এখন যে সব বস্তু নূতন পাইল।
অন্য অন্য শকটে তুলিতে আজ্ঞাদিল।
গোশকটে গমনের উপযুক্ত জনে।
আদেশিল সত্বরে শকট আরোহণে॥
বহু নর-নারী করে শকটারোহণ।
চালক তখন বৃষ করিল যোজন॥
অগ্রগামী হ'ল যত গোশকট ছিল।
দ্রব্য রক্ষাহেতু রাজা; রক্ষী সঙ্গে দিল॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ভার লয়ে ভারীগণ।
দলে দলে নন্দালয়ে চলিল তখন॥
ভানুপুরবাসী অন্য-নিমন্ত্রিত জন।
সেই কালে নন্দালয়ে করিল গমন॥
কেহ অশ্বে কেহ রথে কেহ যায় গজে।
কেহ শিবিকায় কেহ যায় পদব্রজে॥
বৃষভানু পুর হ'তে নন্দিশ্বর পুর।
নানাবিধ যানে লোকে পথ ভরপুর॥

রাজবাটী সম্বন্ধীয় নানা কথা ক’য়ে।
যায় দাসগণ কত উলসিত হ’য়ে ॥
কেহ কহে দেখ ভাই! সজ্জিত কেমন।
রাজার জামাতা হ’লে নন্দের নন্দন ॥
আমাদের রাজকন্যা শ্রীরাধা যেমন।
রূপে গুণে নন্দরাজ-পুত্রটি তেমন ॥
কন্যা উপযুক্ত পাত্র হইত তা হ’লে।
কুটুম্বেও রাজায় রাজায় যেত মিলে ॥
তা না ক’রে আমাদের রাজা কি বুঝিল।
শিশুকালে কন্যারত্নে ভূতে সমর্পিল ॥
আবার রাজার হয় বৈবাহিকা যেটি।
রূপে গুণে কিম্ভূত কিমাকার সেটি ॥
শুনিলে তাহার কথা গাত্র যার জ্ব’লে।
ইচ্ছা হয় দু’চাপড় মারি তার গালে ॥
যেমতি তাহার যোগ্যা কন্যাটিও হয়।
মুখরার হদ্দ চোখে মুখে কথা কয় ॥
আর জন বলে ভাই বলেছিস্ ঠিক্।
কি বলিব রাজায় এ কার্য্যে তার ধিক্ ॥
এমন সোণার মেয়ে ফেলে দিল জলে।
কি ক্ষতি হইত বাল্যে বিবাহ না দিলে ॥
আর একজন কহে বুঝনারে ভাই।
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা ঘটিয়াছে তাই ॥

অন্য একজন কহে তোর কথা মানি।
কেন যে এমন হ'ল আমি কিছু জানি॥
দায়ে না ঠেকিলে রাজা এমন কি হয়।
গোপনীয় কথা তাহা বলা ভাল নয়॥
তোরা নিজ জন কিছু বলি ইতিহাস।
সাবধান, অন্য কাছে করনা প্রকাশ॥
মথুরার কংসরাজে কে না বল ডরে।
অন্য যত রজা দেখ কর দেয় তারে॥
বিনা দোষে কত জীবে বধিল পরাণে।
বাপ ভাই ভগিনী কিছুই নাহি মানে॥
শ্রীরাধাদি আর তার সঙ্গিনী সকলে।
জনম লভিল যবে এ ব্রজ মণ্ডলে॥
দুষ্ট কংসাসুর আদেশিল দুষ্টগণে।
যাও সহচরগণ ব্রজে স্থানে স্থানে॥
সেখানে সুন্দরী যত আইবড় আছে।
ছোট বড় ধরিয়া আনহ মোর কাছে॥
বিবাহ করিব সবে আছয়ে কারণ।
অন্যথায় ভবিষ্যতে হবে দুর্ঘটন॥
এ আদেশ জেনে ছিল সিদ্ধাতপস্বিনী।
গোপনে বলিল ব্রজে সে আদেশ বাণী॥
ভীত ও চিন্তিত হয়ে ব্রজে সর্ব্বজন।
নিজ নিজ কন্যাগণে করিল গোপন॥

ভয়ঙ্কর কংসচর ব্রজে ঘরে ঘরে।
ঘুরিতে লাগিল কন্যা অন্বেষণ ক'রে ॥
উপদেশ দিল পরে সিদ্ধা তপস্বিনী।
পাত্রস্থ করহ কন্যা, শীঘ্র পাত্র আনি ॥
রাখ সবে কন্যাগণে অতি সাবধানে।
সত্বর বিবাহ দাও বিশেষ গোপনে ॥
জানিলে নিশ্চয় হবে অনর্থ ঘটন।
ধরিয়া লইবে কংস বিবাহ কারণ ॥
নন্দরাজ পুত্র, অতি শিশু সেই কালে।
কেমনে তাহার বিবাহের কথা বলে ॥
যাবটের গোল গোপ কুলে মানে ধনে।
অতিশয় মাননীয় সর্ব্বলোকে জানে ॥
তপস্বিনী বাক্যে রাজা তাহার তনয়ে।
সুগোপনে কন্যাদান কৈল ঠেকি দায়ে ॥
এই দায়ে ভানুপুর-জাতা কণ্যাগণে।
যাবটের পাত্রগণে অর্পিল গোপনে ॥
পুনঃ বলি এ কথা না বলিবে কাহারে।
প্রকাশ হইলে কংস পীড়িবে সবারে ॥
এইরূপে কত জনে কত কথা ব'লে।
পরম আনন্দে নন্দ রাজপুরে চলে ॥
ওখানে শ্রীভানুরাজ কহে শ্রীরাধায়।
পুরদ্বারে সগণে মা আইস ত্বরায় ॥

তোমার গমন হেতু চতুর্দ্দল খানি।
সজ্জিত রেখেছে সেথা বাহকেরা আনি॥
চৌষট্টি বাহকে তাহা যাইবে বহিয়া।
ষোড়শ সঙ্গিনী লয়ে তাহে চড় গিয়া॥
আর তব অন্য অন্য সঙ্গিনী ভগিনী।
পৃথক পৃথক যানে হইবে সঙ্গিনী॥
শ্রীদাম অগ্রজ তব আর ভ্রাতৃগণ।
অশ্বে চড়ি অগ্রে অগ্রে করিবে গমন॥
আমি তব পশ্চাতে লইয়া তব মায়।
যাইব সত্বর ভিন্ন ভিন্ন শিবিকায়॥
পিতার আদেশ পেয়ে শ্রীরাধা তখন।
স সঙ্গিনী পুর-দ্বারে করিল গমন॥
হেরিল তথায় মনোহর চতুর্দ্দল।
মণি-রত্ন তাহে কত করে ঝলমল॥
চারি দিকে চারি দ্বার কিবা শোভাপায়।
সুবর্ণের লতাপাতা চৌদলের গায়॥
হীরার কপাট অষ্ট সংযুক্ত সে দ্বারে।
বাহ্য বস্তু দৃষ্ট হয় থাকিয়া ভিতরে॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত লতাকুঞ্জ যথা।
বিলাসিনী শ্রীরাধার চতুর্দ্দল তথা।
ভিতরে ষোড়শ দল পদ্মের আকার।
বর্ণিতে কে পারে শোভা মধ্য কর্ণিকার॥

রত্নের বিচিত্রাসন কর্ণিকার মাঝে।
তুলিকা পুরিত গদি তদুপরে রাজে ॥
পৃষ্ঠদেশ হেলনের চারু উপাধান।
দুগ্ধফেণ কোমলতা তাহে বর্ত্তমান ॥
ষোড়শ বিচিত্র দলে কর্ণিকার ঘেরা।
প্রতিদল সৌন্দর্য্য ; নয়ন মন হরা ॥
উর্দ্ধদেশে নবচূড়া অতি মনোহর।
কৃত্রিম ময়ূর নাচে চূড়ার উপর ॥
অগুরু তাহার ভার, মনে হয় গুরু।
অপ্রাকৃত চতুর্দ্দল অপ্রাকৃত কারু ॥
ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পাক লতিকা
রঙ্গ ইন্দুরেখা তুঙ্গ বিদ্যা সুদেবিকা ॥
এই অষ্ট সখী আর শ্রীরূপ অনঙ্গ।
রস রতি গুণ লীলা বিলাস লবঙ্গ ॥
এই অষ্ট মঞ্জরী লইয়া বিনোদিনী।
উঠে চতুর্দ্দলে নমি জনক জননী ॥
বসিল রূপের হাট চতুর্দ্দল মাঝে।
ঝম্ ঝম্ রুণু রুণু অলঙ্কার বাজে ॥
শ্রীরাধার মন বিশাখিকা ভাল জানে।
কৃষ্ণ চিত্রপট অগ্রে স্থাপিল আসনে ॥
যেই চিত্রপটে পূর্ব্বে রাই বিমোহিল।
বিশাখা সে কৃষ্ণ-চিত্র সঙ্গে লয়ে ছিল ॥

নিরখিয়া কৃষ্ণময়ী অতি সুখী হয়ে।
বসিল আনন্দ মনে চিত্র বামে গিয়ে॥
সম্মুখে উত্তর দিকে বসিল ললিতা।
ঈশানে বিশাখা বসে পূর্ব্বে রহে চিত্রা॥
ইন্দুরেখা বসিল দক্ষি-পূর্ব্ব কোণে।
চম্পক লতিকা বসে দক্ষিণ আসনে॥
রঙ্গদেবী দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বসে।
তুঙ্গবিদ্যা বসে দল প্রতীচ্য প্রদেশে॥*
সুদেবী বসিল বায়ু কোণের আসনে।
এইরূপ সখীস্থিতি লীলামৃতে ভণে॥
সর্ব্ব সখী স্নেহপাত্রী অনঙ্গ মঞ্জরী।
শ্রীরাধার স্নেহের কনিষ্ঠা সহোদরী॥
ললিতা আদর করি বসাইতে যায়।
হাসিয়া রঙ্গিনী রাই ধরিল তাহায়॥
বসাইল কৃষ্ণচিত্র-পটের দক্ষিণে।
প্রণমিল অনঙ্গ, শ্রীরাধার চরণে॥
শ্রীরূপ লবঙ্গ লীলা বিলাসমঞ্জরী।
রতি রস গুণ বসে যথাস্থানে ঘেরি॥
সর্ব্ববিধ সেবার সামগ্রী লয়ে সঙ্গে।
রাধার কিঙ্করী যত চলে সঙ্গে রঙ্গে॥

* প্রতীচ্য প্রদেশে = পশ্চিম দিকে।

অশ্বপৃষ্ঠে শ্রীদামাদি করি আরোহণ।
চতুর্দ্দল অগ্রে অগ্রে করিল গমন॥
রাজা রাণী সর্ব্বজনে করিয়া বিদায়।
শিবিকায় আরোহণ করিবারে যায়॥
কুলদেবতায় প্রণমিয়া ভক্তিভরে।
নিজ নিজ শিবিকায় আরোহণ করে॥
ভাটগণ বন্দিগণ রাজগুণ গেয়ে।
দাস দাসী সহিত চলিল নন্দালয়ে॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশুতোষ গায় নন্দোৎসব ভাষা॥

চতুর্থ উল্লাস

জয় জয় গুরু বাঞ্ছাকল্পতরু
করুণার পারাবার।
জ্ঞানহীন জনে দীন অকিঞ্চনে
তারণে তোমার ভার॥
দয়ার অবধি গৌর গুণনিধি
জীবের দুর্গতি হেরি।
আসিয়া এ ভবে উদ্ধারিলে সবে
বাকি আমি দুরাচারী॥

কোথা অবধূত পদ্মাবতী সুত
লুকায়ে আছ কোথায় ?
পূর্ব্বে মার খেলে তবু না ছাড়িলে
দিলে প্রেমধন তায় ॥
দ্বারে দ্বারে গিয়া দিয়াছ যাচিয়া
ভকতি সম্পদ তুমি ।
এখন কৃপণ কেনবা এমন
বুঝি বড় দোষী আমি ?
ক্ষম, দোষ নাথ ! কর পদাঘাত
অপরাধী শিরোদেশে ।
গৌর নিত্যানন্দ শ্রীরাধা গোবিন্দ
নামে যাই প্রেমে ভেসে ॥
অধমতারণ জয় গৌরগণ
কৃপাদৃষ্টি কর দাসে ।
শক্তি সঞ্চারিয়া দাও স্ফুরাইয়া
নন্দোৎসব লীলারসে ।
জন্মাষ্টমী দিনে শ্রীবাস অঙ্গনে
প্রেমের মুরতি গোরা ।
বৃন্দাবন লীলা গাহি আস্বাদিলা
তোমরা হইলে ভোরা ॥
আমি তা শুনিনা তখন ছিনু না
গাইতে করিনু আশা ।

সম্বল কেবল তোমাদের বল
গৌরাঙ্গ পদ ভরসা ॥

প্রাতলীলা

গমনের পথে (ক)।

ভানুপুর হ'তে নন্দিশ্বর পথে
লোকে লোকারণ্য দেখি।
চলিয়াছে সবে নন্দের উৎসবে
অন্ধ খঞ্জ নাহি বাকি ॥
যায় রাজা রাণী সাধের নন্দিনী
সগনে পাঠায়ে আগে।
রাধা-দাসীগণ উলসিত মন
চলে সেবা অনুরাগে।
কেহ বা তাম্বুল সুগন্ধে অতুল
কেহ স্নিগ্ধ বারি লয়ে।
কেহ বা বীজনী কেহ পিকদানি
গন্ধ দ্রব্য যায় ব'য়ে ॥
দাসী বৎসলিনী ভানুর নন্দিনী
ডাকে নাম ধ'রে ধীরে।
আবশ্যক মত সেবা দ্রব্য যত
দাসী দেয় সখী করে ॥

যারে যবে ডাকে শ্রীরাধার মুখে
সে ডাক শুনিয়া দাসী।
আত্মহারা হ'য়ে পুলকে পুরিয়ে
সুখাব্ধিতে যায় ভাসি॥
লয়ে চতুর্দ্দল বাহক সকল
কত বুলি বলি যায়।
কখন সত্বরে কভু চলে ধীরে
বিশ্রাম করে ছায়ায়॥
শ্রীরাধা সুধায় সখী বিশাখায়
ওটি কোন্ স্থল সখি।
অই যে অদূরে চারু কুণ্ড তীরে—
মঞ্জু উপবন দেখি॥
শোভায় অতুল নানাজাতি ফুল
হেরি তরু লতা অঙ্গে।
আনন্দে আকুল ডাকে পাখীকুল
কুরঙ্গ ফিরিছে রঙ্গে॥
বিশাখিকা ধনি কহে সুভাষিনী
যেখানে তোমায় আনি।
ভানুপুর হ'তে শুভ বাসরেতে
শুনানু বাঁশরী ধ্বনি॥
শুনি বাঁশী কুল হইলে বিহ্বল
চাহিলে ছুটিয়া যেতে।

বিহ্বল কানন রলে সখীগণ
ও বনে সে দিন হ'তে ॥
বাহকের দল লয়ে চতুর্দ্দল
সেখান হইতে চলে।
কিছু দূর গিয়া সরসী হেরিয়া
ললিতা রাধায় বলে ॥
হের চন্দ্রাধরে ! এই সরোবরে
বঁধূ-চিত্রপট খানি।
তোমায় বিরলে বিশাখা দেখা'লে
হ'লে প্রেম পাগলিনী ॥
তব প্রেম হেরে, উথলিল সরে
আপনা আপনি বারি।
সেই এই সর আমরা ইহার
প্রেম সর নাম ধরি ॥
হল সন্নিকট সঙ্কেতের বট
দূর নহে আর বেশি।
যার মূলে বসি বাজাইয়া বাঁশী
ডেকেছিল কালশশী ॥
উহারি তলায় লইয়া তোমায়
মিলাইনু শ্যাম সনে।
হেরি তরুবরে জাগয়ে অন্তরে
যে আনন্দ সেই দিনে ॥

সঙ্কেত বিহারী লইয়া বাঁশরী
এই তরুবর ছায়ে।
ছিল দাঁড়াইয়া তোমার লাগিয়া
তব পথপানে চেয়ে॥
ললিতার বাণী শুনি বিনোদিনী
প্রেমে হয়ে গরগর।
সাত্ত্বিক সাগরে হাবু ডুবু করে
কাঁপে অঙ্গ থর থর॥
কহে ললিতায় ও তরু ছায়ায়
চল ক্ষণকাল বসি।
বলহ বাহকে জননী জনকে
যুটুন এখানে আসি।

(খ)

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ললিতা বাহকগণে ডাকি মৃদু সম্বোধনে
বলে, হেথা নামাইয়া রাখ চতুর্দ্দল।
শুনিয়া বাহক দলে সঙ্কেত বটের তলে
নামাইয়া গেল ; পান করিবারে জল॥
কিঙ্করীরা ত্বরা করি লয়ে সুশীতল বারি
শ্রীরাধার মুখ নেত্র ধৌত করি দিল।

মুছায়ে শ্রীমুখখানি তাম্বুল বীটি প্রদানি
ধীরে ধীরে চামরের বাতাস করিল ॥
সুস্থির হইয়া রাই বট তরু মূলে যাই
কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নমি তথা বসে।
জগজন মনলোভা হেরি সে তরুর শোভা
সখিগণ সহ রাধা ভাসে প্রীতি রসে ॥
ক্ষণ পরে চতুর্দ্দলে বসে গিয়া কুতূহলে
জনক জননী তথা মিলিলেন এসে।
ক্ষুৎ পিপাসার কথা রাণী সুধাইয়া তথা
কন্যা আদি সর্ব্ব স্নেহ পাত্রীগণে তুষে ॥
পরে বাহকের দল শিবিকা ও চতুর্দ্দল
লইয়া সেখান হ'তে চলে নন্দিশ্বরে।
কতরূপ বুলি বলি ব্যস্ত হয়ে যায় চলি
ক্রমে উপনীত হ'ল নগর প্রান্তরে ॥
একে নানা বাদ্য রব তাহে জনগণ সব
তুলিয়াছে নগরে তুমুল কোলাহল।
পুনঃ ভানুপুর বাসী মিলিত হইল আসি
নন্দিশ্বরে লয়ে যান বাহনাদি দল ॥
কি যে হয় নন্দপুরে কে তাহা বলিতে পারে
যে হেরিছে সে ঘটনা সেই তাহা বুঝে।
কে যে আসে কে কি করে কেও না বলিতে পারে
সঙ্গছাড়া হ'লে সঙ্গী নাহি পায় খুঁজে ॥

ওহে ধাম নন্দিশ্বর ! কামরূপী কলেবর
কৃষ্ণেচ্ছায় পাইয়াছ না হ'লে কি হ'তো।
তোমার এ উন-অঙ্গ এ বিপুল জনসঙ্ঘ
বল দেখি ? হে সুভগ ! কে মনে ধরিত ? ॥
ভানুপুর-অন্যজন, পূর্ব্বে করি আগমন
নগরের প্রান্তে ছিল রাজ প্রতীক্ষায়।
কিছু পরে রাজা রাণী সহগণ কমলিনী
ভাট, দাস দাসী লয়ে জুটিল তথায় ॥
নন্দ মহারাজ পুরে সংবাদ হ'ল সত্বরে
পরিকর সহ ভানুপুর-নরপতি।
করিয়াছে আগমন সঙ্গে বহুজনগণ
নন্দিশ্বরপুর প্রান্তে রয়েছে সম্প্রতি ॥
শুনি নন্দিশ্বর রাজ আনন্দে চলে অব্যাজ
অভ্যর্থনা হেতু তথা লয়ে বন্ধুগণ।
পুরবাসিগণ যত আনন্দেতে উনমত
শুনিয়া সগণ ভানুরাজ আগমন ॥
রাণীর প্রাণ অধিকা আসিয়াছে শ্রীরাধিকা
শুনি ব্রজপুর-রাণী ভাসে স্নেহরসে।
দুগ্ধক্ষরে স্তনদ্বয়ে দুনয়নে ধারা বহে
ব্যস্ত হয়ে বাহিরায় পুর-দ্বারদেশে ॥
নন্দিশ্বর-বধুগণ ছাদে করি আরোহণ
রাজা রাণী শ্রীরাধার অভ্যর্থনা তরে।

পুষ্প মুদ্রা লাজ লয়ে রহে ছাদে দাঁড়ায়ে
উলুধ্বনি শঙ্খরোল করে প্রতি ঘরে ॥
নন্দরাজ বন্ধু সনে গিয়া বৃষ ভানু স্থানে
কত মত কাকুতি বিনতি জানাইল।
ভানুরাজ হয়ে তুষ্ট কহি বোল মিষ্ট মিষ্ট
শিবিকা হইতে নামি আলিঙ্গন কৈল ॥
পরস্পর নমস্করি দোঁহে দুহুঁ কর ধরি
বহুবিধ বাক্যালাপে যাপি কিছুক্ষণ।
ভানুপুরবাসিগণে তুষি মিষ্ট সম্ভাষণে
সাদরে সবারে লয়ে করিল গমন ॥
রাজাদেশে রক্ষীগণ, অপসারি জনগণ
রাজপুর গমনের মুক্ত করি পথ।
লইয়া চলে সকল স বাহন চতুর্দ্দল
শিবিকা শকট এক্কা অশ্ব গজ রথ।
প্রতি গেহে মহা গোল উলুধ্বনি শঙ্খ রোল
লাজ মুদ্রা পুষ্প বরিষয়ে নারীগণ।
কেহ গেহ ছাদে থেকে কেহ উঠি বৃক্ষ শাখে
রাজা রাণী শ্রীরাধার হেরে আগমন ॥
নগরের পুরোভাগে রাই দরশানুরাগে
ছিল কৃষ্ণ মল্লক্রীড়া দরশন ছলে।
শিরে শিখী-পুচ্ছ চূড়া পীতাম্বরে অঙ্গ বেড়া
নবজলধর বক্ষে বনমালা দোলে ॥

চতুর্দ্দল মধ্যে থাকি ভানুবালা তাঁরে দেখি
বিভূষিতা হইলেন ভাবভূষাগণে।
লোক চক্ষু অন্তরালে সে হেম নীল কমলে
প্রথম মিলন হ'ল নয়নে নয়নে॥
নিরবধি দেখাদেখি দোঁহে দোঁহা হৃদে রাখি
তথাপিও যাহাদের অতৃপ্ত বাসন।
তাহারা কেমনে হায় সন্তুষ্ট হইবে তায়
বারি হেরি তৃষিতের হয় কি শান্তন॥
সে ভাব সম্বরি কৃষ্ণ প্রণমি করিল তুষ্ট
বৃষভানুরাজে আর স্বকীয় জনকে।
নমিল কীর্ত্তিদা মায় সর্ব্ব গুরুজন পায়
অতীব বিনীতভাবে বন্দে একে একে॥
কৈল সবে আশীর্ব্বাদ চুমিয়া সে মুখ চাঁদ
দেব অগোচর শিরে প্রদানিয়া কর।
ধন্য ব্রজবাসী জন ব্রহ্মা শিবারাধ্য ধন
নিজজন জানিয়া সেবিছে নিরন্তর॥
সখাগণ সহ রঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে
নিজ পুরে গজেন্দ্রগমনে চলি যায়।
রাই থাকি চতুর্দ্দলে সঙ্গিনীর সহ মিলে
গমন মাধুরি হেরি নয়ন জুড়ায়॥
ক্রমে ভানুপুরবাসী পুরের সান্নিধ্যে আসি
স্ত্রী, পুরুষ গমনের ভিন্ন মার্গ হেরি।

নারী গমনের মার্গে চলিল রমণী বর্গে
পুরুষ যতেক চলে অন্য মার্গ ধরি ॥
সবাহনে সর্ব্বজনে যাইয়া রাজ তোরণে
অবতরি যান হ'তে দাঁড়াল যখন ।
রাজা রাণী সসম্মানে তুষি মিষ্ট সম্ভাষণে
সাদরে লইয়া পুরে করিল গমন ॥
সেখানেতে দাস দাসী পাদ্য অর্ঘ্য দিল আসি
পক্কান্ন মিষ্টান্ন সমাদরে ভুঞ্জাইল ।
পূর্ব্ব হ'তে নির্ব্বাচন ছিল যে সব ভবন
পরে সেই বাসালয়ে পাঠাইয়া দিল ॥
বৃষ ভানু নৃপতিরে কন্যাসহ কীর্ত্তিদারে
বহুবিধ বাক্যালাপে সন্তুষ্ট করিয়া ।
করাইল জল যোগ দিয়া নানা রাজ ভোগ
আনন্দ উদ্যান হ'র্ম্ম্যে বাসা দিল গিয়া ॥
মনোহর সে উদ্যান কত পাখী করে গান
তরু লতা অবনত ফল পুষ্প ভরে ।
তার মাঝে রম্য হর্ম্ম্য অঙ্গে শোভে কারু কর্ম্ম
ত্রিতলে বিভক্ত তাহা আঁখি মন হরে ॥
নিম্নে উর্দ্ধে সারি সারি শোভে অসংখ্য কুঠরি
পূর্ব্বও পশ্চিম ভাগে সম সূত্রে দ্বার ।
অলিন্দের থাকে থাকে মুক্তার ঝালর ঝকে
শ্বেত রক্ত নীল পীত স্তম্ভ রাজি তার ॥

বিচিত্র কপাট দ্বারে যুগ্ম যুগ্ম শোভা করে
মণির ইষ্টকে বাঁধা ছাদ ভূমিতল।
দীর্ঘ প্রস্থে ভিত্তি যত প্রকোষ্ঠ সৃজিয়া কত
নিম্নে উর্দ্ধে একি রূপে বিরাজে সকল ॥
আরোহিতে প্রতি থাকে উত্তর দক্ষিণ দিকে
দুই প্রস্থে দুই পার্শ্বে বিচিত্র সোপান।
নীল বৈদুর্য্য মণির অলঙ্ঘ্য দৃঢ় প্রাচীর
বেষ্টিত করিয়া আছে, সে হর্ম্ম্য, উদ্যান ॥
দাস দাসী প্রিয়জন লয়ে শ্রীভানু রাজন
রাণী সহ পূর্ব্ব প্রস্থে রহে সে পুরীর।
পশ্চিম প্রস্থের গেহে সখী মঞ্জরির সহে
বসতি হইল বৃষভানু-নন্দিনীর ॥
ভানু-দত্ত, উপহার বিবিধ দ্রব্য সম্ভার
সাদরে গ্রহণ করি শ্রীনন্দ রাজন।
যান-চালকাদি জনে রাজ দাস দাসীগণে
তুষ্ট কৈল, বহু দ্রব্য করায়ে ভোজন ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ যাহার মাত্র সম্পদ
বৈষ্ণবের কৃপা কণা যাহার ভরসা।
অযোগ্য অধম অতি কদাচারী দুর মতি
দাস আশুগায় নন্দ মহোৎসব ভাষা ॥



সপ্তম লহরী।

প্রথম উল্লাস।

জয় গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ ভকত মণ্ডল।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ পতিত সম্বল ॥
তোমাদেরি পাদ পদ্ম করিয়া ভরসা।
রাধাকৃষ্ণ লীলা-গানে করিয়াছি আশা ॥
প্রেম ভক্তি শূন্য হৃদি—ভাব রস হীন।
এ দুরাশা কভু মম নহে সমীচীন ॥
ইচ্ছাময় ইচ্ছাময়ী এ ইচ্ছা আমার।
কেন জাগাইল তাহা বুঝে উঠা ভার ॥
দেহ সুখে মত্ত হয়ে মজিয়া সংসারে।
বিষয়-বিষের চিন্তা আজীবন ধরে ;— ॥
করিলাম, করিতেছি, নাহিক বিরাম।
মনে নাই শীঘ্র যে ছাড়িব ভবধাম ॥
শুনিয়াছি তোমাদের কৃপা না হইলে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন কভু নাহি মিলে ॥
এ জীবনে তোমাদের অভয় চরণ।
না সেবিনু ; না লইনু নামের শরণ ॥
কেমনে সে কৃপার করিব আমি আশা
তবে কি একান্ত মম বিফল ভরসা ?

যে ভজে সে ত'রে যায় আপনার গুণে
পতিত পাবন নাম নিলে তবে কেনে ?
মুছাইয়া দাও মর্ম্ম কৃপা বারি দিয়ে।
কামনার আবর্জ্জনা যাউক ভাসিয়ে ॥
প্রকাশিত হো'ক হৃদে স্বরূপ-তপন।
ঘুচে যাক মায়া-কুহেলির আবরণ।
কৃপাসিন্ধু তোমরা, তা প্রকাশ জগতে।
এবার পরীক্ষা তার হইবে আমাতে।
শুনি ; রাধারস তত্ত্ব ;—দেব-অগোচর।
কৃপার ভরসা করি, গাইছে পামর ॥
তোমরা সদয় হয়ে দাও স্ফুরাইয়া।
শোধিত হউক দাস লীলা স্মউরিয়া ॥
নন্দরাজ নিমন্ত্রণে ব্রজ-গোপী যত।
আসিতেছে, কে তাদের নাম জানে কত ॥
তার মধ্যে যে সকল—শ্রেষ্টা যুথেশ্বরী।
এখানে সে কয়টির নাম মাত্র করি ॥
উজ্জ্বলেতে শ্রীরূপ-গোস্বামী গুণধাম।
লিখিয়াছে ; লিখিতেছি সেই সব নাম ॥
শ্রীরাধার বিপক্ষা আইল চন্দ্রাবলী।
সঙ্গেতে লইয়া পদ্মা, শৈবা, আদি আলি ॥
কৃষ্ণসারি, বিশারদা, শ্যামলা, বিমলা,
তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী, মঙ্গলা,

ক্ষমা, দয়া, লীলা আদি যুথেশ্বরীগণ
কৃষ্ণ-নিত্য-প্রিয়া মধ্যে যাদের গণন ।
নিজ নিজ যুথ সহ আসি নন্দালয়ে ।
রহিল নগরে রাজালয়ে বাসা পেয়ে ॥
ব্রজেশ্বরী অতি যত্নে নিজজন দিয়া ।
তুষিছে সবারে—আবশ্যক দ্রব্য দিয়া ॥
রন্ধনের কাল নিরখিয়া সমাগত ।
শ্রীরাধায় আনাইল করি যত্ন কত ॥
কুন্দলতা সহ রাই নিজ সখী লয়ে ।
রন্ধনের হেতু আইলেন নন্দালয়ে ॥
ব্রজেশ্বরী ক্রোড়ে লয়ে চুমিয়া বদন ।
শ্রীরাধায় বলিলেন করিতে রন্ধন ॥
আদেশিল ধনিষ্টায় দ্রব্য যোগাইতে ।
সখীসহ গেল রাধা রন্ধনশালাতে ॥
অধ্যক্ষা রয়েছে তথা দেবী শ্রীরোহিণী ।
প্রণমিল পদে তাঁর ভানুর নন্দিনী ॥
আশীর্ব্বাদ করি, দেবী বহু চুম্ব খেয়ে ।
প্রশংসয়ে শ্রীরাধায় শত মুখী হয়ে ॥
কহিল রাধায় বৎসে ! রাণী যশোমতী ॥
কৃষ্ণের ভোজন হেতু ব্যস্ত আছে অতি ॥
বাসনা করেছে তব কর পক্ক দ্রব্য ।
ভুঞ্জাইবে কৃষ্ণে বহুবিধ দিব্য দিব্য ॥

বিবিধ মিষ্টান্ন, পল-অন্ন পরমান্ন।
মোদক রসালা আদি সুভোজ্য ছাপ্পান্ন ॥
ছত্রিশ ব্যঞ্জন আজি করিতে হইবে।
পূর্ব্বাহ্নে একাকী এত কেমনে করিবে ?
তব সখিগণে ভার করহ অর্পণ!
প্রত্যেকে একেক দ্রব্য করুক রন্ধন ॥
তাহারা যে সব দ্রব্য রন্ধন করিবে।
রন্ধনান্তে তুমি তাহা পরসিয়া দিবে ॥
তব অঙ্গ অনুরূপা তব সখিগণ
ইহারা রাঁধিলে হবে তোমারি রন্ধন ॥
তব শিক্ষা গুণে সবে পাকেতে নিপুণা।
বহুদিন হ'তে তাহা আছে মম জানা ॥
ইহা কহি পুর-দাসীগণে আদেশিল।
দাসীগণ চুল্লী মাঝে অগ্নি সংযোজিল ॥
সুবর্ণ কটাহ আনি ঘৃত তাহে দিয়া।
রন্ধন সামগ্রী যত দিল যোগাইয়া ॥
রূপ রতি লবঙ্গাদি রাধার কিঙ্করী।
রন্ধনের উপযোগী দ্রব্য দিল করি ॥
সঘৃত-কটাহ যত চুল্লীতে স্থাপিল।
চুল্লীর নিকটে রত্ন চৌকী প্রদানিল ॥
বসিল সৌন্দর্য্যময়ী রন্ধন কারণ।
দুই পার্শ্বে সম-সূত্রে বসে সখীগণ ॥

হইল অপূর্ব্ব শোভা রন্ধনশালায়।
সেবিকা-কিঙ্করী শোভা হেরি গীত গায়॥

গীত যথা—

তাল—একতালা।

মরি মরি! আজি নন্দ ভবনে, রন্ধনশালায়—
ব্রজের বালা।
সারি সারি ব'সে করিছে রন্ধন—কে যেন গেঁথেছে
চাঁদের মালা॥
কত হাব ভাবে করিছে রন্ধন
প্রাণের প্রাণ-বঁধুয়ায় করাবে ভোজন;
বঁধূ গুণ ভরা মধুর বচন—
অধরের হাসি চমকে চপলা॥
ঝলকে অনল— ঝলকে ভবন
বাজে রুণু রুণু শ্রীকরে কঙ্কণ
তাম্বুলের রাগে রঞ্জিত দশন,
দোলিছে গরবে মণির মালা॥
পুলকে ঘেমেছে সোণার অঙ্গ
সাত্ত্বিক-সাগরে কত তরঙ্গ
আশু মাগে রাধার সেবিকা সঙ্গ
ভবে সং-সাজার এড়া'তে জ্বালা॥
কোন্ সখী কোন্ দ্রব্য করে মনোমত।
ভানুরাজ-বালা তাহা আছে অবগত॥

সেই সেই দ্রব্য সেই সেই সখী প্রতি।
রন্ধন করিতে প্রদানিল অনুমতি ॥
রাধা সখীগণ শ্রীরাধার সন্নিধানে।
শিক্ষা পেয়ে সুনিপুণা হয়েছে রন্ধনে ॥
আদেশ পাইয়া সবে পরম কৌতুকে।
শ্রীকৃষ্ণ সেবার দ্রব্য করে একে একে ॥
নানাবিধ পক্বান্ন মিষ্টান্ন ব্যঞ্জনাদি।
অবিলম্বে আদেশানুযায়ি দিল রাঁধি ॥
পরশিল বিনোদিনী রন্ধনের শেষে।
হ'ল সবি সুধাসম তাঁহার পরশে ॥
রোহিণী দেবীর সঙ্গে ব্রজেশ্বরী আসি।
সামগ্রী হেরিয়া সুখ-সাগরেতে ভাসি ॥
শ্রীরাধায় সখীগণে বহু প্রসংসিল।
বস্ত্রাঞ্চলে শ্রীরাধার শ্রীমুখ মুছিল ॥
নানা মত মিষ্ট বাক্যে তুষি সর্ব্বজনে।
প্রস্তুত সামগ্রী রাখাইয়া যথাস্থানে ॥
তথা হ'তে ব্যস্ত হয়ে করিল গমন।
পাঠাইল শ্রীকৃষ্ণে করিতে অন্বেষণ ॥
শ্রীরাধা সঙ্গিনীসহ বিশ্রাম ভবনে।
গমন করিয়া বসিলেন রত্নাসনে ॥
কিঙ্করীরা কালোচিত সেবিল সকলে।
তাদের কেবল সুখ সেবিতে পাইলে ॥

চাতকিনী সম রাধা গবাক্ষ প্রদেশে।
রাখে দৃষ্টি শ্যাম ঘন দরশন আশে॥
ক্ষণকাল পরে কৃষ্ণ সখাগণে লয়ে।
পুরে প্রবেশিল বাঁকা নয়ন নাচায়ে॥
নিরখিয়া সে মদনমোহন বদন।
মোহিল মাধবপ্রিয়া সহ সখিগণ॥
শ্রীকৃষ্ণ গবাক্ষ দ্বারে হেরিয়া রাধায়।
হারায়ে আপন হ'ল অবশাঙ্গপ্রায়॥
বুঝিয়া সে ভাব মধু মঙ্গল তখন।
পরিহাস ছলে কহে চাতুরী বচন॥
হায় হায়! সখার এ জন্মতিথি দিনে।
দৈবী শক্তি-দৃষ্টি বুঝি পড়িল এক্ষণে॥
অথবা কি অম্ল পিত্ত কুপিত হইয়া।
হঠাৎ সখায় দিল অবশ করিয়া॥
ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণে হেরি আসিয়া সেখানে।
বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইল কৃষ্ণের বদনে॥
কহিল হায় রে! মম খেলার পাগল।
খেলা পেলে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিস্ সকল॥
কোন্‌কালে কথঞ্চিৎ নবনীত খেয়ে
আজিকার হেন দিনে গেলি বাহিরিয়ে॥
বেলা হল কত দেখ্ কোথা ছিলি বল্?
অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত হইল শীতল॥

সত্বরে স্নানাদি কার্য্য কর সমাধান।
নব-বস্ত্র নব-ভূষা করি পরিধান॥
ভোজন করহ সঙ্গে লয়ে সখাগণে।
সকাল ভোজন বিধি জন্মতিথি দিনে
ভোজনান্তে ভগবতী যে আজ্ঞা করিবে।
চাঞ্চল্য ত্যজিয়া তাহা অবশ্য পালিবে॥
কৃষ্ণ সখাগণে বলে যাও বৎসগণ।
স্নানাদি করিয়া শীঘ্র করহ ভোজন॥
রাণীর আদেশ পেয়ে কৃষ্ণ সখাগণ।
স্নানাদি করিতে সবে করিল গমন।
দাস আসি শ্রীকৃষ্ণের পদ প্রক্ষালিল।
শ্রীঅঙ্গ মুছায়ে তৈল মর্দ্দণ করিল॥
স্বচ্ছ সুবাসিত জলে করাইয়া স্নান।
শুভ্র শুষ্ক বস্ত্র করাইল পরিধান॥
কেশ, অঙ্গ মুছি বেশালয়ে লয়ে গেল।
নবপট্ট পীতবাস পরাইয়া দিল॥
অগুরু ধুপের ধুমে কেশ শুষ্ক করি।
ভুবন ভুলান কেশ দিলেক আঁচরি॥
ইন্দু নিন্দি শ্যামইন্দু-বদন মণ্ডলে—
সুন্দর সজ্জিত কৈল অলকার জালে॥
গলে দিল মণিহার দোলে বক্ষদেশে।
তারকার মালা যেন সুনীল আকাশে॥

মধ্যদেশে দীপ্তমান কৌস্তুভ রতন।
শত সূর্য্য প্রভা তার লয়েছে শরণ॥
নাসায় মুকুতা কর্ণে অর্পিল কুণ্ডল।
কুণ্ডল প্রভায় গণ্ড করে ঝলমল॥
ভুজযুগে কেয়ুর, বলয় মণিবন্ধে।
কিঙ্কিণীর জাল বাঁকা-কটিতটে বান্ধে॥
করাঙ্গুলে পরাইয়া দিল বরাঙ্গুরী।
রত্নের নুপুর দিল চরণ উপরি॥
পীত পট্ট উত্তরীয় কুঞ্চিত করিয়া।
গলদেশে দুই পার্শ্বে দিল ঝুলাইয়া॥
শিখীপুচ্ছ যুত চুড়া পরাইল শেষে।
মরি কি অপূর্ব্ব শোভা হ'লো শিরোদেশে॥
লীলাশুক কৃষ্ণরূপ করিয়া বর্ণন।
যে দিনে সৌভাগ্যে পে'ল কৃষ্ণ দরশন॥
নির্ব্বাক হইয়া রহে সে মাধুর্য্য হেরি।
হাস্য করি তাহাকে কহিল বংশীধারী॥
কতরূপে মম রূপ করিলে বর্ণন।
বর্ণ, কবিবর! কেন নির্ব্বাক এখন?
লীলা শুক কহে নাথ! সে নহে প্রচুর।
যাহা হেরি তাহা শুধু মধুর মধুর॥
এই দুরাদৃষ্টে কৃষ্ণ দয়া কি করিবে?
কোনো জন্মে সে মাধুর্য্য নয়নে পড়িবে॥

হা রাধে করুণাময়ী ! বল গো কেমনে ?
তোমাদের রূপোৎসব হেরিব নয়নে ॥
ওখানে স্নানাদি করি কৃষ্ণ-সখাগণ ।
কৃষ্ণের আলয়ে আসি দিল দরশন ॥
ব্রজেশ্বরী সমাগত হেরিয়া সকলে ।
স্বীয় প্রিয় পুরদাসী ধনিষ্ঠায় বলে ॥
যাও বাছা গোপালের ভোজন আলয়ে ।
আসন পাতিয়া জল-পাত্র দাও গিয়ে ॥
রামকৃষ্ণ সখা সঙ্গে করিবে ভোজন ।
রন্ধনশালায় আমি চলিনু এখন ॥
ইহা কহি রাণী পাকশালায় চলিল ।
ধনিষ্ঠা ; আসন বারি প্রদানিতে গেল ॥
রন্ধনশালায় ছিল রামের জননী ।
শ্রীরাধায় আদরে আনিল নন্দরাণী ॥
তাঁর দ্বারা স্বর্ণ থালে সামগ্রী সাজায়ে ।
রোহিণী দেবীর হস্তে দেয় পাঠাইয়ে ॥
ভোজনে বসিল কৃষ্ণ লয়ে সখাদল ।
বামেতে বসিল তার শ্রীদাম সুবল ॥
দক্ষিণে শ্রীবলদেব বটু ও সুদাম ।
উজ্জ্বল বিদগ্ধার্জ্জুন ভৃঙ্গ বসুদাম ॥
গন্ধর্ব্ব কোকিল আদি বসে সারি দিয়া ।
ব্রজেশ্বরী ফিরে পরিদর্শন করিয়া ॥

উদর সর্ব্বস্ব মধু মঙ্গল তখন।
একে একে দ্রব্য কিছু করিয়া ভোজন॥
আনন্দ তরঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া উঠিল॥
রহস্য সূচক বাক্য বলিতে লাগিল॥
আমি মাত্র ভোজনের যোগ্য পাত্র ভাই।
আমা ছাড়া এ দ্রব্যের পাত্র দেখি নাই॥
স্বয়ং লক্ষ্মীর পাক এ অন্ন ব্যঞ্জন।
সুধা নিন্দি দ্রব্যের আশ্চর্য্য আস্বাদন॥
অগণিত ভোজ্য দ্রব্য সকলি মধুর।
আমিই মহিমা বুঝি এ সব বস্তুর॥
সখা কিছু বুঝে তার মন্দ অগ্নি হয়।
অরসজ্ঞ জনে দেওয়া উপযুক্ত নয়॥
বলরাম করে মাত্র গলাধঃকরণ।
রস না বুঝিয়া করে উদর পূরণ॥
শ্রীদাম সুবল আদি মন্দভোজী জনে।
এ সব বস্তুর স্বাদ বুঝিবে কেমনে?
ব্রজেশ্বরী প্রতি কহে শুন রাণী মাতা।
অপাত্রেতে ঘৃত রক্ষা কেন কর বৃথা॥
হাসিয়া শ্রীদাম কহে ঔদরীক বটু!
রসের কি বুঝ তুমি বাক্যে মাত্র পটু॥
কাঁচকলা আতপান্ন বন্য শাক পাতা।
তব চির ভক্ষ্য কিন্তু মুখে বড় কথা॥

তপস্বী ব্রাহ্মণ চির বনে কর বাস।
রাজভোগ ভোজীজনে কর পরিহাস॥
বানরের সমতুল্য ভোজন যাহার।
সাজে কি তাহায় রাজভোগের বিচার॥
বলদেব বলে ও যে বলিছে অকথ্য।
সামগ্রী হেরিয়া ক্ষিপ্ত হইয়াছে সত্য॥
চুপ ক'রে থাক্ বটু গেঁয়ার গোবিন্দ।
কেড়ে নব দ্রব্য সব ঘুচিবে আনন্দ॥
বিকৃত করিয়া বটু অঙ্গ ও বদন।
সখাগণে অন্যজনে হাসায় তখন॥
নানা বাক্ বিতণ্ডা করিয়া সখা সঙ্গে।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভুঞ্জে কত রঙ্গে॥
ব্রজেশ্বরী আনাইয়া বিবিধ মিষ্টান্ন।
ক্ষীর সর দধি আর দেয় পরমান্ন॥
কৃষ্ণে বহু যত্ন করি করায় ভোজন।
দিব্য দিয়া কহে আরো করহ ভক্ষণ॥
শ্রীরাধা গবাক্ষ পথে নয়ন রাখিয়া।
প্রিয়ের ভোজন হেরে অলক্ষে থাকিয়া॥
ভোজন সমাধা হ'লে কৃষ্ণের কিঙ্কর।
আচমন বারি সবে যোগায় সত্বর॥
আচমন অন্তে করি তাম্বুল ভক্ষণ।
বিশ্রাম ভবনে গিয়া বসে সর্ব্বজন॥

কিছু পরে কৃষ্ণ তথা হইলে নিদ্রিত।
তথা হ'তে গমন করিল সখা যত॥
এখানে শ্রীরাধা পরিবেশন সারিয়া।
অমল কমল তুল্য কর প্রক্ষালিয়া॥
বিশ্রাম ভবনে পুনঃ যাইয়া বসিল।
কালোচিত পরিচর্য্যা কিঙ্করী করিল॥
রাধা, ললিতা আদি সখীগণ সঙ্গে।
ইঙ্গিতে বঁধুর কথা কহে কত রঙ্গে॥
ব্রজরাণী শ্রীরাধার ভোজনের তরে।
অতিশয় ব্যস্ত হয়ে বলে রোহিনীরে।
দেখ দিদি ঈষদুষ্ণ দ্রব্য সব লয়ে
স্বর্ণ-পাত্রে পৃথক পৃথক সাজাইয়ে।
সসঙ্গিনী রাধিকায় করাও ভোজন।
পশ্চাতে ভোজন করিবেক অন্যজন॥
ধনিষ্টায় কহে; বাছা, নিভৃত গেহেতে।
আসন ও জল-পাত্র দাওগে ত্বরিতে॥
আমি শ্রীরাধায়, গণসহ ডেকে আনি।
এত বলি শ্রীরাধা নিকটে, গেল রাণী॥
রাধিকায় বলে, পুত্রী বেলা হ'ল অতি।
ভোজন করিবে চল সখীর সংহতি॥
ললিতা বিশাখা চিত্রা আদি প্রতি বলে
চল বাছাগণ মম সংহতি সকলে॥

শ্রীরাধা লজ্জায় কিছু হ'লে সঙ্কুচিতা—
পুনরায় তাঁহারে কহিল রাণী মাতা ॥
আমি কি মা ভিন্ন, তব জননী হইতে।
কেন সঙ্কুচিতা তবে আমার সাক্ষাতে ॥
স্বচ্ছন্দে করহ খেলা, করহ ভোজন।
এ গেহ তোমার পুত্রী! লজ্জা কি কারণ ॥
রাণীর আদরে রাই লয়ে সখিগণে
চলিল পশ্চাৎ তাঁর ভোজন কারণে ॥
রোহিণী, নিভৃত গেহে ভোজ্য দ্রব্য আনি
রেখেছিল, আসনে বসিল কমলিনী।
মাঝে রাখি তাঁহাকে বসিল সখিগণ
অনুরোধ করে রাণী করিতে ভোজন ॥
কৃষ্ণের প্রসাদ নৈল শ্রীরাধা না খায়।
রাণী ভাবে লজ্জা বুঝি করিছে আমায়।
রাধা-রস তত্ত্ব আর সেবা আদি যত।
ধনিষ্টা; সম্যক তাহা আছে অবগত ॥
ললিতার গণ, বহু, শ্রেষ্ট অষ্ট জন
সেই অষ্ট মধ্যে এই ধনিষ্টা গণন ॥
ললিতা আদেশে, নন্দালয়ে দাসী হয়ে,
আছে; কৃষ্ণ সেবা আর সংবাদ লাগিয়ে ॥
গোপনে সে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ আনিয়া
শ্রীরাধার ভোজ্যদ্রব্যে দিল মিশাইয়া ॥

পুনরায় রাণী কহে রাধায় তখন।
ভোজনে মায়ের কাছে লজ্জা কি কারণে॥
মৃদু হাসি বিনদিনী;বসিল ভোজনে।
আনন্দে ভোজন করে, পরে সখিগণে॥
ব্রজেশ্বরী বহুবিধ দ্রব্য আনাইয়া॥
দেয় সর্ব্বজনে বহু অদর করিয়া।
শ্রীরাধায় দিব্য দিয়া করায় ভোজন।
এরূপে ভোজন কার্য্য হলো সমাপন॥
হেন কালে পৌর্ণমাসা আইল তথায়
প্রণাম করিল রাণী, ভগবতী পায়॥
দেবী কহে রাণীমাতা হয়েছে সময়।
কৃষ্ণে কুঞ্জে পাঠাইতে বিলম্ব না হয়॥
আমি, সুবলেরে আর শ্রীমধু মঙ্গলে
বলিয়া রেখেছি কৃষ্ণ সঙ্গে যাবে ব'লে॥
শিবিকা বাহকগণ শিবিকা লইয়া।
গুপ্ত দ্বারে উপস্থিত হয়েছে আসিয়া॥
শ্রীরাধায় বলে শুন রাজার কুমারী।
তোমাদের কুশল কামনা সদা করি॥
বলিয়াছে তোমার শাশুড়ী দিব্য দিয়া।
সঙ্কল্পিত সূর্য্য-ব্রত রক্ষার লাগিয়া॥
অতিশয় অসন্তুষ্টা, হবে ব্রত ভঙ্গে।
সজ্জিতা হইয়া তুমি চল মম সঙ্গে॥

সূর্য্যপূজা করাইয়া আনিব তোমায় ।
গুপ্ত পথে গুপ্ত ভাবে যাবে শিবিকায় ॥
কতক সঙ্গিনীগণে রাখিয়া ভবনে ।
কতক সঙ্গিনী লয়ে চল মম সনে ॥
রাণীর যে অনুরোধ ; জানাই তোমায়
প্রকাশিতে নারে রাণী সঙ্কোচে লজ্জায় ॥
অরীষ্ট নামেতে কুণ্ড আছে বৃন্দাবনে ।
শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক জন্ম তিথি দিনে ॥
করাইতে হবে কুণ্ডে এয়োগণে দিয়ে ।
রাণীর বাসনা ; করাইবে তুমি গিয়ে ॥
কেহ না জানিবে সুগোপনে হবে কার্য্য ।
অন্যেরে বলিবে পূজিবারে যাই সূর্য্য ॥
ব্রজেশ্বরী রাই মুখ চুমিয়া তখন ।
বলিল আমার লক্ষী-রমণী রতন ।
কিছু শঙ্কা লজ্জা তুমি না করিহ তাতে ।
মাতার সখীর আশা হবে পুরাইতে ॥
তুমিত বালিকা, কৃষ্ণ বালক আমার ।
দরশে পরশে পুত্রী কি দোষ তাহার ॥
যে কার্য্যের সহায় থাকিবে ভগবতী ।
না ঘটিবে দোষ তাহে ; না হবে অখ্যাতি ॥
রাখায়েছি গুপ্ত স্থানে শিবিকা সকল
গোপনে রয়েছে তথা বাহকের দল ॥

অগ্রে কৃষ্ণ সখাসঙ্গে করিবে গমন।
পশ্চাতে যাইবে তুমি সহ সখিগণ॥
নান্দিমুখী কুন্দলতা তব সঙ্গে যাবে।
ভগবতী শুভকার্য্য সম্পন্ন করাবে॥
সূর্য্য আরাধিতে তুমি যাইবে যখন।
অবশ্য আমার বাঞ্ছা করিবে পূরণ॥
মেঘোদয়ে যেমন সুখিনী চাতকিনী।
তেমতি শ্রীমতী সুখী সে আদেশ শুনি॥
অন্তরে আনন্দ স্রোত বাহ্যে মৌনী রয়।
তাহা হেরি ব্রজেশ্বরী পুনরায় কয়॥
কিছু চিন্তা শঙ্কা বৎসে না করিবে মনে।
তোমার এ কার্য্য চির থাকিবে গোপনে।
পূর্ব্ব হ'তে এ বিষয়ে আছি সাবধান।
প্রকাশ হইলে কারো থাকিবে না মান॥
ললিতা কহিল আর্য্যে! রাজার দুহিতা।
জান চিরদিন তব নিদেশানুগতা॥
যাইব আমরা তব আদেশ পালন।
গমনের আয়োজন করহ গোপনে॥
অনেক বিপক্ষা আজি আসিয়াছে পুরে।
সে কারণে সখি মম চিন্তা কিছু করে॥
রাণী বলে তাহে কেহ না করিও ভয়।
অতি সন্তর্পণে কার্য্য হইবে নিশ্চয়।

এ সকল বাক্য পরে, করি আচমন।
বিশ্রাম ভবনে রাই করিল গমন॥
তাম্বুল গ্রহণ করি সখিগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ কথা আলাপন করে কত রঙ্গে॥

দ্বিতীয় উল্লাস

পূর্ব্বাহ্ন লীলা—

ওথা ব্রজেশ্বরী ভগবতীর আদেশে।
শ্রীকৃষ্ণে গোপনে কুঞ্জে পাঠাইয়া হর্ষে॥
স্বহস্তে শ্রীরাধিকার করিবারে বেশ।
বস্ত্র অলঙ্কার বাছি লইল বিশেষ॥
ধনিষ্ঠার করে অর্পি চলিল উভয়ে।
যথা শ্রীরাধিকা আছে বিশ্রাম আলয়ে॥
তখন কিঙ্করীবৃন্দ তাহারি অদূরে।
স্বামিনীর প্রসাদ ভোজন সুখে করে॥
ব্রজরাণী শ্রীরাধার নিকটেতে এসে।
কতই আদরে তাঁরে লয়ে ক্রোড়দেশে॥
আনজন আগমন করি নিবারণ।
মস্তকের ওড়না করিল উন্মোচন॥
এলাইল ভুবনমোহন কেশ রাশি।
যে কেশপাশেতে বাঁধা তাঁর কালোশশী॥

সুদিব্য চিরুণী ধরি অতি ধীরে ধীরে।
আঁচরিল সে সুদীর্ঘ কুটিল চিকুরে ॥
যে রূপে সজ্জিত করে রাণী যশোমতী।
এক দাসী গীতে বর্ণি কহে অন্য প্রতি ॥

যথা গীত—একতালা।

অতুল রূপের রাশি মোদের রাই রূপসী
ব্রজেশ্বরী আসি সাজায় যতনে।
হেরলো স্বজনি কত চাঁদের খনি
রাইমুখ চাঁদ উজোরে ভুবনে ॥
(রাধার) ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশে বিনাইতে বেণী।
শোভা হেরি লাজে সাপিনী তাপিনী
শিরে শিষ ফুলে জ্বলে কত মণি
বিবরে এণিণী পলায় অপমানে ॥
সিঁথার সিঁন্দুর রেখা মরি কি সুন্দর
উষা ভালে যেন উদে দিনকর
ভালের অলকা— তারকা নিকর
নিরখি তারকা ফোটে না গগণে ॥
কামের কামান জিনি যুগ্ম ভুরু মাঝে
মৃগমদ ফোঁটা মরি কিবা সাজে
শিলীমুখ শিশু সুবর্ণ সরোজে
যেন রে বিভোর মত্ত মধুপানে।

নীল নলিনাভ নয়ন যুগলে
রঞ্জিত করেছে দলিত কজ্জলে
তিলফুল নাসায় গজমতি দোলে
মকর কুণ্ডল ঝলমলে কানে ॥
কম্বু কণ্ঠদেশ গ্রাসে হাসে চিকে
নীল মণিহার কি বাহার বক্ষে
অলি শ্রেণী যেন উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
তুঙ্গ হেম অঙ্গ— কোরক সদনে ॥
নীনধ্বজ বাসা ক্ষীণ কটিদেশে
নিবিড় নিতম্বে বন্ধন উদ্দেশে
স্বেচ্ছাময়ী রাণী পূর্ণ করে আশে
রত্ন মণিময় মেখলা বন্ধনে ॥
বিচিত্র অঙ্গদ সুমৃণাল ভুজে
বাজুবন্ধ সহ আনন্দে বিরাজে
মণিবন্ধে নীল মণি চুড়ী সাজে
রাজে তার সনে বলয় কঙ্কণে ॥
চম্পক কলিকা জিনি করাঙ্গুলে
সজ্জিত করিল অঙ্গুলীয় দলে
অনুপ যুগল শ্রীকরে কমলে
যেন বসি জলে খদ্যোতিকাগণে ॥
চল সখি মোরা রাণী মা'র কাছে
চরণের যত অলঙ্কার আছে

ভাগাভাগী ক'রে যত্নে নিব যেচে
পরাইব আশু— আরাধ্য চরণে ॥
শ্রীরাধার অঙ্গে বেশ করি ব্রজেশ্বরী।
মোহিতা হইয়া গেল হেরি সে মাধুরি ॥
অনিমিখে রাইমুখ করি নিরীক্ষণ।
চিবুকে ধরিয়া কত করিল চুম্বন ॥
আইল কিঙ্করীগণ ভোজন সারিয়া।
চরণের অলঙ্কার লইল মাগিয়া ॥
মণির মঞ্জীর আর নুপুর ঘুগুর।
চলনে যাদের ধ্বনি মধুর মধুর ॥
পরাইল একে একে রাধার চরণে।
পদাঙ্গুলি অঙ্গুরীকা অঙ্গুলে প্রদানে ॥
নব-নীল-পট্ট শাড়ী নাম বেনারসী।
যার অঙ্গে রতনের জরি রাশি রাশি ॥
রাই পরিধানে রাণী দিল দাসী করে।
পরাইল দাসী তাহা কত যত্ন ক'রে ॥
পরে রাণী ললিতাদি রাধা সখিগণে।
ভুষিল বিচিত্র নব বসন ভূষণে ॥
কহিল সদৈন্যে ত্বরা যাও পুত্রীগণ।
দেবে পূজি মম বাঞ্ছা করিবে পূরণ ॥
নিভৃতে সজ্জিত আছে শিবিকা সকল।
গমনে প্রস্তুত তথা বাহকের দল ॥

কুন্দলতা নান্দিমুখী দেবী পৌর্ণমাসী।
মিলিবে এখনি তোমাদের সঙ্গে আসি॥
কীর্ত্তিদা সখির কাছে পূজ্যা ভগবতী।
গিয়াছে আনিতে তব পূজার সম্মতি॥
গেহে মম ভোজন করিবে বহুজন।
স্থানে স্থানে বহু দ্রব্য হতেছে রন্ধন॥
চলিনু এখন তার তত্ত্ব লইবারে।
ভগবতী সঙ্গে যাবে রবির মন্দিরে॥
ইহা কহি নন্দরাণী কার্য্যান্তরে গেল।
পৌর্ণমাসী দেবী তথা আসিয়া যুটিল॥
কহিল শ্রীরাধা প্রতি হে রাজ নন্দিনী।
মিত্র পূজা অনুমতি দিয়াছে জননী॥
চলহ অর্চ্চিতে দেবে বিলম্ব কি আর।
সময় উত্তীর্ণ দেখ হইতেছে তার॥
কুন্দলতা নান্দিমুখী পূজোপকরণ।
লইয়া মোদের সাথে করিবে গমন॥
এ সময় ব্যস্ত সবে রয়েছে ভোজনে।
উপযুক্ত কাল এই তোমার গমনে॥
ভগবতী বাক্যে রাই সঙ্গিনী সহিতে।
শিবিকায় আরোহণ করিল নিভৃতে॥
চলিল বাহকগণ শিবিকা লইয়া।
লীলাশক্তি ভগবতী উলসিত হিয়া॥

ক্রমে সবে উপনীত রবির মন্দিরে।
তথা গিয়া পৌর্ণমাসী আদেশে নান্দিরে॥
যাও বাছা সগণে রাধায় কুণ্ডে লয়ে।
স্নানাদি যতেক ক্রিয়া এস সমাধিয়ে॥
আনজন লয়ে আমি রহিলাম হেতা।
রাণীর নিকটে কেহ ব'ল না কথা॥
এইরূপে পৌর্ণমাসী দেবীর কৌশলে।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা অবিরত চলে॥
ওথা নন্দিশ্বরে সমাগত জনগণ।
স্নানার্থে হরিদ্রা তৈল করিছে ম্রক্ষণ॥
হরিদ্রা তৈলের কুণ্ডে কেহ পড়ে রঙ্গে।
কলসি কলসি কেহ ঢালে কারো অঙ্গে॥
স্বেচ্ছামতে তৈল ও হরিদ্রা সবে মেখে।
পাবন সরেতে গেল বিবিধ কৌতুকে॥
স্নানে পাবনের বারি হ'ল তৈলময়।
তৈল সরোবর বলি মনে ভ্রম হয়॥
স্নান সমাপন করি যত জনগণ।
নন্দের আলয়ে এ'ল করিতে ভোজন॥
আজিকার এ ভোজন বিরাট ব্যাপার।
কত মত ভোজ্য বস্তু সংখ্যা নাই তার॥
কে খায় কে দেয় তাহাকে করে নির্ণয়।
হেরিয়া দর্শক মাত্রে অত্যাশ্চর্য্য হয়॥

সবে কহে আজি মোরা যে যে দ্রব্য খাই।
এমন সামগ্রী কভু চক্ষে দেখি নাই॥
কিছুকাল জনগণ কাটায়ে আহারে।
উঠিতে না পারে কেহ উদরের ভরে॥
চারিদিকে জয়ধ্বনি করে জনগণ।
তাম্বুল গ্রহণ করি কৈল আচমন॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশু গায় নন্দ মহোৎসব ভাষা॥

তৃতীয় উল্লাস

ওখানে নমিয়া রাই দেব দিবাকরে।
ভগবতী পদধূলি লইলেন শিরে॥
রবির মন্দির হ'তে মরাল গমনে।
চলিলেন রাধাকুণ্ডে লয়ে সখিগণে॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ আগমন করিয়া তথায়।
গুপ্তস্থলে সবাহক রাখি শিবিকায়॥
সঙ্গে লয়ে প্রাণ সখা সুবল মঙ্গলে।
উপনীত হইয়াছে কুণ্ডদ্বয় কূলে॥
শ্রীবৃন্দা দেবীর কাছে দেবী পৌর্ণমাসী।
সংবাদ দিয়াছে পূর্ব্বে পাঠাইয়া দাসী॥

মধ্যাহ্নে হইবে কুঞ্জে যুগল মিলন।
সে কারণে বৃন্দা তথা করেছে গমন ॥
বিলম্ব দেখিয়া কৃষ্ণ রাধা অভিসারে।
কাতর অধৈর্য্য হয়ে বলিল বৃন্দারে ॥
যাও বৃন্দে দেখ গিয়ে কোথা প্রাণেশ্বরী।
অদর্শন দুঃখ আর সহিতে না পারি ॥
এখনো এলে না প্রাণ বাঁচে না যে আর।
বহিতে অক্ষম আমি এই দেহ ভার ॥
এ দেহ রাধার আর রাধাই জীবন।
রাধা সরবস ধন রাধা বৃন্দাবন ॥
এত বলি কর্ণ-অবতংস দিল হাতে।
বৃন্দা তাহা লয়ে চলে নব কুঞ্জ পথে ॥
এখানে শ্রীরাধা যায় সঙ্গিনীর সাথে।
কিছুদূরে বন মাঝে হেরে আচম্বিতে ॥
নবীন তমাল এক স্বর্ণলতা বেড়া।
নাচে শিখী মুক্ত পুচ্ছে শোভি তার চূড়া ॥
ভ্রমে ভাবে ভাবময়ী চন্দ্রাবলী তথা।
বাঁধিয়াছে কৃষ্ণ অঙ্গ দিয়া বাহুলতা ॥
চমকিতা হয়ে ধনি কহে সখীগণে।
পৌর্ণমাসী দেবীও কি প্রতারণা জানে ॥
আমায় বলিল দেবী সখিগণে লয়ে।
শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কর কুঞ্জে গিয়ে ॥

এখন নিরখি তার সবি বিপরীত।
চন্দ্রাবলী আসিয়াছে নাথের সহিত ॥
অই দেখ কিছু দূরে লয়ে বনমালী।
কি খেলা খেলিছে লজ্জাহীনা চন্দ্রাবলী ॥

গীতোক্তি (শ্রীরাধার)

কি আশ্চর্য্য দেখি হের প্রাণ সখি
চন্দ্রা পোড়ামুখী কি করে ওখানে ॥
বঁধূরে পাইয়া ভুজপাশ দিয়া
রেখেছে বাঁধিয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥
ঐ দেখ শ্যাম শিরে ; শিখী পাখা
কুঞ্চিত কুন্তলে গণ্ডযুগ ঢাকা
বঙ্কিক নয়নে চেয়ে বাঁকা বাঁকা
উনমত চন্দ্রা-মুখ মধু পানে ॥
ছি ছি দোঁহে সখি একি লজ্জা ছাড়া,
হেরিয়া মোদেরে নাহি নড়াচড়া।
শ্যাম অঙ্গে চন্দ্রা দিয়ে অঙ্গ বেড়া
নির্ভয়া বাঘিনী সম রহে বনে ॥
আর কুঞ্জে যেয়ে বল কিবা কাজ
পেয়েছে তো এয়ো সে রাখাল রাজ
অভিষেক ছলে দিতে মোরে লাজ
জেগেছে বাসনা ভগবতীর মনে ॥

আশু বলে ধনি ! শ্যাম, চন্দ্রা কোথা
তমাল বেষ্টিত ও কনক লতা
ভাব বিভঙ্গিনী কেন ভাব বৃথা
শ্যাম চূড়া ভ্রম শিখণ্ডি নর্ত্তনে ॥

ভঙ্গ পয়ার ।

১। দাসী বাক্য শুনি রাধা পুনঃ নেহারিল ।
নিজ ভ্রান্তি জানি অতি লজ্জিতা হইল ॥
হাসিল সখির দলে
কত কথা বলে ছলে
হাসির তুমুল ঝড় কাননে বহিল
রঙ্গিনী যতেক পুনঃ সুরঙ্গে চলিল ॥

২। শ্রীকৃষ্ণের নব-কুঞ্জে বৃন্দায় হেরিয়ে
বুঝিল আসিছে বৃন্দা কৃষ্ণ বার্ত্তা লয়ে ।
ললিতা জিজ্ঞাসে তায়
বৃন্দে ! যাইবে কোথায়
কোথা হ'তে সম্প্রতি করিলে আগমন ?
ভাগ্য গুণে তোমার পেলাম দরশন ॥

৩। আজি নন্দিশ্বর পুর পুরট সুন্দর
না হেরিয়া বুঝি তব ব্যাকুল অন্তর ।
যাইবে কি নন্দিশ্বরে
তাঁর দরশন তরে

গোচারণে আজি না আইসে নটবর।
জন্মতিথি তাঁর তথা পালে নরবর॥

৪। আমরা যে উৎসবের পেয়ে নিমন্ত্রণ
আসিয়াছি নন্দিশ্বর রাজের ভবন
তথা দেবী ভগবতী
রাজ নন্দিনীর প্রতি
আদেশ করিল মিত্র পূজার কারণ।
রবির মন্দিরে দেবী বিরাজে এখন॥

৫। তাঁহার আদেশে যাই লয়ে শ্রীরাধায়
করাইতে হবে স্নান মানস গঙ্গায়
আজ্ঞা দিল ভগবতী
আসিবে সত্বর অতি
কাল গৌণ না করিবে মিত্রের পূজায়।
নন্দিশ্বরে ফিরে যেতে হইবে ত্বরায়॥

৬। যাবট জরতী যত ভগবতী প্রতি
অর্পিয়াছে এই ভার করিয়া বিনতি।
যাবটের বধূগণ
যাইবে রাজভবন
সাক্ষাৎ না হয় রাজ তনয় সংহতি।
অভয় দিয়াছে দেবী তাহাদের প্রতি॥

৭। বৃন্দা কহে দেবী পূর্ব্বে দিয়াছে সংবাদ
স্নানার্থে যাইবে রাধা না ঘটে প্রমাদ
আইলাম সে কারণে
কেন চিন্তা অকারণে
গঙ্গোদ্ভব তীর্থে লয়ে যাইব সকলে।
পাবে চতুর্গুণ ফল স্নানে তার জলে॥

৮। রাজ তনয়ের গন্ধ নাহিক সেখানে
রসরাজে তত্ত্ব রত রস বিতরণে
অনুরাগী রসবতী
স্নানে অধিকারী তথি
তার মধ্যে শ্রেষ্টাশ্রেষ্ট আছয়ে বিচার।
ঘাটত্রয় মধ্যে মুক্ত আছে শ্রেষ্ট দ্বার॥

৯। তোমরা সে ঘাটের সম্পূর্ণ অধিকারী
সমর্থা নহিলে অন্যে লয়ে যেতে নারী
ব্রজের সুন্দরী বিনে
সে ঘাট না পায় অন্যে
স্নান করে একি তীর্থে ভিন্ন কিন্তু ফল,
তোমাদের ঘাটে জল উজ্জ্বল নির্ম্মল॥

১০। রাই কহে গঙ্গোদ্ভব তীর্থ কোথা আছে?
বৃন্দা বলে অধীশ্বরী এস মম পাছে?

দেখাইব তীর্থ রাজ
যথায় করে বিরাজ
মলিন পঙ্কিল দেহে ভক্তের অভাবে।
শ্রেষ্ঠা আরাধিকা-রাধা ভাবিছে স্বভাবে ॥

১১। এইরূপ বাক্যালাপ হয় পরস্পরে।
হেনকালে বংশীধ্বনি হ'ল কুণ্ডতীরে ॥
শুনি রাধা বিনোদিনী
আত্মহারা উন্মাদিনী
নবঘন গরজনে যথা চাতকিনী
উড়িয়া যাইতে বাঞ্ছে তথায় তখনি ॥

১২। কাঁপিল সোণার অঙ্গ থর থর করি।
শিথিল হইল নারী বন্ধনের ডোরি
ললিতাদি সখিগণ
বাঁশী শুনি উচাটন
দূরে গেল চাতুর্য্যাদি বাক্যের আটনি
বলিল বৃন্দায় শীঘ্র চলহ স্বজনি ! ॥

১৩। বৃন্দা দিয়া পুষ্পভূষা শ্রীরাধার কাণে
চলিল লইয়া রাধাসহ সখিগণে।
সুগন্ধি-কুসুম গন্ধে
ধায় যথা অলিবৃন্দে

কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ পেয়ে রাধা অলি তথা
ধাইল আকুল প্রাণে কৃষ্ণ-পুষ্প যথা ॥

১৪। তথা রাধাকুণ্ড কুলে শ্রীরাধা-রমণ।
রাধা-আগমন পথে রাখিয়া নয়ন ॥
কভু উঠে কভু বসে
কভু কিছু দূরে এসে
ফিরে গিয়ে কুণ্ড বারি করে পরশন
রাধার বিরহ তাপে যুড়াতে জীবন ॥

১৫। কিছুক্ষণ পরে রাধা, সখিগণ লয়ে
উপনীত হ'ল কুণ্ড-কুল-প্রান্তে গিয়ে
বকুল কানন দিয়া
বৃন্দা চলিল লইয়া
দূর হ'তে রাধাকৃষ্ণ দোঁহে দোঁহা হেরি
কি যে হলো কে বুঝিবে সে ভাব লহরী ॥

১৬। কে তৃষিত দুহুঁ মাঝে কে সুশীত বারি
বুঝে তা ভাবুক ভক্ত আমি কিন্তু নারি ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ
কেবল মাত্র সম্পদ
রাধা কৃষ্ণ কৃপা-কণা এ গ্রন্থে ভরসা।
দাস আশুতোষ গায় নন্দোৎসব ভাষা ॥

চতুর্থ উল্লাস।

জয় গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ পতিতের গতি
কৃপা দৃষ্টিপাত কর অকিঞ্চন প্রতি ॥
জয় প্রভু নিত্যানন্দ জাহ্নবী বল্লভ।
দুরাচারী শিরে দাও চরণ দুর্ল্লভ ॥
জয় প্রভু সীতাপতি শ্রীঅচ্যুত তাতঃ
দুর্ম্মতিরে কর দয়া শান্তিপুর নাথ ॥
জয় রূপ সনাতন শ্রীজীব গোস্বামী।
লয়েছি শরণ অতি দুরাচারী আমি ॥
বিতর করুণা কণা এই অর্ব্বাচীনে
দাও শক্তি রাধা-শ্যাম-কুণ্ডের বর্ণনে ॥
হে দাস গোস্বামী প্রভু! কুলের গৌরব।
যেখানে কাটালে কাল ত্যজিয়া বৈভব ॥
যে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে অট্টালিকা ত্যজি।
কুণ্ডতীরে আশ্রয় করিলে বৃক্ষ রাজি ॥
তব কুলোদ্ভব এই দাস দুরাচারে।
কর আশীর্ব্বাদ যেন কণা তার স্ফুরে ॥
ভকতি বিহীন কোন করিনা সাধনা—
পতিত পাবন গুণে বিতর করুণা ॥

(শ্রীশ্যাম কুণ্ড ও রাধা কুণ্ডের কথা।)

দুরন্ত অরীষ্টাসুর কৃষ্ণে বধিবারে।
কংসের আদেশে এলে বৃষ রূপ ধ'রে ॥

দৈত্যারি দ্বারকানাথ দুষ্ট বৃষাসুরে।
বিনাশ করিল অতি কদর্থনা ক'রে ॥
শ্রীরাধিকা সখি সঙ্গে অভিসারে আসি।
কৃষ্ণ প্রতি ব্যঙ্গবাক্যে কহে হাসি হাসি ॥
শুনিয়াছি আজি গোষ্ঠে দুষ্ট বৃষাসুরে।
বিনাশিলে বিনা অস্ত্রে, মুষ্টির প্রহারে ॥
যদিও অসুর তবু বৃষরূপী বটে।
গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই ঘটে ॥
যদবধি প্রায়শ্চিত্ত না করিবে তার।
সাবধান ! অঙ্গস্পর্শ ক'রোনা আমার ॥
কৃষ্ণ কহে তব দেহ সর্ব্ব তীর্থ সার।
পরশিলে প্রায়শ্চিত্ত হইবে আমার ॥
রাই বলে হে লম্পট ! লাম্পট্য ত্যজিয়া।
স্নান ক'রে এস তুমি সর্ব্ব তীর্থে গিয়া ॥
কৃষ্ণ কহে সর্ব্ব তীর্থ আনিয়া এখানে।
এখনি করিব স্নান হের হ নয়নে ॥
ইহা কহি পদগুল্ফ ভুমে প্রহারিল
অকস্মাৎ তথা মনোহর কুণ্ড হ'ল ॥
তীর্থগণে উচ্চে কহে সম্বোধন করি।
এস তীর্থগণ নিজ নিজ রূপ ধরি ॥
কৃষ্ণাজ্ঞায় অবিলম্বে পুত তীর্থগণ।
নিজ নিজ রূপে আসি দিল দরশন ॥

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী দ্বারাবতী।
পুষ্কর বরুণ সাগরের অধিপতি ॥
গঙ্গা শ্রীযমুনা এল নর্ম্মদা কাবেরী।
সরস্বতী সরযু ব্রহ্মজ গোদাবরী ॥
এ জগতে যেখানে যতেক তীর্থ ছিল।
স্বরূপে আসিয়া কৃষ্ণে স্তুতি আরম্ভিল ॥
তীর্থগণ কহে নাথ! কি কার্য্য সাধনে।
আহ্বান করিলে চির দাস দাসীগণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহিল শুন পুততীর্থগণ
সর্ব্বতীর্থে স্নান হেতু করেছি মনন ॥
বধিয়াছি বৃষরূপী অরীষ্ট অসুরে।
সে কারণে প্রেয়সী না পরশে আমারে ॥
আদেশিল সর্ব্বতীর্থে করিবারে স্নান।
বাধ্য হয়ে তোমা সবে করিনু আহ্বান ॥
বৃষরূপী দৈত্যের করেছি প্রাণদণ্ড।
স্মৃতি চিহ্ন হেতু, তার ক্ষুরাকৃতি কুণ্ড ॥
এই যে করিনু, আমি স্নান করিবারে।
তোমরা প্রবেশি, উহা পূর্ণ কর নীরে ॥
কৃষ্ণাজ্ঞায় তীর্থগণ কুণ্ডে প্রবেশিল।
নিরমল নীরে কুণ্ড পরিপূর্ণ হ'ল ॥
কুণ্ডে স্নান করি কৃষ্ণ কহিল গৌরবে।
মম কুণ্ডে স্নান রাধে কর গিয়ে সবে ॥

গরবিণী শিরোমণি বৃষভানু সুতা।
শ্রীকৃষ্ণে বলিল ছি ছি! ব'লো না ও কথা॥
গো-হত্যার পাপ যাতে কৈলে প্রক্ষালন।
তাহে স্নান করা নহে কর্ত্তব্য কখন॥
তব কুণ্ড সান্নিধ্যে করিব কুণ্ড আমি।
শুদ্ধ হেতু পুনঃ তাহে স্নান কর তুমি॥
ইহা কহি কুণ্ডের পশ্চিমোত্তর কোণে।
খোদিল স্বকরে ভূমি করের কঙ্কণে॥
রাধার মানস বাঞ্ছা বুঝিয়া মেদিনী।
মৃত্তিকা হরণ তার করিল তখনি॥
হইল সরসী এক অতি মনোহর।
তাহা হেরি রাধা প্রতি কহে গিরিধর॥
আমার কুণ্ডের বারি কলসেতে ভরি।
পূর্ণ কর তব কুণ্ড সখী সঙ্গে করি॥
রাই কহে তব কুণ্ড বারি কেন নব।
মানস গঙ্গার বারি কুণ্ডে আনি দিব॥
রক্ষিতে প্রিয়ার গর্ব্ব রাধিকা রমণ।
পুনরায় তীর্থগণে করিল স্মরণ॥
তীর্থবৃন্দ আসি দুহুঁ চরণ বন্দিল।
রাই কানু এক তনু স্তবে জানাইল॥
পুনঃ কৃষ্ণ কহে শুন শুন তীর্থগণ।
আরাধিয়া নাহি পাই যে রাধা চরণ॥

সেই রাধা-শ্রীকরের ভূষণ কঙ্কণে।
যে সরসী উদ্ভব হইল এইক্ষণে॥
রাধার স্বরূপা তাহা আমার জীবন।
উহাতে বসতি সবে কর সর্ব্বক্ষণ॥
যে সুভগ রাধাকুণ্ডে করিবেক স্নান।
কুণ্ড তারে রাধা-প্রেম করিবে প্রদান॥
জয় প্রেমরূপা বলি যত তীর্থগণ।
শ্রীরাধা-সরসী মধ্যে করিয়া গমন॥
বারিরূপে সেই কুণ্ডে করিল বসতি।
শ্রীরাধার কুণ্ড বলি হ'ল তার খ্যাতি॥
পূর্ব্ব অগ্নিকোণে সরসির পূর্ব্ব কূলে।
হইল অপূর্ব্ব সেতু বিচিত্র কৌশলে॥
রাধাকুণ্ডবারি সেই গুপ্ত সেতু দিয়া।
শ্যাম কুণ্ড বারি সহ মিলিল আসিয়া॥
রাই কানু উনমত্ত মিলনে যেমন।
দুহুঁ বারি মিলনের তরঙ্গ তেমন॥
কভু রাধাকুণ্ড বারি শ্যাম কুণ্ডে যায়।
কভু শ্যামকুণ্ড বারি রাধাকুণ্ডে ধায়॥
মণিময় সোপান কুণ্ডের চারি ঘাটে।
রতন মণ্ডপ ও অঙ্গন শোভে তটে॥
মনোহর কুট্টিম বেদিকা বিরাজিত।
চতুর্ঘট্টে বৃক্ষ শাখে দোলা আলম্বিত॥

নানাজাতি বৃক্ষলতা শোভা পায় কূলে।
সু সজ্জিত ফল ফুল কিশলয় দলে॥
অপক্ক, সুপক্ক, অৰ্দ্ধ পক্ক ফল কত।
দোলে তরু লতা শির করি অবনত॥
নানাজাতি পতত্রী আনন্দে করে গান।
পিককুল পাপিয়া সুকণ্ঠে তুলে তান॥
বিবিধ জলজ পুষ্প শোভা পায় জলে।
হংস চক্রবাক্ আদি খেলে কুতূহলে॥
যথা তথা ফুলে ফুলে বুলে মধুকর।
মলয় মারুত তথা বহে নিরন্তর॥
অষ্টদিকপতি কুঞ্জ অষ্ট সখি নামে।
খ্যাত রাধাকুণ্ড কূলে আঁখি মনরমে॥
উত্তরে ললিতা কুঞ্জ কুঞ্জরাজ নাম।
যাহাতে বিবিধ ক্রীড়া করে রাধাশ্যাম॥
পদ্মের আকৃতি তাহা অষ্টদল তাহে।
অষ্টদলে অষ্ট কুঞ্জ জগমন মোহে॥
বায়ু-কোণে বসন্ত সুখদা নামে কুঞ্জ।
উত্তরে যে কুঞ্জ তার নাম সিতাম্বুজ॥
মাধবানন্দদা কুঞ্জ ঈশানে বিরাজে।
পূর্ব্ব দল শোভা করে অসিত অম্বুজে॥
হিন্দোল কুট্টিম নামে কুঞ্জ অগ্নি কোণে
অরুণ অম্বুজ কুঞ্জ শোভিছে দক্ষিণে॥

নৈঋতেতে বিরাজিত শ্রীপদ্ম মন্দির।
ষোড়শ দলেতে তার ষোড়শ কুটির॥
পশ্চিমের কুঞ্জ নাম হেমাম্বুজ হয়।
এই অষ্ট কুঞ্জ অষ্টদলে তার রয়॥
অনঙ্গ অম্বুজ নামে প্রশস্ত চত্বর।
কুঞ্জের দক্ষিণে শোভা পায় মনোহর॥
রাধাকৃষ্ণ করে তথা কন্দুক ক্রীড়ন।
সে ক্রীড়ার সাথি হয় সখা সখিগণ॥
তাহার দক্ষিণে রাধাকুণ্ডের উত্তরে।
বিরাজে সোপান শ্রেণী জলের উপরে॥
তীর হ'তে কুণ্ড মধ্যে সে সোপান-সেতু।
গিয়াছে অনঙ্গ কুঞ্জে গমনের হেতু।
অনঙ্গ দেবীর কুঞ্জ আছে কুণ্ড মাঝে।
গ্রীষ্মকালে রাধাকৃষ্ণ তথায় বিরাজে॥
শ্রীরাধিকা সেই কুঞ্জে স্বীয় ভগিনীরে।
অর্পিয়া শ্রীকৃষ্ণ করে কত রঙ্গ করে॥
মদন সুখদা কুঞ্জ কুণ্ডের ঈশানে।
বিশাখার কুঞ্জ বলি শাস্ত্রেতে বাখানে॥
চিত্রা আনন্দদা কুঞ্জ শোভে পূর্ব্বতীরে।
স্বভাবতঃ আছে তাহা চিত্রা অধিকারে॥
পূর্ণেন্দু নামে নিকুঞ্জ কুণ্ড-অগ্নিকোণে।
ইন্দুরেখা আধিপত্য রয়েছে সেখানে॥

দক্ষিণেতে হেম কুঞ্জ, হেম বর্ণ তার।
শাস্ত্র কহে সেই কুঞ্জ চম্পক লতার॥
নৈঋতের কুঞ্জে, রঙ্গ দেবী অধিকার।
শ্যামবর্ণ হেতু শ্যাম কুঞ্জ নাম তার॥
পশ্চিমে অরুণ কুঞ্জ রক্তবর্ণ প্রভা।
তুঙ্গবিদ্যা সখির সে কুঞ্জ মনোলোভা॥
সুদেবী-সুখদা কুঞ্জ, কুণ্ড বায়ু কোণে।
রাধাকৃষ্ণ পাশাক্রীড়া করেন সেখানে।
অন্য নাম হরিৎ নিকুঞ্জ বলি খ্যাত।
তথায় হরিৎ বর্ণ, ধরে জীব যত॥
কুঞ্জবর্ণ অনুসারে পশু পাখীবর্ণ।
শ্বেত পীত লোহিতাদি হয় ভিন্ন ভিন্ন॥
একদিন শ্যাম কুঞ্জে বিহরে যুগলে।
বিপক্ষা নায়িকা পক্ষ জটিলায় বলে॥
জটিলা কুপিতা হয়ে আইল সেখানে।
শ্যামে না দেখিতে পেল শ্যাম কুঞ্জ গুণে॥
শ্যামা হইয়াছে তার বধূ হেম গোরী।
শ্যাম বর্ণ ধরিয়াছে যত সহচরী॥
চিনিতে নারিল বুড়ী নিজ বধূ বলি।
সংবাদ দাতৃরে বহু দিল গালাগালি॥
হেরিল আসিয়া পুনঃ সূর্য্যের মন্দিরে।
সহচরী লয়ে বধূ সূর্য্য পূজা করে॥

সেই হতে আর কভু অন্যের কথায়।
কুণ্ডে রাই অভিসার প্রত্যয় না যায়॥
শ্যাম কুণ্ডে কেহ বা অরিষ্ট কুণ্ড কহে।
তীরে তার অষ্ট প্রিয় সখা কুঞ্জ রহে॥
সুবলনন্দদা কুঞ্জ শোভে বায়ু কোণে।
রাধিকায় সেই কুঞ্জ সুবল প্রদানে॥
তার নিম্নে আছে ঘাট মানস পাবন।
নিত্য স্নান করে রাধা, লয়ে সখিগণ॥
মধু মঙ্গলের কুঞ্জ কুণ্ডের উত্তরে।
সমর্পিল মধু তাহা ললিতার করে॥
উজ্জ্বলানন্দদা কুঞ্জ বিরাজে ঈশানে।
উজ্জ্বল সে কুঞ্জ বিশাখিকায় প্রদানে॥
পূর্ব্বদিকে অর্জ্জুনানন্দদ কুঞ্জ রয়।
অর্জ্জুন নিকট হ'তে চিত্রা তাহা লয়॥
গন্ধর্ব্ব সখার কুঞ্জ আছে অগ্নি কোণে।
ইন্দুরেখা নিল তাহা গন্ধর্ব্বের স্থানে॥
দক্ষিণে বিদগ্ধানন্দ কুঞ্জ শোভা পায়।
বিদগ্ধ অর্পিল তাহা চম্পক লতায়॥
নৈঋতে ভৃঙ্গের কুঞ্জ রঙ্গদেবী নিল।
পশ্চিমে কোকিল কুঞ্জ সুদেবী পাইল।
শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের কেবা বর্ণিবেক শোভা।
যার শোভা শ্রীরাধা কৃষ্ণের মনোলোভা॥

ঋতু লক্ষ্মীগণ তথা মূর্ত্তিমতী হয়ে।
বৃন্দার আদেশ পালে লীলার সহায়ে।
শ্রীকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে বর্ষাহর্ষ বনে।
বিরাজে বরষা লক্ষ্মী বৃন্দার বচনে॥
তপন-তনয়া তটে কলপ কাননে।
নিবসে শরৎলক্ষ্মী কুণ্ডের দক্ষিণে॥
পশ্চিমে হেমন্ত ঋতু উত্তরে শিশির।
নিদাঘ আশ্রয় কৈল শ্রীকুণ্ডের নীর॥
যুগলের জলকেলি কুণ্ডদ্বয় নীরে।
সুখকর হবে, সেই হেতু বাস করে॥
সুখদা বসন্ত লক্ষ্মী বৃন্দার আদেশে।
গোবর্দ্ধন সন্নিহিত রাসৌলীতে বসে॥
যদিও বসতি তাঁর রাসৌলীতে হয়।
শ্রীকুণ্ডের তটে পূর্ণ প্রভাব আছয়॥
মধ্যাহ্নে যুগল কুণ্ডে মিলিয়া যুগলে।
সখা সখিগণ লয়ে কত খেলা খেলে॥
নানা রসরঙ্গ করে কুসুম চয়নে।
কতই বিলাস-রস মুরলী হরণে।
হলিখেলা দোললীলা ফলাদি ভক্ষণ।
মধুপান জলকেলি বিহার শয়ন॥
রতিক্রীড়া পাশক্রীড়া কন্দুক ক্রীড়ন।
এই কুণ্ডতীরে হয় নিত্য সংঘটন॥

কুণ্ডদ্বয় পরিচয় লিখিনু সঙ্ক্ষেপে।
অভিন্ন এ কুণ্ড রাধাকৃষ্ণের স্বরূপে ॥
হাঃ রাধে করুণাময়ী ! হবে কি এমন।
তোমাদের রহ কেলি হেরিবে নয়ন ॥
উপলক্ষ করি নন্দ মহোৎসব গাথা।
লিখিলাম—রাধাশ্যাম-কুণ্ডযুগ কথা ॥
ইহাতে আমার কিছু নাহিক কৃতিত্ব।
যাহা কহে শাস্ত্রগণ তাহা লিখিমাত্র ॥
হে যুগল-কুণ্ড ! কৃপা হবে কি পামরে।
অন্তিমে স্বরূপদ্বয় স্ফুরিবে অন্তরে ? ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশুতোষ গায় নন্দোৎসব ভাষা ॥

ইতি পূর্ব্বাহ্ন লীলা—কুণ্ডাভিসার।

অষ্টম লহরী

প্রথম উল্লাস

মধ্যাহ্ন লীলাভাস।

জয় গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ অর্ব্বাচীন গতি।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ বসুধার পতি॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীঅচ্যুত তাতঃ।
জয় গদাধর জয় শ্রীবাস পণ্ডিত॥
জয় রূপ সনাতন, গৌর ভক্তগণ।
সবে এই দাসে কর, কৃপা বিতরণ॥
তোমরা শ্রীনবদ্বীপে পুত গঙ্গাতীরে।
শ্রীবাসের পুষ্পোদ্যানে মধ্যাহ্ন বিহারে॥
যে লীলা আস্বাদি মগ্ন থাক প্রেমার্ণবে।
শিখাইলে তোমাদের কৃপাপাত্র সবে॥
তাহার আভাস জানিবার করি আশা।
পুরাও হে নাথগণ! অযোগ্য দুরাশা॥
আস্বাদনে কথঞ্চিত দিয়া অধিকার।
নিজগুণে কর এই পতিত উদ্ধার॥

ত্রিপদী—

মিলন তিয়াসে ॰ দারুণ ব্যাকুল
রসরাজ রসবতী।

নাতিদূর হ'তে দোহেঁ দোহাঁ হেরি
আপনা হারায়ে অতি ॥
কি যেন হেরিল অতি অপরূপ
আঁখি গেল বিমোহিয়া।
উনত উজ্জ্বল রসে ঢর ঢর
দুরু দুরু দুহুঁ হিয়া ॥
শ্রীরাধা কহিছে বিজড়িত ভাষে
প্রাণ সখি অয়ি হের।
বিজরী জড়িত নব জলধরে
ইন্দ্রধনু মনোহর ॥
অথবা কি গিরি সুমেরু উপরে
নীলমণি গিরি শোভে।
চুড়ার উপর নাচে শিখীবর
মেঘের উদয় ভেবে ॥
বিশাখা কহিল হে রাজ নন্দিনী
ও সকল কিছু নয়।
যার রূপ হেরি তুমি পাগলিনী
সেই ও দাঁড়ায়ে রয় ॥
রসরাজ বলে শ্রীমধু মঙ্গলে
কি আশ্চর্য্য সখা দেখ।
বকুল কাননে ফুটেছে নলিনী
অলি ধায় লাখে লাখ ॥

পবন হিলোলে হেলিয়া দোলিয়া
পবনে আসিছে ভেসে ।
রূপেতে উজোর হয়েছে কানন
ব্যাকুল করে সুবাসে ॥
অথবা কি চাঁদ হারায়ে হরিণী
কাননে খুঁজিছে তায় ।
মৃগমদ গন্ধে সুধাগন্ধ মিশি
আকুল করে নাসায় ॥
মধু কহে সখা একটি আধারে
যা কহিছ সবি আছে ।
কমলের মধু চাঁদের অমিয়া
লও গিয়া তুমি যেচে ॥
ইহা বলি মধু সুবল সহিত
কৃষ্ণ সঙ্গ ত্যজি গেল ।
নলিনী ভ্রমর চকোর চন্দ্রিমা
ক্রমে নিকটস্থ হ'ল ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

রাখি ভাব সংগোপনে বলে রাই সখিগণে
আমায় আনিলে ভুলাইয়া ।
কহিলে কুণ্ডের তীরে আজি কি আসিতে পারে
জননীর নিষেধ লঙ্ঘিয়া ॥

তবে ওকি দেখ দেখি কার দুটি বাঁকা আঁখি
কটাক্ষ করিছে মম পানে।
কে আসিছে হাসি হাসি করে কুলনাশা-বাঁশী
বাহু শুণ্ড দোলায়ে সঘনে ॥
এখনি ধরিবে মোরে যাই আমি স্থানান্তরে
ইহা কহি ব্যস্ত হয়ে চলে।
কুসুম-চয়ন ছলে পুন্নাগ তরুর ডালে
সু মৃণাল ভুজ দিল তু'লে ॥
সুন্দর হেরিয়া তাহা সুন্দরীরে গীতে যাহা
করিল মধুর পরিহাস।
সেই গীত লিখি হেতা রসিকের রসকথা
অরসিক না শোনে, এ আশ ॥

কৃষ্ণোক্তি—

গীত। তাল খেম্‌টা

আমি এসেছি আজ বৃন্দাবনে চোরের সন্ধানে।
নিত্য নিত্য কুসুম চুরী কে করে রাজ উদ্যানে ॥

১। রাজা কন্দর্প-সুন্দর নাম খ্যাত চরাচর
তাঁর পুষ্পবাটি রক্ষণের ভার আমার উপর
সম্প্রতি রাজচক্রবর্ত্তী বিরাজে গোবর্দ্ধনে ॥

২। মাতার নিষেধ না মেনে এই উৎসবের দিনে
গুপ্তভাবে এলাম নৃপের আদেশ পালনে।
(আমায়) পারিতোষিক দিবে বহু ছাড়ি—তাহা কেমনে ॥

৩। রাজার আদেশ বিলক্ষণ চোরে করিতে বন্ধন
যাত্রাকালে আজি বুঝি ছিল শুভক্ষণ—
পেয়েছি তাই পুষ্প চৌরী ভাগ্যে ছিলাম গোপনে ॥
৪। ভুতলে অতুল সুন্দরী হয়ে রাজার কুমারী।
পুন্নাগের পুষ্প কেন করিছ চুরী ?
(তোমার) বিনোদ বক্ষে, **পুষ্প** রেখে, ঢেকেছ নীল বসনে ॥
৫। কত ফুল করেছ চুরি দেখি হে হেম গোরী
(আজ) উপরোধে ছাড়াছাড়ি না হবে চৌরী
অগ্রে যৌবন রত্ন দণ্ড করি, আছে তোমার কুচকুম্ভে যতনে ॥
৬। পরে ভুজপাশ দিয়ে বেঁধে যাইব লয়ে
কুঞ্জ-কারাগারে রেখে রাজায়, দেখায়ে।
আমি তল্লাসিব তার আদেশে, তোমার গেহের সর্ব্বস্বধনে ॥
৭। আশু বলে, পীত বাস ! তুমি মদন রাজার দাস
দাস হয়ে, রাজ-রাজেশ্বরীর সঙ্গে, রঙ্গ আশ
তুমি স'রে যাও চাঁদ ! মানে মানে নৈলে রবে বন্ধনে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী

শ্রীকৃষ্ণের গীত শুনি বিলাসিনী শিরোমণি
অন্তরে অনন্ত প্রেম-রসে আত্মহারা।
বাহ্যে, বৃথা ক্রুদ্ধা হয়ে ব্রজ-বিধু প্রতি কহে
সাধুজন সাধু দেখে, চোর দেখে চোরা ॥
জানে সর্ব্ব ব্রজজন তুমি যে সাধু কেমন
কারো গেহে নবনীর নাহি অব্যাহতি।

রমণীর মন চুরী তোমার ব্যবসা হরি !
বসন হরণে জানে ব্রজের যুবতী ॥

কন্দর্পের বশীভূত হয়ে তুমি উনমত
হইয়াছে বুঝিতেছি এখন নিশ্চয় ।
এই নিরজন বনে আসিয়া পুষ্পচয়নে
তব সঙ্গে বাক্যব্যয় উচিত না হয় ॥

কৃষ্ণ কহে হে গর্ব্বিতে শঙ্কা না করহ চিতে
সম্বর অরির রাজ্যে বসতি করিয়া ।
কর তাঁর অনাদর দাসীটিরো নাহি ডর
চুরী করি এত দর্প ; রমণী হইয়া ॥

দাসী কহে যার বন সে করে পুষ্প চয়ন
তুমি আসি বৃথা কেন কর গরজন ।
মদন রাজার দাস পঙ্গু হয়ে চাঁদে আশ
যাও, নৈলে ললিতায় ডাকিব এখন ॥

কি ছার মদন রাজা রাধা নহে তার প্রজা
রাজ রাজেশ্বরী হয়ে ডরাইবে কারে ? ।
মানে মানে যাও তুমি সতর্ক করিনু আমি
মোদের নাহিকো ভয় মদন রাজারে ॥

দাসী উক্তি—গীত

তাল একতালা

রাধার ভয় কিসের অনঙ্গে।
যে জন অনঙ্গের অনঙ্গ শুনহে ত্রিভঙ্গ
কাঁপে তার অঙ্গ শ্রীরাধার ভ্রূভঙ্গে॥
কন্দর্পের দর্প করিতে ভঞ্জন।
বিরাজিত ব্রজে কন্দর্প মোহন
তারে যে মোহিত করে সর্ব্বক্ষণ
কি সাধ্য অনঙ্গের—দণ্ডিতে সে অঙ্গে॥
কোটিকাম যার কটাক্ষে সম্ভবে
হারি সে রাধার অনঙ্গ আহবে
বাঁধা আছে সদা শ্রীপদ পল্লবে
মুরছিত হয় হেরিলে অপাঙ্গে॥
বল গিয়ে তোমার মন্মথ রাজনে
তার অধিকার নাহি বৃন্দাবনে
বৃন্দাবনেশ্বরী—রাধা নাম শু'নে
আশু সে অনঙ্গ পলাবে আতঙ্গে॥

পয়ার।

দাসীর শুনিয়া গীত গুণগ্রাহী কৃষ্ণ।
অন্তরে পরম প্রীত বাহ্যে হয়ে রুষ্ট॥
কহিল দাসীর প্রতি; চৌরী সহচরী।
দিতেছি উচিত শাস্তি উভয়েরে ধরি॥

এত বলি সে দাসীরে ধরিবারে যায়।
দ্রুত পদে দাসী রাই নিকটে পলায়॥
প্রকাশি কৃত্রিম ক্রোধ শ্রীরাধা তখন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কহে তর্জ্জন বচন॥
সাবধান; হে লম্পট! লাম্পট্য ত্যজিয়া
সত্বর এ স্থান হ'তে যাও পলাইয়া॥
জানিতাম যদি আজি আসিবে এখানে
কদাপি না আসিতাম, এই কুঞ্জে স্নানে॥
বলিব শাশুড়ী কাছে তব অত্যাচার।
দেওয়াইব এহার উচিত পুরস্কার॥
দিব্য দিনু দেবনারায়ণের তোমারে।
স্পর্শ যদি কর এই আমার দাসীরে॥
শ্রীকৃষ্ণ কহিল, নয় ক্ষমিনু উহায়।
পুষ্পচৌরী তুমি; নাহি ছাড়িব তোমায়॥
দেখি বক্ষে কত পুষ্প করেছ গোপন।
ইহা বলি কুচে কর করিল অর্পণ॥
কান্ত করস্পর্শে বহু সাত্ত্বিক বিকার।
মহাভাবময়ী-অঙ্গ কৈল অধিকার॥
মনসিজ দুহুঁ দেহ, নিজ শরজালে।
জর্জ্জরিত করি দিল রোমহর্ষ ছলে॥
অনিচ্ছায় কৃষ্ণ কর করিতে বারণ।
করে, কর রাই যবে করিল অর্পণ॥

পরস্পর পরশনে দোহেঁ আত্মহারা।
দোহেঁ দুহুঁ, মুখ হেরে; দুহুঁ, চক্ষে ধারা॥
সম্বরণে অসমর্থ হইল অম্বর।
আঁখি অনিমিখ, কিন্তু অঙ্গ থর থর॥
কে করিবে দোহাঁর, সেভাবের বর্ণন।
কে বুঝাবে সে যুগল মিলন কেমন?॥
অপ্রাকৃত সবি তাহা নহে কাম খেলা।
মহাশক্তি শক্তিমানে মিলনের লীলা॥
সখিগণ কহে একি কর ধূর্ত্ত রাজ?।
পর নারী পরশনে নাহি বাস লাজ?॥
সমবেত সখীর সে উচ্চ কণ্ঠ-ধ্বনি।
কাটিল, আনন্দমোহ দোঁহাকার; শুনি॥
মিথ্যা রোষ অভিনয় দেখাইয়া রাধা।
শুষ্ক কান্না কাঁদি কান্ত করে দিল বাধা॥
কৃষ্ণের কুটিল দৃষ্টি সখিতে পড়িল।
সেই অবসরে রাই পলাইয়া গেল॥
সখিমণ্ডলীর মাঝে করিল গমন।
পশ্চাতে চলিল তার রসিক রতন॥
তথা গিয়া কহে, পুষ্প-চৌরী পলাইয়া।
তোমা সবাকার মধ্যে রয়েছে আসিয়া॥
এখান—সাহায্য যদি কর সবে তার।
সকলেই দণ্ডযোগ্য হইবে রাজার॥

এ বনের অধীশ্বর কন্দর্প-সুন্দর।
রক্ষণের ভার আছে আমার উপর ॥
কাননের যত শোভা করিয়া হরণ।
দেখ, অই চৌরী অঙ্গে করেছে ধারণ ॥
ললিতা বলিল যে বনের অধীশ্বরী।
কোন্ দুঃসাহসে তারে বল পুষ্প চৌরী ॥
নিত্য নিত্য তুমি হেতা করি গোচারণ।
কাননের দুরদশা, কর, বিলক্ষণ ॥
শ্রীরাধা সৌন্দর্য্য-ময়ী স্বীয় কান্তি দিয়া।
বনের সুষমা পুনঃ বাড়ান আসিয়া ॥
লজ্জা নাই হয় ; চৌরী বলিতে তাহায়।
পলাও নির্লজ্জ ; তব নৃপতি যথায় ॥
নান্দিমুখী কহে, কৃষ্ণ ! এই শুভদিনে।
পরস্পর বিসম্বাদ বৃথা কর কেনে ? ॥
বলিয়াছে ভগবতী বিশেষ করিয়া।
অবিরোধে সমাধান কর শুভ ক্রিয়া ॥
এই বনে তোমার ও বৃষভানুজার।
জানি, মোরা, রহিয়াছে তুল্য অধিকার ॥
তবে কেন পুষ্প চৌরী বলিলে তাহায় ?
ও কথা নিতান্ত তব হয়েছে অন্যায় ॥
বিরোধে যতেক শুভক্রিয়া পণ্ড হবে।
ক্রিয়া পণ্ডে ভগবতী আমায় দোষিবে ॥

এখন্, এ বিরধের, সুমীমাংসা বলি।
শ্রীরাধার আবশ্যক পুষ্প দাও তুলি॥
নান্দি বাক্যে, কৃষ্ণ; পুষ্প চয়ন করিয়া।
অতি হর্ষে দেয় রাই অঞ্চলে ভরিয়া॥
রাইরূপ নিরখিয়া মোহিত হইল।
পুষ্প সহ বংশী; রাই অঞ্চলেতে দিল॥
পুনরায় যায় কৃষ্ণ কুসুম চয়নে।
লীলার সহায় বংশী নাই আর মনে॥
শ্রীরাধা সে বংশী দিল তুলসীর করে।
তুলসী রাখিল তাহা অঞ্চল ভিতরে॥
পুষ্পলয়ে কৃষ্ণ পুনঃ আইল যখন।
সুরসিকা কুন্দলতা কহিল তখন॥
দেবর! অনেক পুষ্প চয়ন করিলে।
কন্দর্প যজ্ঞের ক্রিয়া রহিয়াছে ভু'লে॥
করহ এখন সেই যজ্ঞ আরম্ভণ।
সর্ব্ব অগ্রে কর পঞ্চ দেবতা পূজন॥
কৃষ্ণ বলে বধূ! তুমি আচার্য্যা হইয়া।
করাও, যা করিতে হইবে, শুভক্রিয়া॥
কুন্দলতা হাসি হাসি, শ্রীরাধার অঙ্গে—
পঞ্চস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল রঙ্গে॥
কহিল, প্রথমে বাম কুচে শ্রীরাধার।
গনেশায় নমঃ বলি দাও উপচার॥

দক্ষিণ কুচেতে বাম হস্ত প্রদানিয়া।
কর উচ্চারণ নমঃ শিবায় বলিয়া॥
রাই মুখচন্দ্রে, তব মুখ-পদ্ম দিয়ে।
বিষ্ণু পূজা কর নমঃ বিষ্ণবে বলিয়ে॥
নমঃ শ্রীসূর্য্যায় বলি রাই-বিম্বধরে।
দাও দন্ত-কুন্দপুষ্প সমর্পণ ক'রে॥
হ্রিং চণ্ডিকায় নমঃ করি উচ্চারণ।
রাধা শিরে—কর জবা ক'র, সমর্পণ॥
এইরূপে পঞ্চস্থান পূজনের বিধি।
ব্যবস্থা করিয়া দিল কুন্দলতা যদি॥
করিল শ্রীকৃষ্ণ তবে পূজা আরম্ভণ।
লীলাপদ্মে রাধা তাঁরে করিল তাড়ন॥
কুন্দলতা প্রতি কহে, দেবরে তোমার।
নিজাংঙ্গে করাও পূজা পঞ্চ দেবতার॥
শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলে রাই সখিগণে—
তোমাদের সখি এত অসন্তুষ্টা কেনে? ॥
করিতে কন্দর্প, যজ্ঞ, পূজি, পঞ্চদেবে।
বিঘ্ন-বিনাশন হেতু, বাধা কেন তবে? ॥
বিশাখা হাসিয়া বলে যে কারণ দেখি।
অসন্তুষ্টা ; তাতে কেন না হইবে সখি? ॥
স্ত্রী পুরুষে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থির বন্ধন।
করিয়া করিতে হয়, যজ্ঞ আরম্ভণ॥

তাহা না করা'য়ে কুন্দ, পূজা বিধি দিল ॥
শাস্ত্রজ্ঞা-আমার সখি, তাহে রুষ্টা হ'ল ॥
রাধিকা বিশাখা প্রতি কটাক্ষ করিলে।
গ্রন্থির বন্ধন কুন্দ; করিল, কৌশলে ॥
কৃষ্ণ প্রতি কহে পুনঃ কৌতুক করিয়ে।
নবগ্রহ পূজ এবে, এক নিষ্ঠ হয়ে ॥
কৃষ্ণ কহে গ্রহ পূজনের স্থান কোথা ?
রাধা-কুচাধরাদি কহিল কুন্দলতা ॥
পলাইতে চাহে রাই শুনি সে বচন।
কিন্তু বাধা দিল সেই গ্রন্থির বন্ধন ॥
কুন্দে সখীচয়ে ধনি করিয়া ভর্ৎসন।
খুলিতে করিল চেষ্টা গ্রন্থির বন্ধন ॥
সেই অবসরে কৃষ্ণ যাইয়া তথায়।
চুম্বনালিঙ্গন করে ধরিয়া প্রিয়ায় ॥
ক্রোধহাস্য রোদনাদি করি এক কালে।
ভূষিতা হইল রাই ভাব ভূষা জালে ॥
ললিতাদি সখিচয়ে, কহে করি ক্রোধ।
থাক; কপটিনীগণ ! দিব প্রতিশোধ ॥
রাধার অবস্থা হেরি ললিতা তখন।
করিল যতনে সেই গ্রন্থির মোচন ॥
করিয়া কপট ক্রোধ কৃষ্ণে কহে, পাছে।
গ্রন্থির বন্ধনে যদি এত সাধ আছে ॥

পর-বণিতায় কেন সে সাধ পূরণ।
নিজ ভ্রাতৃবধূ কুন্দ রয়েছে যখন॥
হইয়া বন্ধন মুক্তা বলে বিনোদিনী।
ক্রমে ভঙ্গে পূজাবিধি কখনো না শুনি॥
হে পূজক! আচার্য্যা না পূজাবিধি জানে।
অগ্রে না করিল তুষ্ট দিক্‌পাল গণে॥
উপস্থিত শুভ যজ্ঞে বিঘ্ন যত হয়।
ক্রমে ভঙ্গ হেতু তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
রাই বাক্য শুনি কৃষ্ণ কহে কুন্দ প্রতি।
বল গো আচার্য্যা কোথা দিকপাল স্থিতি?॥
কুন্দলতা রাধা-সখিচয়ে দেখাইল।
সখিগণ রুষ্টা হয়ে কুন্দকে ভৎসিল॥
কহিল, নিজাঙ্গে তুমি আপন দেবরে।
দিক্‌পাল পূজা শিক্ষা দাও ভাল ক'রে॥
চলিল পূজিতে তবে রসিক রতন।
আপনা রক্ষিতে পলাইলে সখিগণ॥
যে কোন উপায়ে কৃষ্ণ গিয়া সখি পাশ।
ধরিলেক পরস্তেকে দিয়া বাহু পাশ॥
কুচ পরশন কারো কারে আলিঙ্গন।
কারে বা চুম্বন কারো বসন হরণ॥
করিয়া করিল রস বাদলের সৃষ্টি।
তাহা হেরি শ্রীরাধার অতিশয় তুষ্টি॥

সখিগণ ক্রোধে হাস্য রোদন বিনয়।
দেখাইয়া সেই কালে কত অভিনয়॥
যত্নে হস্ত মুক্ত হয়ে পলাইয়া গেল।
রাই রূপ দুর্গ সবে আশ্রয় করিল॥
কেহ বা পূজিত কেহ অর্দ্ধ পূজা পেয়ে।
কুন্দ লতিকায় পুনঃ ভৎ'সিলেক গিয়ে॥
কুন্দ কহে কেন রোষ কর মম প্রতি।
কাম যজ্ঞে বিঘ্ন নিরখিয়া পশুপতি॥
মধু-ব্রত ধর্ম্ম এবে করেছে গ্রহণ।
আমার কি দোষ তাহে বল সখিগণ?॥
অনঙ্গ মঞ্জরী তবে—কুন্দ প্রতি কহে।
বলিলে উত্তম কথা, তব দোষ নহে॥
মধুব্রত-ব্রতে, যদি ব্রতী কালাচাঁদ।
কুন্দ-পুষ্প-রূপ, কুন্দ, থাকিবে কি বাদ?॥
কুন্দ বলে কুন্দপুষ্প ক্ষুদ্র অতিশয়।
তাতে কি বসিতে পারে অলি মহাশয়?॥
অনঙ্গ বলিল, তবে আমিতো অনঙ্গ।
কেমনে সে অলি বাঞ্ছা করে মম সঙ্গ॥
তুমি কেন দিকপাল মধ্যে গণ্য করি।
ঈঙ্গিতে দেখালে—বল, অপুষ্পামঞ্জরী॥
অনঙ্গের বাক্যে, রাই সহ সর্ব্বজন।
সুখী হয়ে উচ্চহাস্য করিল তখন॥

সহাস্য আস্য শ্রীকৃষ্ণ আইলে তথায়।
কণক মঞ্জরী হাসি বলিল তাহায়॥
ওহে অলিবর! তব শিবির-উদ্যানে।
বাড়িয়াছে কুন্দলতা, মালির যতনে॥
এখন সে লতিকা পুষ্পিতা অতিশয়।
মধুপূর্ণ হইয়াছে পুষ্প সমুদয়॥
আমরা যতনে তাহা আনিয়াছি হেথা।
মধু তার পড়ে ঝরি তুমি যাও কোথা?॥
কাতরে প্রার্থিছে তোমা, ব'স, এসে ফুলে।
বৃথা কেন ছুটে যাও পলাশ শিমুলে॥
কৃষ্ণ কহে এই শঠ-পদ-ষট্-পদ।
খুঁজে শুধু, যেই পুষ্প ভানুর সম্পদ॥
অন্য পুষ্প মধু এর রুচী কর নয়।
স্ব উদ্যানপুষ্প-মধু, বিষ তুল্য হয়॥
স্বকীয় বলিতে কিছু নাই বৃন্দাবনে।
সবি পরকীয় তাহা জানে সুধীগণে॥
ভ্রমর চুম্বিত পুষ্পে যায় না এ অলি।
চাহে মাত্র অনন্য শরণ পুষ্পগুলি॥
কনক কহিল যদি হও অলিরাজ।
চন্দ্র-সুধা কর পান, অসম্ভব কাজ॥
কমলের অলি তুমি, কলা চন্দ্রে যাও—
মধুর মধুর-স্বাদ সে চাঁদে কি পাও?॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিল কভু তাহা কি সম্ভবে ?
সুধাইলে কনক ! তোমায় বলি তবে ॥
অকলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্র, তব কমলিনী।
সুধা আর মধুর আধার স্বরূপিনী ॥
তার কলা-চন্দ্ররূপা হয় চন্দ্রাবলি।
কখনো চকোর আমি কখনো বা অলি ॥
রাধা-রস-সুধা-নিধি তরঙ্গ-অপার।
বাড়াইতে আরো ; উহা কৌতুক আগার ॥
কমলিনী মধু বিনা নহে মম তুষ্টি।
চন্দ্রকলা সে মধুর রস করে পুষ্টি ॥
ভানুর সম্পদ দুই, পদ্ম চন্দ্র হয়।
পদ্মে পূর্ণ দৃষ্টি চন্দ্রে গৌণরূপে রয়।
কনক কহিল তুমি ত্যজ ব্যাস কুট।
যত কথা বল তুমি সবি তব ঝুট ॥
কমলের মধু, বল, চাঁদে কোথা পাবে।
সুধা যদি চাও তবে মধু না মিলিবে ॥
হের, অয়ি রাধা-পদ্ম কত মনোহর।
নিরখিলে মাধুর্য্য, মুরছে পঞ্চ শর * ॥
ওরূপ-অঞ্জন, লাগে যাহার নয়নে।
বিকাইয়া যায় চির ও রাঙ্গা চরণে ॥

* পঞ্চশর যার অর্থাৎ মদন ॥

কনকের বাক্যে কৃষ্ণ ; উৎকণ্ঠিত হয়ে।
মোহিত হইল রাই রূপ নিরখিয়ে ॥
অপরূপ রাধামুখ—বিকচ নলিনে।
উনমত অলি মত ধাইল চুম্বনে ॥
ধরিয়া ধনিরে, যায় করিতে চুম্বন।
কপট ক্রোধিতা রাধা ফিরায়ে বদন ॥
কহিল, হে শঠ ধৃষ্ট! ত্যজি পর প্রিয়া।
স্বকীয় প্রেয়সী-বংশী চুম তুমি গিয়া ॥
শ্রীরাধার বাক্য হ'ল মুরলী স্মরণ।
বিস্ময় প্রকাশি কহে শ্রীবংশী বদন ॥
হায় মম মুরলী ফেলিলাম কোথায়।
ইহা কহি গেল পুষ্প তুলিল যথায় ॥
তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিয়া সেখানে।
ফিরিয়া আইল পুনঃ শ্রীরাধার স্থানে ॥
ললিতাদি সখিগণে জিজ্ঞাসে আসিয়া।
এইখানে বংশী বুঝি গিয়াছি ফেলিয়া ॥
ললিতা কহিল বংশী দেখি না আমরা।
অন্য কোন স্থানে বুঝি করিয়াছ হারা ॥
কেহ কহে গেহ হ'তে আসিবার কালে।
বোধ হয়, আজি বংশী আসিয়াছ ভুলে ॥
এইরূপ পরিহাস করে সখিগণ।
নয়ন ঠারিয়া কুন্দ লতিকা তখন ॥

ইঙ্গিত করিয়া দিল শ্রীরাধার পানে।
কাতরে হাসিয়া কৃষ্ণ গেল রাধা স্থানে ॥
কহিল দেখিব আমি তোমার অঞ্চল।
রাই কহে, সাবধান! ছুয়ো না চঞ্চল ॥
আজি আমি বংশী তব চক্ষে দেখি নাই।
জ্বালাইতে কেন মিছে এলে মম ঠাঁই ॥
তথাপি যাইয়া কৃষ্ণ, বসন ধরিল।
ললিতা তর্জ্জন করি ছাড়াইয়া দিল ॥
কহিল তোমার বাঁশী, সখি কোথা পাবে?
অকারণে বসন ধরিছ কেন, তবে ॥
হস্তেক শুকনা বাঁশ মোরা কেন লব।
কুট্টিণী স্বভাব যার তারে কেন ছোঁব ॥
নিত্য নিত্য সেইরূপ রসহীন বাঁশ।
আমাদের পাকশালে করি কত পাঁশ ॥
ইহা বলি ইঙ্গিতে কুন্দেরে দেখাইল।
মৃদু হাসি হাসি কৃষ্ণ কুন্দ কাছে গেল ॥
কুন্দ লতিকায় কহে দাও বধু! বাঁশী।
কুন্দ বলে পাগল কি হ'লে কালোশশী? ॥
আমার গেহের বাঁশী তুমি মম প্রিয়।
তোমার যে বস্তু তাহা বুঝি আমি স্বীয় ॥
তোমার সাধের ধন বাঁশী তাহা জানি।
পড়িলে আমার চক্ষে পাইতে তখনি ॥

এখন আমার এই কথা মনে হয়।
চুরীর এ প্রতিফল ফলিছে নিশ্চয় ॥
ব্রজে প্রতি গেহে ননী করিয়াছ চুরী।
ব্রজবালাগণের বসন নিলে হরি ॥
রমণীর মন চুরী তোমার ব্যবসা।
আর যে মিলিবে বাঁশী করিনাকো আশা ॥
তুলসী, গোপনে বাঁশী ললিতাকে দিলে।
কুন্দ তুলসীকে কৃষ্ণে ইঙ্গিতে দেখালে ॥
কৃষ্ণ গিয়া তুলসীরে ধরিল যখন।
বিনয়ে কাতরে কহে তুলসী তখন ॥
দেখ নাথ ! বাঁশী নাই আমার নিকটে।
এত বলি, রূপে আঁখি ঠারিল কপটে ॥
কৃষ্ণ গিয়া শ্রীরূপের বসন ধরিল।
বক্ষ-আদি সর্ব্ব অঙ্গ তল্লাস করিল ॥
শ্রীরূপ তর্জ্জন করি বলিল তখন।
লম্পট ! তোমার বাঁশী পেলে তো এখন ॥ ?
ললিতা বংশীকা দিলে তুলসীর করে।
শ্রীরূপ ইঙ্গিতে দেখাইল ললিতারে ॥
ললিতা নিকটে কৃষ্ণ ত্বরান্বিত যায়।
ক্রোধে শ্রীললিতা দেবী বলিল তাঁহায় ॥
সাবধান, অঙ্গ স্পর্শ করো না আমার।
আমার নিকটে বংশী নাহিকো তোমার ॥

পূর্ব্বেই বলেছি বংশী আন না এখানে।
তবু জ্বালাতন কেন কর সখীগণে ॥ ?
ভীত প্রায় শ্রীকৃষ্ণ কুন্দের দিকে চাহে।
কুন্দলতা মৃদু হাসি কৃষ্ণ প্রতি কহে ॥
বিশাখাই জানে মাত্র বংশী সমাচার।
উৎকোচ তাহারে কিছু কর অঙ্গিকার ॥
কৃষ্ণ বলে বাঁশীর যে সন্ধান বলিবে।
অঙ্গে মণি-মালা দিব চুম্বকাদি পাবে ॥
বিশাখা বলিল কুন্দ, গোয়েন্দা তোমার।
উহাকেই অগ্রে কিছু দাও পুরস্কার ॥
কুন্দলতা বলে আমি নহি তার যোগ্যা।
কৃষ্ণের প্রদত্ত ধনে তোমরাই ভোগ্যা ॥
কুন্দের বচনে কৃষ্ণ ধরি বিশাখায়।
চুম্বনালিঙ্গন বহু করিল তাহায় ॥
এইরূপে বংশীধারী বংশী অন্বেষণে।
শ্রীরাধার সখি মঞ্জরীর জনে জনে ॥
বলে ধরি অঙ্গাদি করিল পরীক্ষণ।
কুত্রাপি বংশীর না পাইল দরশন ॥
এ লীলায় লীলাময় গোপীদের কাছে।
কলের পুতুল প্রায়, যা নাচায় নাচে ॥
কেন না হইবে তাঁরা নহে তো সামান্য।
আনন্দ চিন্ময় রসে, কৃষ্ণে নহে ভিন্ন ॥

আনন্দ চিন্ময় রসে গড়া গোপী অঙ্গ।
শক্তি শক্তিমানে সেই হেতু এই রঙ্গ ॥
হতাশ হইয়া কৃষ্ণ বংশী অন্বেষণে।
পুনরায় চায় কুন্দ লতিকার পানে ॥
কুন্দ কহে দেখ অয়ি শ্রীধাধা-অধরে।
বাঁশরীর শ্যামরসবিন্দু শোভা করে ॥
কৃষ্ণ কহে বিন্দু মম করিগে গ্রহণ।
ইহা বলি রাই কাছে করিছে গমন ॥
ললিতা ত্বরায় দাঁড়াইল রাই আগে।
নীল নলিনাভ আঁখি লাল করি রাগে ॥
কহিল গম্ভীরে গর্জ্জি বীর নারী প্রায়।
জান না কি ? ধৃষ্ট ! আমি রয়েছি হেতায় ॥
অন্যের কি কথা রবি অনল পবন।
কার সাধ্য রাধা অঙ্গ করে পরশন ॥
এস দেখি, কত শক্তি, রয়েছে তোমার।
দেখ এসে, কত সৌর্য্য, এই ললিতার ॥
আক্রমণ কৃষ্ণ যবে করিল তাহায়।
রাধায় ত্যজিয়া ধনি পলাইয়া যায় ॥
ললিতা পশ্চাতে কৃষ্ণ ছুটিয়া চলিল।
সেই অবসরে রাই কুঞ্জে লুকাইল ॥
কুঞ্জান্তরে গুপ্তে থাকি বৃন্দা নান্দিমুখী।
নিরখি মধুর লীলা অতিশয় সুখী ॥

রতি মঞ্জরীর অন্য নামটি তুলসী ।
গোপনে বৃন্দার কাছে রেখে এ'ল বাঁশী ॥
কৃষ্ণ পুনঃ আসি তথা রাধায় না হেরি ।
সুধাইল কোথা গেল সেই বংশী চৌরী ॥
কটাক্ষে হরিয়া লয়, যে আমার মন ।
নিশ্চয় সে চৌরী, বাঁশী করেছে হরণ ॥
কোন সখি বলে, সখি, গেল নন্দিশ্বরে ।
কেহ বলে গেল বুঝি, রবির মন্দিরে ॥
কুন্দলতা ঠারে ঠোরে কুঞ্জ দেখাইল ।
উৎকণ্ঠিত হয়ে কৃষ্ণ, রাধা-কুঞ্জে গেল ॥
অপূর্ব্ব মিলন নিরজনে দুই জনে ।
অধীর অধীরা পরস্পর শরশনে ॥
ধরিয়া ধনির কর, দেহি বংশী স্থলে ।
মদনাভিভূত কৃষ্ণ দ দ দ দ বলে ॥
রসাধিক্যে রসময়ী শ্রীরাধা তখন ।
নহি নহি স্থলে ন ন করে উচ্চারণ ॥
মাতিয়া মদন মদে দোহেঁ আত্ম-হারা ।
মনোবাঞ্ছা পুরাইল ; কিশোরী, কিশোরা
লিখিতে বিলাস বার্ত্তা চাহে নাকো প্রাণ ।
অশ্লীলতা পূর্ণ উহা বলিবেক আন ॥
বিশেষে অযোগ্য আমি লিখিব কেমনে ।
ভাবিবে, ভাবুক ভক্ত ;—আপনার মনে ॥

বিলাসান্তে শ্রম-বারি মুছে পরস্পর।
দাসীদ্বয় প্রবেশিল, কুঞ্জের ভিতর ॥
সময় উচিত তথা সেবিয়া যুগলে।
রতিশ্রম ঘুচাইয়া ; বেশাদি করিলে ॥
আইল, যুগলে, যথা আছে সখিগণ।
যুগল-মিলনানন্দে ভাসে সর্ব্বজন ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া স্মরণ।
দাস আশু, গায় লীলা-মুরলী হরণ ॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

শ্রীরাধার অঙ্গে বিলাসের চিহ্ন হেরি।
সহাস্যে শ্রীরাধিকার যত সহচরী ॥
শ্রীরাধার বরাঙ্গের করিয়া বর্ণন।
একে একে করিল কবিত্ব প্রদর্শন ॥
শ্রীকৃষ্ণ সে বর্ণনায়, পরম আনন্দে।
বহু প্রশংসিল শ্রীরাধার সখি বৃন্দে ॥
নান্দিমুখী সহ বৃন্দা দেবী তথা আসি।
কহিল, হে বৃন্দাবন-অধীশ অধীশী ॥
আমার নিকটে আসি ঋতু লক্ষ্মীগণ।
তোমাদের পদে যা করিল নিবেদন ॥

তাহাদের অনুরোধে—নিবেদি শ্রীপদে।
পূর্ণ কর অধীনাগণের মন সাধে ॥
বলিল বিনয়ে বহু, এই বৃন্দাবনে।
অতি সুখী মোরা, নাথদ্বয় আগমনে ॥
বহু যত্নে সজ্জিত করেছি বৃন্দাবন।
যুগলে বারেক তাহা করি দরশন ॥
সার্থক করেন যেন মোদের যতন।
জানাবে অবশ্য আমাদের নিবেদন ॥
নান্দি বলে রাধাকৃষ্ণ ! শুন সবিশেষ।
দেবী ভগবতী যাহা করেছে আদেশ ॥
এই বৃন্দাবন-রাজ্য তোমা দোঁহাকার।
তুল্যরূপে উভয়ের আছে অধিকার ॥
বিরোধ না ঘটে যেন রাজ্যের পালনে।
সামঞ্জস্যে রাজ্য রক্ষা কর দুই জনে ॥
কলহ করিলে হবে সম্ভোগের হানি।
তাহে অতি অসন্তুষ্টা হইবেন তিনি ॥
কৃষ্ণ কহে সামঞ্জস্য রক্ষা কিসে হয় ?
রাজ্যের সম্পদ রাধা একাকীই লয় ॥
প্রাকৃতিক শোভা যত করিয়া হরণ।
দেখ অয়ি স্বীয় অঙ্গে করেছে ধারণ ॥
আবার মুরলী আজি করিয়াছে চুরী।
এহাতে কেমনে বল প্রীতি রক্ষা করি ॥

ললিতা বলিল, সখি শঠতা তোমার।
পুনঃ পুনঃ মিথ্যা বাক্য ব'লনাকো আর॥
সৌন্দর্য্য আধার রাধা জানে জগজ্জন।
তুচ্ছ বনশোভা কেন করিবে হরণ?॥
তুমি নিত্য নিত্য সঙ্গে লয়ে সখাগণ।
নষ্ট কর বনশোভা করি গোচারণ॥
আমাদের কান্তিময়ী স্বীয় কান্তি দিয়া।
বাড়ায় কানন-শোভা কাননে আসিয়া॥
নান্দি বলে অগ্রে উহা হো'ক পরীক্ষণ।
বংশীর বিচার পরে হইবে তখন॥
শ্রীরাধায় অগ্রে করি চলিল সকলে।
উজোলিত বন-রাজি রাধাকান্তি-জালে॥
নিরখিয়া নান্দিমুখী বলিল তখন।
বুঝিলাম ললিতার সু-সত্য বচন॥
বৃষভানু-সুতা-রাধা স্বীয় কান্তি দানে।
সুশোভিত সুসজ্জিত করে বৃন্দাবনে॥
কৃষ্ণ বলে যবে রাধা যায় গেহে ফিরি।
কানন সম্পদ যত লয়ে যায় হরি॥
পুনরায় যখন আইসে বৃন্দাবনে।
কন্দর্প রাজার ভয়ে পুনশ্চ প্রদানে॥
তাহা শুনি বৃন্দা কিছু বলিবারে যায়।
কক্ষস্থিত মুরলীতে প্রবেশিল বায়॥

বাজিয়া উঠিল বাঁশী সুমধুর স্বরে।
কুন্দলতা বলে পাইলাম বংশীচোরে ॥
শ্রীরাধা বলিল, তবে দেখ সর্ব্বজনে।
বৃন্দার নিকটে বাঁশী রাখিয়া গোপনে ॥
ধূর্ত্তরাজ মুরলী চুরির করি ভাণ।
আমাদের কতই করিল অপমান ॥
অকারণে আমাদেরে কেন কর দোষী।
সুধাও বৃন্দায় কোথা পাইয়াছে বাঁশী ॥
বৃন্দা বলে কবচটি বানরী দিল আনি।
কোথায় পাইল বাঁশী আমি তা, না জানি ॥
কুন্দলতা লয়ে তাহা দিল কৃষ্ণ করে।
বংশী পে'য়ে বংশীমুখ প্রফুল্ল অন্তরে ॥
বাজাইয়া প্রমোদিত করিল কাননে।
চলিল শ্রীরাধা-কৃষ্ণ কানন ভ্রমণে ॥
কত রসরঙ্গে নব নব খেলা খে'লে।
বৃন্দা-প্রদর্শিত পথে চলিল সকলে ॥
বিস্তারিতে লীলাগণ গ্রন্থ বাড়ে অতি।
সূত্রের উল্লেখ মাত্র করে ক্ষুদ্রমতি ॥
বর্ব্বহর্ষ কাননে করিল দোলা-লীলা।
ঝুলিল যুগলে প্রকাশিয়া কত কলা ॥
ঝুলাইল সখিগণে করি নানা রঙ্গ।
যাহা হেরি মোহে রতি সহিত অনঙ্গ ॥

শারদ-সুখদ বনে শারী-শুক মুখে।
শোনে দোহেঁ, দোহাঁর লীলাদি গান সুখে ॥
হেমন্ত ঋতু সেবিত সুখদ কাননে।
রচিয়া কুসুম ভূষা সাজিল দুজনে ॥
সাজাইল সে ভূষণে সঙ্গী সখিবৃন্দে।
রসকলা প্রকাশিয়া ভ্রমিল আনন্দে ॥
শিশির সুখদ বনে মধুপান করি।
মাতিল মদন-মদে সুন্দর সুন্দরী ॥
মধুপানে উনমত্তা করি সখিগণে।
বিলসিল রসময় তা সবার সনে ॥
তথা হ'তে সে সুদিব্য নাগর নাগরী।
পরস্পর স্কন্ধে ভুজ করি ফেরাফেরি ॥
নানা রস বিলসিত হসিত বদনে।
চলিল বসন্ত লক্ষ্মী সেবিতা কাননে ॥
সঙ্গিদের আঁখি-ভৃঙ্গ চলনের ছাঁদে।
চারি চরণারবৃন্দ আকর্ষিয়া বাঁধে ॥
রুণু রুণু নুপুর ঘুঁগুর ধ্বনি তায়।
গমনে মরাল-কুল লাজে মরি যায় ॥
স-সঙ্গিনী উপনীত হইয়া কাননে।
বিমোহিত হইলেন শোভা দরশনে ॥
বসন্ত সময়োচিত সবি তথা রয়।
শরতের সমাগম মনে নাহি হয় ॥

নব কিশলয় দল তরুলতা অঙ্গে।
ফল ফুল মুকুল শোভিছে তার সঙ্গে ॥
সর্ব্ব জাতি বিহঙ্গ সর্ব্বত্র করে গান।
কোটি কণ্ঠে পিককুল তুলিতেছে তান ॥
গুঞ্জরিছে ফুলে ফুলে দলে দলে অলি।
মধুর ঝঙ্কার শুনি কে না যায় ভুলি ॥
রাধা-মুখ-পদ্ম গন্ধে আকুল হইয়া।
এক ভৃঙ্গ ভোঁ ভোঁ শব্দে আইল ধাইয়া।
বসিতে বাসনা করে শ্রীমুখে যখন।
লীলা কমলেতে রাই করিল তাড়ন ॥
তাড়নায় ভৃঙ্গবর বারণ না শোনে।
শ্যাম পীতবাসে ধনি আবরে বদনে ॥
আশা ভঙ্গে সেই ভৃঙ্গ পলাইয়া গেল।
এক সখি দ্বিত্ব অর্থে রাধায় কহিল ॥
ভয় কেন্ কর সখি সে মধুসূদন।
তোমা ত্যজি পদ্মালিতে করিল গমন ॥
সখি বাক্য বিনোদিনী অন্যার্থ বুঝিল।
কৃষ্ণ যেন ত্যজি পদ্মা-সখী * স্থানে গেল ॥
দীর্ঘশ্বাস ত্যজে ; বারি ঝরিল নয়নে।
ভুজে,—বাঁধা পরস্পর, তাহা নাই মনে ॥

* পদ্মাসখি—অর্থাৎ চন্দ্রাবলী

রোদন করিয়া কহে কহলো স্বজনী।
কোথায় চলিয়া গেল শ্যাম গুণমণি ?
বদনের বসন ঘুচায়ে ধনি চায়।
ভুজে—বাঁধা শ্যামচাঁদে দেখিবারে পায় ॥
লজ্জিতা হইয়া অতি মুছে আঁখি বারি।
চুমিল বদন চাঁদ হাসি বংশীধারী ॥
বিশাখা সম্মুখে আসি হাসি হাসি বলে।
হারাণ মাণিকটিতো কুড়াইয়া পে'লে ? ॥
ললিতা বলিল এ পীরিতি বলিহারী।
ভাবের বালাই লয়ে মোরা যাই মরি ॥
অনন্তর বৃন্দা অতি আগ্রহ করিয়া।
বসন্ত সুখদ কুঞ্জে চলিল লইয়া ॥
দেখাইল বসন্তোৎসবের দ্রব্য যত।
ফাগু-চূর্ণ পিচ্‌কারী গন্ধদ্রব্য কত ॥
পুষ্পের কন্দুক পুষ্পময় ধনুর্ব্বাণ।
কলসে কলসে বারি গন্ধে হরে প্রাণ ॥
তাহাতে মিশ্রিত রঙ্গ অলক্ত গোলাল।
শুভ্রমণি কলস দেখায় সব লাল ॥
অতি সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্রে তাম্বুলের বীটি।
বেষ্টিত ;—রচনা তার অতি পরিপাটি ॥
নিরখি সে সব দ্রব্য বিলাসী যুগল।
বাসন্তি ক্রীড়ন হেতু হইল চঞ্চল ॥

বৃন্দাদেবী সূক্ষ্ম শুভ্র বাস দিল আনি।
পরিল যুগল সহ যতেক সঙ্গিনী ॥
সাজাইল বৃন্দা পুষ্প ভূষণে সকলে।
সে সজ্জা হেরিয়া শচী শচীপতি ভুলে।
সুবল, মধুমঙ্গল আসি যোগ দিল।
বটু পরিহাস বাক্য আরম্ভ করিল ॥
কৃষ্ণ সখা—মধু, তার অন্য নাম বটু।
শ্রীকৃষ্ণের বিদুষক—পরিহাসে পটু ॥
কত অঙ্গ ভঙ্গী করি নানা বোল চালে।
কৃষ্ণের সহায় হয়ে হাসায় সকলে ॥
শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে মাত্র সখা দুইজন।
শ্রীরাধার পক্ষে যোগ দিল সখিগণ ॥
বটুর বল, সম্বল পরিহাস ক্রীড়া।
প্রহসন কালে তার নাহি মাত্র ব্রীড়া ॥
সখিগণ সকৌতুকে ধরিয়া তাহায়।
সাজাইল প্রথমে অদ্ভুত ভূত প্রায় ॥
বৃথা আড়ম্বরে বটু করয়ে গর্জ্জন।
লম্ফ ঝম্প দেয়, হাসে কভু বা ক্রন্দন ॥
বিকট কণ্ঠেতে কহে এস সখা ত্বরা।
দেখ গোয়ালিনীগণ কৈল আধমরা ॥
মাভৈঃ মাভৈঃ কৃষ্ণ বলিল যখন।
কত ভঙ্গী দেখাইয়া করয়ে তর্জ্জন ॥

রাধার সখি যত রূপের পসরা।
নবীন যৌবনা তাহে বেশ মনোহরা ॥
নয়ন ভঙ্গিমা কিবা মুনি মনোহারী।
করে শোভা করে, মণিময় পিচ্‌কারী ॥
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, শ্রীরাধায় লয়ে।
দাঁড়া'ল যখন তাহে কেনা বল মোহে ? ॥
স্বভাবতঃ কৃষ্ণরূপ মন্মথমোহন।
তাহে অঙ্গে শোভা পায় পুষ্পভূষাগণ ॥
স্কন্ধ পার্শ্বে পুষ্প ধনু—করে পিচকারী।
বক্ষে বনমালা দোলে কটিতে বাঁশরী ॥
সুবল মঙ্গল সাথে আসিতে আসিতে।
মোহিত হইল রাধারূপ নিরখিতে ॥
বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে রাধা সখিগণ।
সমবেত গীতে তাঁরে, করে আহ্বাহন ॥

সমবেত সখিগণের গীত।

জয় শ্রীরাধার জয়।
এস এস খেল্‌ব হলি, ওহে রসময় ॥
এতো নয় শ্যাম গিরিধরা, নাগের শিরে নৃত্যকরা,
মন্ত্রে সে সব হয় হে ও শ্যাম! মন্ত্রে সে সব হয়,—
মোদের সনে হলি-সমর, মন্ত্রে হবার নয় ॥

আমরা রাধারাণীর সখি নয়ন কোণে নাগর রাখি,
চন্দ্রার সখি নয় হে মোরা, চন্দ্রার সখি নয়,
সাম্‌'লে খেলো চিকণকালো নইলে পরাজয় ॥
(আমরা) রাধা নামে দিলে ডঙ্কা, যমের যম তায় করে শঙ্কা
করি না কো ভয় হে, কারে করি না কো ভয়,
আজ স্বয়ং রাধা রণ সাজে, করেছে বিজয় ॥
গোলাপ গোলা গোলাপ জলে,
মার্‌বো জল যন্ত্রে তু'লে,
কর্‌বো হে লালময় তোমায় কর্‌বো হে লালময়
চিন্‌বে না আর চন্দ্রাবলী ; ব'লবে এ শ্যাম নয় ॥
ফুলের ছড়া ফুলের তোড়া, আবির কুম্‌কুম্‌ দে'খবে ছোড়া ॥
না পলালে হয় হে ও শ্যাম না পলালে হয়
তোমার বটু সখার-বাক্‌-পটুতা আর গায়ে না সয় ॥
(তুমি) হার যদি কালোশশী, কেড়ে নব চূড়া বাঁশী,
কুলের শত্রু হয় হে মোদের কুলের শত্রু হয়
আমরা—হার্‌লে পাবে রাই রূপসী মিথ্যে কথা নয় ॥

পয়ার।

বিমোহিত ছিল কৃষ্ণ রাধারূপ হেরি।
আবার সে গীতে গেল আপনা বিস্মরি ॥
দারুর মূরতি প্রায় দাঁড়াইয়া রহে।
পুনরায় এক দাসী গীতে তাঁরে কহে ॥

দাসী উক্তি গীত।

বীরপণা আজ যাবে জানা—
এস হে রণে রাখাল-রাজ।
বৃন্দাবনেশ্বরী—শ্রীশ্রীমতী রাধা—
তব প্রতিকূলে সেজেছে আজ॥
তাঁর রাজ্যে বাস, কর পীতবাস
শুনি কুলবালার, কুল কর নাশ,
তাঁর সন্নিধানে, বলে সর্ব্বজনে,
প্রতিবিধানে, তাঁর এ রণসাজ॥
পুতুনান্তকারি, দৈত্য দর্পহারি,
পেয়েছ পদবী অবনী মাঝ
দেখো যেন শ্যাম ডুবাও না নাম
অনুগত জনে দিওনা লাজ॥

পূর্ব্বের গীতাংশ।

সেনাপতি রাই করেছে বরণ।
মদন-বিজয়ী স্বীয় চন্দ্রানন॥
ভুরু শরাসনে আকর্ণ সন্ধানে।
আগত এখানে সাধিতে কাজ॥
যে বিষম শরে বিঁধিবে তোমারে;
পূর্ণ সেই শর, নয়ন তূণীরে
হাসি সৌদামিনী ছুটিবে অমনি
টঙ্কারিলে ধনু সমর মাঝ॥

আরও সর্ব্বনাশ আছে দুটি পাশ
ভুজ, বেণী, রূপে কিশোরির পাশ
রণ বাদ্যধ্বনি নুপুর কিঙ্কিনী
আশু মনোরথে রণে বিরাজ ॥

পয়ার।

দাসীর শুনিয়া গীত কহিল শ্রীকৃষ্ণ।
যুদ্ধ কি করিব দাসী হয়েছি সতৃষ্ণ ॥
শুনিয়াছি পরস্পর, তোমার স্বামিণী।
যোদ্ধৃগণ মধ্যে সমর্থার শিরোমণি ॥
সামর্থ থাকে তো প্রহারুক আসি বক্ষে।
করুন সম্মুখ যুদ্ধ না করে অলক্ষে ॥
গোপনে অপাঙ্গ শর সুসন্ধান ক'রে।
বীরা হয়ে বিপক্ষের প্রাণান্ত না করে ॥
সাহস থাকে তো শীঘ্র আমার সম্মুখে।
আসিয়া দাঁড়াক দেখি প্রসারিত বক্ষে ॥
দাসী বলে ও বক্ষেন শক্তি অদ্‌ভূত।
দরশন করিলেই হবে মুরছিত ॥
শ্রীরাধিকা হাসি তারে মারিলেন ঠোণ।
ঠোণা পেয়ে সে দাসীর আনন্দ ধরে না ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ দাসীর বাক্যেতে।
হইয়াছে উনমনা, আর পূর্ব্ব গীতে ॥

হেনকালে শ্রীরাধিকা পরাণ বন্ধুকে।
অলক্ষেতে প্রহারিল পুষ্পের কন্দুকে॥
পুনরায় ক্ষিপ্রহস্তে লয়ে পিচ্‌কারী।
শতধারে অঙ্গে প্রদানিল রঙ্গ বারি॥
কৃষ্ণ যবে আক্রমণে করিল গমন।
চারিদিকে তাঁহাকে, বেড়িল সখিগণ॥
ফাগু-চূর্ণ রঙ্গবারি কুম্‌কুম্‌ কস্তুরী।
জল যন্ত্রে যতু-পুটিকায় পূর্ণ করি॥
বরিষণ করে তাঁর ইন্দীবর অঙ্গে।
গ্রীবাভুজ নয়নাদি চালি কত রঙ্গে॥
সে রস রঙ্গিয়া রসবতীগণ সনে।
বিবিধ কৌতুকে ক্রীড়া করিল সেখানে॥
বিস্তারিত লিখিবার নাহিকো শকতি।
গ্রন্থ কলেবর ক্রমে বাড়িতেছে অতি॥
লীলা হেরি কিঙ্করীরা করিল যে গান
নিম্নে সেই গীত মাত্র করিনু প্রদান॥

দাসীগণের গীত।

তাল একতালা।

জয়রে, জয়রে, বসন্ত সমরে, মরি কিবা নব মাধুরী।
নব নব রঙ্গে, নব সখি সঙ্গে, বিলসে কিশোর কিশোরী॥

নব বৃন্দাবনে সবি নব নব
ক্রীড়ন চাতুরি অতি অভিনব,
কত রঙ্গে ফিরে সুরঙ্গিনী সব
নব নট অঙ্গে দিয়ে রঙ্গ—বারি ॥
যাই বলিহারি আঁখি ভুরু ভঙ্গে
যৌবন জলধি পুরিত তরঙ্গে
রসিক শেখর ফিরে কত রঙ্গে
রসবতীগণে দিয়ে পিচ্‌কারী ॥
গ্রীবা ভুজ কিবা ফিরিছে সুন্দর
রসের প্রসঙ্গে অঙ্গ ঢর ঢর,
রসিকার সঙ্গে রসিক নাগর,
বিথারিছে কত ভাবের লহরী ॥
শ্যাম রাঙ্গা, রাঙ্গা রাই চন্দ্রমুখী
রাঙ্গা সখি সখা, রাঙ্গা পশু পাখী
শ্রীবৃন্দা বিপিন লালে লাল দেখি,
আশু গায়, জয় কীর্ত্তিদা কুমারী ॥

তৃতীয় উল্লাস।

শ্রীরাধাকুণ্ডে জলক্রীড়া ও ফলভোজন লীলা।

কত রঙ্গে বসন্ত সমরে বিলসিয়া।
বিলাসিনীগণ ব্রজ বিলাসী লইয়া ॥

যায় রাধা কুণ্ডে অঙ্গ করিতে মার্জ্জনা।
জাগে কিন্তু হৃদে, জল বিহার বাসনা॥
করিণীর দল যথা লয়ে মত্ত করী।
নামে জলে পরস্পর করি করা করি॥
সেই রূপ ধরাধরি করিয়া সকলে
নামিল শ্রীকৃষ্ণ সহ শ্রীকুণ্ডের জলে॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার চেয়ে অঙ্গ পানে।
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইল সখিগণে॥
কহিল আমার এই প্রেম সরোবরে।
অগ্রে রস কেলি করি জলে হবে পরে॥
শুনি রসময়ের সে সরস বচন।
ভাবে গর গর কৃষ্ণ-ভামিনীর মন॥
কুটিল কটাক্ষ শরে বিন্ধিয়া বন্ধুকে।
করে লয়ে কুণ্ডবারি দিল চোখে মুখে॥
শ্রীকৃষ্ণ, অলপবারি দিলে তাঁর অঙ্গে।
রাধা-সখি-সৈন্য; কৃষ্ণে বেড়িল সুরঙ্গে॥
শত শত সখি অঞ্জলিতে লয়ে বারি।
বরষিয়া কৃষ্ণে দিল ব্যতিব্যস্ত করি॥
নান্দিমুখী বলে অভিষেক:ভাল বটে।
অভিষেকে কালাচাঁদ পড়েছে সঙ্কটে॥
অচিন্ত্য শকতি কৃষ্ণ প্রকাশি তখন।
শত শত করে বারি করিয়া সিঞ্চন॥

শ্রীরাধার সখিগণে বিমুখ করিল।
তিষ্টিতে না পারি সবে দূরে পলাইল॥
কুন্দলতা, শ্রীকৃষ্ণের জয় জয় বলি।
উচ্চহাস্যে ঘন ঘন দেয় করতালি॥
হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণ তবে বলে সখিগণে।
পলাইলে রক্ষা কোথা পাইবে এক্ষণে॥
পরাজিতাদের যত বসন ভূষণ।
বিজয়ীর হয়, চির রয়েছে বচন॥
স্বেচ্ছায় এখনি যদি না দাও খুলিয়া।
কাড়িয়া লইব বলে প্রত্যেকে ধরিয়া॥
এত বলি সখিগণে যায় ধরিবারে।
শ্রীরাধা ক্রোধিতাপ্রায় বলিল তাঁহারে॥
আমায় না পরাজিত করি এই রণে।
মম সখিদের লজ্জা পাইবে কেমনে?॥
সেই বাক্যে সখিবৃন্দ আশ্বস্ত হইয়া।
পুনরায় ক্রীড়াস্থলে আইল ফিরিয়া॥
দাঁড়াইল রাধা-কৃষ্ণে করিয়া বেষ্টন।
আরম্ভিল জল-যুদ্ধ যুগলে তখন॥
প্রথমে হইল যুদ্ধ দোহেঁ জলাজলি।
পরে করা করি, ধরাধরি কোলা কোলি॥
মুখে মুখে চোখে চোখে যুঝিল দুজনে।
মহানন্দে কুসুম বরষে সখিগণে॥

রাধাঙ্গ পরশে কৃষ্ণ অধৈর্য্য হইল।
কোটির বসন শ্লথ মুকুট খসিল॥
ললিতা বলিল তবে শ্রীরাধার প্রতি।
রণে ক্ষান্ত হও সখি! কৃষ্ণ, ক্লান্ত অতি॥
তীরে থাকি বলে সুরসিকা কুন্দলতা।
হে রসিক রসবতী শুন মম কথা॥
এ যুদ্ধে কাহারো নাই জয় পরাজয়।
উভয়ের তুল্য রণ হয়েছে নিশ্চয়॥
হেরিতে বাসনা করি পুনঃ এক লীলা।
খেল দেখি দুজনায় ডুবোডুবি খেলা॥
এককালে দুজনায় জলেতে ডুবিবে।
যে অগ্রে উঠিবে তারি পরাজয় হবে॥
এইরূপে বারত্রয় হারিবে যে জন।
প্রদানিতে হবে তারে, থাকিবে যে পন॥
পন নিরুপণ ভার দিনু ললিতায়।
যে পন বলিবে বাধ্য রবে দুজনায়॥
ললিতা তখন বলে শুন সর্ব্বজন।
এ নব খেলায় ধার্য্য—রহিল যে পন॥
যে হারিবে তার পরিধেয় বস্ত্র খানি।
জেতায় খুলিয়া দিতে হইবে তখনি॥
উত্তম উত্তম বলি সবে দিল সায়।
পরাজয় ভয়ে রাই ডুবিতে না চায়॥

ললিতাদি সখিগণ কৃষ্ণের অজ্ঞাতে।
অভয় প্রদান করে নয়ন ইঙ্গিতে ॥
চারিদিকে সখি যত, মণ্ডলী করিল।
রাই কানু এক কালে জলে ডুব দিল ॥
উঠিয়া তখনি ধনি, বদন কমলে
লুকাইয়া রাখে কোন সখি-অন্তরালে ॥
শ্রীকৃষ্ণের উঠিবার সময় জানিয়া।
পুনরায় দেয় ডুব কৃষ্ণকে বঞ্চিয়া ॥
কৃষ্ণ উঠিবার পরে—উঠে সেইকালে।
শ্রীরাধার জয় বলি সখিগণ বলে ॥
এইরূপে বারদ্বয় হয়ে পরাজিত।
গোপীগণে দণ্ড কৃষ্ণ দিতে সমুচিত ॥
ডুবিল তৃতীয়বার উঠিল না আর।
তাহে রাই ডুবিল উঠিল বহুবার ॥
তথাপি না উঠে কৃষ্ণ, চমৎকার লাগে।
অন্বেষিতে গেল সবে সেই জলভাগে ॥
তথায় কৃষ্ণের কোন না পেয়ে সন্ধান।
ভাবে ; ডুবি, অন্য স্থানে, করিল পয়ান ॥
রাধাকুণ্ডে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল।
তথা না পাইয়া শ্যামকুণ্ড অন্বেষিল ॥
সকাতরে অতি ব্যস্তে তল্লাসিয়া জলে।
আলু থালু বেশে সবে খুঁজে কুণ্ড কুলে ॥

তীরস্থিত কুঞ্জে কুঞ্জে বনে উপবনে।
খুঁজিল পাগলী প্রায় গোকুল রতনে॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বলে কোথা প্রাণধন।
দেখা দিয়া গোপীদের বাঁচাও জীবন॥
একবার যেখানে করয়ে অন্বেষণ।
পুনরায় যায় তথা ব্যাকুলিত মন॥
বলে, কোথা লুকাইলে গোপীর জীবন।
কি লইয়া গেলে ফিরে যাইব এখন ?
গেহে গেলে ব্রজেশ্বরী সুধাবে এ কথা।
তোমরা আইলে মম প্রাণ কৃষ্ণ কোথা॥
কেমনে বলিব ডুবিয়াছে কুণ্ড জলে।
হায় নাথ! সঙ্কটে কোথায় গেলে ফেলে॥
এইরূপে কত কথা বলি সবে কাঁদে।
রাধাকুণ্ড কুলে পড়ি কেশ নাহি বাঁধে॥
বর্ণিবার সাধ্য নাই সেই মনস্তাপ।
কিঞ্চিত লিখিব মাত্র শ্রীরাধা বিলাপ॥

শ্রীরাধার বিলাপ।

ত্রিপদী।

হায় আমি কি করিনু কি পোড়া খেলা খেলিনু,
হারাইনু জীবনের ধনে।
কি ছার লজ্জার দায় প্রতারণা করি তায়,
জয়াশায় বধিনু পরাণে॥

হায় নাথ ! কোথা গেলে দাসীরে সঙ্কটে ফেলে
অনাথিনী করিয়া এ বনে।
আর না যাইব গেহে ঝাঁপ দিব কালীদহে
সখিগণ জীয়াবে এখানে ॥
এ রাধা চির দুঃখিনী পেয়েছিনু গুণমণি
হারাইনু স্বকরম দোষে।
কে জানে এমন হবে পীযুষে বিষ উঠিবে
আনন্দে কাঁদিতে হবে শেষে ॥
শুনিয়াছি শিশুকালে পুতুনায় অবহেলে
স্তনপানে করিলে বিনাশ।
তৃণাবর্ত্তে বকাসুরে দুরন্ত কেশী দৈত্যেরে
বিনাশিলে না পেয়ে আয়াস ॥
অগাধ কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দিয়া নিরবাধে
কালীয়ার দর্প করি চুর।
নাচিলে তাহার মাথে তুলি দুরন্ত পর্ব্বতে
ব্রজ জন ভয় কৈলে দূর ॥
আজি ক্রীড়া ছলে এসে অভাগির ভাগ্য দোষে
এ সামান্য মম কুণ্ড জলে।
ডুবি হ'লে অন্তর্দ্ধান গেল মম মান প্রাণ
ধন্য ধন্য বিধাতার খেলে ॥
এইরূপে কৃষ্ণ-প্রাণা বিলাপ করিয়া নানা
কুণ্ডকূলে ধরণী লোটায়।

সখিগণে কাঁদে যত তাহা কে বলিবে কত
সবে, ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥
বৃন্দা, কুন্দ, নান্দিমুখী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখি
শোকে দুঃখে অতীব অস্থির ।
হয়েছে লীলায় ভ্রান্ত মুখে মাত্র কয়ে শান্ত
গণ্ড বহি পড়ে নেত্রনীর ॥
কিছুদূরে অন্তরালে ছিল সুবল মঙ্গলে
শুনি সেই রোদনের ধ্বনি ।
ত্বরায় আইল তথা কাঁদে ব্রজবালা যথা
হারাইয়া শ্যাম গুণমণি ॥
আসি, কহে, কহ দেখি, দিদি-মণি নান্দিমুখী
কেন সবে করিছ রোদন ।
অথবা, সুধাই কেনে বুঝিতেছি মনে মনে
ছাড়ি গেছে সে নীলরতন ॥
নান্দিমুখী বিবরণ বলিল সকল ।
কৃষ্ণ-গূঢ়-তত্ত্ব-জ্ঞাত শ্রীমধুমঙ্গল ॥
শুনিয়া, বলিল, সবে সান্ত্বনা প্রদানি ।
রোদন সম্বর, আমি কৃষ্ণে দিব আনি ॥
তোমাদের চক্ষে ধান্দা দিয়া ঐন্দ্রজালি ।
কুণ্ড হ'তে উঠিয়া অন্যত্রে গেছে চলি ॥
মধুমঙ্গলের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ।
রাধাদি উঠিয়া বসে রোদন ত্যজিয়া ॥

হেনকালে বংশীধ্বনি হ'ল গোবর্দ্ধনে।
বাঁশী শুনি গোপী সবে ছুটিল সেখানে॥
দেখে গিয়া তা'দের প্রাণের কালাচাঁদ।
গোপী পাখী ধরিবার পাতিয়াছে ফাঁদ॥
শিরে শিখী-পুচ্ছ-চূড়া মুখে মৃদু হাসি।
গলে দোলে বনমালা করে শোভে বাঁশী॥
নাচে ইন্দ্রধনু-ভুরু, বঙ্কিম নয়ন।
মন্দ বায়ে অঙ্গে খেলে বিজরী বসন॥
বাম পদে দক্ষিণ চরণ বিন্যাসিয়ে।
গোবর্দ্ধন শিলোপরে রয়েছে দাঁড়ায়ে॥
হেরি; সবে আনন্দে হইল আত্মহারা।
অন্ধগণ পেল যেন নয়নের তারা॥
শূন্য দেহে তাহাদের পুনঃ এলো প্রাণ।
অভিমানে শ্রীরাধার উপজিল মান॥
প্রাণনাথে দূর হ'তে দরশন করি।
নিকটে না গিয়া চলে কুণ্ড পথে ফিরি॥
বুঝিল রসিক-চূড়া মানিনীর মান।
জন্মিল, যেহেতু; শোকে শুকায়েছে প্রাণ॥
দিয়াছি অনেক দুঃখ সুখ ভঙ্গ করি।
ক্ষমা ভিক্ষা মাগিব প্রিয়ার পদে ধরি॥
ইহা ভাবি চলে অতি মন্থর গতিতে।
শ্রীরাধার অগ্রে দাঁড়াইল যোড়হাতে॥

কহিল কাতরে ক্ষমা কর প্রাণেশ্বরী।
দিয়াছি বিস্তর দুঃখ এবে পদে ধরি॥
সেইকালে আমি না করিলে পলায়ণ।
বিবস্ত্র করিত মোরে তব সখিগণ॥
পাইতাম লজ্জা অতি সখীর সমাজে।
পলায়নে তাহাতে কি মান তব সাজে॥
শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ হয়ে সখিগণ যত।
চাটুবাক্যে মানিনীকে বুঝাইল কত॥
পুনরায় কহে তাঁরে রসিক রতন।
মম অন্বেষণে পদে হয়েছে বেদন॥
অনুগত জন প্রতি দাও অনুমতি।
করি শ্রীচরণ সেবা এখানে সম্প্রতি॥
এত বলি পদে কর সমর্পণ করে।
মানিনী শ্রীকরে কর নিবারণ করে॥
বঁধু বাক্যে সখি বাক্যে মান দূরে গেল।
আদরে নাগর বর বক্ষে তুলি নিল॥
হায় বৈজয়ন্তি—হার! তুমি কি এমন।
কৃষ্ণ বক্ষ সুশোভিত করেছ কখন॥
চলিল রসিক বক্ষে ধরিয়া প্রিয়ারে।
হাসে সখিগণ ভাসে প্রেমানন্দনীরে॥
শ্রীপদ্ম মন্দির কুঞ্জে লয়ে গেল তাঁয়।
বসাইল রতনের পালঙ্ক যথায়।

মুছি দিল, মুখ-চন্দ্র স্বকীয় বসনে।
সরসিল বিম্বাধর শতেক চুম্বনে ॥
বিষম বিষাদ ছায়া দূরে চলি গেল।
শ্রীকৃষ্ণ যাইয়া তাঁর দক্ষিণে বসিল ॥
সখিগণ একাসনে নিরখি যুগলে
বিস্মরিয়া দুঃখ-ভাসে, আনন্দ-শলীলে ॥
কিঙ্করীরা কালোচিত করিয়া সেবন।
সকলের শ্রম দূর করিল তখন ॥
বৃন্দা আসি হাসি হাসি বলিল সকলে
কানন ভ্রমনে সবে বহু দুঃখ পেলে।
রাখিয়াছি কুঞ্জে বহুবিধ মিষ্ট ফল
সেবিলে ঘুচিবে ক্লান্তি অঙ্গে হবে বল ॥
দিয়াছে সে ফল যত কল্প তরুগণ।
বনানিতে তোমাদের সেবার কারণ ॥
নাহিক বল্কল অষ্ঠি বৃহৎ আকার।
ফল নামে নাম কিন্তু সুধারস সার ॥
শুনিয়া বৃন্দার বাক্য উঠিয়া যুগলে।
ফল দরশনে গেল লয়ে সখি দলে ॥
হেরিল বিবিধ ফল রয়েছে প্রচুর।
আমোদিত করে গেহ গন্ধ সুমধুর ॥
শ্রীরাধা স্বহস্তে ফল বাছিয়া লইল।
দাসী দিয়া সুবল মঙ্গলে আনাইল ॥

পাতিল রূপ মঞ্জরী তিনটি আসন।
বসিল শ্রীকৃষ্ণ লয়ে সখা দুইজন ॥
বৃন্দা যোগাইয়া দিল রতনের থালা।
সাজাইল সেবাদ্রব্য বৃষভানু বালা ॥
স্বকরে লইয়া থালা দিল তিন জনে।
সুস্নিগ্ধ সুগন্ধি বারি দাসী দিল এনে ॥
নিরখি সেবার দ্রব্য শ্রীমধুমঙ্গল
আসন হইতে উঠি বাজায় বগল ॥
ফল নিরখিয়া হয়ে আনন্দে উন্মত্ত।
কত ভঙ্গী দেখাইয়া করে তথা নৃত্য ॥
শ্রীরাধায় বলে শুন রাজার নন্দিনী।
কুঞ্জে হারাইয়া ছিলে তব নীলমণি ॥
বহু দৈব কার্য্যে আমি করেছি উদ্ধার।
পাইব তোমার কাছে বহু পুরস্কার ॥
জান তুমি উদর-সর্ব্বস্ব এ ব্রাহ্মণ।
এখন ক্ষুধায় দেখ উঠিছে জৃম্ভণ।
ভোজনের দ্রব্য সব দিয়াছ উত্তম।
কিন্তু পরিমাণে দেখিতেছি অতি কম ॥
শ্রীরাধা হাসিয়া বলে করহ ভোজন।
যত খাবে, দিব কেন চিন্তা অকারণ ॥
বেশ বেশ বলি বটু আসনে বসিয়া।
আনন্দে অধীর যত দ্রব্য আস্বাদিয়া ॥

কত অঙ্গ ভঙ্গী করি করিছে ভোজন।
তাহা হেরি উচ্চ হাস্য করে সর্ব্বজন ॥
শ্রীকৃষ্ণে বলিল তুমি করেছে যে কাজ।
খাইতে রাধার দ্রব্য হয় না, কি, লাজ ॥
ভাগ্যে আমি সন্নিকটে ছিলাম সেখানে।
নতুবা সরলা বালা মরিত পরাণে ॥
ললিতাদি তবু মোরে করে পরিহাস।
এবার করিলে ঘটাইব সর্ব্বনাশ ॥
সাবধান নিন্দা মম না করিবে কেও্।
এতেক বলিয়া রঙ্গে করে হেও হেও ॥
এইরূপে ভোজনান্তে সারি আচমন।
বিশ্রামার্থে যথা স্থানে করিল গমন ॥
দাসী গিয়া তথায় তাম্বুল প্রদানিল।
সখিবৃন্দে লয়ে রাই ভোজনে বসিল ॥
রূপ রতি পরিবেশে কৃষ্ণের প্রসাদ।
সখি সঙ্গে ভুঞ্জে রাধা প্রসাদ আস্বাদ ॥
আচমন অন্তে সবে কৃষ্ণ কাছে গেল।
তুলসী তাম্বুলবীটী যোগাইয়া দিল ॥
শ্রীরাধা অধরে যেই করিল গ্রহণ।
শ্রীকৃষ্ণ কাড়িয়া লয়ে করিল ভক্ষণ ॥
তদন্তর প্রেয়সীকে বসাইয়া অঙ্কে।
আদরে হৃদয়ে ধরি শুতিল পালঙ্কে ॥

সখিগণ কুঞ্জান্তরে যাইয়া তখন।
বিশ্রামার্থে কিছুকাল করিল শয়ন॥
কিঙ্করীরা কালোচিত করিয়া সেবন।
প্রসাদ পাইতে সবে করিল গমন॥
রসিকামণির সহ সে রসিক রাজ।
মন আশা পুরাইল থাকি কুঞ্জ মাঝ॥
ক্ষণকাল করিয়া বিশ্রাম।
শয্যা ত্যজি উঠে রাধা শ্যাম॥
সেবিকারা ভোজনান্তে আসি।
সেবা প্রতীক্ষায় ছিল বসি॥
এখন সে সময় পাইয়া।
নানামত সেবা করে গিয়া॥
সখি সব বিশ্রামের তরে।
কিছুকাল ছিল কুঞ্জান্তরে॥
নাথদ্বয় উঠিল শুনিয়া।
ত্বরা অথা যুটিল আসিয়া॥
যথা পূর্ব্ব বিলাসী যুগলে।
সাজাইয়া দিল সবে মিলে॥
বৃন্দাদেবী পোষা শারী শুকে।
আনিয়া ইঙ্গিত করে মুখে॥
কৃষ্ণ যশোগানে শুক সুখী।
রাধা যশে শারী শত মুখী॥

রাধা কৃষ্ণ শারী শুক দ্বয়ে।
আদর করয়ে করে লয়ে॥
এইরূপ শ্রীপদ্ম মন্দিরে।
রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করে॥
মন ! তুমি অন্য চিন্তা ত্যজি।
লীলামৃতে সদারহ মজি॥

পাশক্রীড়া লীলা।

ভঙ্গ-পয়ার।

১। শ্যাম,-নন্দিশ্বর-পুর-পুরট সুন্দর।
লইয়া সুন্দরীগণে নানা রস আলাপনে
সুদেবী-সুদখা-কুঞ্জে গেল তার পর॥
২। রঙ্গদেবী-সহোদরা সুদেবী রঙ্গিনী।
নিজ কুঞ্জে নাথদ্বয়ে অন্য অন্য সখীচয়ে
সাদরে করিল সেবা লইয়া সঙ্গিনী॥
৩। পাশক ক্রীড়ার বাঞ্ছা যুগলের জানি।
পাতিল দিব্য আসন মোহে যাহে প্রাণ মন
ক্রীড়ার পাষ্টিক আদি যোগাইল আনি॥
৪। কৃষ্ণের হইল পক্ষ সুবল মঙ্গল।
রাইপক্ষে সখীগণ করিতে ঘুঁটি চালন
বসিল আনন্দ মনে লইয়া যুগল॥

৫। মুখোমুখী হইয়া বসিল দুই জনে।
কাল, ভালবাসে রাই কাল ঘুঁটি নিল তাই
রাধা-অনুরাগী, নিল হরিদ্রাবরণে ॥

৬। বৃন্দা, কুন্দ, নান্দিমুখী মধ্যস্থা রহিল।
বটু তুলে পন কথা তাচ্ছিল্য করি ললিতা
পনে কার্য্য নাই, ব্যঙ্গ করিয়া বলিল ॥

৭। একবার পন করি পলাল যে জন
কাঁদাইল জন গণে সেই হারুয়ার সনে
পুনঃ পন করি খেলা সাজে কি কখন্ ॥

৮। বটু বলে, সাবধান, দুর্ম্মুখী ললিতা
মনে না করহ ভয় আছে বটু মহাশয়
আমার সখায়, বল, এত বড় কথা ॥

৯। জল-ক্রীড়া কালে শর্ম্মা ছিল না সেখানে।
করি বুঝি কপটতা সখায় হারালে তথা
দেখি গরবিনীগণ, জিত এইখানে ॥

১০। ঘুঁটি পরিচালনায় সিদ্ধ হস্ত আমি।
জানিয়া করিছ ভয় ইহাই বুঝি নিশ্চয়
পনের প্রসঙ্গে তাই অসম্মত তুমি ॥

১১। কুন্দলতা কহে দ্বন্দ্ব ক'রনা বিফল।
খেলায় হউক পন সখা সখী দুইজন
কৃষ্ণ পক্ষে তুমি, অন্যে, ললিতা কেবল ॥

১২। রাধা যদি হারে ; কৃষ্ণ, পাবে ললিতায়
কৃষ্ণ হ'লে পরাজিত শ্রীরাধার অনুগত
চির আজ্ঞাধিন হ'তে হইবে তোমায় ॥

১৩। শুনি, বটু, মস্তক করিয়া কুণ্ডয়ন।
উঁ-হুঁ, উঁ-হুঁ, না না বলি গ্রীবা নয়নাদি চালি
কহিল আমায় ছাড় আমি যে ব্রাহ্মণ !

১৪। বসিল হাসির হাট তখন সেখানে।
হাসিয়া বিশাখা কয় সিদ্ধ পক্ক মহাশয়
তবে কেন এত ভয় হইয়াছে মনে ? ॥

১৫। ভাঙ্গিল সখির কাছে বটুর চাতুরি।
হ'ল পাশ ক্রীড়ারম্ভ চালে বটু করি দম্ভ
কৃষ্ণে বলে, সখা তুমি মার এই সারি ॥

১৬। সারি অর্থে ঘুঁটি শারী তাহা না বুঝিল।
ছিল শ্রীরাধার কাছে পলাইয়া গেল গাছে
হাসির তরঙ্গ সেই সভায় ছুটিল ॥

১৭। রাই পক্ষে চালে সারি ললিতা স্বকরে।
বটু তার প্রতিদ্বন্দ্বী চালে ঘুঁটি করি ফন্দি
কিন্তু দৈব প্রতিকুলে কৃষ্ণ গেল হেরে ॥

১৮। বাক্‌পটু বটু তবু মুখে নাহি হারে।
বলিয়া সখার জয় পলায় পাইয়া ভয়
পশ্চাতে যাইয়া শ্রীরাধার দাসী ধরে ॥

১৯। বটু বলে কেন দাসী কর লাট পাট।
বিনয় করি তোমারে সত্বর ছাড় আমারে,
এই দেখ কাপড়ে হয়েছে মোর ঘাট ॥
২০। খেলার সময়ে সখা ছিল আন মনা,
করিয়াছি ঝক্‌মারি নাকে এই খত করি
আর পন কথা কভু মুখে আনিব না ॥
২১। কভু তরজন করে কখন রোদন।
দাসী নাহি দেয় ছাড়ি দেয় বটু গড়াগড়ি
রাধা কৃষ্ণ সহিত হাসয়ে সখিগণ ॥
২২। এইরূপে রস সঙ্গে পাশক্রীড়া করে।
এক দাসী তথা আসি, বলে, দেবী পৌর্ণমাসী
আদেশিল যাইবারে রবির মন্দিরে ॥
২৩। দেবীর আদেশ পেয়ে অগৌণে সকলে।
চলে নবকুঞ্জ পথে নব কুঞ্জে রাখি নাথে
রঙ্গিনীর দল গেল লইয়া মঙ্গলে * ॥
২৪। শ্রীমধু মঙ্গলে গিয়া রবির আলয়ে।
করি মহা আড়ম্বর পূজে দেব দিনকর
বৃষভানু নন্দিনীর পুরোহিত হয়ে ॥
২৫। পূজা সমাধান করি সূর্য্য অর্ঘ্য দিলে
আদেশয়ে ভগবতী মধু মঙ্গলের প্রতি,
সঙ্গী বহিরঙ্গগণে ভুলাবার ছলে ॥

* মঙ্গলে অর্থাৎ মধুমঙ্গলে

২৬। শুন মধু! কৃষ্ণে, রবি পূজা করাইয়া।
অবিলম্বে নন্দিশ্বরে লইয়া যাইবে তারে
রাজ নন্দিনীরে আমি চলিনু লইয়া॥

২৭। ইহা বলি স সঙ্গিনী শ্রীরাধায় লয়ে
নর যানে আরোহিয়া পূর্ব্বের সে পথ দিয়া
গেল দেবী নন্দিশ্বরে যশোদা আলয়ে॥

২৮। ক্ষণ পরে কৃষ্ণ তথা আগমন ক'রে।
রবিপূজা সমাধিয়ে সুবল মঙ্গলে লয়ে
শিবিকায় গুপ্ত ভাবে যায় নন্দিশ্বরে॥

২৯। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি দিনে।
কৃষ্ণের লীলা শকতি পৌর্ণমাসী ভগবতী
মধ্যাহ্ন কালীয় লীলা রক্ষয়ে যতনে॥

৩০। শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা।
মধ্যাহ্নের লীলা-কণা পরশে করি বাসনা
দাস আশুতোষ গায় নন্দোৎসব ভাষা॥

ইতি শ্রীনন্দ মহোৎসবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের
মধ্যাহ্ন কালীয়লীলা।

নবম লহরী।

প্রথম উল্লাস।

জয় গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় ভকত সম্পদ॥
জয় রূপ সনাতন জয় গৌর গণ।
সবে এ অজ্ঞানে কর কৃপা বিতরণ॥
মধ্যাহ্ন কালীয় লীলা সমাপন করি।
অপরাহ্নে পুরে যবে গেল শ্যাম গোরী॥
নন্দিশ্বরে কি লীলা হইল সঙ্ঘটন ?।
কি কার্য্য করিল তথা সমাগত জন॥ ?
নন্দরাজ যশোমতী পুত্রের শুভার্থে
কোন্ কালে কি কার্য্য করিল বিধিমতে॥ ?
বল, কৃপাময় গণ! চৈত্য গুরু রূপে।
মম হৃৎপদ্মে বসি বিনাশি ত্রিতাপে॥
নন্দিশ্বরে মধ্যাহ্ন-ভোজনে জনগণ।
সুধাধিক বহু দ্রব্য করি আস্বাদন॥
উদরের গুরুভারে অবসাঙ্গ হয়ে।
বিশ্রাম করিতেছিল শয়ন করিয়ে॥
অপরাহ্ন সমাগত নিরখি এখন।
উৎসবাঙ্গে রঙ্গে সবে নিবেশিল মন॥

গীত বাদ্য কোলাহলে পুরিল নগর।
সাজাইছে শিল্পীগণ নগর চত্বর॥
দেখায় অদ্ভুত ক্রীড়া মল্ল যাদুকরে।
কত মত নৃত্য গীত হতেছে নগরে॥
সজ্জিত বিপণী শ্রেণী কিবা মনোহর।
সর্ব্ব স্থান সুগন্ধে মোদিত নিরন্তর॥
পাচক পাচিকাগণ গিয়া পাক শালে।
রন্ধনের আয়োজন করে কুতুহলে।
রজনীতে বহুলোক করিবে ভোজন।
বহুবিধ দ্রব্য হবে করিতে রন্ধন॥
রাধা কৃষ্ণ, কুণ্ড যাত্রা অন্যে নাহি জানে।
জানে সবে ভোজনান্তে রয়েছে শয়নে॥
তখন যুগলে, সবে, পুরে নেহারিল।
বুঝিল, এখনি শয্যা ত্যজিয়া উঠিল॥
শ্রীকৃষ্ণের বদন হেরিয়া ব্রজেশ্বরী।
আনন্দ সাগরে পার না পায় সাঁতারি॥
ভগবতী পদে রাণী করি পরণাম।
বলে, তব কৃপায় পুরিল, মনস্কাম॥
স্বকরে তাঁহার পদ ধৌত করি দিল।
সেবা কার্য্যে নিজ দাসী নিযুক্ত করিল॥
রাধা কৃষ্ণে কালোচিত সেবনের তরে।
দাস দাসী নিয়োজিল হরষ অন্তরে॥

কিঙ্করীগণেরে নানা কার্য্যে নিয়োজিয়া।
দীন দুঃখীগণে তুষে অর্থ বস্ত্র দিয়া॥
নন্দরাজ সঙ্গে লয়ে বৃষভানু রাজে।
যথা তথা ফিরে পরিদরশন কাজে॥
কেমন সাজায় শিল্পী সভা ও চত্বর।
কেমন সাজায়, মার্গ, ভবন, নগর॥
কোথায় কি পক্কান্ন মিষ্টান্ন অন্ন হয়।
দাসদাসীগণ কার্য্য কি মত, করয়॥
সমাগত জনগণ পুরে ও নগরে।
সুখে রহিয়াছে কিনা সম্যক প্রকারে॥
রজনীতে কত লোক করিবে ভোজন।
কেমন হতেছে তার দ্রব্য আয়োজন॥
ভাণ্ডারের কোন্ দ্রব্য কিরূপ আছয়।
ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যে ব্যস্ত অতিশয়॥
শ্রীকৃষ্ণ সেবিত হয়ে, লয়ে সখাগণে।
ক্রীড়া কৌতুকাদি দেখে পুরের প্রাঙ্গণে॥
ব্রজরাজ-মহিষীর অত্যাদর পেয়ে।
শ্রীমতী রাধিকা নিজ বাসালয়ে গিয়ে॥
সেবিতা হইয়া তথা সময় উচিত।
প্রসংসয়ে রাণী মায় প্রীতির সহিত॥
সঙ্গিনী বেষ্টিতা হয়ে রয়েছে তথায়।
হেনকালে দাসী আসি নিবেদিল পায়॥

শুন বৃষভানু-রাজ-কুলের চন্দ্রিমা।
তব স্থানে পাঠাইল মোদের রাণীমা ॥
কহিতে লজ্জিতা অতি তোমার গোচর।
অনুরোধ জানায়েছে হইয়া কাতর ॥
বলিলেন, নিমন্ত্রণ করি পুরে আনি।
স্বার্থ-অনুরোধে মায়ে যে দুঃখ প্রদানি ॥
না জানি শ্রীরাধা মোর মনে কিবা করে।
আমার এ ত্রুটি চাহি লবে ভিক্ষা ক'রে ॥
কষ্ট পাইলেও আজি ছাড়িব না তায়।
তার কর পক্ক দ্রব্য কৃষ্ণ যেন পায় ॥
দাসীর মুখেতে শুনি রাণীর বিনতি।
মানদা মুকুটমনি কহে দাসী প্রতি ॥
শুন দাসী ! তুমি গিয়া বল রাণীমায়
রাণীমা কি নিজ জন ভাবে না আমায় ? ॥
ভাবিলে এমন দৈন্য কেন বা করিবে।
তাঁহার এ দৈন্যে মম অপরাধ হবে ॥
নারীকুলে লয়ে জন্ম, নারীর কর্ত্তব্যে ?
কাতর হইলে, কার্য্য কেমনে চলিবে ? ॥
বলিবে, মিষ্টান্ন আদি প্রস্তুত করিয়া।
অগৌণে তাঁহার কাছে দিব পাঠাইয়া ॥
দাসীকে বিদায় করি নিজ দাসীগণে
আদেশিল মিষ্টান্নের দ্রব্য আয়োজনে ॥

বিবধ সামগ্রী লয়ে দাসী যোগাইল।
সখিগণে লয়ে রাই পাকেতে বসিল ॥
করিল মিষ্টান্ন বহু নাম জানি কত ?।
বিবিধ অপুপ, মিষ্ট দ্রব্য নানা মত ॥
পৃথক পৃথক পাত্রে সজ্জিত করিয়া।
ব্রজেশ্বরীর নিকটে দিল পাঠাইয়া ॥
রাণী সে সকল দ্রব্য দরশন করি।
প্রসংসে তাঁহায় বহু নেত্রে স্নেহ বারি ॥
হেতায় শ্রীরাধিকায় স্নান করাইয়া।
সখিগণ দিল তাঁর সুবেশ করিয়া ॥
সেই কালে বৃন্দাদেবী বনপুষ্প লয়ে।
উপনীত হইলেন রাধার আলয়ে ॥
শ্রীরাধা হেরিয়া সেই প্রাণ সহচরী।
দিব্যাসন দেওয়াইল সমাদর করি ॥
কতই কৌতুকে কৃষ্ণ কথা আলাপিল।
বৃন্দাদি লইয়া কৃষ্ণ প্রসাদ ভুঞ্জিল ॥
ব্রজানন্দে প্রদানিতে প্রীতি উপহার।
গাঁথিল কুসুম লয়ে মনোমত হার ॥
কৃষ্ণ অভিষেক কাল হেরি সমাগত।
ব্রজেশ্বরী, দ্রব্য আয়োজয়ে বিধিমত ॥
মাঙ্গলীয় দ্রব্য চূর্ণ সংমিশ্রণ করি।
শাতাষ্টক হেম ঘট পূর্ণ করে বারি ॥

মন্ত্রঃপুত করাইয়া রাখি বেদিকায় ।
সজ্জিত করিল যত্নে উত্থান থালায় ॥
আহ্বান করিয়া আনি পুর-এয়োগণে ।
প্রাণের গোপালে বসাইল সিংহাসনে ।
উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি ভরিল ভবন ।
ঊর্দ্ধে থাকি পুষ্প-বৃষ্টি করে দেবগণ ॥
ভগবতী-পৌর্ণমাসী ভার্গী গার্গী আদি ।
সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণীগণ দিল আশীর্ব্বাদী ॥
ধান্য দুর্ব্বা ঘটবারি করিল অর্পণ ।
পরে আশীর্ব্বাদ করে যত গুর্ব্বীগণ ।
অনন্তর শ্রীরাধাদি এয়োগণ গিয়ে ।
অভিষেক করে কৃষ্ণে উলুধ্বনি দিয়ে ॥
ঘোমটা টানিয়া শিরে লয়ে ঘট বারি ।
বেড়িল শ্রীকৃষ্ণে যবে যতেক সুন্দরী ॥
সুন্দর, সুন্দরীবৃন্দ পরস্পর মোহে ।
অনুপম শোভা তাহা বর্ণনীয় নহে ॥
যুথেশ্বরীগণের সলজ্জ বিলোকনে ।
যে রসতরঙ্গ উঠে রসিকের মনে ।
গুরুজন নিকটে হলেও সঙ্কুচিত ।
শ্যামাঙ্গে প্রকাশ পায় অতি অদভুত ॥
সেইরূপ কৃষ্ণে হেরি কৃষ্ণকান্তাগণ ।
বহু যত্নে করে অঙ্গে ভাব সম্বরণ ॥

শুভ অভিষেক কার্য্য সমাধান হ'লে।
ব্রজেশ্বরী মঞ্জরী নিচয়ে ডাকি বলে ॥
দেখ বছাগণ ! মম বালক তনয়ে।
তোমরা বালিকা সবে দাও সাজাইয়ে ॥
রাণীর আদেশে তবে মঞ্জরী সকল।
কৃষ্ণের অঙ্গের অগ্রে মুছাইল জল ॥
অগুরু ধুপের ধুমে কেশ শুষ্ক করি।
ললনা-ললাম কেশ দিলেক আঁচরি ॥
নব ক্ষৌম পীতবাস দিল যোগাইয়ে।
পরিধান করে কৃষ্ণ সাবধান হয়ে ॥
অলকা রঞ্জিত-ভাল, সুগণ্ড যুগল।
কোটি চন্দ্র জিনি যেন করে ঝলমল ॥
মণির কুণ্ডল দিল কর্ণিকার যুগে।
রত্নযুত গজমতি নাসা অগ্রভাগে ॥
পরাইল গলদেশে শুভ্র মণি হার।
কৃষ্ণের প্রসর বক্ষে মরি কি বাহার ॥
হার মধ্যদেশে দোলে কৌস্তুভ রতন।
আন্দোলিত করি ব্রজ কামিণীর মন ॥
ভুজে দিল অঙ্গদ, বলয় মণিবন্ধে।
রত্নাঙ্গুরী দিয়া অষ্ট করাঙ্গুলি বান্ধে ॥
কটিতটে কিঙ্কিনী নুপুর শ্রীচরণে।
পরাইল একে একে কতই যতনে ॥

সুকুঞ্চিত পীত উত্তরীয় দিল গলে।
লম্বিত হইয়া তাহা পার্শ্বদ্বয়ে দোলে ॥
মস্তকে মোহনচুড়া দিল মনোমত।
তাহে শিখীপুচ্ছ গুচ্ছ হয় আন্দোলিত ॥
বৈজয়ন্তি গলে বাঁশী দিল কর দেশে।
শোভিল, সুন্দর নবনটবর বেশে ॥
কার না মোহয়ে মন সে রূপ হেরিয়া।
মদন মোহিত হয়ে পড়ে মুরছিয়া ॥
নন্দরাজ-জনক-পর্য্যণ্য মহাশয়।
কৃষ্ণে অশীষিতে তথা এলো সে সময় ॥
হেরিয়া নাতির রূপ আত্মহারা হ'ল।
ক্রোড়ে লয়ে কৃষ্ণে, বৃদ্ধ ; নাচিতে লাগিল ॥
শত শত চুম্ব খায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে।
কভু স্কন্দে করি নাচে কভু লয় বক্ষে ॥
হাসে নারীগণ তথা হেরি তার রঙ্গ।
না ছাড়ে তথাপি কাঁপিতেছে সর্ব্ব অঙ্গ ॥
শ্রীকৃষ্ণ নামিয়া, তাঁর নমিল চরণে।
আদরে ধরিয়া বসাইল সিংহাসনে ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশু গায় নন্দ মহোৎসব ভাষা ॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

সান্ধ্য লীলা।

অস্তে গেল দিনমণি আইল গোধুলী রাণী
ভালে জ্বলে নক্ষত্র রতন।
আসিতেছে অন্ধকার করিবারে প্রতিকার
নিযুক্ত হইল দাসীগণ॥
রাজপুরে, সিংহদ্বারে সভামণ্ডপে নগরে
পূর্ব্ব হ'তে ছিল দীপাধার।
সন্ধ্যা সমাগত হেরি কিঙ্করেরা ঘুরিফেরি
সর্ব্বত্রেতে জ্বালিল আবার॥
নানাবর্ণ মণিময় শ্রেণীবদ্ধ দীপচয়
আহা কি সুন্দর শোভা পায়।
নগরের তমঃ নাশি সে দীপাবলির হাসি,
করে তথা দিবসের প্রায়॥
দেবালয়ে নিনাদিত ঝাঁজর শঙ্খাদি কত
হইতেছে আরত্রিক কালে।
বাজে খোল করতাল ধ্বনি উঠে সুরসাল
নৃত্য গীত হয় তালে তালে॥
সই কালে যত বাদ্য তাহে যোগ দিয়া সদ্য
সান্ধ্যগীতি গাইছে মধুর।
চারি দিকে ঐক্যতান হরে তাহে মন প্রাণ
আনন্দে পুরিত নন্দপুর॥

রাজা রাণী পুত্রে লয়ে দেবতায় প্রণমিয়ে
করিতে পুত্রের নির্ম্মঞ্ছন।
আসি প্রবেশিল পুরে সে উৎসব দেখিবারে
চারি দিকে আসে জনগণ ॥
সজ্জিত পুঁর চত্বরে রত্ন সিংহাসনোপরে ।
বসাইল পুত্রে রাজা রাণী।
ভয় শূন্য হীন শোক যতেক ব্রজের লোক
আসে সেই বাদ্যধ্বনি শুনি ॥
যাবট নিবাসীগণ পেয়ে রাজ নিমন্ত্রণ
যে কারণে পূর্ব্বে না আইল।
পৌর্ণমাসী-মহামায়া, ব্রজেশ্বরী কাছে তাহা
পূর্ব্বে প্রাতে বিশেষ বলিল ॥
এখন তাহারা আসি লয়ে উপহার রাশি
উপনীত নন্দরাজ পুরে।
ব্রজরাজ ব্রজরাণী বিশেষ সম্মান দানি
যোগ্যাসনে বসায় আদরে ॥
জটিলাদি নারীগণে তুষে রাণী সযতনে
পুরুষে তুষিছে নন্দরাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী দাস দাসী দেয় আনি
তুষ্ট অতি যাবটের প্রজা ॥
নন্দ ব্রজে আছে প্রথা কৃষ্ণ জন্মোৎসবে তথা
সবে কৃষ্ণে দেয় উপহার।

সেই রীতি অনুসারে 'যে, না আসে ; নন্দপুরে
ব্রজজনে নিন্দা করে তার।
অষ্টমীর সায়ংকালে কৃষ্ণ নির্ম্মঞ্ছিত হ'লে
উপহার দেয় সবে পরে।
সে কারণে নন্দালয়ে আসে সবে বাধ্য হয়ে
প্রত্যেক গেহের নারী নরে ॥
আসিয়াছে বহুজন নিরখিতে নির্ম্মঞ্ছন
করিতে সে উপহার দান।
রাজপুর ভরপুর বাজে বাদ্য সুমধুর
চন্দ্রাতপ তলে নাই স্থান ॥
ভগবতী পৌর্ণমাসী কৃষ্ণের নিকটে আসি
রাখে তথা নির্ম্মঞ্ছন-থালা।
ধান্য দুর্ব্বা লয়ে হাতে প্রদানি কৃষ্ণের মাথে
গলে দিল, আশীর্ব্বাদী মালা ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কত পরে গুরুজন যত,
সেই মত আশীর্ব্বাদী দিয়ে।
দিল সবে অনুমতি রাণী যশোমতী প্রতি ;
নির্ম্মঞ্ছন কর এবে গিয়ে ॥
ভগবতী দিল থালা গীত গায় ব্রজবালা
শঙ্খ রোল, উলুধ্বনি করে।
রাণী করে নির্ম্মঞ্ছন নিরখি পুত্র বদন,
আঁখিদ্বয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে ॥

নির্ম্মঞ্ছন সমাপিয়া পুত্রমুখ মুছাইয়া
বসে রাণী পুত্র লয়ে কোলে।
একে একে ব্রজজন আসি সেখানে তখন,
উপহার দেয় সেই কালে॥
অগ্রে পুরুষের দল পরে রমণী সকল
মহামূল্য বসন ভূষণ।
দেয় কৃষ্ণে উপহার করিবারে সংখ্যাতার
নান্দি তথা করয়ে লিখন॥
জটিলা করলা ভেলা যাবট জরতি গুলা
অতি সশঙ্কিতা সেই কালে।
শ্রীরাধাদি বধূগণে সঙ্গে লয়ে সংগোপনে
উপহার দেওয়াইল থালে॥
কহে যত বধূগণে কি কার্য্য আর এখানে
যাও সবে নিজ বাসালয়ে।
রাণীকে সম্ভাষ করি আমরা যাইব ফিরি
আছে গেহ জনশূন্য হ'য়ে॥
সুচরিতে থেকো সবে বধূ হয়ে, এ উৎসবে
আসিয়াছ পরের মহলে।
না যাইবে ইতি উতি কুলের হবে অখ্যাতি
কেহ যেন কুকথা না বলে॥
এত বলি বধূচয়ে পাঠাইল বাসালয়ে,
রাণীসহ কৈল সম্ভাষণ।

রাণী শুভকার্য্য সারি বলিলেন করে ধরি,
সবে কিছু করহ ভোজন।
রাজা রাণী সযতনে সমাগত জনগণে
গেহের অঙ্গনে লয়ে গিয়ে।
বসাইয়া যথাস্থানে বহুবিধ ভোজ্য দানে,
করে সুখী ভোজন করায়ে॥
যাবট নিবাসীগণ সমাপি সান্ধ্যভোজন॥
বহুযত্নে লইল বিদায়।
এই ভয় মনে আছে ভানুপুরবাসী কাছে
কোন রূপে পাছে মান যায়॥
তারপর রাজা রাণী যত জনগণে আনি
দিল বাসা যেখানে যেখানে।
সান্ধ্য জলযোগ তরে রতন সংপুটে ভ'রে
ভোজ্যদ্রব্য প্রেরিল সেখানে॥
প্রাণের গোপাল ধনে বসাইয়া সখা সনে
কত যত্নে করা'য়ে ভোজন।
সায়ংকার্য্য সমধিয়া আশ্রয় করিল গিয়া
নিজ নিজ বিশ্রাম ভবন॥
নন্দের আনন্দোদ্যানে শ্রীরাধার সখিগণে
নিজ প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধায়।
করিল সান্ধ্য আরতি জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
কত গন্ধদ্রব্য দিয়ে তায়॥

শ্রীকৃষ্ণ অধরামৃত মিষ্টান্নাদি নানা মত
পুরদাসী ধনিষ্টা আনিল।
সখিগণে সঙ্গে লয়ে পরমানন্দিতা হয়ে
ভানুবালা প্রসাদ পাইল ॥
শ্রীগৌর পদকমল কেবলমাত্র সম্বল
রাধাকৃষ্ণ চরণ ভরসা।
নমিয়া বৈষ্ণব পায় দাস আশুতোষ গায়
প্রাণানন্দে নন্দোৎসব ভাষা ॥

ইতি শ্রীনন্দ মহোৎসবে সান্ধ্যলীলা ॥

তৃতীয় উল্লাস।

ভোজনান্তে ক্ষণকাল করিয়া বিশ্রাম।
জননী নিকটে গেল কৃষ্ণ-গুণ-ধাম ॥
বলিল মাতায়, মাগো! দাও অনুমতি।
সখা সঙ্গে গোষ্টালয়ে যাইব সম্প্রতি ॥
আমি না থাকিলে তথা মম গাভীগণ।
প্রাণান্তেও বৎসে দুগ্ধ দিবে না কখন ॥
কৃষ্ণের সে বাক্য শুনি রাণী যশোমতী।
অতি হর্ষে গোষ্টে যেতে দিল অনুমতি ॥
গোষ্টে গিয়া শ্রীগোবিন্দ গাভীবৎসগণে।
দুগ্ধ পান করাইল অতি সযতনে ॥

হর্ষিত গোধন যত হেরিয়া গোপালে।
স্বহস্তে তৃণাদি কৃষ্ণ প্রদানে সকলে॥
যদিও আছয়ে তথা কর্ত্তব্য সাধনে।
কীর্ত্তিদা কুমারী কিন্তু জাগিতেছে মনে॥
বহুক্ষণ না হেরিয়া রাধা-চন্দ্রানন।
ব্যথিত হৃদয় তাঁর ব্যাকুলিত মন॥
গোষ্টের কর্ত্তব্য সাধি চলিল ত্বরায়।
কেমনে হেরিবে রাধা ভাবিছে উপায়॥
চারিদিকে জনগণ আছে স্থানে স্থানে।
আনন্দ উদ্যানে গেলে কি ভাবিবে মনে॥
ইহা চিন্তি উঠে হর্ম্ম্য চন্দ্র শালিকায়।
আলোকিত নন্দপুর আলোক মালায়॥
আনন্দ উদ্যান হর্ম্ম্য উজলে সে রূপ।
যথায় শ্রীরাধা আর আছে ভানু ভূপ॥
শ্রীরাধাও বহুক্ষণ কান্ত অদর্শনে।
অতি দুঃখে কাটে কাল আনন্দ ভবনে॥
জটিলাদি যাবটের গুরুজনগণ।
বিদায় লইয়া গেহে করেছে গমন॥
এখন উঠিয়া রাধা অট্টালিকা ছাদে।
উৎসব দর্শন ছলে ফিরিছে অবাধে॥
চন্দ্রশালা হ'তে কৃষ্ণ করে দরশন।
রাধিকাও কৃষ্ণে হেরি যুড়ায় নয়ন॥

পরস্পর সুখী হ'ল যদিও দর্শনে।
মেটে কি মনের সাধ বিনা পরশনে ॥ ?
ওথা নন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে।
ভোজন করায় যত্নে আনাইয়া সবে ॥
বৃষভানু মহারাজ থাকিয়া সেখানে।
লইছে কার্য্যের তত্ত্ব ফিরি স্থানে স্থানে ॥
অন্তত্রেতে যশোমতী কীর্ত্তিদা রোহিনী।
ভোজন করায় যত বৈষ্ণবী ব্রাহ্মণী ॥
পক্কান্ন মিষ্টান্ন পরমান্ন ক্ষীর দধি।
সর ছানা নবনীত ফল মূল আদি ॥
করা'য়ে ভোজন, তুষ্ট করিল সকলে।
আশীর্ব্বাদ করে সবে দুই হাত তুলে ॥
ব্রাহ্মনাদি ভোজনান্তে কুটুম্বাদিগণে।
ভোজন করায় রাজা পরম যতনে ॥
সেই কালে ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণে ডাকিয়া।
কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে গেহে বসাইয়া ॥
ভোজন করায় কত আদরে যতনে।
পরিবেশনাদি তাঁর করে যাতৃগণে ॥
তারপর—আত্মিয়-কুটুম্ব-নরীগণ।
রাজার আলয়ে আসি করয়ে ভোজন ॥
রাধা চন্দ্রাবলী আদি কৃষ্ণকান্তাগণে।
ভোজন করায় রাণী পরম যতনে ॥

ঐন্দ্রজালি যাদুকর গায়ক বাদক।
শিল্পকর কার্য্যকারী নর্ত্তকী নর্ত্তক॥
অভ্যাগত দীন হীন নরনারীগণ।
সুখী সবে রাজ গেহে করিয়া ভোজন॥
সযতনে সাঙ্গ করি ভোজন ব্যাপার।
নন্দরাজ ভানুরাজ করিল আহার॥
ব্রজেশ্বরী ; কীর্ত্তিদা ও যাতৃ আদি লয়ে।
করিল ভোজন সর্ব্ব কার্য্য সমাধিয়ে॥
ভোজনান্তে বহুজন সভায় যাইয়া।
সুখীহয় নৃত্য আদি ক্রীড়া নিরখিয়া॥
নন্দরাজ ভানুরাজ লয়ে বন্ধুগণ।
সভায় যাইয়া ক্রীড়া করয়ে দর্শন॥
ওথা বৃষভানু সুতা কৃষ্ণের বিরহে।
কাতর হইয়া ললিতায় কিছু কহে॥
দেখ সখি ! নিশিথিনী কাল ভুজঙ্গিনী।
দংশিছে মরমে ; বিনা শ্যাম গুণ মণি॥
দহিছে সর্ব্বাঙ্গ তীব্র বিষের জ্বালায়।
মরিব নিশ্চয়, যদি না কর উপায়॥
ললিতা বলিল রোজা পড়েছে সঙ্কটে।
কেমনে আসিবে আজি তোমার নিকটে॥
আনিবার কিছুই উপায় দেখি নাই।
তথাপি বারেক দেখি দেবী কাছে যাই॥

এত বলি বিশাখায় লইয়া সংহতি।
চলিল ললিতা যথা আছে ভগবতী॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা॥
দাস আশু গায় নন্দ-মহোৎসব ভাষা॥

চতুর্থ উল্লাস

শ্যামা কহে স্বীয় সখি বকুল মালায়।
রাধাকৃষ্ণ মিলনের কি করি উপায়॥
প্রাণপন রাখিয়া, বলেছি রাই কাছে।
ফলাইব তৃষ্ণা-তরু চিন্তা কিবা আছে॥
এখন দেখিছি ভঙ্গ হবে বুঝি পন।
কেমনে হইবে রক্ষা প্রতিজ্ঞা বচন॥ ?
বলিল বকুল মালা! এ জন সংঘটে।
প্রতিজ্ঞা রক্ষার, সখি! সম্ভব কি ঘটে॥
চারি দিকে নগরে ফিরিছে জনগণ।
এমনে কেমনে বল করাবে মিলন॥ ?
চল যাই একবার ভগবতী কাছে।
যদি কোন যুকতি তাঁহার কাছে আছে॥
চটুলা শফরী প্রায় চলিল দুজন।
যথা ভগবতী আছে চিন্তা নিমগণ॥

রাধার সুহৃৎ সখি, শ্যামলায় হেরি।
আনন্দিতা ভগবতী কহে হাস্য করি॥
এস শ্যামে! মগ্ন ছিনু প্রবল চিন্তায়।
ভাল হ'ল যথাকালে এসেছ হেতায়॥
বল অগ্রে কি কারণে করিলে গমন।
পশ্চাতে বলিব মম চিন্তার কারণ॥
শ্যামা বলে, শুন দেবী, শ্রীরাধার কাছে।
প্রাণপণে একটি প্রতিজ্ঞা মম আছে॥
বলিয়াছি চল আজি নন্দিশ্বরে গিয়া।
তব তৃষ্ণা তরু ফলাইব প্রণ দিয়া॥
অসমর্থ হয়ে সেই প্রতিজ্ঞা পুরণে।
উপায় মাগিতে আইলাম তব স্থানে॥
দলে দলে নর নারী পুরে ও নগরে।
পিপিলিকা শ্রেণী প্রায় ফিরে চারিধারে॥
কিরূপে এহাতে হবে মিলন দুজনে।
উপদেশ কর মম প্রতিজ্ঞা পুরণে॥
দেবী বলে বুঝিলাম বাসনা তোমার।
চিন্তার কারণ এবে শুনহ আমার॥
তোমাদের ভোজনান্তে আসিয়া এখানে।
ইষ্ট আরাধনা হেতু বসিলাম ধ্যানে॥
ধ্যান চক্ষে দেখিলাম, বিরহ জ্বালায়।
মম প্রিয় রাধা কৃষ্ণ অতি দুঃখ পায়॥

মিলনের চিন্তা মনে উদিল যখন।
তোমাদের সাক্ষাতের হল প্রয়োজন॥
তোমায় ও ললিতায় আনয়ন তরে।
ক্ষণ পূর্ব্বে প্রেরিয়াছি নাতিনী নান্দিরে॥
এইরূপ কথা হয় শ্যামলার সনে।
ললিতা বিশাখা উপনীত সেই খানে॥
উভয়ে দেবীর পদে করিল প্রণাম।
দেবী বলে পূরণ হউক মনস্কাম॥
ললিতা বলিল দেবী! মোদের কামনা।
অন্তর-যামিনী তুমি আছে তব জানা॥
এখন আশীষ তব পূর্ণ হয় যাতে।
তাহার সুযুক্তি কিছু হইবে বলিতে॥
দেবী বলে বুঝিয়াছি জানিয়াছি মনে।
সুখী আমি, শ্যামা ও তোমার আগমনে॥
রাধা কৃষ্ণ পরস্পর মিলনের তরে।
অতিশয় উৎকণ্ঠিত হয়েছে অন্তরে॥
শ্যামাও রয়েছে ব্যস্ত প্রতিজ্ঞা পুরণে।
মিলিবার উপদেশ শুনহ এক্ষণে॥
শ্যামলার রূপাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের মত।
হইবে দ্বিতীয় কৃষ্ণ করিলে সজ্জিত॥
সভাস্থল হতে কৃষ্ণ আসিবে যখন।
দুগ্ধ পিয়াইয়া রাণী করাবে শয়ন॥

সেই কালে শ্যামলা কৃষ্ণের বেশ ধরি।
রহিবে শয্যায় তথা ভয় পরিহরি॥
কৃষ্ণ, শ্যামলার বেশ করিয়া ধারণ।
রাধার কুঞ্জ মাঝে করিবে গমন॥
শ্যামলার বেশ ভূষা কৃষ্ণে দাও গিয়া।
কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ শ্যামা রাখিবে লইয়া॥
কেহ না চিনিবে মম মন্ত্র পরভাবে।
ব্রজেশ্বরী আদি সবে মোহিতা হইবে॥
বেশি উপদেশ আর তোমাদের প্রতি।
কি দিব তোমরা সবে অতি বুদ্ধিমতী॥
যে স্থানে যে কালে যাহা করিতে হইবে।
এখন হইতে তার ব্যবস্থা করিবে॥
তোমাদের কার্য্যে আমি থাকিনু সহায়।
কৃষ্ণে এ বারতা গিয়া জানাও ত্বরায়॥
ললিতা শ্যামলা আদি উপদেশ লয়ে।
চলিল সত্বর দেবীপদে প্রণমিয়ে॥
ওখানে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকার বিরহে।
সম্বিত বিহীন, গেল কুন্দলতা গেহে॥
কহিছে কাতরে বধূ! করি কি উপায়।
রাধার বিরহানল দহিছে আমায়॥
কুন্দ কহে কালো সোণা আজিকার দিনে।
বিমোহিনী রাধারূপ কেন আন মনে॥

জনগণ রহিয়াছে পুরে চতুর্দ্দিকে।
ব্রজেশ্বরী সদা লক্ষ্য করিছে তোমাকে॥
তিলেক শয্যায় যদি না হেরে—তোমায়!
খুঁজিবে সর্ব্বত্র, হয়ে পাগলিনী প্রায়॥
তাহাতে কেমনে তুমি করিবে গমন।
অসম্ভব মনে হয় আ'জের মিলন॥
ক্ষণকাল বিশ্রাম করহ তুমি হেতা।
হেন মনে হয় শীঘ্র আসিবে ললিতা॥
এইরূপ কত কথা হয় কৃষ্ণ সনে।
ললিতা শ্যামলা আদি আইলা সেখানে॥
শ্যামা ললিতায় বলে দেখ সহচরী।
মেঘ না উদিতে হেতা আসিয়াছে বারি॥
ললিতা বলিল সখি! কেন না আসিবে।
বারিতে জনমে মেঘ মেঘে বারি তবে॥
কুন্দলতা বলে শ্যামে! ও, তো বারি নয়।
মেঘের উদয় আশে চাতক আছয়॥
শ্যামা ললিতা আদির, কুন্দলতা সনে।
নানা ছলে কত কথা হ'ল সেই খানে॥
ললিতার করে ধরি শ্রীকৃষ্ণ তখন।
কহিল, সুন্দরী! ছলা ছাড়হ এখন॥
রাধার বিরহানল দহে মম প্রাণ।
কৃপা করি মিলনের বল সুবিধান॥

তখন বলিল ভগবতী উপদেশ।
কৃষ্ণ শ্যামলায় আনি দিল নিজ বেশ॥
শ্যামলার বাস ভূষা লইয়া রাখিল।
তুষিতে সভাস্থ জনে সভাস্থলে গেল॥
কুন্দলতা গেহ অতি নিরজন স্থান।
শ্যামলাদি তথায় করিল অবস্থান॥
সভায় যাইয়া কৃষ্ণ লয়ে সখাগণে।
বসিলে পরম সুখী হ'ল সর্ব্বজনে॥
ঐন্দ্রজালী যাদুকর মল্ল যোদ্ধাগণ।
বিবিধ অদ্ভুত ক্রীড়া দেখায় তখন॥
পশ্বাদি লইয়া ক্রীড়া করে চমৎকার।
নর্ত্তকীর নৃত্যে হরে মন সবাকার॥
কৃষ্ণের সে সবে কিন্তু নাই অবধান।
কেবল সাবাসী দিয়া রাখিতেছে মান॥
দহে হৃদি শ্রীরাধার বিরল অনলে।
বাহ্যিক প্রলেপ নৃত্য, ক্রীড়ায় কি ভুলে?॥
একজন অন্যে কহে কি অদ্ভুত দেখ।
রোপিতেই আম্র বীজ তালে হ'ল বৃক্ষ॥
এখনি মুকুলে ফলে হ'ল সুশোভিত।
দেখ দেখ বৃক্ষে ফল পক্ক হ'ল কত॥
সুবল, মঙ্গলে বলে এরা বন্ধু, ভাই!।
মোদের সখার ইন্দ্রজাল হেরে নাই॥

সে দিন মা যশোমতী দিলে গজমতি।
বৃন্দাবনে মৃত্তিকায় দিল সখা পুঁতি॥
তাহে ফুল লতাঙ্কুর দেখিতে দেখিতে।
হ'ল ক'ত—গজমতি ফলিল তাহাতে॥
আম্রবীজে সুক্ষ্মরূপে আছে বৃক্ষফল।
গজমতি অঙ্কুরিল কি ঔষধে বল॥
বটু বলে, সুবল! সখার কথা দূরে!
ওর খেলা চিন্তাতীত কে বুঝিতে পারে॥
যে দুরন্ত দাবানল দহিল বনাণি।
দেখিলি তো নিভাইল সখা মুখে আনি॥
লক্ষ কোটী লোক যদি প্রাণপণে ধরে।
তথাপি কি গোবর্দ্ধন তুলিবারে পারে?॥
অনায়াসে সে পর্ব্বত উৎপাটন করি।
সপ্তদিন রাখিলেক করাঙ্গুলে ধরি॥
যে অদ্‌ভূত সর্প দেখি দেবতা ডরায়।
দেখিলি কেমন তার নাচিল মাথায়?॥
আর এক অজগর সর্ব্ব সখাগণে।
বৃন্দাবন বন পথে গ্রাসিল যে দিনে॥
উদরে প্রবেশি তার নাশিল জীবন।
বাঁচাইল সখাগণে, হয় কি স্মরণ?॥
দেবতার ভীতিপ্রদ কত দৈত্যগণে।
বাল্যাবধি বিনাশিল যেখানে সেখানে॥

শুনিয়াছি শিশুকালে পুতুনা রাক্ষসী।
স্তনে বিষ মেখে হয়েছিল ছদ্মবেশী ॥
বধিতে সখায় স্তন দিলে লয়ে কোলে।
বিনাশ করেছে তায় স্তনপান কালে ॥
জানু চংক্রমন কালে যমল অর্জ্জুনে।
উৎপাটিল অবহেলে উদুখল দানে ॥
অনন্ত অদ্ভূত শক্তি অন্তরে যাহার।
তার সঙ্গে তুলনা করিতে চাস্ কার ? ॥
গোঁয়ার গোয়ালা তুই কি বুঝিবি বল।
দিগ্ গজ পণ্ডিত শর্ম্মা শ্রীমধু মঙ্গল ॥
এত বলি ননারূপ অঙ্গভঙ্গী করে।
সেই হাসে, তার, রঙ্গ ; যেইজন হেরে ॥
ক্ষণপরে এক দাস আসিয়া সভায়।
নন্দে বলে, কুমারে ডাকিছে রাণী মায় ॥
পিতার আদেশে কৃষ্ণ লয়ে সখাগণ।
দাসের সহিত গেহে করিল গমন ॥
রাণী ঘণাবর্ত্ত দুগ্ধ পান করাইল।
সঙ্গীগণে স্বীয় স্বীয় গেহে পাঠাইল ॥
কৃষ্ণে বলে, চল, বৎস করিবে শয়ন।
প্রতিদিন ভাল নহে রাত্রি জাগরণ ॥
চাঞ্চল্য ত্যজিয়া নিদ্রা যাইবে এক্ষণে।
পুনরায় তত্ত্ব আমি লইব শয়ানে ॥

এতেকে বলিয়া কৃষ্ণে করায়ে শয়ন ।
নিজ শয্যা গেহে রাণী করিল গমন ॥
তখনি উঠিয়া কৃষ্ণ ; কুন্দলতা গেহে ।
গমন করিল এক গুপ্ত পথ দিয়ে ॥
ললিতাদি ছিল তথা চাতকিনী প্রায় ।
সুখের অবধি নাই নিরখি তাহায় ॥
বিশাখা ; শ্যামার বেশে কৃষ্ণে সাজাইল ।
শ্যামলার ; কৃষ্ণ, বেশ ; ললিতা করিল ॥
বেশ, অন্তে, কৃষ্ণ-বেশী—শ্যামলা তখন ।
গুপ্ত পথে কৃষ্ণ গেহে করিল গমন ॥
শয়ন করিল গিয়ে কৃষ্ণের শয্যায় ।
কার সাধ্য চিনে ছদ্মবেশী শ্যামলায় ॥
কৃষ্ণ সুসজ্জিত হয়ে শ্যামলার বেশে ।
রাধার নিকুঞ্জে চলে আনন্দ আবেশে ॥
পশ্চাতে বকুল মালা, শ্যামলার সখি ।
তাহার পশ্চাতে যায় ললিতা বিশাখী ॥
ওখানে শ্রীরাধা, শ্যাম চাঁদের বিরহে ।
দগ্ধ হয়ে চিত্রা আদি সখিগণে কহে ॥
এখনও এলোনা সখি ! ললিতা বিশাখা ।
গোকুল বিধুর বুঝি পায় নাই দেখা ॥
বৃথা বিছাইনু শেয, গাঁথিলাম মালা ।
রচিনু তাম্বুল বীটি পাইবারে জ্বালা ॥

এসেছে নগরে কত রমণী রতন ।
গুণহীনা রাধায় কি হইবে স্মরণ ॥
চিত্রা বলে কেন ধনি চিন্তা অকারণ ।
বিলম্বেতে কার্য্য সিদ্ধি শাস্ত্রের বচন ॥
পঙ্গপালসম লোক ফিরিছে নগরে ।
সুযোগ না হ'লে বল আসিবে কি করে ॥
তব প্রেমপাশে বাঁধা আছে সে রসিক ।
কে, রমণী রূপে গুণে তোমার অধিক ? ॥
এইরূপে চিত্রা সখি, প্রবোধে রাধায় ।
শ্যামা বেশী কৃষ্ণ সখি সঙ্গে তথা যায় ॥
শুষ্কমুখে ললিতা বলিল রাধা প্রতি ।
নারিনু আনিতে সখি ! সে গোকুল পতি ॥
করিলাম বহু চেষ্টা শ্যামলা সহিতে ।
লোকচক্ষু অন্তরাল নারিল হইতে ॥
সভা হ'তে যত্নে যদি আনাইনু গেহে ।
প্রহরিণী প্রায় ব্রজেশ্বরী আছে তাহে ॥
দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে রাধা শুনি সে বচন ।
শ্যামারূপী কৃষ্ণ দুঃখে কহিছে তখন ॥
প্রাণপণ করেছিনু মিলাইব ব'লে ।
হ'ল না সে পন পূর্ণ আমার কপালে ॥
প্রাণ দিতে আসিয়াছি, লহ প্রাণ সখি ! ।
প্রাণদান বিনে আর সত্য কিসে রাখি ॥

শ্যামলার কণ্ঠস্বরে কথা লয় বঁধু।
চিনিতে নারিল রাই বৃন্দাবন বিধু॥
দুঃখ প্রকাশিয়া বলে তোমার কি দোষ।
অভাগীর প্রতি সখি! বিধাতার রোষ॥
জলধির কুলে থাকি পিপাসায় মরি।
এই তৃষানল শ্যামে নিভাব কি করি॥ ?
শ্যামা বলে সে অনলে বিন্দুবারি দান।
যদি হয়, এস, আমি প্রদানিব প্রাণ॥
এত বলি শ্রীরাধায়—ধরি; নিল, কোলে।
প্রদানিল শত চুম্ব বদন কমলে॥
হৃদয়ে হৃদয় দিয়া করে আকর্ষণ।
আকর্ষণে চুম্বনে শ্রীরাধিকা তখন॥
বুঝিল এ নহে কভু শ্যামলা সুন্দরী।
মম মনচোর এলো শ্যামা-রূপ ধরি॥
ব্যস্ত হয়ে উন্মোচন করে বক্ষ বাস।
কৃত্রিম উরোজ দ্বয় পাইল প্রকাশ॥
হাসি হাসি ললিতাদি গেল কুঞ্জান্তরে।
রসিক মিথুনে রাখি কুঞ্জের ভিতরে॥
রসরাজ রসবতী দারুণ তিয়াসে।
প্রেম সুধা বিনিময়ে কতেক বিনাশে॥
এ তৃষ্ণার নাহি অন্ত; বৃদ্ধি, অবিরাম।
শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেম; নহে কভু কাম॥

কিছু পরে সখিগণ আইল সেখানে।
পুরাইল মনসাধ সেবিয়া দুজনে॥
কৃষ্ণ অভিসার তরে যা কিছু করিল।
ললিতা বকুল মালা রাধায় বলিল॥
শুনি বিনোদিনী হয়ে পুলকিতা অতি।
প্রথমে উদ্দেশে প্রণমিল ভগবতী॥
প্রশংসিল সুহৃদ্-সঙ্গিনী শ্যামলায়।
কহে, শ্যামা অতি ভাল বাসয়ে আমায়।
ললিতা বিশাখা আর বকুল মালায়।
স্বকরের, গাঁথা মালা ; আদরে পরায়॥
কৃষ্ণ বলে সকলে পাইল পুরস্কার।
আমি বুঝি যোগ্য নই তোমার কৃপার॥
হাসিয়া শ্রীরাধা বলে কি আছে রাধার।
প্রদানিতে তব উপযুক্ত উপহার॥
জগতের চূড়া তুমি জগ মনোহারী।
দীনা গুণহীনা আমি আভিরের নারী॥
ধন মাত্র দেহ, তাহা করেছি অর্পণ।
এখন দাসীর দিতে আছে কিবা ধন ?॥
শুনিয়া প্রিয়ার বাক্য, রস চূড়ামণি।
সুচারু চিবুকে ধরি বলিল অমনি॥
তুমিই আমার প্রাণ তুমি দেহ মন।
ভব জলধীর মম অমূল্য রতন॥

অকুল পাথারে তুমি আশ্রয় আমার ।
ক্ষণ না হেরিলে সব হেরি অন্ধকার ॥
পান হেতু তব মুখ-চন্দ্রের কৌমুদী ।
পিপাসিত মানস চকোর নিরবধি ॥
আসিয়াছি বহু বিঘ্ন অতিক্রম করি ।
তব সঙ্গ-সুখলাভে সাজিয়াছি নারী ॥
চির অনুগত জনে আদেশ এখন ।
আর কোন্ প্রিয় কার্য্য করিব সাধন ॥ ?
শ্রীরাধা বলিল নাথ ! যে তব অধীনা ।
তার কি থাকিতে পারে অপূর্ণ বাসনা ॥
এই নন্দিশ্বর পুরে তোমার আলয়ে ।
সুখের অবধি ভুঞ্জি তোমায় পাইয়ে ॥
তথাপি যে বাসনা জাগিছে মম হৃদে ।
সুধালে তো নিবেদন করি তব পদে ॥
সেই ব্রজ সেই সখি সেই তুমি আমি ।
কিন্তু মন স্পৃহে সেই বৃন্দাবন ভূমি ॥
শুনি প্রাণপ্রিয়া বাণী, বৃন্দাবন-ধন ।
চুমিয়া প্রিয়ার মুখ বলিল তখন ॥
বৃন্দাবন স্বরূপিণী তুমি বরাননে ! ।
তোমার এ বাঞ্ছা কেন না জাগিবে মনে ॥ ?
আমি তব বৃন্দাবনে নিত্য আছি বদ্ধ ।
বৃন্দাবন ত্যজিয়া না যাই এক পদ ॥

বৃন্দাবন একান্তে তোমার রঙ্গভূমি।
চল কান্তে যাইতে প্রস্তুত আছি আমি॥
শ্যামলা আমার বেশে রয়েছে শয়নে।
জননীর ভয় আর না আইসে মনে॥
বৃন্দাদেবী ললিতাদি শুনি সে বচন।
আনন্দ সাগরে কূল না পায় তখন॥
সাজাইল শ্রীরাধায় পরম যতনে।
সজ্জিতা হইল অভিসারে বৃন্দাবনে॥
কতক সঙ্গিনী কুঞ্জে রাখিল তথায়।
দৈবে আন আসে কেহ ছলিতে তাহায়॥
বিশাখা বলিল, কৃষ্ণে ; যেই বেশ ধরি।
আসিয়াছ, সেই বেশে চল বংশীধারী॥
শ্যামলার বেশে শ্যাম চলিল তখন।
কত রঙ্গে রাই সঙ্গে লয়ে সখীগণ॥
দাসীগণ সেবা দ্রব্য লইয়া যতনে।
পশ্চাতে পশ্চাতে যায় আনন্দিত মনে॥
কুঞ্জের বাহির যবে হইল সকলে।
লীলাস্থলী সঙ্কুচিতা হ'ল সেই কালে॥
পদ বিক্ষেপণ মাত্র ধরণী তখন।
সাদরে সবারে হৃদে করিয়া ধারণ॥
যান যন্ত্র সম সসঙ্গিনী শ্রীযুগলে।
উপনীত করি দিল শ্রীগোবিন্দ স্থলে॥

রাস বিলাসিনী সনে শ্রীরাস বিহারী।
কালিন্দির তটে ভ্রমে কত রঙ্গ করি॥
পূর্ব্বমত নৃত্য আদি করি রাসস্থলে।
করিলেন জলক্রীড়া কালিন্দীর জলে॥
বৃন্দার প্রদত্ত ফল করিয়া ভক্ষণ।
নিকুঞ্জ নিলয়ে দোহেঁ করিল শয়ন॥
সখিগণ কুঞ্জান্তরে যাইয়া শুনিল।
নিশান্তে জাগিয়া যুগলের কুঞ্জে গেল॥
বৃন্দা আসি আদেশিল বিহগ বৃন্দেরে।
জাগাইতে রাধকৃষ্ণে কলরব ক'রে॥
বৃন্দার আদেশে পাখীগণ একযোগে।
তুলিলে তুমুল ধ্বনি রাধাকৃষ্ণ জাগে॥
সখিগণ কালোচিত করিলে সেবন।
নিশান্তের বনাশাভা করে দরশন॥
বানরী আসিয়া ভয় দেখায় সকলে।
ভীত হয়ে নন্দিশ্বরে যায় সেই কালে॥
স্বীয় শয্যা গেহে কৃষ্ণ করিয়া গমন।
শ্যামলায় রাই কুঞ্জে করয়ে প্রেরণ॥
স সখি শ্রীরাধা তথা শ্যামায় পাইয়া।
সুখাদিতে ভাসে নানা কথা আলাপিয়া॥
অনন্তর রাধাকৃষ্ণ সহ সখিগণ।
নিজ নিজ কুঞ্জে হয় নিদ্রায় মগন॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশু গায় নন্দ মহোৎসব ভাষা॥

দশম লহরী

প্রথম উল্লাস

জয় গুরু গৌর চন্দ্র   প্রেম দাতা নিত্যানন্দ
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোঁসাই ।
জয় প্রভু গদাধর   জয় ভকত নিকর
জয় ভানুসুতা জয় নন্দের কানাই ॥
জয় রাধা সখিগণ   জয় ব্রজ পরিজন
সবে কৃপা বিতরণ কর অকিঞ্চনে ।
জন্মাষ্টমী তিথিগতে   নবমীর সুপ্রভাতে
যে হইল নন্দিশ্বরে স্ফুরে যেন মনে ॥
নাই মম শাস্ত্র জ্ঞান   ভক্তিরস-হীন প্রাণ
রাধাকৃষ্ণ লীলারসে নহি অধিকারী ।
নাই ভাব নাই ভাষা   কামিনী কাঞ্চনে আশা
সাধন বিহীন আমি অতি কদাচারী ॥
হেন অভাজন জনে   নিয়োজিলে লীলাগানে
জাগাইয়া অনিবার্য্য দুরাশা হৃদয়ে ।
হে দয়াল নাথগণ   কর আশা সংপুরণ
নিন্দুক আমায় তাহে পণ্ডিত নিকরে ॥
পোহাইল বিভাবরী   শয্যা ত্যজি নর নারী
ব্যস্ত হয়ে নন্দিশ্বরে উঠিল সকলে ।

উৎসব আনন্দে মত্ত সমাধিয়া প্রাতঃকৃত্য
যার যাহা কার্য্য তাহা করিবারে চলে ॥
বাদ্যকরগণ যত লয়ে নিজ বাদ্য-যন্ত্র
স্থানে স্থানে পূর্ব্ব মত বাদ্য আরম্ভিল।
পাচক পাচিকাগণ দাসদাসী অগণন
রাজপুরে যথা কার্য্যে নিযুক্ত হইল ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা ফল মূল সব্জী নানা
চারিদিক হ'তে আনে রাজার ভাণ্ডারে।
কে যে আনে কে কি রাখে কে তার সন্ধান রাখে
পরিপূর্ণ রাজাগার সামগ্রী সম্ভারে ॥
পূর্ব্বদিনে যেইরূপ উৎসব করিল ভূপ
তদপেক্ষা আজি হয় অত্যধিক সব।
সেই হেতু জনগণে নবমীর শুভদিনে
সহজ বচনে ঘোষে নন্দের উৎসব ॥
লীলাগাথা পুনরুক্তি বাড়ায় বটে আসক্তি
কোনরূপে ত্যজিতে বাসনা নাই হয়।
কিন্তু ভয় হয় মনে কণা কণা পরশনে
গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি হয় অতিশয় ॥
এ হেতু অনিচ্ছা সত্ত্বে পুনরুক্তি পরিত্যক্তে
নবমীর নব লীলা কণাস্পর্শ করি।
করিব এ গ্রন্থ ইতি নিত্য যাহা নিত্যে রীতি
ভাবিবে ভাবুক ভক্ত ত্রুটি ক্ষমা করি ॥

প্রত্যুষে রাণী ও রাজা ত্যজি নিদ্রা ছাড়ি শয্যা
তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য করি সমাপণ।
কর্ত্তব্য সাধন তরে অতি ব্যস্ত হয়ে ফিরে
প্রতি কার্য্যে নিয়োজিয়া উপযুক্ত জন ॥
হইয়া পরমানন্দ আইল যুবক-বৃন্দ
নন্দরাজ নিকটে করিল নিবেদন।
আজি পূর্ব্বাহ্ণে গোপালে চড়াইয়া চতুর্দ্দলে
করিব আমরা সবে নগর ভ্রমণ ॥
অনুমতি দিল নন্দ মাতিল যুবক বৃন্দ
সাজাইল চতুর্দ্দল লয়ে কারুকর।
আদেশিয়া মালাকারে শোভাযাত্রা করিবারে
রচাইল নানা ফুল ফল মনোহর ॥
রাধা কৃষ্ণ যথাকালে নিদ্রা ত্যজিয়া উঠিলে
কিঙ্কর কিঙ্করী করে কালোচিত সেবা।
পরম আনন্দ মনে; শ্রীরাধা শ্যামলা সনে
আলাপন করে শ্যাম সঙ্গে লীলা যেবা ॥
নন্দালয়ে নন্দরাণী রোহিণী-রাম জননী
রাম কৃষ্ণে সখা সঙ্গে বসায়ে আসনে।
নবনীত সর ছানা পক্কান্ন মিষ্টান্ন নানা
ভোজন করায় কত আদরে যতনে ॥
ওথা শ্যামলার সঙ্গে বিনোদিনী রসরঙ্গে
রজনী বিলাস বার্ত্তা করি আলাপন।

প্রাতঃক্রিয়া সমাপিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ পেয়ে
রন্ধণার্থে নন্দালয়ে করিল গমন ॥
কৃষ্ণ গিয়া গোষ্টালয়ে গাভীগণে দোহাইয়ে
লালন করিল যত্নে গোধন সকলে।
কিঙ্করেরা ভারে ভারে পয়স্ বহন করে
আনিয়া রাখিল ব্রজেশ্বরীর মহলে ॥
কৃষ্ণ আইলে ভবনে যুটিয়া যুবকগণে
সজ্জিত করিতে কৃষ্ণে ; বলে রাণী মায়ে।
ব্রজেশ্বরী ব্যস্ত হয়ে বস্ত্র অলঙ্কার ল'য়ে
প্রাণের গোপালে দেয় যতনে সাজায়ে ॥
নয়নের অভিরাম শ্রীকৃষ্ণের কেশদাম
দ্বিরদ রদ-নির্ম্মিত চিরুণী লইয়া।
কতই যতন ক'রে আঁচরিল ধীরে ধীরে
শিখীপুচ্ছ-যুত চূড়া দিল পরাইয়া ॥
অলক চুম্বিত ভালে সাজায় অলকাজালে
তিল-পুষ্প নাসায় তিলক প্রদানিল।
নিন্দিনীলমণি ভাতি কৃষ্ণ গণ্ডদ্বয় দ্যুতি
কস্তুরীর বিন্দু দিয়া মকরী আঁকিল ॥
শুভ্রবর্ণ পুষ্পহার দিল স্নেহ উপহার
কৃষ্ণের প্রসর বক্ষে শোভা পায় অতি।
সুখদ শরদে হায় নীলিম গগণ গায়
শোভে শ্রেণীবদ্ধ যেন বলাকার পাঁতি ॥

অনন্তর ব্রজরাণী মোহন মুরলী আনি
তনয়ের কর পদ্মে করিল অর্পণ।
সে বর মাধুরী হেরি না মোহে কোন্ সুন্দরী ?
সাধে কি কৃষ্ণের নাম মদনমোহন ? ॥
এইরূপে ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণ অঙ্গে বেশ করি।
চাঁদমুখে বহুবার চুম্বন করিল।
তারাকারা স্নেহবারি নয়নে পড়িল ঝরি
পীন পয়োধর যুগে পয়স্ ক্ষরিল ॥
জননীর পদধূলি নিল কৃষ্ণ শিরে তুলি
অন্য অন্য গুরুজনে করিল প্রণতি।
যুব-সঙ্গীগণ সঙ্গে যায় নবনট রঙ্গে
চরণে নুপুর বাজে গজ শিশু গতি ॥
ওখানে পুর সম্মুখে চতুর্দ্দলখানি রেখে
হয় কত নৃত্যগীত বাদ্য প্রহসন।
করে লয়ে ফুলছড়ি সেই চতুর্দ্দল বেড়ি
সু সাজে সজ্জিত দাঁড়ায়েছে দাসগণ ॥
ফল ফুলে সুশোভিত কৃত্রিম বাগিচা কত
বাহকেরা বহি আনে শিল্পশালা হ'তে।
উড়ায় পতাকা দল আসি পতাকী সকল
রক্ষীদল দাঁড়ায়েছে হেম দণ্ড হাতে ॥
চামর বীজনী হাতে দাস দাসী কৃষ্ণ সাথে
বাহিরিল পুর হ'তে সেবনের তরে।

বধূগণ মহানন্দে উঠে অট্টালিকা ছাদে
কঙ্কণ ক্বণিত করে কম্বু শোভা করে ॥
কৃষ্ণ চড়ে চতুর্দ্দলে অমনি নারী সকলে
এককালে করে শত শত শঙ্খধ্বনি।
বাজে বাদি এ সকল ঘোরতর কোলাহল
বাহক তুলিল স্কন্ধে চতুর্দ্দলখানি ॥
স সঙ্গিনী ভানুসুতা হইয়া আনন্দযুতা
রাজপুর গেহ ছাদে করি আরোহণ।
নিরখে সে শোভাযাত্রা ক্রমে বাড়ে লোকমাত্রা
ধীরে চতুর্দ্দল সঙ্গে চলে জনগণ ॥
মঙ্গলার্থে নারী যত বর্ষে পুষ্প অবিরত
অট্টালিকা ছাদ হ'তে কৃষ্ণের উপরে ॥
বিস্তর পড়িছে ভূমে তথাপিও ক্রমে ক্রমে
পুষ্পের তোড়ায় যায় চতুর্দ্দল ভ'রে ॥
বালক যুবক বৃদ্ধ অন্ধ খঞ্জ জন বৃন্দ
রাজপথে মহানন্দে নাচি নাচি যায়।
কৃষ্ণে লয়ে চতুর্দ্দলে গীত বাদ্য কুতূহলে
শোভাযাত্রা সঙ্গে সবে নগরে বেড়ায় ॥
স রাধা, রাধারমণ ; চিন্তা করি শ্রীচরণ
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা।
ত্রিতাপ দগধ চিতে শান্তি-বারিবিন্দু দিতে
দাস আশু গায় নন্দমহোৎসব ভাষা ॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

ব্রজবিধু লয়ে সবে নগর ভ্রমিয়া।
রাজপুর দ্বারে পুনঃ আইলে ফিরিয়া॥
তখন কৌতুক এক হয় পুর দ্বারে।
ব্রজবাসীগণ দধ্যুৎসব বলে তারে॥
সোণার অরুণ স্তম্ভ তাল বৃক্ষাকৃতি।
আছে রাজপুর দ্বারে মনোহর অতি॥
তার শিরোদেশে শত মুদ্রা রক্ষা করি।
বাঁধে টুঙ্গি চতুর্দ্দিকে সেই স্তম্ভ ঘেরি॥
স দধি হরিদ্রা-তৈল মিশায়ে বারিতে।
কলসে কলসে তাহা তুলে সে টুঙ্গিতে॥
টুঙ্গির উপরে উঠি রহে দাসগণ।
ঘোষক সে কালে আসি করে এ ঘোষণ॥
এই স্বর্ণ স্তম্ভ শিরে শত মুদ্রা আছে।
স হরিদ্রা-তৈল দধি টুঙ্গিতে রয়েছে॥
আরোহণ কালে উহা ঢালিবেক শিরে।
তাহাতে যে জন স্তম্ভে আরোহণ ক'রে॥
গ্রহণ করিবে মুদ্রা হইবে তাহার।
সর্ব্ব সাধারণে শুন আদেশ রাজার॥
ঘোষকের ঘোষণা শুনিয়া জনগণ।
উৎসাহে করিতে যায় স্তম্ভে আরোহণ॥

একে স্বভাবতঃ স্তম্ভ অতীব পিচ্ছিল।
তাহে ঢালে দধি তৈল সংযুক্ত সলিল॥
আরোহির অঙ্গ সিক্ত হয় সে সকলে।
অল্প দূর উঠি নিম্নে পড়য়ে পিচ্ছলে॥
হাসে সর্ব্বজন তথা হেরি সেই রঙ্গ।
তথাপি যুবক দল নাহি দেয় ভঙ্গ।
পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করি করে আরোহণ।
যার ভাগ্যে লভ্য থাকে সে করে গ্রহণ॥
অনন্তর স্নানাদি সমাপি সর্ব্বজনে।
ভোজন করয়ে নন্দরাজের ভবনে॥
সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ করিলে ভোজন।
নন্দরাজ বলে এই সস্নেহ বচন॥
যাও, বৎস! ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া।
গোচারণ ভূমে; গাভী, পাঠাবে বাছিয়া॥
তব কল্যাণার্থে আজিকার শুভ দিনে।
দুগ্ধবতী গাভী দান করিব ব্রাহ্মণে॥
সেই উপলক্ষে কৃষ্ণ সখা সঙ্গে লয়ে।
গোচারণ ভূমি, গিরি গোবর্দ্ধনে গিয়ে॥
দানার্থে নির্দ্দেশ করি দিয়া গাভীগণ।
দাসে আদেশয়ে পুরে করিতে প্রেরণ॥
পরে মধুমঙ্গল ও সুবলে লইয়া।
রাধাকুণ্ড কূলে যায় ছলনা করিয়া॥

রাধিকাও নন্দালয়ে করিয়া ভোজন।
শিবিকারোহণে যায় পূজিতে তপন ॥
সূর্য্যের মন্দিরে রাখি অন্য অন্য জনে।
কুণ্ডকুলে যায় ছলে লয়ে সখিগণে ॥
তথায় কৃষ্ণের সঙ্গে মিলি যথাকালে।
পূর্ব্বমত নব নব কত খেলা খেলে ॥
বার দণ্ড মধ্যাহ্নের লীলা সাঙ্গ করি।
অপরাহ্নে নন্দিশ্বরে সবে এলো ফিরি ॥
দাসগণ গাভী বহু আনি দিল পুরে।
ব্রাহ্মণাদি প্রার্থীগণে রাজা দান করে ॥
অভ্যাগত দীন হীন নরনারীগণে।
তুষে নন্দরাজ অন্ন বস্ত্র অর্থ-দানে ॥
আজি দানে কল্পতরু নন্দিশ্বর ভূপ।
দানের সম্বন্ধে রাণী তাঁরি অনুরূপ ॥
কেহ অসন্তুষ্ট নাই নন্দের উৎসবে।
সর্ব্বমতে রাজা রাণী তুষ্ট করে সবে ॥
দান লয়ে, রাজপুত্রে আশীর্ব্বাদ করি।
বহু রবাহুত জন—গেল গেহে ফিরি ॥
অপরাহ্নে, পাচক মোদক পূর্ব্ব মত।
পক্বান্ন মিষ্টান্ন ব্যঞ্জনাদি করে কত ॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণের তরে পক্বান্ন করিলে।
সখিগণ স্নান করাইল যথাকালে ॥

সান্ধ্য-স্নান ভোজনাদি করি সমাপণ।
কৃষ্ণ গিয়া গোষ্ঠে গাভী করিল দোহন॥
গোষ্ঠ হ'তে আসিয়া শ্রীরাধার বিরহে।
আকুল হইয়া গেল কুন্দলতা গেহে॥
কুন্দেরে বলিল, বধূ! এই অনুগতে।
লইয়া যাইতে হবে রাধার কুঞ্জেতে॥
রাধার বিহনে আর বাঁচে না জীবন।
তুমিই ভরসা মাত্র আমার এখন॥
কুন্দ বলে সায়ংকালে যাইবে কেমনে।
দেখিলে তোমায়, অন্যে কি ভাবিবে মনে॥
একান্ত বাসনা যদি করেছ যাইতে।
রমণীর বেশে তবে হইবে সাজিতে॥
লও আসি, দিব আমি বসন ভূষণ।
সাজাইব, বধূবেশে করিয়া যতন॥
থাক তুমি এইখানে বধূবেশ ধরি।
রাণী মা'র কাছ হ'তে আসি আমি ফিরি॥
সান্ধ্য ভোজনের দ্রব্য শ্রীরাধার তরে।
দিবে রাণী মাতা পূর্ব্বে বলেছে আমারে॥
অগ্রে তাঁর নিকট হইতে দ্রব্য আনি।
মম সঙ্গে দ্রব্য লয়ে হইবে সঙ্গিনী॥
কুন্দের বচনে কৃষ্ণ অতি উলসিত।
রমণীর বেশে তথা হইল সজ্জিত॥

কুন্দলতা রাজপুরে করিয়া গমন।
রাণীর নিকটে ভোজ্য লইল তখন ॥
ধনিষ্ঠায় সঙ্গে লয়ে আইল ভবনে।
দ্রব্য লয়ে রাধা-কুঞ্জে যায় তিনজনে ॥
পথে যেতে ধনিষ্ঠা কুন্দেরে কহে বাণী।
কহ সখি! কে, এ বধূ; মোদের সঙ্গিনী? ॥
কুন্দ বলে আমার আত্মীয়া কোন হয়।
চল শ্রীরাধার কুঞ্জে পাবে পরিচয় ॥
গুপ্ত পথে গমন করিল তিনজন।
যথায় শ্রীরাধা আছে বিরহ মগন ॥
কুন্দে নিরখিয়া কুন্দ-দশনা শ্রীরাধা।
বিরহ জলধী মগ্নে পেয়ে কিছু বাধা ॥
কহিল এখানে সুখে আইলে স্বজনী?।
কুশলে তো আছে তব শ্যাম গুণমণি? ॥
কুন্দ বলে চারুশীলে এ জন সংঘট্টে।
রমণীর গমনে কি সুখ কভু ঘটে?
প্রদানিল ব্রজেশ্বরী তব তরে খাদ্য।
অনুরোধ এড়াইতে নারিলাম সদ্য ॥
সশঙ্কিত চিত্তে গুপ্ত পথে সাবধানে।
সঙ্গিনী লইয়া আইলাম তব স্থানে ॥
ব্রজ গুণাকর সঙ্গে হয় নাই দেখা।
কৌতুক দেখিছে বুঝি সঙ্গে লয়ে সখা ॥

শ্রীরাধা বলেন এই নবীনা রমণী।
কোথায় বসতি করে কাহার ঘরণী॥
কুন্দ বলে আমার আত্মীয়া অতিশয়।
উৎসব দেখিতে আসিয়াছে মমালয়॥
পরস্পর শুনিয়া তোমার গুণগণ।
আগ্রহ নিতান্ত করিবারে দরশন॥
কোমলাঙ্গী করদ্বয় অতি সুকোমল।
সেবিতে বাসনা তব চরণ কমল॥
সেবাকাঙ্ক্ষী জনের পুরাও মন সাধে।
তব প্রতি আমার এ অনুরোধ রাধে॥
শ্রীরাধা বলিল সখি অজাচিত জনে।
দাসী কার্য্যে নিয়োজিত করিব কেমনে॥
অগ্রে আমি লইব বিশেষ পরিচয়।
জানিব আমার সঙ্গে কি সম্বন্ধ হয়॥
কুন্দবলে না জেনে কি অনুরোধ করি।
বৃথায় সন্দেহ কেন কর হেম গোরী॥
বিলম্বতে রাণী মাতা অসন্তুষ্টা হবে।
মোরে ছাড়ি নব বালা কেন বা থাকিবে॥
আমাদের নিকটেতে লজ্জা যদি হয়।
স্থানান্তরে যাই আমি লয়ে সখিচয়॥
এত বলি সখিগণে ইঙ্গিত করিয়া।
কুঞ্জান্তরে লয়ে গেল যুগলে রাখিয়া॥

নব নারীরূপা কৃষ্ণে কহে রসবতী।
বল মৃগদৃশী তব কোথায় বসতি ॥
রমণীর কণ্ঠস্বরে কহে রসময় ।
আশা পূর্ণ কর পরে দিব পরিচয় ॥
একান্ত প্রতিজ্ঞা তার দেখিয়া শ্রীমতী।
সেবিতে চরণ, তবে দিল অনুমতি ॥
শুতিল পালঙ্কে রমণীর শিরোমণি।
বসিল রসিক লয়ে রাঙ্গা পা দুখানি ॥
উরুদ্বয়ে করদ্বয় করিলে অর্পণ।
অতনু দোহাঁর তনু কৈল আক্রমণ।
পঞ্চ শরে জর জর করিল দুজনে।
বিভূষিত পরস্পর ভাবভূষাগণে ॥
মহাভাব স্বরূপিনী ভাবিল তখন।
এ নহে রমণী কভু বুঝিনু এখন ॥
রমণী হইলে কেন পরশনে কর।
অতনু আমার তনু করে জর জর ॥
শয়ন হইতে উঠি বসিল তখন।
রমণী চিবুকে কর করিল অর্পণ ॥
দেখিল, রমণী নয় ; জীবনের ধন।
বলে ; পরিচয়, বেশ ; পেলাম এখন ॥
এস তব কার্য্যের প্রদানি পুরস্কার।
মনোমত সেবা করা হয়েছে আমার ॥

পরস্পর আলিঙ্গন করিল যখন।
অন্তরালে কুন্দলতা কহিছে তখন॥
ওকি কর রসবতী, নব নারী সনে।
বিদেশী রমণী, বল কি ভাবিবে মনে॥
শ্রীরাধা কম্পিতকণ্ঠে কহে কুন্দ প্রতি।
সেবিকার সেবায় পাইনু বড় প্রীতি॥
সখি সব সেই রঙ্গ বুঝিয়া তখন।
আনন্দ সাগরে ডুবি হারায় আপন॥
ওথায় নিকুঞ্জ মাঝে কিশোর কিশোরী।
সর্ব্বরূপে মনের বাসনা পূর্ণ করি।
পরস্পর কেশ বেশ বিন্যাস করিয়া।
মুখো মুখী হয়ে আছে মোহিত হইয়া॥
সেই কালে সখিগণ যাইয়া তথায়।
তুষিল যুগলে রস কথায়, সেবায়॥
কুন্দলতা বলে রাধে! সেবিকা কেমন?।
তুষ্ট তো হইলে ওর সেবায় এখন?॥
আমি তোমাদের নব মিলনে মধ্যস্থা।
করহ আমার পুরস্কারের ব্যবস্থা॥
ললিতা হাসিয়া বলে শুন নবনারী।
কুন্দে এই কুঞ্জে সেবা কর ভাল করি॥
পরীক্ষা তোমার সেবা করিয়াছে গেহে।
তথাপি আবার দেখ পুরস্কার চাহে॥

কুন্দবলে পরসেবা মম পুরস্কার।
ওগো নব নারী! সেবা কর ললিতার॥
এইরূপ সখি সঙ্গে কত রঙ্গ করি।
কুন্দ বলে চল গেহে যাই নব নারী॥
এখন বিলম্ব আর না হয় উচিত।
আছয়ে বচন সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিত॥
ব্রজেশ্বরী খজনি করিবে অন্বেষণ।
না পাইলে হবে অতি অনর্থ ঘটন॥
এখন হইতে এই উপদেশ বলি।
যে কৌশলে রজনীতে বিলসিলে কালি॥
আজি নিশীযোগে তাই করিতে হইবে।
সখি দিয়া সে সংবাদ শ্যামায় জানাবে॥
ইহা বলি ধনিষ্ঠা ও—ছদ্ম নারী লয়ে।
কুন্দলতা বিদায় লইয়া গেল গেহে॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশু গায় নন্দ মহোৎসব ভাষা॥

তৃতীয় উল্লাস।

কুন্দলতা লয়ে কৃষ্ণ করিয়া গমন।
ত্যজিলেন রমণীর বসন ভূষণ॥
সিঁথার সিন্দুর কুন্দ মুছাইয়া দিল।
ধনিষ্ঠা, শ্রীচরণের অলক্ত ধুইল॥

পরিধান করি স্বীয় বসন ভূষণ।
সুবলাদি সখা সঙ্গে মিলিল তখন ॥
চতুর যখন ব্যস্ত কৌতুক দর্শনে।
ব্রজেশ্বরী, দাসে পাঠাইল অন্বেষণে ॥
দাস সঙ্গে কৃষ্ণ গেহে করিলে গমন।
ব্রজরাজ্ঞী বলে এই সস্নেহ বচন ॥
আজি বাছা বহুবিধ কার্য্যের জঞ্জালে।
নির্ম্মঞ্ছন তোর না হইল যথাকালে ॥
রোহিণীরে বলে, দিদি! ব্যস্ত আছি আমি।
আজি কৃষ্ণে নির্ম্মঞ্ছন কর গিয়ে তুমি ॥
চলিল রোহিণী দেবী কৃষ্ণে সঙ্গে লয়ে।
পুরের অঙ্গনে নির্ম্মঞ্ছন করে গিয়ে ॥
সেই কালে বহুলোক কৃষ্ণ দরশনে।
উপনীত হ'ল সেই পুরের প্রাঙ্গনে ॥
নাচিল গাইল বহু; কৃষ্ণ-প্রেম বশে।
নিরখি সে ভাব, কে না মজে সেই রসে ॥
নন্দ মহারাজ আর রাণী যশোমতী।
জনগণ তোষণার্থে সদা ব্যস্ত অতি ॥
পূর্ব্বমত সর্ব্বজনে করায় ভোজন।
ভোজনে অতৃপ্ত না রহিল কারো মন ॥
কেহ বা ভোজন অন্তে স্বীয় গেহে গেল!
কতক, সভায় গিয়া নৃত্যাদি দেখিল ॥

গত নিশী যোগে যথা ভোজন ব্যাপার।
অঙ্গ হানি আজি কিছু না হইল তার॥
নন্দরাজ ভানুরাজ ভোজন করিয়া।
পূর্ব্বমত বসিল সভায় বার * দিয়া॥
রাধা কৃষ্ণ যথা পূর্ব্ব করিয়া ভোজন।
পরস্পর বিরহ ব্যাকুল দুই জন॥
সখি গিয়া শ্যামলায় বার্ত্তা জানাইল।
অবিলম্বে শ্যামলা কুন্দের গেহে এলো॥
কৃষ্ণ নিজ পরিচ্ছদ দিল শ্যামলায়।
কিছু কাল কাটাইল যাইয়া সভায়॥
সভাস্থল হ'তে কৃষ্ণ আসি যথাকালে।
পূর্ব্ব রজনীয় ন্যায় অপূর্ব্ব কৌশলে॥
শ্যামলায় নিজবেশে রাখিয়া শয্যায়।
ধরিয়া শ্যামার বেশ রাধা কুঞ্জে যায়॥
পূর্ব্ব মত বৃন্দাবনে রাসাদি করিয়া।
নিশী অন্তে নন্দিশ্বরে আইল ফিরিয়া॥
নিজ শয্যা গেহে কৃষ্ণ করিয়া গমন।
শ্যামলায় কহে এই মধুর বচন॥
প্রাণপণে পুরাইলে শ্রীরাধার আশা।
ধন্য ধন্য শ্যামে তব রাই ভালবাসা॥

* বার দিয়া অর্থাৎ মজলীস করিয়া।

আমার বেশেতে এই রয়েছ শয্যায় ।
আমারি ঘটিছে ভ্রম হেরিয়া তোমায় ॥
আমি চির তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি ।
এস দুই কৃষ্ণ এবে একে যাই মিশি ॥
এত বলি রসময় হাসি অল্পে অল্পে ।
শ্যামলায় ধরি শুতিলেন নিজ তল্পে ॥
শ্যামা বলে নাথ ! আমি চরণের দাসী ।
রাধা সঙ্গে তোমার মিলন ভালবাসি ॥
শ্যামা সঙ্গে, করি তথা বিবিধ বিলাস ।
রাধা কুঞ্জে শ্যামায় পাঠালো পীতবাস ॥
নিশান্তে সকলে হলো নিদ্রা অভিভূত ।
এইরূপে নবমীর নিশী হয় গত ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা ।
দাস আশু গায় নন্দ মহোৎসব ভাষা ॥

একাদশ লহরী।

প্রথম উল্লাস।

জয় গুরু গৌর চন্দ্র জয় প্রভু নিত্যানন্দ
জয় জয় অদ্বৈত গোসাঁই।
অভাজনে কর দয়া দাও সবে পদ ছায়া
রাধা কৃষ্ণ লীলা যশ গাই॥
জয় গৌর ভক্তগণ করি কৃপা বিতরণ
আশীর্ব্বাদ কর অকিঞ্চনে।
থাকি যে কদিন ভবে ভক্তি যেন তোমা সবে
দিন গত হয় লীলা গানে॥
নামে যেন থাকে রুচী পাপিনী মায়া পিশাচী
প্রলোভনে নারে মজাইতে।
ভব ত্যজিবার কালে গৌরাঙ্গ পদ কমলে
যন্ত্রণায় না পারে ভুলাতে॥

ভাদ্র কৃষ্ণাদশী।—দিনের কথা।

প্রভাত হইল নিশী অকাশে লুকায় শশী
পাখী সব করে কলরব।
ফুটিল বিবিধ ফুল মধু লোভে অলিকুল
যুটিয়া করিছে কত স্তব॥

বৃষভানু মহারাজ স্ব পুরে যাইবে আজ
ত্যজি শয্যা উঠিল ত্বরায়।
নিজ দাসে জাগাইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া
নন্দরাজে ভেটিবারে যায়॥
নিদ্রা যায় নন্দরাজ তখনো স্ব পুরে আজ
প্রহরী হেরিয়া ভানুরাজে।
বসিতে আসন দিয়া দাসগণে জাগাইয়া
রাজায় জাগায় কাজে কাজে॥
শয্যা ত্যজি রাজা নন্দ হইয়া পরমানন্দ
ভানুরাজ নিকটে আইল।
নানা হাস্য পরিহাসে ভানুপুর রাজে তোষে
মুখোমুখী দুজনে বসিল॥
ভানুরাজ বলে তাঁরে প্রাতেই যাব স্বপুরে
পুর শূন্য হয়ে আছে ভাই।
দয়া ক'রে অনুমতি দাও আমারে সম্প্রতি
কাতরে বিদায়-ভিক্ষা চাই॥
আর এক অনুরোধ না ভাবিবে প্রতিশোধ
আগামী অষ্টমী তিথি যবে।
জান তুমি পূর্ব্ব হ'তে রাধার জনম তাতে
মহোৎসব করিতে হইবে॥
সেইকালে মমালয়ে যাইবে রাণীরে লয়ে
তুমি মম পরম সুহৃদ্।

কার্য্যে ভরসা তোমার অধিক কি কব আর
তোমা দোহেঁ সর্ব্ব কার্য্য-বিদ্ ॥
প্রিয়তম কৃষ্ণ ধনে অন্যান্য বান্ধবগণে
সঙ্গে লয়ে করিবে গমন।
জানাই এখন মাত্র যথাকালে দিব পত্র
পুনঃ পাঠাইব নিমন্ত্রণ ॥
কহে নন্দিশ্বর পতি ধন্য হইয়াছি অতি
তোমাদের শুভ আগমনে।
বহুদিন পরে সখা ভাগ্যে পাইয়াছি দেখা
মন আশা পুরে কি দুদিনে ?
আবার ভাবনা মনে আসিয়াছ সর্ব্বজনে
রাজপুরী জনশূন্য প্রায়।
আজি নয় যাবে কালি কেমনে এ কথা বলি
উৎসব আগত প্রায় তায় ॥
তবে অনুরোধ করি পূর্ব্বাহ্নে ভোজন সারি
নিজপুরে করিবে গমন।
আগামী সে নিমন্ত্রণে যাইব তব ভবনে
দারা পুত্র লয়ে বন্ধুগণ ॥
ইহা বলি ভানুরাজে সঙ্গে লয়ে পুর মাঝে
নন্দরাজ করিল গমন।
তথা ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া বিদায় যাচে
ভানুরাণী কীর্ত্তিদা তখন ॥

যশোমতী অত্যাদরে কীর্ত্তিদার করে ধ'রে
বসাইল রত্ন সিংহাসনে।
কহিল, প্রাণের সখি! কত যে হয়েছি সুখী
মম পুরে তব আগমনে— ॥
জানেন অন্তরযামী প্রকাশি কি কব আমি
প্রকাশিতে নাই, পাই ভাষা।
পেয়ে বহুদিন পরে দুদিনে কেমন ক'রে
মিটিবেক মিলন পিপাসা ॥
বাল্যকালে দুইজনে মাতা মুখরার স্থানে
একত্রে করিয়া স্তন্য পান।
কত খেলা খেলিয়াছি একত্রেতে বুলিয়াছি
সঙ্গ ভঙ্গে বাহিরিত প্রাণ ॥
বিধির নির্ব্বান্ধ পরে আইনু শশুর ঘরে
পরস্পর হয়ে ছাড়াছাড়ি।
তোমায় না হেরি চক্ষে রহিতাম মন দুঃখে
এ সংসারে এত সখে পড়ি ॥
কহিল কীর্ত্তিদা রাণী সত্যই প্রাণ স্বজনী!
আমারো হইত অয়ি দশা।
এখনো দিন ভিতরে তোমার নাম না ক'রে
মিটে নাই প্রাণের পিপাসা ॥
তোমার সঙ্গ ত্যজিতে মন না চাহে কিছুতে
তথাপি যে চাহিছি বিদায়।

কেহ নাই রাজপুরে এসেছি সপরিকরে
পুনঃ এক নিবেদি তোমায় ॥
আগামী শুক্লা-অষ্টমী, অবগত আছ তুমি
আমার রাধার জন্ম তিথি।
তাহাতে উৎসব হয় তব অবিদিত নয়
আয়োজনে প্রয়োজন অতি ॥
সেই কালে তোমা সবে যাইতে হবে উৎসবে
অনুরোধ বিশেষ আমার।
উপযুক্ত তব স্বামী অতি বুদ্ধিমতী তুমি
লইতে হইবে কার্য্যভার ॥
এইরূপ বহু কথা হয় রাণীদ্বয়ে তথা
হেনকালে এলো রাজাদ্বয়।
হাসি হাসি বলে নন্দ পাইয়া পরমানন্দ
আজি সুপ্রভাত অতিশয় ॥
জাগাইল বন্ধু আসি এখানে বন্ধু-প্রেয়সী
যিনি, প্রিয়া প্রিয় প্রাণ-সখী।
মিলেছে প্রিয়ার সনে এ অপূর্ব্ব সংমিলনে
সুখ সিন্ধু কুল নাই দেখি।
সসংভ্রমে রাণীদ্বয় নিরখিয়া রাজাদ্বয়
দাঁড়াইল সিংহাসন ত্যজি।
বলে তবে নন্দরাণী মোরাও সৌভাগ্য মানি
তোমা দোহেঁ প্রাতে হেরি আজি ॥

এত বলি সিংহাসনে প্রাণের কীর্ত্তিদা সনে
বসাইল ভানুপুর রাজে।
নিজ সিংহাসনে নাথে বসাইল ধরি হাতে
সখ্য ভাব দূর কৈল লাজে॥
হাস্য পরিহাসে তথা পরস্পর নানা কথা
রাণীদ্বয় রাজাদ্বয়ে হয়।
যেন শান্তি তুষ্টি-সনে শমক্ষেম একাসনে
এ মিলন অপূর্ব্ব নিশ্চয়॥
পরে নন্দ মহামতি বলে ব্রজেশ্বরী প্রতি
যাও প্রিয়ে রন্ধন শালায়।
করাও রন্ধন ত্বরা কুটুম্বাদি আছে যাঁরা
ভোজনান্তে হইবে বিদায়॥
যার যাহা উপযুক্ত পাথেয় ভূষণ বস্ত্র
প্রদানিতে হইবে বিদায়ে।
এখন হইতে তাহা ভাণ্ডারে রাখহ গিয়া
নামে নামে চিহ্নিত করিয়ে॥
আমি চলিনু বাহিরে গিয়া বাহির ভাণ্ডারে
গেহাগত অন্য বন্ধুজনে।
করিয়া আসি সম্মান বস্ত্রাদি করি প্রদান
তুষ্ট করি দাস দাসীগণে॥
নন্দের আদেশ শুনি চলিল নন্দের রাণী
সঙ্গে লয়ে রাণী কীর্ত্তিদায়।

নন্দরাজ ভানুরাজে গেল অন্তঃপুর ত্যজে
অন্য অন্য কার্য্য সমাধায় ॥
শ্রীগৌর পদ-কমল কেবল মাত্র সম্বল
মহাভব-রূপিনী, ভরসা ॥
ভাব, ভাষা হীনজন অতি মূঢ় অকিঞ্চন
আশু গায় নন্দোৎসব ভাষা ॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

যথারীতি রাধাকৃষ্ণ জাগি যথাকালে।
প্রাতে নিজ নিজ শয্যা ত্যজিয়া উঠিলে ॥
দাস দাসী কালোচিত করিল সেবন।
করাইল পূর্ব্ব মত মুখ প্রক্ষালন ॥
জননীর যত্নে কৃষ্ণ নবনীত খেয়ে।
গাভী দোহনের হেতু গেল গোষ্ঠালয়ে ॥
শ্যামলার সঙ্গে রাধা পরম কৌতুকে।
পরস্পর—রসোদ্গার আলাপিল সুখে ॥
শ্যামা গেল বাসালয়ে সঙ্গিনীর সঙ্গে।
একা সখী, শ্রীরাধায় আসি কহে রঙ্গে ॥
হে রাজ নন্দিনী! শ্যাম মানস মোহন।
পাবনের কুলে গাভী করিছে দোহন ॥

যে অপূর্ব্ব শোভা তাহে হেরিনু নয়নে।
গীতে নিবেদন করি তব শ্রীচরণে॥

গীত—একতালা।

শুন গো রাজ নন্দিনী শ্যাম সোহাগিনী।
তব শ্যাম গুণমণি নিরত গাভী দোহনে॥
ধলাচল—ধবলী কোলে যেন নীলমণি জ্বলে।
চল পবনে চুড়াটি হেলে খেলে বিজুরী বসনে॥
হেম ভাণ্ড, জানু-যুগে, চকিত আঁখি অনুরাগে।
নাচে, শ্রীকর, স্তন আগে; উনত, নত, তালে মানে॥
দুগ্ধ-বিন্দু লেগে গায়; মরি মরি কি শোভা পায়।
যেন নীল নভে হায় রাজিছে তারা অগণনে॥
বিশেষ করেছি লক্ষ্য নাই তথা বিপক্ষ পক্ষ্য।
রয়েছে; সখা-স্বপক্ষ সুদক্ষ যারা মিলনে॥
চল, পাবনে, স্নান ছলে যাব সব সঙ্গিনী মিলে।
আশু কলসী লয়ে চলে হেরিতে মন মোহনে॥

পয়ার।

সখি বাক্যে শ্রীরাধিকা লইয়া সঙ্গিনী।
পাবন সরসী-স্নানে চলিল তখনি॥
হেরিল প্রাণেশে গাভী করিতে দোহন।
কে বুঝিবে? কি হ'ল; করি দরশন॥

* পাবনে অর্থাৎ পাবন সরোবরে।

তৃষাতুরা-চাতকিনী ; নবঘন হেরি।
আনন্দ আকুল প্রাণে যাচে যথা বারি॥
তথা, শ্যাম-দৃষ্টি-বারি ; করি আকর্ষণ।
পাবনের ঘাটে রাধা দাঁড়া'ল তখন॥
ওথা রাধাগত-প্রাণ রাধিকা-রমণ।
বহুক্ষণ না হেরিয়া শ্রীরাধা-বদন॥
দোহে গাভী বটে, কিন্তু মন উচাটিত।
স্বভাবে চঞ্চল আঁখি চাহে ইতস্তত॥
সরসীর দিকে আঁখি ফিরা'ল যেমনি।
হেরিল ; দাঁড়ায়ে আছে মানস মোহিনী॥
অমনি নিখিল-অঙ্গ অবশ হইল।
জানু হ'তে দুগ্ধ ভাণ্ড খসিয়া পড়িল॥
প্রাণের সুবল ; কৃষ্ণে, তদবস্থ হেরি।
অবিলম্বে নত মুখী ভাণ্ড নিল ধরি॥
লৌহকে চুম্বক যথা করে আকর্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ পরস্পর হইল তেমন॥
কে চুম্বক, কে যে, লৌহ বুঝে উঠা দায়।
সম আকর্ষণ গুণ দোহাঁর হিয়ায়॥
দিবালোক লজ্জা ভয় থাকি মাঝখানে।
আকর্ষণে দিয়া বাধা বারিল মিলনে॥
সরসী সোপানে রাই বসিল তখন।
দাসী করি দিল অঙ্গে তৈলাদি মর্দ্দন॥

বঁধুর মধুর কথা সঙ্গিনীর সঙ্গে।
অবগুণ্ঠনিতা-ধনি আলাপয়ে রঙ্গে॥
নিরখে নয়ন কোণে ; প্রাণেশ মাধুরী।
সে দিঠির সে হাসির যাই বলি হারি॥
ওথা কৃষ্ণ দৃষ্টি রাখি শ্রীরাধার পানে।
গাভী দোহনাদি করাইছে আন মনে॥
সখিগণ শ্রীরাধায় স্নান করাইল।
আবরণ দিয়া কেশ অঙ্গ মুছাইল॥
স্নান করি সচতুরা যাইবার কালে।
শ্যাম দরশন, অনুরাগে ; ছলে বলে॥
কণ্ঠের মুকুতা মালা ছিঁড়িয়া ফেলিল।
সুত্র ত্যজি বহু মুক্তা ভূমেতে পড়িল॥
মুক্তা কুড়াইতে রত হল সখিগণ।
শ্যাম দরশনাকাঙ্ক্ষী শ্রীরাধা তখন॥
দাঁড়াইল সখি কাছে পাবনের পাড়ে।
বঁধু মুখ-চন্দ্র হেরে, নয়নের আড়ে॥
ক্ষণকাল এইরূপে করিয়া যাপন।
আনন্দ উদ্যান কুঞ্জে করিল গমন॥
সখিগণ বেশ করি দিল পূর্ব্বমত।
ভক্ষণ করিল পরে কৃষ্ণাধরামৃত॥
সঙ্গিনীর সঙ্গে ধনি! কহে কৃষ্ণ কথা।
নন্দালয় হইতে আইল কুন্দলতা॥

কুন্দে হেরি শ্রীরাধিকা হরষ অন্তরে।
ধরিয়া বসায় নিজ পালঙ্ক উপরে ॥
রঙ্গরঙ্গে নানা কথা হইল উভয়ে।
অনন্তর কুন্দলতা শ্রীরাধায় কহে ॥
তব পিতা মাতা ব্যস্ত যাইতে আলয়ে।
বিদায় দিবেন রাজা ভোজন করা'য়ে ॥
তোমায় লইতে পাঠাইল ব্রজেশ্বরী।
রাজ-অন্তঃপুরে সখি! চল শীঘ্র করি ॥
কুন্দের সে বাক্য শুনি শ্রীরাধা তখন।
সখি সঙ্গে নন্দালয়ে করিল গমন ॥
আনন্দিতা নন্দরাণী নিরখি তাহায়।
নমিল, বিনম্র মুখী! ব্রজেশ্বরী পায় ॥
ক্রোড়ে লয়ে; শিরোবাস সরাইয়া অতি।
চুমিল রাধার মুখ; রাণী যশোমতী ॥
কহে খেদে শ্রীরাধার হেরিয়া বদনে।
স্নেহ-বারি ঝর ঝর ঝরিল নয়নে ॥
বড় আশা ছিল মাগো! মম বধূ ক'রে।
রাখিব তোমায় সদা নয়ন গোচরে ॥
বিধি প্রতিকুলে তাহা হ'ল না পুরণ।
সদত হেরিতে বাঞ্ছা তব চন্দ্রানন ॥
মম পুরে আনিয়া দিলাম বহু দুঃখ।
মনে কিছু না করিহ কি কব অধিক ॥

রতন-স্বরূপা-তুমি রমণীর কুলে।
তব সম রূপে গুণে কে আছে ভূতলে ॥
দুর্ব্বাসার আছে বর তোমার উপরে।
রন্ধনে যে দ্রব্য তুমি পরশিবে করে ॥
হইবে সে পাক দ্রব্য অমৃত সমান।
যে তাহা ভুঞ্জিবে হইবেক আয়ুষ্মান ॥
সেই স্বার্থে দুঃখ দিয়া আনি তোমা পুরে
বিশেষে তোমার মুখ হেরিবার তরে ॥
পুত্রের সমান আমি ভাবি মা তোমায়।
দিনেক না হেরি যদি প্রাণ বাহিরায় ॥
আমায় ছাড়িয়া এবে যাবে পিত্রালয়ে।
কেমন করিছে প্রাণ তোমার লাগিয়ে ॥
ভুলো না এ মায়ে অনুরোধ এই রাধে !
পুনঃ বলি কথা এক স্বার্থ অনুরোধে ॥
একবার পাকশালে করিয়া গমন।
কোন এক দ্রব্য তুমি করহ রন্ধন ॥
রাণীর বাক্যে রাই অতীব লজ্জিতা।
নত মুখী হয়ে রহে না কহিয়া কথা ॥
ক্রোড় হ'তে নামি প্রণমিয়া রাণী-পায়।
সঙ্গিনীর সঙ্গে গেল রন্ধন শালায় ॥
বিবিধ সামগ্রী পাক কৈল তথা গিয়ে।
আনন্দিতা নন্দরাণী তাহা নিরখিয়ে ॥

কৃষ্ণ গোষ্ঠালয় হ'তে আইল ভবন ।
যথা পূর্ব্ব সেবন করিল দাসগণ ॥
শ্রীরাধা হেরিয়া তাঁরে নয়নের কোণে ।
রন্ধনশালায় বিভূষিতা ভাবগণে ॥
রাণীর বচনে রাধা ভোজ্য সাজাইল ।
রোহিণীর পীবরি পরিবেশন করিল ॥
সখাগণ লয়ে কৃষ্ণ করিল ভোজন ।
বাতায়নে করে রাই—ভোজন দর্শন ॥
পরে শ্রীরাধাদি যত কৃষ্ণ কান্তাগণে ।
ভোজন করায় রাণী পরম যতনে ॥
ছিল যত কুটুম্ব ও কুটুম্বিনীগণ ।
সবে পরিতৃপ্ত হল করিয়া ভোজন ॥
নন্দরাজ ভানুরাজ ভোজনেতে বসে ।
করিল ভোজন দোঁহে আনন্দ আবেশে ॥
কত্তিদা যশোদারাণী থাকিয়া সেখানে ।
তুষিল উভয়ে কত কথা আলাপনে ॥
অনন্তর ব্রজেশ্বরী ভানু-রাণী সনে ।
আনন্দে ভোজন কৈল লয়ে যাতৃগণে ॥
দাস দাসী ভোজন করিল তদন্তর ।
মাঁজিল ভোজন-পাত্র ; প্রক্ষালিল ঘর ॥
আচমন অন্তে করি তাম্বুল ভক্ষণ ।
ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল সর্ব্বজন ॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা ।
দাস আশু গায় নন্দ মহোৎসব ভাষা ॥

দ্বাদশ লহরী।

প্রথম উল্লাস।

বৃষভানু রাজাদির স্ব স্ব পুরে প্রত্যাগমন।

মম চিত চৌর জয় গুরু গৌর
জয় প্রভু নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় ভক্তবৃন্দ
দাও দাসে সেবানন্দ॥
নাই শাস্ত্র জ্ঞান ভক্তি হীন প্রাণ
দুরাশা দিয়েছ মনে।
ভক্ত দুরলভ যে ভাবনা সব
ভাবিব আমি কেমনে?॥
হৃদি পদ্মে থাকি যা লিখাও লিখি
রাধা কৃষ্ণলীলা কণা।
কবি নহে দাস তোমাদের আশ
পুরা'তে হবে বাসনা॥
চন্দ্রাবলী শ্যামা বিশারদা ক্ষমা
মঙ্গলা বিমলা পাপি।
লীলা চকোরাক্ষী ধন্যা শশীমুখী
শঙ্কুরাঙ্কু তারাবলী॥

আরো শত শত কৃষ্ণ কান্তা কত
নন্দরাজ নিমন্ত্রণে।
ছিল নন্দিশ্বরে যায় সবে ঘরে
নিজ নিজ গণ সনে ॥
আদরে তাদেরে বস্ত্র অলঙ্কারে
তুষিল নন্দের রাণী।
নাই বধূ ভাব স্নেহের স্বভাব
সবারে আপন জানি ॥
যত নিমন্ত্রিতে উপযুক্ত মতে
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া
করিল বিদায় সবে গেহে যায়
রাজা রাণী প্রশংসিয়া ॥
সুভানু বিভানু চন্দ্র রত্ন ভানু
ভানু-পুর বাসী যত।
রাজার আদরে বিমোহি অন্তরে
রাজগুণ গায় কত ॥
পরে ব্রজরাণী শ্রীরাধায় আনি
স্বহস্তে বেশ রচিল।
বিনাইয়া বেণী সিন্দুর প্রদানি
ভালেতে অলকা দিল ॥
চারুচেল সাড়ী সুবিচিত্র পাড়ী
রতন জরির বুটি

কুঞ্চিত করিয়া দিল পরাইয়া
বেড়িয়া সুক্ষীণ কটি ॥
রত্ন কঞ্চুলিকা যার শোভাধিকা
সবার মানস হরে।
করি পরিপাটি সুছাঁদেতে আঁটি
আচ্ছাদিল চারু উরে ॥
বিবিধ ভূষণে রাধিকা রতনে
ভূষিতা করিল রাণী।
সুক্ষ্ম সুকোমল নীল চীন চেল
দিল অঙ্গ আচ্ছাদিনী ॥
একে সুষমার সে তনু আগার
তাহাতে করিল বেশ।
উপমা তাহার কোথা আছে আর
সৌন্দর্য্যের যথা শেষ ॥
রাই অঙ্গে রাণী নয়ন প্রদানি
ফিরা'য়ে লইতে নারে।
ধরিয়া চিবুক চুমে চন্দ্র মুখ
নয়নে স্নেহাশ্রু ঝরে ॥
সম্বরি সে ভাব ক্রোড়ে মহাভাব
তুলি নিল ব্রজেশ্বরী।
কহে আর বার দেখো মা আমার
মোরে যেওনা বিস্মরী ॥

ক্রোড়ে হ'তে নামি　　　রাণী পদে নমি
দাঁড়া'ল ভানুর বালা।
নিরখি সে ঠাম　　　মুরছয়ে কাম
দূরে যায় সব জ্বালা॥
রাই সখিগণে　　　মধুর বচনে
বসন ভূষণ দিয়া।
স্নেহ মূর্ত্তিমতী　　　রাণী যশোমতি
বাধিতা করে তুষিয়া॥
রাণী কীর্ত্তিদায়　　　মোহিল ভাষায়
বহু উপহার দিল।
উৎসব বাসরে　　　যেতে ভানুপুরে
অঙ্গীকার করি নিল॥
ওথা রাজা নন্দ　　　স্বরূপ আনন্দ
বন্ধু বৃষভানুরাজে।
অমিয় বচনে　　　উপহার দানে
তুষিছে সভার মাঝে॥
রাজ সঙ্গী যত　　　দাস দাসী কত
যার যেই রূপ মান।
তুষে বিধিমতে　　　ভানুর সম্মতে
অর্থ বস্ত্র করি দান॥
কৃত কার্য্য যত　　　সাধি বিধি মত
নন্দরাজ নন্দ-রাণী।

প্রশংসা ভাজন হইল দুজন
দোহেঁ বিনয়ের খনি ॥
রাম কৃষ্ণ তবে গুরু গুর্ব্বী সবে
বন্দনা করিল আসি।
করি আশীর্ব্বাদ গুণ অনুবাদ
সুখী ভানুপুর বাসী ॥
শ্রীরাধা নমিল নন্দপুরে ছিল
যত পূজা পূজ্যাগণ।
কেহ আশীষিল কেহবা চুমিল
করিয়া যশঃ কীর্ত্তন ॥
পরস্পর মান করিয়া প্রদান
দুই পক্ষ দুই পক্ষে
ভানু পুরাগত নর নারী যত
ত্যজে রাজপুর কক্ষে ॥
পুর দ্বার দ্বয়ে কিঙ্করা নিচয়ে
যান বাহনাদি লয়ে
রয়েছে দাঁড়য়ে সজ্জিত হইয়ে
গমনের পথ চেয়ে
রাজ পরিকর ভিন্ন যত নর—
—নারী ছিল উপনীত
চড়ি নিজ যানে যায় নিজ স্থানে
জনকীর্ণ করি পথ ॥

চালক বাহকে কত হাঁক ডাকে
যানাদি লইয়া চলে।
আনন্দিত মনে রাজগুণ গানে
মুখে কত বুলি বলে॥
শ্রীগুরু চরণ করিয়া স্মরণ—
গৌরাঙ্গ করি ভরসা।
নমি ভক্ত পায় দাস আশু গায়
নন্দ মহোৎসব ভাষা॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

পয়ার।

ভানুপুর রাণী আর রাণী যশোমতী।
পরস্পর বিচ্ছেদ ভাবিয়া দুঃখী অতি॥
স সঙ্গিনী শ্রীরাধায় লইয়া যখন।
রমণী গন্তব্য-পথে করিল গমন॥
পুরের মহিলাগণ চলিল পশ্চাতে।
ব্রজেশ্বরী যায় ধরি ভানুরাণী হাতে॥
পুরদ্বারে সজ্জিত শিবিকা চতুর্দ্দল।
উপনীত হলো তথা রমণী সকল॥

সেখানে আবার বহু বাক্যালাপ করি।
তুষিল সঙ্গিনীগণে ভানুপুরেশ্বরী ॥
শ্রীরাধা নমিয়া পুনঃ প্রণম্যা সকলে।
গজেন্দ্র গমনে উঠিলেন চতুর্দ্দলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি সখিগণ যত।
যথাস্থানে চতুর্দ্দলে বসে পূর্ব্বমত ॥
ভানুপুর ঈশ্বরী বসিল শিবিকায়।
নন্দপুর নারীগণ যশঃগুণ গায় ॥
স্কন্ধে লয় বাহক, শিবিকা, চতুর্দ্দল।
সেবা দ্রব্য লয়ে চলে সেবিকা সকল ॥
ওথা নন্দ মহারাজ লয়ে ভানুরাজে।
নগরের মাঝে দোহেঁ যায় পদব্রজে ॥
পরে দৈন্য, আলিঙ্গন নমস্কার করি।
পরস্পর বিদায় লইল করে ধরি ॥
রাম কৃষ্ণ আদি সঙ্গে ছিল বহুজন।
সকলে করিল ভানুর চরণ বন্দন ॥
ভানুরাজ শির চুম্বি আশীর্ব্বাদ করি।
কহে বাছাগণ সবে যাবে মম পুরী ॥
সঙ্গে ছিল বাহকেরা শিবিকা লইয়া।
তাহে বৃষভানুরাজ আরোহিল গিয়া ॥
রাণীর শিবিকা শ্রীরাধার চতুর্দ্দল।
সেই কালে তথা আসি যুটিল সকল ॥

চতুর্দ্দলে থাকি, রাই, কৃষ্ণ দরশনে।
ভূষিতা হইল বহু ভাব ভূষাগণে॥
গুরুজন মাঝে কৃষ্ণ শ্রীরাধায় হেরি।
বহু কষ্টে রহে ভাব সম্বরণ করি॥
উভয়ে নয়নে যবে হইল মিলন।
উভয়ের মনোভাব প্রকাশে নয়ন॥
দোহাঁকার মনমৃগ দুহুঁ আঁখি জালে।
ওতপ্রোত বন্ধন করিয়া লয়ে চলে॥
বিচ্ছেদ বিষাদে ম্লান হ'ল পরস্পর।
কে বুঝিবে কি যে হ'ল দোহাঁর অন্তর॥
প্রকাশিল মনোভাব সুদীন নয়ন।
পুনরায় কুঞ্জে গিয়া মিলিব দুজন॥
নন্দরাজ কৃষ্ণ আদি ফিরিল শিবিরে।
সগণেতে ভানু রাজ চলিল স্বপুরে॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ পদ করিয়া ভরসা।
দাস আশু করে ইতি নন্দোৎসব ভাষা॥

ইতি শ্রীব্রজলীলা সুধাসরিৎ গ্রন্থ।

পরিশিষ্ট।

প্রার্থনা গীতি।

পয়ার।

হে গুরো! গৌরাঙ্গ! নিত্যানন্দ কৃপানিধে
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু! দয়াময়ী রাধে॥
হে রাধার সখিবৃন্দ, মঞ্জরী সকল!
হে অধম পরিত্রাতা-ভকত মণ্ডল! ॥
এ অযোগ্য-জীবে, অহৈতুকী কৃপা দানে।
লিপিবদ্ধ করাইলে যেই লীলা গানে॥
আশীর্ব্বাদ কর এই জীবাধম প্রতি।
জনমে জনমে লীলা-গানে থাকে মতি॥
যত দিন থাকি ভবে এই দেহ ল'য়ে।
গাই যেন দিবা নিশী নাথাকি ভুলিয়ে॥
লক্ষ্য শূন্য, লক্ষ লক্ষ বাসনা-লহরী।
মানস সাগরে উঠে দিবস সর্ব্বরী॥
লীলা-সুধা সরিতের মৃদুল তরঙ্গে।
গ্রাসিতে বাসনা তার ক্রমে, ক্রম ভঙ্গে॥
কৃপা বাঁধে প্রতিরোধ না দিলে তাহায়।
সরিৎ লহরী লুপ্ত করিবে ত্বরায়॥

আরো কিছু নিবেদন করি, এই কালে।
এক, দুই, তিন করি কাল গেছে চ'লে॥
ভব-খেলা সাঙ্গ হ'লে; যাইব যে দিনে।
স্মৃতি যেন থাকে, তোমা সবার চরণে।
লীলা-সুধা-সরিতের সুধাসম বারি।
দিও সেই কালে সবে বিন্দু বিন্দু করি॥
বাক্‌রোধ, জ্ঞানশূন্য, হ'লে সে দশায়।
সুঁপিও অভয় পদ অধম মাথায়॥

শ্রীবৃন্দাবন-গোবিন্দস্থল যোগপীঠের স্বরূপাভাব বর্ণন ও প্রার্থনা।

প্রীতিরস-খনি ধাম শিরোমণি
দেব দুরলভ ধন।
রাধা মাধবের ক্রীড়ারঙ্গ ভূমি
রাধা-রস নিকেতন॥
মহান্ মহিম করুণ অসীম
সুদূরাচারের গতি।
চিদ্‌রস ঘন মুরতি মোহন
স্বরূপে উজোর অতি॥
বৈকুণ্ঠাদি গঞ্জ— মঞ্জু-কুঞ্জ-পুঞ্জ
নন্দন নিন্দিত বন।
অলি পিক শুক শিখী মৃগাদির
সুখময় নিকেতন॥

হিংস্র প্রাণীগণ অহিংস স্বভাবে
যথা তথা আছে বনে।
মৃগের সহিত সিংহ বৃকাদির
সখ্যভাব জাগে মনে॥
মলয় মারুত সুবাস মাখিয়া
বাস করে নিরন্তর।
ভূষিত করিছে পুষ্পের পরাগ
ধরিত্রীর কলেবর॥
কল নিনাদিনী কলিন্দ নন্দিনী
হাররূপে শোভাপায়
ঊর্ম্মি মালা তার নাচিয়া নাচিয়া
প্রেমে যশঃ গুণ গায়॥
উত্তর প্রবাহে অগাধ সলিল
পূরব পশ্চিম দিকে।
দ্বিশাখ হইয়া দুটি নিঝরিণী
লয়েছে তোমায় বুকে॥
দক্ষিণে আবার মিলিত হইয়া
আদরে রাখিয়া ক্রোড়ে।
মথুরার পানে ছুটিয়া চলিছে
প্রবল প্রখর তোড়ে॥
শ্বেত রক্ত পীত নীল উত পল
সলিল শোভিত করে।

বিবিধ জাতীয় জলচর জীব
পরমানন্দে বিচরে ॥
চারিটি শরনি হৃদি ভেদি তব
জনমিয়া স্বভাবেতে।
যোগ পীঠে গেছে চারি দিক্ দিয়া
যমুনার কুল হ'তে ॥
সে চারিপথের দুপাশ শোভিয়া
রহিয়াছে পাঁতি পাঁতি।
কদম্ব তমাল অশোক বকুল
বৃক্ষ এই চারি জাতি ॥
প্রতি প্রস্থে তব কত তরু লতা
কত ফল পুষ্পোদ্যান।
কত লতা কুঞ্জ সুসাজে সজ্জিত
কার না মোহয়ে প্রাণ ॥
নয়ন রঞ্জন নিবিড় বনানি
নানা জাতি তরুলতা।
বিবিধ বিহঙ্গ গায় কত রঙ্গে
রাধা কৃষ্ণ গুণ গাথা ॥
কোথাও কাননে শাখীর শাখায়
রতনের দোলা দোলে—
হাসে তরু লতা মধুর মধুর
কত ফুল লয়ে কোলে ॥

তরু নামে নাম যদিও তাদের
হরিতকী ধাত্রী ধবি
রসাল পুন্নাগ দেবদারু আদি
কল্পতরু কিন্তু সবি ॥
ফুলে ফুলে বুলে দলে দলে অলি
গুন্ গুন্ রব তুলি
লতিকার অঙ্গে কুষ্মাণ্ড আকার
কত ফল আছে ঝুলি ॥
তৃণ গুল্মৌষধি কৃমি কীট আদি
কোনটি সামান্য নয়।
সৎ চিদানন্দ সবার স্বরূপ
সাধু শাস্ত্র গণে কয় ॥
তব ভূমে তৃণ জনম লভিতে
মহা সাধু বাঞ্ছা করে।
অতি তুরলভ গোপী পদ রেণু
অযতনে লভিবারে ॥
ভূমি আলবাল বেদিকা কুট্টিম
সবি চিন্তামণি ময়।
লীলার সহায়ে বাসনানুযায়ী
নয়নে প্রকট হয় ॥
সহস্রেক দল কমল আকৃতি
পরিধি যোজন সওয়া।

হে গোবিন্দ স্থল মহারাসস্থলী—
অচিন্ত্য শকতি তুয়া ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জগতে
নিত্য প্রকটিত তুমি।
অনন্ত লীলার নিত্যত্ব রক্ষিছ
তত্ত্ব কি বুঝিব আমি ॥
হেম মণিময় তব অঙ্গোপরি
মণিময় তরুলতা।
সবি অপরূপ তোমার স্বরূপ
প্রকাশের ভাষা কোথা ॥ ?
কর্ণিকা বেড়িয়া হেম রম্ভা তরু
কিঞ্জল্ক রূপেতে শোভে।
পক্কাপক্ক, তার অৰ্দ্ধপক্ক ফলে
কারনা :মানস লোভে ॥
কর্ণিকা উপরে মণিময় কুঞ্জ
নয়ন মোহন ছাঁদে।
ত্রিমণ্ডলে রাজে জ্যোতি বিথারিয়া
গঞ্জিয়া পূর্ণিমা চাঁদে ॥
মাঝে মাঝে তথা ফল পুষ্পোদ্যান
চাঁদের কলঙ্ক রূপে।
শোভে কুঞ্জে কুঞ্জে আঁখি বিমোহিয়া
শীতলিয়া মন তাপে ॥

কর্ণিকার মাঝে কল্পতরু তলে
বিলাস নিকুঞ্জ নামে।
রাজে কুঞ্জরাজ অতি অপরূপ
রমিবারে রাধা শ্যামে॥
বিবিধ মাণিক্য রতনে রচিত
তার ভিত্তি দ্বার বন্ধ।
কপাট গবাক্ষ্য ছাদ স্তম্ভ রাজি
সোপানাবলি অলিন্দ॥
দিব্য ঘণ্টা জুত অলিন্দে ঝালর
অপরূপ রূপ ধরে।
হীরা মণি মতি রতনে রচিত
লতা পুষ্প ফলাকারে॥
অলিন্দ অঙ্গন মরি কি সুন্দর
কি সুন্দর—স্তম্ভরাজি।
সবি অপ্রাকৃত চিন্তামণিময়
যথা ইন্দ্রজাল বাজি॥
নানা জাতি লতা সুচিত্রিত ছাঁদে
বেড়েছে কুঞ্জের অঙ্গ।
কারো কৃত নয় কৃষ্ণের ইচ্ছায়
স্বভাবতঃ এই রঙ্গ॥
সে কুঞ্জের মাঝে রত্ন সিংহাসন
কোটি সূর্য্য সম প্রভা

সিংহের আকৃতি অদভূতাসন
মাধুর্য্য বর্ণিবে কেবা ?
তদুপরে বৃন্ত— বিহীন প্রসূন
সুবাসে হরয়ে প্রাণ।
কুসুম উপরে সুবিচিত্র শেষ
মনোহর উপাধান ॥
সেই শেযোপরে রসিক শেখর
বামে লয়ে রাসেশ্বরী।
বিলসয়ে নিত্য সেবে শত শত
নব নব গোপনারী ॥
বিবিধ বিলাস সামগ্রী সম্ভারে
সুশোভিত কুঞ্জরাজ।
পরব্যোম আদি বৈকুণ্ঠাদি পর
শ্রীবৃন্দা বিপিন মাঝ ॥
চারিটি তোরণে কত মণি জ্বলে
কত কারুকার্য্য তায়।
মণি দরপণ প্রতিবিম্ব ধরি
অপরূপ শোভাপায় ॥
গোপুরাদি যত অতি অদভুত
কাম ধেনু ধেনুগণ।
অন্যের কি কথা তরু গুল্ম লতা
করে প্রেম বরিষণ ॥

নাহিক তোমাতে বিষাদের ছায়া
কাল পরভাব হীন।
স্থাবর জঙ্গম একই স্বরূপে
বর্ত্তমান চিরদিন ॥
বৃন্দার লালিত পালিত বলিয়া
বৃন্দাবন নাম ধর।
বৃন্দা নাম জুতা বৃষ ভানু সুতা
তুমি তাঁর কলেবর ॥
নাম ধাম নামী এক তত্ত্ব বলি
সাধু শাস্ত্রগণ গায়।
দৃঢ় অনুরাগে নাম ধিয়াইলে
এ তিনের কৃপা পায় ॥
আমি দুরাচারী দৃঢ়তা বিহীন
নামে নহি অধিকারী।
অনর্থ চিন্তায় ফিরি অহনিশি
কেমনে সে আশা করি ॥
নামে প্রেম প্রাপ্তি মুখ্য প্রয়োজন
প্রেমে সর্ব্বাভিষ্ট পুরে।
গৌন ফলে তার অন্যের কি কথা
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে ॥
নামাভাবে কত শত শত পাপী
তরিয়াছে ভবার্ণবে।

হেন শক্তিশালি নাম মহামন্ত্রে
মজিয়া রহিব কবে ?
তুমি প্রাণারাম রসময় ধাম
আশীসহ অভাগায়।
রাধাকৃষ্ণ আর বৃন্দাবন নাম
নাচে যেন রসময় ॥
দেহ লয় কালে কাল ভয়হারী
তব সরবস ধন—
রাসেশ, রাসেশী লইয়া হৃদয়ে
হৃদে দিও দরশন ॥
স্ব-রূপে হেরিয়া স্বরূপ তোমার
এদেহ ত্যজিতে পারি।
বৃষভানুপুরে আহিরের গেহে
জনমি ; হইয়া নারী ॥
যাবটে ঘটিবে শুভ পরিনয়
যোগমায়া কৃপাযোগে।
রাধা পাল্যদাসী হইয়া রহিব
রাধা-সেবা অনুরাগে ॥
সখি সঙ্গে রঙ্গে শ্রীরাধা কৃষ্ণের
মিলন করায়ে সুখে।
করিব যুগলে চামর ব্যজন
তাম্বুল যোগাব মুখে ॥

পুনঃ ভাবি মনে এ আশা দুরাশা
সে সাধন মম কোথা।
ব্রজ গোপীগণে গণনীয় হওয়া
নয় তো মুখের কথা॥
করমের দোষে যদি দয়ানিধি
সে জনম নাহি পাই।
কৃমি কীট তৃণ পাষাণ হলেও
জনমিতে দিও ঠাঁই॥
যদি ভাগ্য দোষে তাহাও না ঘটে
এই ক'রো গুণধাম।
জনমি সে দেশে যে দেশের লোকে
জপে বৃন্দাবন নাম॥
যে গাইবে নাম থাকি তার পাশে
সে বাতাস লয়ে গায়।
এই নরাধম দাস আশু যেন
পুলকে ভরিয়া যায়॥
বারি-নিধি বেদ বসু কলানিধি
নব শক সিরজিয়া।
ক্রমে যায় মিশি অতীতের গর্ভে
স্মৃতিটুকু জাগাইয়া॥
দেব দিবাকর রাশিচক্র পথে
কুলিরকে করি স্থিতি।

বিশ্ববাসীগণে দিলেন আনিয়া
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী স্মৃতি ॥
স্মার্ত্ত মত লঙ্ঘি সুধীজনগণ
সমুদ্রের পূর্ব্বতীরে।
ভূজ সমর্পিয়া পালিল সে তিথি
শশাঙ্ক সুত বাসরে ॥
সেই শুভদিনে এ অযোগ্যাধমে
অহৈতুকী কৃপা করি।
স্ফুরাইল যাহা নন্দোৎসব লীলা
রাসেশ্বর রাসেশ্বরী ॥
লিপিবদ্ধ তাহা করিতে দুরাশা
প্রদানিল অজ্ঞজনে।
ভীত চিন্তান্বিত হইনু তখন
এক শ্লোক হ'ল মনে ॥

যথা—

শ্রীচৈতন্য প্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্টা ব্রজবিলাসিনঃ ॥
(কবিরাজ গোস্বামী)

এই মহাবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া
লেখনী লইয়া করে।
অজ্ঞান জ্ঞানদ বিষ্ণুপ্রিয়া নাথে
ডাকিলাম সকাতরে ॥

দয়ার বারিধি পতিত বান্ধব
উদি হৃদি মরুদেশে।
অভয় প্রদানি যাহা লিখাইল
লিখিলাম তাঁরি বশে॥
সমাপ্ত হইল বরষ অন্তরে
বহু বিঘ্ন অতিক্রমি—।
সিংহে রবি স্থিতি জয়ন্তি যোগেতে
যবে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী॥
করিনু অর্পণ এই লীলা গাথা
যাঁহাদের, তাহাদের।
প্রার্থনা কেবল এদাস আশুর
রূপ লীলা যেন স্ফুরে॥

যুগল সেবা প্রার্থনা।

(পদ) কীর্ত্তন।

আমি—কবে যুগল রাধা-বিনোদ হের্‌বো গো?
হের্‌বো, আর যুগল সেবা কর্‌বো গো? ॥
কবে মধুর-বৃন্দাবনে; লয়ে যুগল প্রাণধনে।
প্রিয় সঙ্গিনীদের সনে ভ্রমিব, গো?
কবে মঞ্জু কুঞ্জ মাঝে, যুগল-হৃদয় রাজে।
বসা'য়ে, কুসুম-শেযে সাজাব গো? ॥

কবে রাধাকুণ্ডকুলে সখি সঙ্গে বু'লে বু'লে।
বিবিধ কুসুম তু'লে যোগাব গো॥
ব্রজবন বিহরণে যুগলের শ্রীচরণে।
ব্যথা হ'লে বক্ষে লয়ে সেবিব গো॥
কবে প্রফুল্ল প্রসূনে শ্রীরূপ মঞ্জরীর সনে।
বিনা সুতে মালা গেঁথে পরাব গো॥
কবে, শ্রীযমুনার তটে বংশীবট নিকটে।
প্রেমের হাটে মধুর বীণা বাজাব গো॥
বিনোদ বিনোদিনীর খেলা বিনোদ মধুর লীলা।
নিরখি আশু আশা পুরাব গো॥

প্রার্থনা গীত—একতালা।

শ্যাম বিমোহিণী শ্যামা-শিরোমণি
রাসবিলাসিনী রাধে!
শুনহ স্বামিনী এ অপরাধিনী
নিবেদন করে পদে॥
আমি) স্বকরম দোষে ত্যজে শ্রীচরণ
সংসার সাগরে পড়েছি এখন।
(তব) পদতরী বিনে কি আছে এমন তরিতে আকুল খাদে
কভু ডুবি কভু ভাসি এ তরঙ্গে,
তরিবারে ধরি যাহা পাই সঙ্গে

আশা মাত্র শুধু ডুবি সঙ্গে সঙ্গে
আবার জড়ায়ে পড়ি গো ফাঁদে ॥
ব্যাপ্ত এ বারিধী অরাতি কুম্ভীরে,
নিয়ত চেষ্টিত গ্রাসিতে আমারে,
সাঁতারি কি প্রাণ রাখি এ পাথারে,
অকুলে মরিছি কেঁদে ॥
বিপদে শ্রীপদ করিতে স্মরণ
শত্রুতা সাধিছে এ অবাধ্য মন,
কৃপা-রজ্জু দিয়ে কর আকর্ষণ ; ক্ষম আশু অপরাধে ॥
লয়েছি আশ্রয় তরিবার আশে
হে মাধবী ! যদি মাধবী সুমাসে—
হিমানি, নলিনী, দিনমণি পাশে—
নাশে ভাগ্য দোষে, মরিব খেদে ॥

কাতর প্রার্থনা—গীতি।

কোথা রাই-রাই-রাই !—
বারেক হের গো এসে।
তব এ অধীনা দাসী, মায়া কুহকিনী আসি,
গলে দিয়ে দৃঢ় ফাঁসী তব দাসীর প্রাণ বিনাশে।
অনাদি সংস্কার বশে কুমতি মজি কুরসে
নিত্য সত্য নাম রসে (তব) রসিলনা অবিশ্বাসে ॥

আমি অপরাধী রাধে—
ভু'লে তোমায় নিরবাধে—
অই পিশাচীর দাসীত্ব সেধে—
মরি ; তুচ্ছ-দেহ সুখ আশে ॥
দাসী-বৎসলে শ্রীমতী তুমি দয়া মূর্ত্তিমতী
আশু এ কিঙ্করী প্রতি—
বারেক চাহ নিজ কৃপাবশে ॥

গীত।

রাধে !) তুমি কৃপা ক'রে, তব রাঙ্গাপদ—
আমার—হৃদয়ে জাগায়ে দিয়েছ।
না চাহিতে ঐ রাজিব চরণ—
(আমার) নয়নের আগে ধ'রেছ ॥
তব রস-বৃন্দাবনে, সবি রসময়—
(আমায় নিজজন দিয়ে বলেছ।
(তথা) আনন্দ চিন্ময় রসঘন সনে—
সদা আনন্দের খেলা খেলিছ ॥
তুমি—মহাভাবরূপা—চিন্তামণি-সার
কৃষ্ণ আহ্লাদিনী নামটি তোমার—
শকতি সঙ্ঘের তুমিই মূলাধার
সদা কৃষ্ণ বাঞ্ছাপূর্ণ করিছ ॥

তব—ললিতা বিশাখা আদি সখি যত—
আনন্দ-চিণ্ময়-রস ; বিভাবিত,
যোগমায়া—লীলা শকতি সদত
নিজ মনোমত ক'রে রেখেছ ॥

নাই তব রাজ্যে অশান্তি অসূয়া,
আধি ব্যাধি জ্বরা শোক দুঃখ মায়া—
জড়মায়া ; মায়া—চিণ্ময়ীর ছায়া,
সেই ছায়া দিয়ে বিশ্ব পালিছ ॥

তব—যে পদ পল্লব ভবের দুল্লভ—
শিরসী মণ্ডলে শ্রীব্রজ বল্লভ
গ্রহণের বাঞ্ছা করেন মাধব,
তাহা দিতে কেন আশা দিয়েছ ।

আমি—অযোগ্য, অধম, অতি কদাচারী,
তব অবিদিত নহে ত কিশোরী
কামিনী কাঞ্চন লয়ে সদা ফিরি,
মতি ফিরা'তে শকতি হরেছ ॥

আমার—কি হইবে গোতি হে গোতি দায়িনী—
ভরসা তোমার-রাঙ্গা পা দুখানি—
সেবিতে ও পদ রাস-বিলাসিনী !
বল আশুর কি উপায় করিছ ॥ ?

গীত একতালা

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।

হৃদি-বৃন্দাবনে বেঁধেছি কুঞ্জ
আশা-যমুনায়, লহরী পুঞ্জ—
অঞ্জন-নিভ-নয়ন-কঞ্জ—
কুঞ্জ বিহারী, এস, হে! কুঞ্জে।
(আমার) মন-রত্নাসনে, জীবন-সঙ্গিনী
রঙ্গিনী রাধিকা, রমণীর মণি
তব অদর্শনে হয়ে উন্মাদিনী
অসহ-বিরহ যাতনা ভুঞ্জে॥
(আমি) আমোদিনী হয়ে কনক লতায়
সাজায়েছি কুঞ্জ বিনোদ বেড়ায়
ললিতা অনঙ্গ রূপ-রঙ্গ তায়
শোভে সখি-সখ্য মঞ্জরী-পুঞ্জে॥
বৃন্দা কুন্দলতা চম্পক লতিকা
চিত্রা ইন্দুরেখা রয়েছে বিশাখা॥
নাচে শিখীবৃন্দ বিস্তারিয়া পাখা।
নব অনুরাগে ভ্রমরা গুঞ্জে॥
এস হে বিনোদ দিওনা লজ্জা।
বিছায়ে রেখেছি কুসুম সজ্জা॥

বিলসহ লয়ে শ্রীব্রষ ভানুজা।
সেবি যুগলের চরণ কঞ্জে॥
রেখেছি হে নাথ! নয়নের জল।
ধোয়াইব রাঙ্গা-চরণ কমল॥
আশু এসে কর বাসনা সফল।
প্রতিকুল পক্ষ যেন না গঞ্জে॥

মুখবন্ধের শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
।৶০	৫	তনন্যে	অনন্যে
৸৶০	৫	অদরণ	অদরশ
১৲	১০	বৃন্দবনে	বৃন্দাবনে
”	১৭	অনত্রে	অন্যত্র
১৶০	১৪	আপনদিগের সঙ্গে	আপনাদিগের অঙ্গ
১॥০	১৬	স্বদাধিক্যে	স্বাদাধিক্যে
১৸৶০	২১	সরূপ	স্বরূপ
২৵০	৭	পরিষদ	পারিষদ
১॥০	১০	আর্থাৎ	অর্থাৎ
২॥৶০	১৫	অন্যান্য	অনন্য
৩৴০	১৮	দেত্রে	নেত্রে
৩৶০	৮	ভয় প্রবাহ	ভবপ্রবাহ
৩।৴০	১৪।১৫	সঙ্গত অসঙ্গত	সঙ্গত কি অসঙ্গত
৩।৴০	২	শ্লোকার্থগুলির	শ্লোকগুলির
৩॥০	১০	ভাত্যুৎকণ্ঠ	ভীত্যুৎকণ্ঠ
৩॥৴০	১১	ভোজনালয়ং	ভোজনালয়ং
৩॥৶০	১০	বিস্তারিতা	বিস্তারিতাস্তৌ

মূলগ্রন্থের

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৯	অন্তরঙ্গে	অন্তরঙ্গ
৯	২২	মণ	মন
১১	২২	ঋতুভারে	ঋজুভাবে
২৫	৩	স্থখেতে	স্থখেতো
২৬ দ্বিতীয় উল্লাসের পদ্যাংশে	২	জয় গদাধর	জয় জয় গদাধর
২৭	১২	কৃষ্ণেচ্ছা স্মরণ	
৩৫ পয়ারের	৩	বসিয়া তলায়	বসিয়া তথায়
৩৬	১৭	সঘণে	সগণে
৩৮	১৯	শুইল	শুতিল
৪০	১৬	বৃষভানুপুরে	বৃষভানুপুর
৫৪	১৪	পুরাতে অভাব	পুরা'তো অভাব
৫৮ গীতের	৩ পংক্তিতে	দগধ	হসন্ত হইবে না
৬০ ঘাবটের কথার	৬	অভিমন্যু	অভিম্‌ন্য
৬০	১৭	কোল	কেলি
৬০	১৮	মঞ্জুলীলা	মঞ্জুলালী
৬২	৩	সে রস	সে রসে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৪	১০	বিপনী	বিপণি
৬৬	৫	শব্‌দে	হসন্ত হইবে না
৬৯	১	বৃষভানুপুর হয়	বৃষভানুপুর নয়
৭২	৬	জগজ্জানে	জগজ্জনে
৭৫	১	পরশ্ব	পালিতে
	৭	হহবে	হইবে
৭৬	২	পারি	পারে
	৩	বাগালি	বালালি
,,	৬	মণোমত্ত	মনোমত্ত
,,	১৫	ক্ষুধায় জালায়	ক্ষুধার জ্বালায়
৭৯	১১	অন্তর যামিন্	অন্তরযামিনী
,,	১৭	বিদাদ্ধরাজ	বিদগ্ধরাজ
৮২	১৪	উরসে	উরজে
৮৪	৬	ব্যাকুলতা	ব্যাকুলিতা
৮৫	২	কিঙ্করিয়া	কিঙ্করির
৮৬	১৫	তিথ্যোৎসবে	তিথ্যুৎসবে
৮৭	১৭	কারয়া	
৮৯	১	অনারস	আনারস
,,	১২	বিপনি	বিপণি
৯৯	৫	কাঁচিমেয়ে	মেয়ে
১০০		তা ন হ'লে	তা না হ'লে
১০২	১৮	দেখিছে	দে'খেছি
১০৩	৭	লিতাসুন্দরী	ললিতাসুন্দরী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৩	১৮	প্রসাদ আনিল	প্রসাদ দানিল
১০৫	৭	তথা	ওথা
১০৭	২	চতুর	চত্বর
,,	১৫ শেষে	মন্দির	মন্দিরা
,,	১৬ শেষে	মনোহর	মনোহরা
১১০	৩	জয় গোবিন্দস্থল	জয় শ্রীগোবিন্দ স্থল
১১১	৫	কমণ্ডলু	কুমণ্ডল

পঞ্চম লহরী

প্রথম উল্লাস

নিশি লীলা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৩	৩	চত্বরে	সত্বরে
১১৪	১২	উদ্বিঘ্ন	উদ্বিগ্ন

দ্বিতীয় উল্লাস

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৮	১২	বিচরণ	বিরচণ
১২০	৬	বাহিরার	বাহিরায়
১২১	৫	কতু	কভু
১২৫	১৮	সাজে যে	সাজে সে
১২৭	৭	শরত বাঁকাশশী	শরত রাকাশশী
১২৮	১১	ঐ রূপে	অয়ি রূপে
,,	১৬	চামর বাজন	চামর বীজন বা ব্যজন

দাসী উক্তি গীতে চিতানে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩২	৩	লাবণী তরঙ্গে	লাবনী তরঙ্গ
১৩৩	১১ ২য় চরণে ধ্বনি		ধ্বনি কি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৩	১৪ পর গীতের একটি কলি ছাপিতে ভুল হইয়াছে		হেলাদি ভাবাবলি অঙ্গে মহাবলী সঙ্গীতে সুরস প্রসঙ্গরে
১৩৮	১১	সেখানে	যেখানে
১৩৯	১১ ২য় চরণে	রসাকৃষ্ণ	রসাকৃষ্ট
”	১৭ ২য় চরণে	জ্যেতি রাশি	জ্যোতিরাশি
১৪০	১ পংক্তিতে	অতিধায়	অলিধায়
”	৬	উরসাদি অঙ্গে	উরজাদি অঙ্গে
১৪৪	২১	অবহিল্মা	অবহিত্থা
১৪৬	১২	অলির মন	অথির মন
১৫২	৮	গোপীমুখ	গোপীমুখ
১৫৬	৪	প্রেমারশে	প্রেমাবেশে
১৫৮	৮	আম্বুল	তাম্বুল
১৫৯	১৬	ভংসিয়া	ভং´সিয়া
১৬০	২	ভুলে	তুলে
”	১৪	কজ্ঝটিরে	ককখটিরে

জন্মাষ্টমীর প্রাতর্লীলা হইতে

১৬৫		শ্রীকৃষ্ণ জন্মতিথি	শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি
১৬৫	৩	আলোকিত	সুলোহিত
”	৫	ডাক বলে	ডাকি বলে
১৬৯	১৩	আস্বাদিলে বটে	আস্বাদিলে ঘটে
১৭১	৬	অবহিল্মা	অবহিত্থা
”	১৯	করে যষ্টি নড়ে শিরে	করে যষ্টি নড়ে শির

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৩	৫	তথা নন্দিশ্বরে	ওথানন্দিশ্বরে
১৭৪	২১	আখি পদ্ম নিলি	আঁখি পদ্ম মিলি
১৭৭	১১	চরণ ঠেয়ায়	চরণ ধেয়ায়
১৭৯	১৭	ত্রয়োগণ	এয়োগণ
১৮১	৭	কুন্দলতা, পুরবধূ,	পুরবধূ কুন্দলতা
১৮২	২	আশি	আসি
,,	২০	আর যহাতে	আর যাতে
১৮৩	৬	আতন্দিতে	আনন্দেতে
১৮৪	৩	শ্যাম কহে	শ্যামা কহে
১৮৫	১৩	ভগবতা	ভগবতী
১৮৬	২০	সে নারীর	যে নারীর
১৮৭	৬	মধুময়ী অমি	মধুময়ী তুমি
১৮৮	১৪	আঁখি	আঁখি
১৮৯	৯	তাহাদেন	তাহাদের
১৯২	১৪	শ্রীরধিকা	শ্রীরাধিকা
,,	১৮	বরণ করি	বরণ ধরি
১৯৫	৭	জার যায় প্রাণ	জার বঁধু প্রাণ
১৯৯	৩	ইন্দ্রনীলমণিমচুড়ী	ইন্দ্রনীলমণিচুড়ী
,,	,,	মণি বন্ধা দ্বয়ে,	মণিবন্ধ-দ্বয়ে
২০০	১০	পাণ্ডলী	পাশুলী
২০১	১৫	লোকোওরা	লোকোত্তরা
২০২	৬	পরাম্পরায়	পরাম্পরায়
২০৩	১৬	কেমন করিয়ে	কেমন করয়ে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৬	৩	সজিত কেমন	সাজিত কেমন
২০৭	৮	অন্য যত রাজা	অন্য যত রাজা
২১১	৫	দক্ষি-পূর্ব্ব	দক্ষিণ-পূর্ব্ব
,	১৩	আদর বরি	আদর করি
২১৪	৩	প্রাতলীলা	প্রাতলীলা
২২০ ১ম, ২য় চরণ		দাঁড়ায়ে	দাঁড়াইয়ে
২২১	৬	অতৃপ্তবাসন	অতৃপ্ত বাসনা
,,	৮	হয় কি শান্তন.	হয় কি শান্তনা
২২৩ ৩য় পুক্তি ১য় চরণে		প্রকোষ্ট	প্রকোষ্ঠ
২৩৭	১৩	নৈল	নৈলে
,,	১৬	ধনিষ্টা	ধনিষ্ঠা
,,	১৭	শ্রেষ্ট	শ্রেষ্ঠ
২৩৮	৬	অদর	আদর
,,	৯	পৌর্ণমাসা	পৌর্ণমাসী
২৪০	২১	না কারও	না করিও
২৪২ গীতের ৮ম পুক্তি		বিবরে ণিশী	বিবরে ফণিনী
২৪৩	৮	দুগ্ম	যুগ্ম
,,	১৮ ২য় চরণে	অঙ্গুলীয় দলে	অঙ্গুরীয় দলে
,,	১৯ ২য় চরণে	শ্রীকরে কমলে	শ্রীকর-কমলে
২৪৬	৬	ব'ল না কথা	ব'ল না একথা
২৪৮	৭	এখনো এলে না	এখনো এলো না
২৫০ ভঙ্গ পয়ারের ২য়পুক্তিতে		নিজ ভ্রাতি	নিজ ভ্রান্তি
২৫১	৩	আমরা যে	আমরা সে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫২	১১	শ্রেষ্টা শ্রেষ্ট	শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠ
২৫৩	১২ ১২—২য় চরণ	নারী	নীবী

চতুর্থ উল্লাস

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫৫	৩	বল্লভ	বল্লভ
,,	৪	দুল্লভ	দুর্ল্লভ
২৭১	৪	হইয়াছে	হইয়াছ
২৭৪	২১	এখান	এখন
২৭৬	১	বিরধের	বিরোধের
,,	১৪	রহিয়াছে ভুলে	রহিয়াছ ভুলে
২৭৭	৫	বিম্বধর	বিম্বাধর
২৭৯	৪	ক্রমে ভঙ্গে	ক্রম ভঙ্গে
,,	৮	ক্রমে ভঙ্গ	ক্রম ভঙ্গ
২৮০	১	ক্রোধে হাস্য	ক্রোধ, হাস্য
২৮৩	৯	শ্রীরাধার বাক্য	শ্রীরাধার বাক্যে
২৮৬	১৬	নহি নহি স্থলে	নহি নহি স্থলে
২৮৮	১২	শরশনে	পরসনে
২৮৮	১৬	স্মলে	স্থলে
২৯২	৭	কেন কর দোষী	কেন করে দোষী
,,	৯	কবচটি বানরী	কক্থটি বানরী
,,	১৯	বর্ষ হর্ষ	বর্ষা হর্ষ
২৯৮	৬	নহলে	নইলে
২৯৮	৭	গোলাপ গোলা	গোলাল গোলা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০০	পয়ারের ৩	স্বামিণী	স্বামিনী
,,	১১	অদ্‌ভুত	দ এ হসন্ত হইবে না অদভুত
,,	১৩	ঠোণ	ঠোনা
৩০৩	১২	কৃষ্ণভামিনীর	কৃষ্ণভাবিনীর
৩০৫	১৯	বে হারিবে	যে হারিবে
৩০৭	৮	কি লইয়া গেলে	কি লইয়া গৃহে
৩০৯	পয়ারের ২	কৃষ্ণ গুঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত	কৃষ্ণ গূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাতা
৩১১	৩	পলায়ণ	পলায়ন।
,,	৫	পাইতাম লচ্ছা	পাইতাম লজ্জা
৩১২	৬	শলীলে	সলিলে
৩১২	২১	শ্রীরাধা স্বহস্তে	শ্রীরাধা স্বহস্তে
৩১৪	৩	তুমি করেছে যে কাজ	তুমি করেছ যে কাজ
৩১৭	৯	কথম	কখন
৩১৯	১০ ২২ দাগ	রসসঙ্গে	রসরঙ্গে
৩১৯	১৬ ২৪ দাগে	শ্রীমধুমঙ্গলে	শ্রীমধুমঙ্গল
৩২৫	২২	শাতাষ্টক	শতাষ্টক
৩২৭	৩	দেখ বছাগণ	দেখ বাছাগণ
৩২৮	১০	অশীষিতে	আশীষিতে
৩২৯	পদ্যের ১৭	সইকালে	সেইকালে

তৃতীয় উল্লাসের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩৪	৪	গোষ্টালয়	গোষ্ঠালয়

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩৬	১৯	নরীগণ	নারীগণ
৩৩৯	১০	প্রণ দিয়া	প্রাণ দিয়া
৩৪৩	১৮	তালে	তাতে
৩৪৫	১১	ননারূপ	নানারূপ
৩৪৬	১	এতেকে	এতেক
৩৪৮	১	কথা লয়	কথা কয়
৩৫২	৭	শুনিল	শুতিল
”	১৪	বনাশাভা	বনশোভা
৩৫৫	৪	নিারাজিয়া	নিয়োজিয়া
৩৫৬	৩	গোষ্টালয়	গোষ্ঠালয়
৩৫৮	৫	বাদিএ	বাদিত্র
৩৬৪	১৯	সজ্জা যদি হয়	লজ্জা যদি হয়
৩৬৭	৭	খজনি	এখনি
৩৭১	পদ্য হইতে ১৩ পংক্তিতে	কৃষ্ণাদশ	কৃষ্ণাদশমী
৩৭১	১৪ পংক্তি ২য় চরণে	অকাশে	আকাশে
৩৭৪	১৩	সখে পড়ি	সুখে পড়ি
৩৭৭	৪	মহাভাব রূপিনী	মহাভাব রূপিনী
”	দ্বিতীয় উল্লাসে ১০ পংক্তিতে	একা সখী	এক সখী
১৭৮	নিম্নে পয়ারের ৪র্থ পংক্তিতে	কি হ'ল	কি যে হ'ল
৩৮১	৩ পংক্তি	রঙ্গরঙ্গে	রসরঙ্গে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮২	১৭	রাণীর বাক্যে	রাণীর বাক্যেতে
৩৮৩	৬	রোহিণীর	রোহিণী
”	১৫	কর্ত্তিদা	কীর্ত্তিদা
৩৮৪	ত্রিপদীর ১ম পংক্তি	পাপি	পালি
৩৮৮	২২	জনকীর্ণ	জনাকীর্ণ
৩৯১	৭	দোইকার	
৩৯৩	৯	যোগপীঠের ॥	
			স্বরূপাভাষ
৩৯৫	৩	শরনি	শরণি
৩৯৮	১	জৃত	ঘৃত
৪০০	৭	জৃতা	ঘৃতা
৪৯১	৬	রসনয়	রসনায়
৪০৪	১০	তাহাদের	তাঁহাদেরে
৪০৫	প্রার্থনাগীতের ৭	আকুল খাদে	অকুল খাদে
৪০৮	১৭	গোতি	গাতি

বর্ণাশুদ্ধি শব্দাশুদ্ধি ব্যতিত অক্ষর যোজনাকালে গ্রন্থের কোনও কোনও স্থলে পদ্যের কোমল ভাষাগুলিকে গদ্যের আনিয়া কর্কশ করিয়া ফেলিয়াছেন যথা—জগমন স্থলে জগমন জগজন স্থলে জগজ্জন উজোলিত স্থলে উজ্জ্বলিত নিমন্ত্রণ স্থলে নিমন্ত্রণ ইত্যাদি। সে শব্দগুলি যদিও পদ্যের কোমলতা নষ্ট করিয়াছে কিন্তু শাব্দিক অশুদ্ধ না হওয়ায় শুদ্ধি পত্রে লিখিত হইল না।